শেষ সংস্করণ থেকে পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ

قيمة الزمن عند العلماء

সময়ের মূল্য বুঝতেন যারা

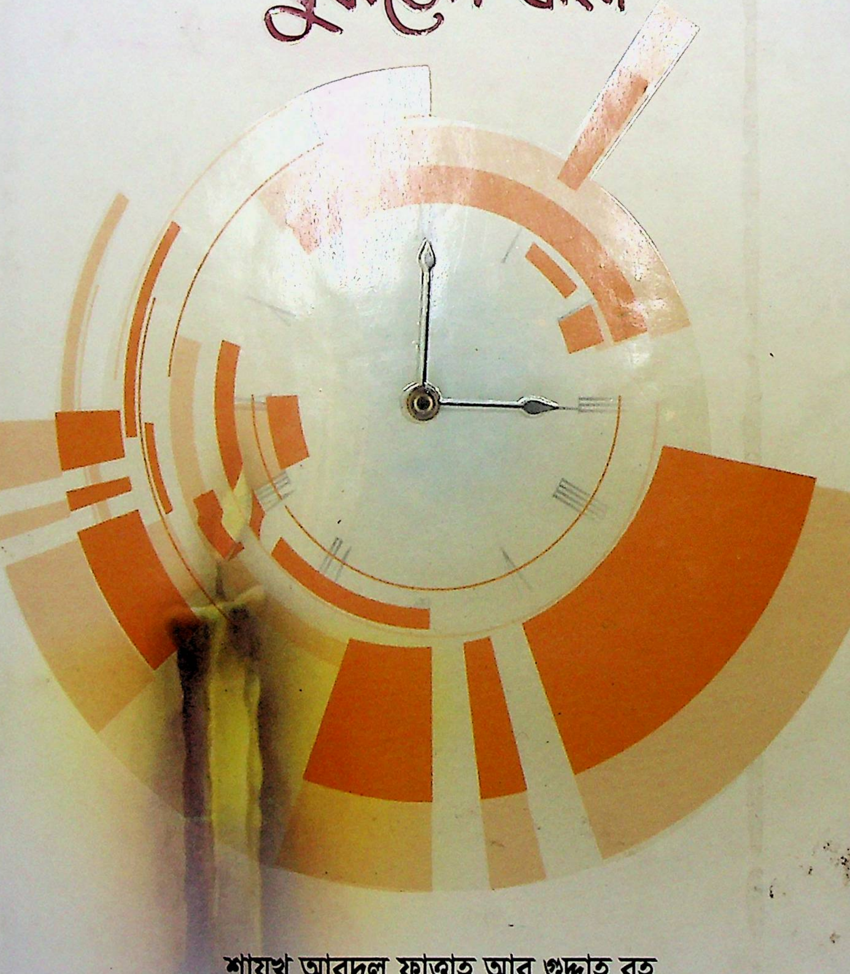

শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ.

আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম দাতা ও দয়ালু

বইটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি Hard Copy সংগ্রহ করে অথবা লেখক বা প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানকে সৌজন্য মূল্য প্রদান করে সহযোগিতা করুন।

www.QuranerAlo.net

قال النبي صلى الله عليه وسلم : ما من يوم ينشقُّ فجرُه إلا ويُنادى : يا ابن آدم أنا خلقٌ جديد وعلى عملِك شهيدٌ، فتزوَّدْ منى فإنى لا أعود إلى يوم القيامة ،

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখনই কোন দিনের প্রভাত উদিত হয়, তখনই সে মানুষকে সম্বোধন করে বলে, হে আদম সন্তান! আমি এক নতুন সৃষ্টি এবং তোমার কর্মের সাক্ষী। সুতরাং তুমি আমার থেকে পাথেয় সংগ্রহ কর। কেননা, কেয়ামত দিবস পর্যন্ত আমি আর ফিরে আসব না।

وفى روايةٍ أخرى : ما من يوم طلعتْ شمسُه إلا يقول : من استطاع أن يعمل فىَّ خيرا فليعملْه، فإنى غير مكرّر عليكم أبدا ....

অন্য একটি রিওয়ায়েতে আছে–

যখনই কোন দিনের সূর্য উদিত হয়, তখনই সে (দিন) বলে, যে আমার (নির্ধারিত সময়ের) মধ্যে কোন কল্যাণ কর্ম করতে পারে সে যেন তা করে নেয়। কেননা আমাকে কখনও তোমাদের কাছে পুনরায় পাঠানো হবে না।

قال : الوزير الصالح يحيي بن هبيرة :

الوقتُ أنفسُ ما عُنيت بحفظه ✪ وأراه أسهلَ ما عليك يضيع

য়াহয়া ইবন হুবায়রা রহ. বলেন,

যা কিছুর সংরক্ষণে তুমি সচেষ্ট হতে পার,

তন্মধ্যে সময় হচ্ছে সবচে' মূল্যবান,

অথচ আমি দেখছি তা-ই সবচে' সহজে তোমার কাছে বরবাদ হচ্ছে।

www.QuranerAlo.net

আল্লামা সুলতান যওক নদভী (দা.বা.)-এর দু'আ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبع هداهم إلى يوم الدين.

وبعد! فإن كتاب المحدث المسند الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله الذي أسماه "قيمة الزمن" كتاب جيد ينبغي أن يستفيد منه العلماء والطلاب والمسلمون الذين يحرصون على أن يجعلوا حياتهم بل أوقات عمرهم ذات قيمة، ورأيت أن الأستاذ عمران الحق سلمه الله تعالى قد نقل الكتاب إلى اللغة البنغالية الفصحى، لتعميم الفائدة،

وحيث أن المؤلف رحمه الله كان أستاذي وشيخي، تقابلته مرة في ندوة العلماء بالهند وأجازني لرواية الحديث عنه، أجللته وأحببته كثيرا، وأحب أن أستفيد بكل ما يوجد من مؤلفاته القيمة،

فجزى الله المترجم خير الجزاء وبارك في جهوده العلمية ونفع بإنتاجاته، وأدعو الله جل وعلا أن يوفقه لما يحبه ويرضى ويسدد خطاه، آمين.

كتبه: محمد سلطان ذوق الندوي

٦/١٠/١٤٣٣ هـ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সকল প্রশংসা রাব্বুল আলামীন আল্লাহর তরে। আর দুরূদ ও সালাম সর্বশেষ নবী ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপরে এবং তাঁর পরিবারবর্গ, সাথীবর্গ ও শেষদিবস পর্যন্ত আগত তাঁর পথের অনুসারীদের উপরে।

পরকথা হল, বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহ.) সংকলিত "قيمة الزمن عند العلماء" একটি অনবদ্য গ্রন্থ। উলামা, তালাবা এবং সময়ের সদ্ব্যবহারে আগ্রহী সকল মুসলমানের এ গ্রন্থ থেকে উপকৃত হওয়া উচিত। মাওলানা ইমরানুল হক– আল্লাহ তাকে নিরাপদে রাখুন– কিতাবটির উপকারিতা সার্বজনীন করণের লক্ষ্যে বিশুদ্ধ বাংলায় এর অনুবাদ করেছেন।

উল্লেখ্য যে, কিতাবটির সংকলক শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহ) এর শিষ্যত্ব ও তাঁর সনদে হাদীছের 'ইজাযত' লাভের সৌভাগ্য আমার হয়েছে। হিন্দুস্তানে নদওয়াতুল ওলামায় যখন আমি তাঁর সাক্ষাত লাভ করি– তখন তিনি আমাকে তাঁর সনদে হাদীছ বর্ণনার 'ইজাযাত' দেন। তাঁর ভালোবাসা ও সম্মান আমার হৃদয় যমীনে প্রোথিত। আর তাঁর মূল্যবান গ্রন্থসমূহ থেকে উপকৃত হওয়া আমার একান্ত কাম্য।

পরিশেষে আমি দুআ করি, আল্লাহ অনুবাদককে সর্বোত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন, তার ইলমী সাধনায় বরকত দান করুন এবং তা দ্বারা মানুষকে উপকৃত করুন।

আর আল্লাহর দরবারে আমার প্রার্থনা, তিনি যেন তাকে তাঁর প্রিয় ও পছন্দনীয় কর্ম সম্পাদন করার তাওফীক দান করেন এবং তার পথ চলার পদক্ষেপকে সঠিক রাখেন। আমীন।

মুহাম্মাদ সুলতান যওক নদভী
৬ শাওয়াল, ১৪৩৩ হিজরী

www.QuranerAlo.net

সম্পাদকের কথা

قيمة الزمن عند العلماء অত্যন্ত মূল্যবান একটি গ্রন্থ। উদ্ধৃতিসমৃদ্ধ এই গ্রন্থের সাবলীল বাংলা অনুবাদ বেশ দুরূহ। নবীন অনুবাদক মাওলানা ইমরানুল হক যথেষ্ট শ্রম ও সময় ব্যয় করে গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন। এরপর এই অনুবাদকর্মকে 'পরিবেশন যোগ্য' করতে আমি অধম যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমাদের যোগ্যতার পরিধি সীমিত। আশা করি, পাঠক আমাদের সীমাবদ্ধতাকে ক্ষমাসুন্দর ও উদার দৃষ্টিতে দেখবেন। সচেতন পাঠকের সুচিন্তিত মতামত ভবিষ্যতে গ্রন্থটিকে আরও ভালো অবস্থায় প্রকাশ করতে আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করবে ইনশাআল্লাহ। মূল্যবান এই অনুবাদগ্রন্থ অধ্যয়নে পাঠক যেন তার ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজজীবনের সকল ক্ষেত্রে সময়ের সদ্ব্যবহারে অনুপ্রাণিত হতে পারেন এবং সালফে সালেহীনের সার্থক উত্তরসূরী হতে পারেন এই আমাদের প্রার্থনা।

আল্লাহ আমাদেরকে পুণ্য ও কল্যাণকর্মে একে অন্যের সহযোগী করুন এবং আমাদের সকল নেক আমল কবুল করুন। আমীন।

হাবীবুর রহমান নদভী
মাদরাসাতুল মাদীনাহ, ঢাকা
২৫ শাওয়াল ১৪৩৩ হিজরী

www.QuranerAlo.net

Contents

প্রথম তিন বছর 'আল-কলম' (পুষ্প)ই ছিল আমার এ পথের দিশারী।

এরপর আলিয়া-তে পরীক্ষা দেয়ার পারিবারিক চাপ[১] সামলাতে গিয়ে নদভী হুযুরের (দা.বা.) পরামর্শে ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে, দারুল মা'আরিফে ভর্তি হলাম। সেখানে পেলাম আল্লামা সুলতান যওক নদভী (দা.বা.) এর বিশাল ব্যক্তিত্বের সুশীতল স্নেহ, ছায়া এবং অকৃত্রিম মমতা ও ভালবাসা সেখানে এই অধম যাঁদের সান্নিধ্য-ধন্য হয়েছে মুফতী মাছুম ছাহেব দা.বা. হলেন তাঁদের অন্যতম। তাঁর থেকে একই সাথে পেয়েছি আমি পিতার স্নেহ, ভায়ের মমতা আর বন্ধুর ভালবাসা ও অন্তরঙ্গতা।

এক কথায়, আমার মাঝে যেটুকু বিনয়-নম্রতা আল্লাহ দান করেছেন এর সিংহভাগই তাঁর ছোহবতের বরকত।

দেখতে দেখতে দারুল মাআরিফে চার বছর কেটে যায়। সেখান থেকে ফারেগ হয়ে কিশোরগঞ্জ শোলাকিয়ায় মাওলানা ইসমাইল ছাহেব (পীর ছাহেব হুযুর) এর 'মাদরাসায়ে বাগে জান্নাত' এ খেদমতে নিয়োজিত হই। এখানে আসার কিছুদিনের মধ্যেই বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ ও সুলেখক শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ. কর্তৃক রচিত এই মূল্যবান কিতাবটির অনুবাদ শুরু করি।

প্রায় এক বছর পর কিতাবটির অনুবাদ যখন সমাপ্ত হয় তখন আমি ঢাকায়, বাসাবোস্থ মাদরাসাতুল হুদার শিক্ষক। সেখানকার ছাত্র ইউসুফ, মাইমুন, শাফায়াত ও ইকবাল সাগ্রহে পরিচ্ছন্ন অনুলিখনের কাজটি আঞ্জাম দিয়েছিল। আল্লাহ্ তাদের জাযায়ে খায়র দান করুন।

এদিকে প্রায় একই সময়ে মাকামাতে হারীরীর একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ সংকলনের যিম্মাদারী আসে। সে কাজের ব্যস্ততায় এই কিতাবটি প্রায় ৭/৮ মাস খাতার ভেতরেই বন্দী হয়ে থাকে।

তারপর কিতাবটির প্রথম দিকের কিছু পৃষ্ঠা কম্পোজ করে মূল লেখক শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ ছাহেবের প্রত্যক্ষ শাগরেদ মুফতী আবদুল মালেক ছাহেব (দা.বা.) এর সামনে পেশ করি।

১. মূলত মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্যই এই চাপ এসেছিল।

www.QuranerAlo.net

এ উপলক্ষে দীর্ঘক্ষণ মুফতী ছাহেব হুযুরের কাছে অবস্থান করলাম। বেশ ব্যস্ততার মাঝেও তিনি আমাকে সময় দিলেন। আপ্যায়নপর্ব শেষে তিনি অনূদিত পৃষ্ঠাগুলো পড়লেন এবং অনুবাদের ভাষাটাকে আরেকটু সহজ ও মসৃণ করার পরামর্শ দিলেন।

এরও প্রায় ৭/৮ মাস পর নদভী হুযুরের প্রাথমিক পরিমার্জনার পর পূর্ণ বইটি কম্পোজ হয়ে এল। দ্বিতীয় প্রুফ দেখার পর মনে হল, এবার মুফতী আবদুল মালেক ছাহেব (দা.বা.) এর সামনে সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি পেশ করে একটি ভূমিকা বা অন্তত একটি দু'আবাক্যের আবেদন জানাব।

হুযুরের কাছে ফোন করে সাক্ষাতের অনুমতিপ্রার্থনা করলাম। সাক্ষাতের উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু জানার পর হুযুর দরদমাখা কণ্ঠে বললেন, "দেখ, তোমার পাণ্ডুলিপি আমাকে দেখতে দিলে ব্যস্ততার কারণে দীর্ঘদিন এটা এখানেই পড়ে থাকবে। এরচে' ভাল তুমি এটা প্রকাশের কাজে এগিয়ে যাও। তাছাড়া নদভী ছাহেব তো দেখেছেনই! আমি দু'আ করি, আল্লাহ্ এই খেদমতকে কবুল করুন।" তখন আমি নিরুপায় হয়ে ক্ষীণস্বরে "আমীন" বললাম। এরপর আর কিছু বলা বা পীড়াপীড়ি করা সঙ্গত মনে হলো না।

তৃতীয় প্রুফ যখন দেখতে শুরু করলাম তখন হঠাৎ মনে হল– মাওলানা আবদুল মালেক ছাহেব তো দু'আ ও প্রেরণা দিয়ে আমাকে কৃতার্থ করেছেন কিন্তু একজন মুরুব্বীর লিখিত দু'আ থাকলে তো কিতাবটির মান ও গ্রহণযোগ্যতা আরও কিছুটা বাড়ত। এই ভাবনার বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ২০ রমজান ১৪৩৩ হিজরী দারুল মা'আরিফের উদ্দেশ্যে সফর করলাম। যওক ছাহেব হুযুরের সাথে যখন দেখা হল তখন প্রায় দুপুর ১২ টা। সাক্ষাতের শুরুতেই হুযুরকে আমার সফরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করলাম।

আজ রাতেই হুযুর ইতিকাফে বসবেন। তাই অনেক ব্যস্ততা। এতদসত্ত্বেও প্রায় দেড় ঘণ্টাব্যাপী হুযুর বইটির আদ্যপ্রান্ত পড়লেন। কয়েক স্থানে লাল কালির আঁচড়ে আমাকে ধন্য করলেন। এক জায়গায় আমি ثوب قطريٌّ এর অনুবাদ করেছিলাম "কাতারী কাপড়" হুযুর নিজে উঠে গিয়ে শামায়েলে তিরমিযী আনলেন এবং আমার অনুবাদ শুধরে দিয়ে লিখলেন–

یمنی منقش کپڑا (নকশাকৃত ইয়ামানী কাপড়)।

www.QuranerAlo.net

যাওক ছাহেব হুযুরের এই আচরণে আমি বিমুগ্ধ ও অভিভূত হলাম।

সময় সংক্ষিপ্ততার কারণে অবশেষে হুযুর বললেন– "মাওলানা এনাম এর[১] কাছে তোমার ই-মেইল ঠিকানা দিয়ে যাও, আমি পরবর্তীতে মন্তব্য পাঠিয়ে দেব ইনশাআল্লাহ্।"

প্রায় দু'সপ্তাহ পর এনাম ভাই ও শাহেদ ভাইয়ের সহযোগিতায় হুযুরের মন্তব্যটি আমার হাতে পৌঁছল।

এখন বন্ধুবর শাহাদাৎ ভাইয়ের প্রচেষ্টায় বইটি মুদ্রিত হওয়ার পথে। আল্লাহ তাকে প্রকাশনার ক্ষেত্রে প্রকৃত ইখলাস ও কবুলিয়াত দান করুন। আর এই অনুবাদগ্রন্থের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে সর্বোত্তম বিনিময় দান করুন।

পরিশেষে পাঠকবর্গের কাছে নিবেদন, তারা যেন অনূদিত এই কিতাবটির মাকবুলিয়্যাতের জন্য এবং অধম অনুবাদকের দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণের জন্য দু'আ করেন।

ইমরানুল হক
মাদরাসাতুত্ তাকওয়া
সরাইল, শহীদবাড়ীয়া
৯ শাওয়াল, ১৪৩৩ হিজরী

১. হুজুরের বিশেষ খাদেম ও দারুল মা'আরিফের উস্তায। আল্লাহ্ তার 'খায়র' করুন।

www.QuranerAlo.net

প্রিয়জনের বিরহগাঁথা

ভাই মুহাম্মাদ যাহেদ যখন এই কিতাবটি পড়লেন তখন মরহুম আব্বাজানের বিরহ-বেদনা নতুনভাবে তাঁর মনে জেগে উঠল। ব্যথাক্রান্ত হৃদয়ে তাই তিনি কলমের আশ্রয় নিলেন এবং চোখের জল ও মনের জ্বালা মিশিয়ে লিখলেন–

নবীগণের 'বিরাছাত' ও আলেমগণের 'ইমামাত' এর বাহক– হে আব্বাজান! আল্লাহ আপনাকে সিক্ত করুক করুণার বারিধারায়। আপনি তো চিরজীবন ইলমকে মনে করতেন সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন ও চিরকাঙ্ক্ষিত সম্বল। আর মনোনিবেশ করতেন তার প্রতি নিজের দেহমনের সবটুকু দিয়ে এবং সর্বস্ব বিলিয়ে। ফলে এমন 'সম্পদ' আপনার অর্জিত হয়েছে, যার মন্দার আশঙ্কা নেই এবং এমন ধনভাণ্ডার লব্ধ হয়েছে, যার ফুরাবার কোনো ভয় নেই।

আব্বাজান!
আপনি তো ছিলেন আলেমকুল শিরোমণি, পরিপূর্ণ 'সালাহ' ও তাকওয়ার অধিকারী। আর ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও বাক্‌পতি।
আল্লাহর কথা স্মরণে আপনার চোখ অশ্রুসিক্ত হতো, ঘুম একেবারেই উবে যেত। আর বিছানা ছেড়ে নামাযের বিছানায় আপনার ঠাঁই হত।
আর দুনিয়া! সে তো ছিল আপনার কাছে স্থায়ী নিবাসের যাত্রাপথে এক মনযিল মাত্র। তাই আজীবন আপনি সান্ত্বনা খুঁজে নিয়েছেন সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সত্তার অনুকরণে এবং ইসলামের সমুদ্ভাসিত আদর্শের পথে আহ্বানে।
আপনার হৃদয় সজ্জিত ছিল ঈমানের নূরে। আর জিহ্বা, সুমিষ্ট ভাষা ও স্পষ্ট কথনে। তাই তো সকল মিম্বর ও মাহফিল আগ্রহী ও উৎকর্ণ হয়ে থাকত আপনার প্রজ্ঞাপূর্ণ ও রত্নতুল্য নছীহত শ্রবণে।

আব্বাজান!
আপনার সুকুমারত্ব তো আল্লাহরই প্রদত্ত। আপনি তো ইসলামের ঐ সুবাস ফিরিয়ে দিয়েছেন, যার পুষ্পরাজি শুষ্ক হয়ে গিয়েছিল; বরং বলা যায়– ঝরে পড়েছিল এবং... নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল।
আপনার জীবন তো ছিল সময়ের সংরক্ষণ, এমনকি প্রতিটি ক্ষণের সু-মূল্যায়নের এক অনন্য ও জীবন্ত দৃষ্টান্ত। যখনই আপনাকে দেখেছি, হয়ত

www.QuranerAlo.net

আপনি কুরআনের তেলাওয়াতে বা রাহমানের যিকিরে কিংবা নবীজীর সুন্নতের খেদমতে মশগুল। অথবা দেখেছি, কোনো কিতাবের মুতালাআ বা রচনায় ব্যস্ত।

সর্বদা আপনার সময় কাটত জীবন থেকে সর্বাধিক মুনাফা অর্জনে এবং মণি-মাণিক্য আহরণে। এ ক্ষেত্রে আপনার ছিল না কোনো ক্লান্তি, ছিল না কোনো অবসাদ বা শ্রান্তি। আর আল্লাহর শপথ করে একথা বললে কোনো অতিশয়োক্তি হবে না যে, কলমে ও যবানে এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষণে ও অঙ্গনে সময়ের সদ্ব্যবহারে আপনি ছিলেন অনন্য দৃষ্টান্ত। সুতরাং এ বিষয়ে কলম ধরা আপনারই সাজে।

আপনার জীবনসূচি ছিল এতটাই পরিকল্পিত ও কর্মমুখর, যেখানে কোনোরূপ ক্লান্তি ও অবসাদ বা বিরক্তি ও একঘেয়েমির কোনো স্থান ছিল না।

আপনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তো ছিল সর্বক্ষেত্রে দ্বীনের ঝাণ্ডার উন্নতি এবং সর্বদিকে ইলমের প্রসার। আর এ ক্ষেত্রে আপনি কাজ করে গেছেন অবিরত, অবিশ্রান্ত। ফলে আপনার রচিত গ্রন্থসংখ্যা পৌঁছেছে প্রায় ষাটের কোঠায়। আর পরিকল্পনায় তো ছিল বহুশত।

যদি আরও কিছুদিন জীবন আপনাকে সঙ্গ দিত তবে তো আপনার চিন্তা-নিঃসৃত ও হস্তখচিত ইলমী ভাণ্ডারের বহু মণি-মাণিক্য নয়নাভিরাম আকৃতিতে প্রকাশ পেত। এ ব্যাপারে আপনি তো ছিলেন আদর্শ অগ্রদূত। আর বিভিন্ন ভ্রান্তি ও জটিলতায় আপনিই ছিলেন একান্ত বিশ্বস্ত ও সর্বমান্য।

আব্বাজান!

দুঃখ-দুশ্চিন্তায় আপনার হৃদয় তো কালো মেঘে ঢাকা পড়েছিল। আর রোগ-ব্যাধিতে আপনার দেহ একেবারে জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। যারাই আপনাকে দেখত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ত। তদুপরি সুচিন্তা ও সাদচার ছিল আপনার সদাসঙ্গী।

সকল দুঃখ-যাতনা আর ব্যথা-বেদনা আপনি সোপর্দ করতেন সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ সত্তার দরবারে। আর আপনার রসনা সর্বদা তৃপ্ত হত তাঁরই যিকিরে ও কুরআনের তিলাওয়াতে। এসব কিছু সত্ত্বেও ঘরে-বাইরে, বাড়ীতে বা সফরে, রাতের আঁধারে কিংবা দিনের আলোতে আপনার মুতালাআ চলত অবিরত।

www.QuranerAlo.net

আব্বাজান!

এই কিতাবে যতগুলো ঘটনা আমি পড়েছি, আপনার তরঙ্গায়িত জীবন সমুদ্রে আমি প্রতিটির প্রতিচ্ছবি দেখেছি। শ্রেষ্ঠ ও উত্তম যত গুণাবলী আছে, সবকিছুর সমাহার ঘটেছিল আপনার জীবনে। বলা যায়, পূর্ববর্তী মনীষীগণের জীবনী ও আদর্শের পুনর্জীবন ঘটিয়েছিলেন আপনি।

দিবসের সূচনা হত আপনার তাহাজ্জুদ ও ফজরের নামায দিয়ে। তারপর যতটুকু সম্ভব চলত যিকির ও তিলাওয়াত।

তারপর ঘরের সবাই যেত ঘুমিয়ে, কিন্তু আপনার দু'চোখ নিয়োজিত হত কিতাবের পাতায় প্রভাতের স্বচ্ছ মস্তিষ্ককে সঙ্গী করে। এই কাজ চলত আটটা বা নয়টা পর্যন্ত। তারপর নাস্তা প্রস্তুত হলে মস্তিষ্কের খোরাক যোগাতে এবং দেহকে সচল রাখতে যৎসামান্য নাস্তা সেরে চাশতের নামায আদায় করে নিতেন। আর দয়াময়ের কাছে তাওফীক ও কবুলিয়্যাতের জন্য রোনাজারী করতেন।

তারপর চলত বিভিন্ন প্রকাশনালয় থেকে আগত পাণ্ডুলিপির পরিচর্যা ও পরিমার্জনার কাজ।

যোহরের সময় হলে কাজকর্ম সব ছেড়ে বাড়ীর ছোটদের নিয়ে রহমানের ডাকে সাড়া দিতেন।

তারপর ক্লান্ত মস্তিষ্ক ও শ্রান্ত দেহটাকে একটু বিশ্রাম দিতে বিছানার আশ্রয় নিতেন। বিশ্রাম শেষে আবার নব উদ্যমে ফিরে আসতেন কিতাব-কলমের জগতে।

হ্যাঁ, এমনই ছিলেন আপনি। কিতাব ছিল আপনার প্রেমাস্পদ ও অন্তরঙ্গ বন্ধু। আর পূর্ববর্তী মনীষীগণ ছিলেন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আপনার আদর্শ।

বিভিন্ন দাওয়াত, দেখা-সাক্ষাৎ এবং বেড়ানোতে সময় নষ্ট করা ছিল আপনার স্বভাব-বিরোধী। এমন কি সন্তানদের বাড়ীতেও আপনি অত্যাবশ্যকীয় কোনো প্রয়োজন ছাড়া যেতেন না। আর তাও হতো একেবারে 'দস্তরখান' প্রস্তুত হওয়ার পর এবং প্রস্থানও হত আহার শেষ হতে না হতেই। অবস্থাদৃষ্টে মনে হত, দুরন্তর ছুটে চলা সময়ের সাথে আপনিও পাল্লা দিয়ে চলছেন। উদ্দেশ্য ছিল একটাই– বিলুপ্ত কীর্তিগুলোর উদ্ধার ও প্রচার-প্রসার আর জ্ঞানান্ধদের মন-মস্তিষ্কে আলোদান।

Contents

যদি কখনো আকস্মিক কোনো জরুরী কাজে অধ্যয়ন ও গবেষণা থেকে আপনাকে দূরে থাকতে হতো, তখনও দেখা যেত আপনার যবান যিক্‌র, ইস্তেগফার ও মুনাজাতে মশগুল।
আর কাগজ-কলম সর্বদাই আপনার সাথে থাকত। যার মাধ্যমে চিন্তা-ভাবনা, আবেগ-অনুভূতি বা সূক্ষ্ম ও জটিল কোনো বিষয়ের সমাধান অথবা কোনো কিতাবে পাওয়া হৃদয়গ্রাহী কবিতা-পঙ্‌ক্তি তৎক্ষণাৎ লিখে রাখতেন।

আব্বাজান!
দয়াময়ের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি দয়া বর্ষিত হোক।
সম্মানিতজনেরা ঠিকই আপনার মর্যাদা বুঝেছে, যদিও নীচ ও ইতরজনেরা করেছে রুক্ষ আচরণ। কিন্তু আপনি তো সর্বদা 'ইবাদুর রহমানের' মত 'সালাম' বলেই এড়িয়ে যেতেন তাদের।
আল্লাহ আপনাকে দান করেছেন কল্যাণের পথে যথার্থ নির্দেশনা। আর ঢেলে দিয়েছেন মানুষের হৃদয়ে আপনার ভালবাসা। ফলে কাছের বা দূরের সকলের থেকে আপনি পেয়েছেন অকৃত্রিম অন্তরঙ্গতা।

আব্বাজান!
আপনি ছিলেন ইসলামের জন্য নেতাতুল্য এবং মানব-কাননের অনন্য সৌন্দর্য। যে কোনো মাহফিলে ছিলেন চন্দ্রতুল্য, আর দানের ক্ষেত্রে যেন বিশাল সমুদ্র।
আপনাকে হারিয়ে আমরা এমন ব্যক্তিকেই হারালাম, বিপদ-দুর্যোগ মোকাবেলায় যাকে আহ্বান করা হত। আপনার পর তো শুধু এমন লোকেরাই রয়ে গেল, যাদেরকে ডাকা হয় শুধু উদরপূর্তির জন্য।
'কায়েছ'কে হারানোর বেদনার চেয়ে আপনাকে হারানোর বেদনা যে জাতির জন্য আরও তীব্র ও বেদনাবিধূর।
যে কায়েছের ব্যক্তিত্ব বর্ণনায় কবি বলেন–

وما كان قيسٌ هُلكه هُلكَ واحد ✪ ولكنه بنيانُ قوم تَهَدَّمَا

অর্থ : কায়েছের মৃত্যু তো শুধু এক ব্যক্তির মৃত্যু ছিল না। বরং সে ছিল এক সম্প্রদায়ের সৌধ যা ধসে পড়েছে।

মুহাম্মাদ যাহেদ বিন আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ

www.QuranerAlo.net

Contents

ত্রয়োদশ মুদ্রণের মুখবন্ধ

সমস্ত প্রশংসা এক আল্লাহর, যিনি ক্ষমা ও ক্ষমতার আধার। যিনি ভাগ্যলিপি নির্ধারক ও সকল বিষয়ের ব্যবস্থাপক এবং যিনি দিন-রাতের স্রষ্টা ও প্রবর্তক।

আপন সৃষ্টি ও আপন বান্দাদের থেকে তিনি যাদের নির্বাচন ও মনোনয়ন করেন তাদের শ্রেষ্ঠ ও পুণ্যাত্মাদের আসনে সমাসীন করেন। আর যাদের ভালবাসেন ও পছন্দ করেন তাদের আল্লাহমুখিতা ও দুনিয়াবিমুখতার গুণে গুণান্বিত করেন। ফলে তাঁরা তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনে, গযব থেকে পরিত্রাণে, চিরস্থায়ী নিবাসের প্রস্তুতিতে এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির লক্ষে সদাই থাকে সচেষ্ট। আর সকালের স্নিগ্ধতায় ও সন্ধ্যার লালীমায়, দিবসের আলোতে ও রাতের আঁধারে, এমন কি যে কোন পরিবেশ-পরিস্থিতিতে রহমানের যিকির ও ইবাদাতে থাকে মগ্ন ও উদ্দীপ্ত। ফলে তাদের হৃদয় হয়ে উঠে ঐশী আলোয় দীপ্ত ও উদ্ভাসিত।

আমি তাঁর সকল নিঅমাতের প্রশংসা করছি, যে প্রশংসা তাঁর শান-উপযোগী। আর তাঁর ফযল ও করম এবং দান ও অনুদান প্রার্থনা করছি, যে প্রার্থনা দুর্বল বান্দার হাল-উপযোগী।

আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই– যিনি অতি মহান ও চিরনির্মুখাপেক্ষী এবং যিনি মহা প্রজ্ঞাবান ও মহাপরাক্রমশালী।

আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল এবং তাঁর নির্বাচিত প্রিয়ভাজন ও অন্তরঙ্গ বন্ধু।

সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর প্রতি এবং সকল নবীর প্রতি। আর সকলের পরিবারবর্গ ও সর্বযুগের পুণ্যাত্মা ব্যক্তিবর্গের প্রতি।[৩] আমীন।

এ হল এই মূল্যবান গ্রন্থের বর্ধিত ও পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ। আব্বাজান এ কিতাবে যা কিছু লিপিবদ্ধ করে গেছেন এবং যা কিছু যুক্ত ও অন্তর্ভুক্ত করতে আদেশ করেছেন এর সব কিছুই এতে সংযোজন করা হয়েছে।

---

৩. এই 'হামদ ও সালাত' সংগৃহীত হয়েছে ইমাম নববী রহ. এর বরকতময় গ্রন্থ "الأذكار" এর ভূমিকা থেকে।

www.QuranerAlo.net

তাছাড়া এই অধমও মুতালাআর মাঝে এ বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত যে সকল কবিতা ও ঘটনা পেয়েছে পাঠকদের পূর্ণ ফায়দার দিকে লক্ষ্য করে তার উপযোগীগুলো এ গ্রন্থে সংযোজন করেছে। তারপর তা পেশ করেছে তাদের খেদমতে যারা ইলমের ধারক ও বাহক, যারা ইলমের প্রতি অনুরাগী এবং ইলমের পথেই উচ্চাভিলাষী।

তবে অধমের সংযোজিত স্থানগুলোর শেষে س বা سلمان লিখে কিংবা বন্ধনীর মাঝে রেখে চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা যেন এর উপকারিগুলো নিজ অনুগ্রহে কবুল করে নেন আর অপকারী কিছু থাকলে তা যেন আপন করুণায় ক্ষমা করে দেন। আমীন।

আর এ অধমের নিজের সংযোজনগুলো চিহ্নিত করাটাও নিছক কোনো স্বার্থ চিন্তায় নয়; বরং মরহুম আব্বাজানের আগ্রহের দিকে লক্ষ্য করেই এমনটা করা হয়েছে।

কারণ পূর্ববর্তী সকল মনীষীগণের মত আব্বাজানও চাইতেন— যে কোনো কর্মের কৃতিত্ব তার কর্তারই হোক, যে কোনো ইলমের 'নিছবাত' তার রচয়িতা বা সংকলকের দিকেই করা হোক।

আব্বাজান ভূমিকাতেও এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন আর বর্ণচোরাদের ব্যাপারে এবং যারা 'পরের ধনে পোদ্দারী করে' তাদের ব্যাপারে খুবই আফসোস প্রকাশ করেছেন।

আবার অনেকে মনে করেন মূল যে কিতাব থেকে কথাটি বা বিষয়টি চয়ন করা হয়েছে তার নাম উল্লেখ করে দিলেই হল— আমি যে কিতাবেই পাই-না কেন সেটা উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

না ভাই! এটাও একটা মন্দ চিন্তা ও প্রবৃত্তি-প্ররোচনা। কেননা যিনি বড় বড় গ্রন্থ মন্থন করে 'মণি-মুক্তা' তোমার হাতের নাগালে এনে দিয়েছেন তাঁর কথা বাদ দিয়ে এভাবে তুমি লিখছ যেন এ দুর্ভেদ্য কাজটি তুমিই সম্পাদন করেছ।

এটা কি মিথ্যে ও ধোঁকা নয়; নয় কি তা অকৃতজ্ঞতা? অথচ আল্লাহ তো বলেছেন,

لا تبخسوا الناس أشياءهم-

অর্থ : তোমরা অন্যের সম্পদ হ্রাস করো না।

www.QuranerAlo.net

আর নবীজীর বাণী হলো :

لا يشكر الله من لا يشكر الناس ـ

অর্থ : যে মানুষের কৃতজ্ঞতা আদায় করে না, সে আল্লাহরও কৃতজ্ঞতা আদায় করে না।

আরও বলেছেন–

لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ـ

অর্থ : তোমাদের কেউ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্যের জন্য পছন্দ করে।

সুবিজ্ঞ ভাষাবিদ আবু নছর ফারুকী তাঁর الإفصاح فى شرح أبيات مشكلة الإعراب গ্রন্থের উপসংহারে লিখেন– "আমরা এই গ্রন্থে যে সকল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উল্লেখ করেছি সেগুলোর 'যাকাত' আমরা আদায় করে দিয়েছি। সুতরাং যারা এই গ্রন্থ থেকে কোনো ফায়দা হাছিল করবে তাদেরও উচিত এর যাকাত আদায় করা। অর্থাৎ আমাদের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করা।

এ ক্ষেত্রে কোনোরূপ হিংসা-আমিত্ব ও প্রতারণাচিন্তা যেন তাকে পেয়ে না বসে। কারণ শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি প্রদান ও উপকারীর কৃতজ্ঞতা আদায়ই তো উদারতা ও উঁচু মানসিকতার পরিচায়ক। আর এটাই ছিল পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামের চরিত্র এবং এটাই হোক ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বৈশিষ্ট্য। এতদ্ভিন্ন কোনো কিছু তো গ্রহণযোগ্য হতে পারে না, হতে পারে না নন্দিত ও সমাদৃত।"

নিশ্চয়ই তা হবে নিন্দিত, বর্জিত ও মূর্খদের বক্তব্য। এ জাতীয় কর্মে অংশগ্রহণ বা সমর্থন থেকে আমরা আশ্রয় চাই দয়াময়ের দরবারে।

যাই হোক, এটা হল قيمة الزمن عند العلماء এর পরিবর্ধিত ও পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ। এর প্রকাশক্ষণে আমি দয়াময়ের দরবারে আনত মস্তকে দয়া ভিক্ষা চাচ্ছি, তিনি যেন পূর্ববর্তী মুদ্রণ/সংস্করণগুলোর মত এটাতেও বরকত, মানফাআত ও মাকবুলিয়্যাত দান করেন এবং শ্রদ্ধেয় পিতাজ্বীসহ এই কিতাবের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে ও সকল মুসলমানকে আপন রহমতে সিক্ত করেন। আমাদেরকে আজীবন দ্বীন ও ইলমের খেদমতে এবং তাঁর আনুগত্য ও সন্তুষ্টির কাজে নিয়োজিত রাখেন। আর উত্তম থেকে উত্তমতর পরিণতি যেন নছীব করেন।

www.QuranerAlo.net

তারপর আমি কৃতজ্ঞতা আদায় করছি আমার দুই সহোদর প্রকৌশলী ও সুসাহিত্যিক মুহাম্মাদ যাহেদের এবং সুবিজ্ঞ চিকিৎসক ড. আইমানের, কিতাবের এই সংস্করণ প্রকাশে তাদের শ্রম-সাধনা ও সাহায্য-সহযোগিতার জন্যে।

ভাই মুহাম্মাদ যাহেদকে বিশেষভাবে শুকরিয়া জানাই তাঁর লিখিত মুখবন্ধের জন্য। কেননা তাতে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন আব্বাজানের জীবনের কিছু কিছু দিক এবং এই কিতাবের ঘটনাবলি ও গুণাবলির সাথে তাঁর জীবনের একাত্মতার কথা।

হে আল্লাহ! এই কিতাবের আদর্শে আমাদেরকে আদর্শবান হওয়ার তাওফীক দান করুন আর এর মাধ্যমে আমাদেরকেও মাকবুলিয়্যাত দান করুন। আমীন।

وصلّى الله وبا رك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلّم، والحمد لله ربّ العالمين ـ

বিনীত
অধম বান্দা
সালমান ইবন আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ
১৫.০২.১৪২৯ হিজরী

www.QuranerAlo.net

অষ্টম মুদ্রণের ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، ولِيّ كل عون وتيسير، والصلاة والسلام الأتمّان الأكملان على سيدنا محمد النبي البشير النذير. وعلى آله وصحبه ومن سار على صراطه المستقيم المنير إلى يوم الدين.

উম্মতে মুহাম্মাদীর উলামায়ে কেরামকে আল্লাহ আমাদের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন, যাদের অনুসরণীয় জীবন চরিত, উৎকৃষ্টতর কীর্তিমালা, উপকারী জ্ঞানভাণ্ডার ও চিন্তা-ব্যয়িত সময়কাল পরবর্তীদের জন্য, বিশেষত শিক্ষানবিশদের জন্য উত্তম আদর্শ, অনুপ্রেরণা ও চালিকাশক্তি।

আমাদের প্রার্থনা শুধু আল্লাহর কাছে, তিনি যেন তাঁদের প্রতি বর্ষণ করেন দয়া ও করুণা এবং বিপুল তুষ্টি ও সন্তুষ্টি এবং তাঁদেরকে অধিষ্ঠিত করেন জান্নাতের সুউচ্চ মাকামে। আর চলনে-বলনে, আচরণে-উচ্চারণে এবং ইলমের অর্জন, সংরক্ষণ ও প্রসারণে তাদের অনুসরণ ও অনুকরণকে যেন প্রিয় করে দেন আমাদের মনে।

এটা হল قيمة الزمن عند العلماء এর অষ্টম সংস্করণ, যাতে আমি গুরুত্বপূর্ণ অনেক কিছুর সংযোজন করেছি, যা কিতাবটির কলেবরকে প্রায় এক তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি করেছে। তাছাড়া পঞ্চম সংস্করণেও আমি বিভিন্ন শিরোনামের অধীনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংযুক্ত করেছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল কিতাবটির পূর্ণাঙ্গতা এবং বিষয়ের ব্যাপ্ততা। তবে এ সংস্করণে পাঠকবর্গ পূর্বের চেয়ে অনেক বেশী উপকৃত হবেন ইনশাআল্লাহ।

এই কিতাবে আমি ঘটনাগুলো মৃত্যু সনের ধারাবাহিকতায় উল্লেখ করেছি; বিষয়ের ধারাবাহিকতায় নয়। যেন সময় সংরক্ষণের এ গুরুত্বপূর্ণ গুণে পরবর্তী ও পূর্ববর্তীগণের পার্থক্য এবং পরবর্তীদের দ্বারা পূর্ববর্তীদের অনুকরণের বিষয়টি স্পষ্টরূপে ফুটে ওঠে।

www.QuranerAlo.net

দয়াময়ের দরবারে প্রার্থনা, তিনি যেন সৎ ও নেককাজরূপে এটিকে কবুল করেন এবং সকল ইলমী খেদমতে আমাকে ইখলাছের সম্পদ নছীব করেন। আর হাশরের ময়দানে, তাঁর সামনে উপস্থিতির ক্ষণে আমাকে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করেন, যাদের সামনে ও পাশে নূরের ঝলক থাকবে।

তিনি যেন দয়া ও অনুগ্রহে আমার এই আর্তি পূর্ণ করেন। তিনিই তো শ্রেষ্ঠ দয়ালু।

যাই হোক, ১৪০৪ হিজরীতে প্রকাশিত এই কিতাবটির(قيمة الزمن عند العلماء) প্রথম প্রকাশ এবং পরবর্তী প্রতিটি সংস্করণের মাধ্যমেই উম্মাতে মুহাম্মাদীর ব্যাপক উপকার হয়েছে। আলেম, তালেবে ইলম তথা শিক্ষিত মহলে সর্বত্র কিতাবটি যথার্থ গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে এবং এর যথেষ্ট চাহিদাও পরিলক্ষিত হয়েছে। তাছাড়া অনেক বিজ্ঞজন বিভিন্নভাবে এ থেকে উপকৃত হয়েছেন এবং এ বিষয়ে কলম ধরতে উৎসাহিত হয়েছেন।

উদাহরণত বলা যায়, ১৪০৬ হিজরীতে ড. আবদুস সাত্তার নুয়াইর الوقت هو الحياة (বা সময়ই জীবন) নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন, যাতে তিনি বিভিন্ন দিক থেকে এবং বিভিন্ন আঙ্গিকে ও দৃষ্টিভঙ্গিতে সময়ের ব্যাপারে আলোচনা করেছেন।

তারপর ১৪০৭ হিজরীতে উসতায খালদুন আল-আহদাব এ বিষয়ে একটি কিতাব রচনা করেন। যার নাম দেয়া হয়– تأملات وسوانحُ في قيمة الزمن (সময়ের মূল্যায়নে কিছু চিন্তা-ভাবনা) যাতে উল্লিখিত অধিকাংশ ঘটনা ও 'নছ' আমার (قيمة الزمن عند العلماء) থেকে নেয়া। এতেই প্রমাণিত হয় যে, জনাব খালদুন ছাহেব আমার এই কিতাবটিকে খুবই পছন্দ করেছেন এবং ভালবেসেছেন। তাই এই কিতাব থেকে তিনি বিষয়বস্তু ও তার উদ্ধৃতিসহ নিজের কিতাবে উল্লেখ করেছেন এবং অতিরিক্ত অনেক শিরোনামে অনেক বিষয় তিনি সংযোজনও করেছেন।

আমার লিখিত কিতাব থেকে এই প্রিয়ভাজন ব্যক্তির উপকৃত হওয়ার এবং এ থেকে বিরাট অংশ নিজ কিতাবে উদ্ধৃত করায় সত্যিই আমি আনন্দিত। তবে আমার চাওয়া ছিল, এ সকল বিষয় ও 'নুছূছ' যে গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত তার উদ্ধৃতি উল্লেখ করা। এটাই কৃতজ্ঞতা ও বিশ্বস্ততার পরিচায়ক। আর

www.QuranerAlo.net

আলেমগণ তো এমনটাই বলেছেন– من الأمانة في العلم عزوه إلى قائله أوناقله (ইলমের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ততা হল, কোন বক্তব্যকে তার বক্তা বা রচয়িতার সাথে সম্পৃক্ত করা।[৪])

৪. ইমাম আবু উবাইদ কাসিম ইবন সালাম বাদগাদী রহ. (মৃত্যু : ২২৪ হি.) বলেছেন, 'ইলমের শুকরিয়া হল, যে জ্ঞান তুমি অর্জন করবে তা তোমার সামনে উল্লেখ করা হলে তুমি বলবে, এ বিষয়ে আমার অজ্ঞতা ও অস্পষ্টতা ছিল। পরবর্তীতে অমুকের মাধ্যমে আমি বিষয়টিতে জ্ঞান লাভ করি।"

আর الجواهر والدرر গ্রন্থে হাফেয সাখাবী লিখেন– তিনি সুফয়ান ছাওরী রহ. থেকে এ কথাটি বর্ণনা করছেন– (যার মর্মার্থ হল) 'যে কোনো (ইলমী) উপকার, যার থেকে অর্জিত হয়েছে তার সাথে সম্পৃক্ত করা সত্যবাদিতা ও কৃতজ্ঞতাবোধের লক্ষণ। আর এ থেকে নিবৃত থাকা মিথ্যাবাদিতা ও অকৃতজ্ঞতার প্রমাণ।'

عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ১১ পৃষ্ঠায় ইমাম সুয়ূতী রহ. লিখেন– 'যে কোনো কথা তার কথকের সাথে সম্পৃক্ত করাই হল ইলমের বরকত লাভ ও প্রকৃত আমানত রক্ষা এবং রচনা-সংকলনের জগতে উপকৃত হওয়ার মূল মাধ্যম।'

تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حُثالة الأغبياء গ্রন্থের ৫৯ পৃষ্ঠায় আবুল হাসান আলী ইবন আহমদ ছাবতী রহ. হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে যায়দ ও যয়নব রা. এর ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে فلما قضى زيد منها وطرًا زوَّجناكها আয়াতটি উদ্ধৃত করেন। তারপর লিখেন– এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যায়দ রা. কে এক অনন্য বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা দান করেছেন, যা আর কোনো সাহাবীকে দেয়া হয়নি। অর্থাৎ সরাসরি তাঁর নাম কুরআনে উল্লিখিত হয়েছে। এই বিশেষ মর্যাদা দানের উদ্দেশ্য হল, ইতোপূর্বে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পুত্র বানিয়ে নিয়েছিলেন। তখন তাকে ডাকা হতো যায়দ ইবন মুহাম্মাদ বা নবীজীর সন্তান। কিন্তু ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله (الأحزاب: ٥) (তোমরা তাদেরকে তাদের পিতার সাথে সম্পৃক্ত করে ডাক। তাই আল্লাহর কাছে অধিক ন্যায়নিষ্ঠ) এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর থেকে তাঁকে যায়দ ইবন হারেছা নামে ডাকা হতে লাগল। তখন নবীজীর নামের সম্পৃক্ততার বিনিময়ে আল্লাহ তাঁর নাম কুরআনে উল্লেখ করে দিয়েছেন।

এতটুকু উল্লেখের পর আবুল হাসান আলী বলেন, এই ব্যাখ্যা আমার নয়, আর এতটা গভীরে আমার দৃষ্টিও পৌঁছেনি। এই ব্যাখ্যা ইমাম আবু বকর ইবনুল আরাবী তাঁর কোনো এক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তবে এই ব্যাখ্যা কি তাঁর নিজের না কারো থেকে সংগৃহীত তা আমার জানা নেই।

Contents

তারপর ১৪০৮ হিজরীর শেষ দিকে উস্তায জসীম ইবন মুহাম্মাদ ইবন বদর এ বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। যার নাম দেন الوقت عمارٌ أو دمارٌ (সময়ের ভাঙা-গড়া)। এতে লেখক অধিকাংশ 'নুছুছ' নিয়েছেন, আমার কিতাব থেকে এবং এগুলোর উপর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে বেশকিছু উপদেশমূলক আলোচনাও জুড়ে দিয়েছেন। কিন্তু যে কিতাব থেকে সুবিন্যস্ত ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ-সমৃদ্ধ এ উপাত্তগুলো সংগ্রহ করেছেন– ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়– তিনি এগুলোর উদ্ধৃতি ছেড়ে দিয়েছেন। হ্যাঁ, কিছু 'নছ' তিনি আমার কিতাব থেকে সংগৃহীত খালেদ আহদাবের কিতাবের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। আহা! আল্লাহর সৃষ্টি কত বৈচিত্রময়!

কত চমৎকার বলেছেন ইমাম শাফী রহ. 'সম্ভ্রান্ত তো সেই যে মুহূর্তকালের ভালবাসাকেও মূল্যায়ন করে এবং একটি শব্দ হলেও যার থেকে প্রাপ্ত হয় তার দিকে সম্পৃক্ত করে।'[৫]

যাই হোক, সময়ের মূল্যায়নে যে নামে যে-ই কিতাব রচনা করুক (قيمة الزمن، الوقت هو الحياة، الوقت فى حياة المرء، الوقت عمار أو دمارٌ) সর্বপ্রথম এ বিষয়ে আল্লাহ কলম ধরার তাওফীক দিয়েছেন এই অধমকেই। ১৩৯১ হিজরীতে এ বিষয়ে দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করে এক আলোচনায় তা পেশ করি। পরবর্তীতে তা ছেপে প্রকাশিত ও প্রচারিত হলে এ বিষয়ে ও শিরোনামে অন্যরাও কলম হাতে এগিয়ে আসে।

এ যুগে অনেক আত্মস্বীকৃত জ্ঞানী আত্মপ্রকাশ করেছে যারা সম্পৃক্ততা ছাড়া অন্যান্য কিতাব থেকে নকল করাকে কোনো দোষ বলে মনে করেন না। পাঠককে তারা বুঝাতে চান যে, এটা তারই রাত জাগার ফল ও চিন্তা-ভাবনার ফসল। অথচ বাস্তবে তা 'চুরির সম্পদ'।

কেউ কেউ তো এ পর্যন্ত দুঃসাহস দেখান যে, অন্যের কিতাব থেকে নেয়া বিভিন্ন বিষয়কে নিজের বলে দাবী করে বসেন। তারা জেনে বা না জেনে–

শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ. বলেন, দেখুন, শেষ ক'টি বাক্যে এ মহান ব্যক্তিত্বের কী পরিমাণ বিনয় ফুটে ওঠে! কত স্পষ্টভাষী ছিলেন তাঁরা নিজেদের অজ্ঞতা ও অক্ষমতা প্রকাশে এবং অন্যের কৃতজ্ঞতা আদায়ে!

এই লেখার পাঠকমাত্রই তাঁর মনের উচ্চতা ও উদারতা এবং সাহসিকতার স্বীকৃতি দান করবে। আল্লাহ তাঁর প্রতি দয়া করুন। আমীন।

৫. আরবী ইবারতটি হল, الحرُّ من راعى وِدادَ لحظة. وانتمى لمن أفادَه لفظةً

www.QuranerAlo.net

দ্বীন ও ইলমের আমানতের খেয়ানত করছেন। অথচ কিতাব হল রচয়িতা বা সংকলকের অধিকার, তাতে অন্যায় হস্তক্ষেপ কারো জন্য উচিত হতে পারে না।

ইসলামী ফেকাহ একাডেমী ১৪০৯ হিজরী জুমাদাল উলায় তাদের এক সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন। তাতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, "যে কোনো নতুন সৃষ্টি, রচনা ও সংকলন তার সংকলক বা রচয়িতারই বিশেষ অধিকার। বর্তমানে যেহেতু এর বিনিময়ে অর্থনৈতিক লেনদেন হয় তাই তা সম্পদ বলেই বিবেচিত হবে। আর এই অধিকার শরয়ীভাবেও সংরক্ষিত। তাই অন্য কারও এতে হস্তক্ষেপ করা বা অন্যায়ভাবে তা থেকে কিছু নিয়ে নেয়া কোনোভাবেই বৈধ হতে পারে না।"

আমার এই কিতাব قيمة الزمن عند العلماء স্বীকার করি, এতে অনেক ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে– কিন্তু তা হাদীস, তাফসীর, ফেকাহ, ইতিহাস, ভাষা-সাহিত্য ও জীবনীগ্রন্থের সুদীর্ঘ ২০ বছরের অধ্যয়ন, নির্বাচন, পরিশোধন, বিন্যস্তকরণ ও বিশ্লেষণের ফল। আর এর প্রতিটি বিষয়কেই আমি উদ্ধৃতিসহ উল্লেখ করেছি।

মূলের সাথে মিলিয়ে যাচাই-বাছাই করেছি এবং মনোহর আবরণে প্রকাশ করেছি।

এসব কিছু– আল্লাহই ভাল জানেন– আমার পক্ষ থেকে কোনো গর্ব-অহঙ্কার বা প্রসিদ্ধি লাভের প্রত্যাশায় করা হয়নি। করেছি শুধু এজন্য যে, এটাই ইলমের আমানত এবং ইসলামের দীক্ষিত শিষ্টাচার। আর ইমাম শাফী রহ. এর উক্তি অনুযায়ী (যা একটু আগে উল্লেখ করা হয়েছে) এটাই হল সম্ভ্রান্ততার পরিচায়ক।

তাই আমি আমার ছোট বড় সকল কিতাবে অন্য থেকে নেয়া প্রতিটি বাক্যের, এমনকি প্রতিটি শব্দেরও পর্যন্ত গ্রন্থ, খণ্ড ও পৃষ্ঠা উল্লেখসহ উদ্ধৃতি পেশ করাকে আবশ্যক করে নিয়েছি।

আবার কখনো দেখা যায়, কোনো কোনো লেখক আমার কিতাব থেকে বিভিন্ন বিষয় নকল করছে। তবে আমার কিতাবের উদ্ধৃতি না দিয়ে আমি যে সূত্রে উল্লেখ করেছি সে সূত্রের উদ্ধৃতি দিচ্ছে। ভাবখানা এমন, যেন তিনি নিজেই দীর্ঘ গবেষণার পর ঐ বৃহদাকায় কিতাবাদি ঘেটে বিষয়টি সরাসরি সেখান থেকেই গ্রহণ করেছেন। এটাও কি এক প্রকার মিথ্যে নয়!

www.QuranerAlo.net

Contents

আবার আল্লাহর কোনো কোনো বান্দা তো এ পর্যন্ত ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেন যে, জ্ঞানী-গুণীজনের কিতাবাদি থেকে কোনো রকম সূত্রোল্লেখ ছাড়াই বিষয়াদি নিজের কিতাবে উল্লেখ করেন, যেন এটা তারই গবেষণার ফসল।

এতসব অবস্থা দেখেও আমি নিজের জন্য বাধ্যতামূলক করে নিয়েছি, একটি শব্দও অন্য থেকে গ্রহণ করলে তার কৃতজ্ঞতা ও ইলমের আমানত আদায় করে দেব। কারণ আমানত আদায় না করা ইলম থেকে অন্যদের তেমন উপকার হয় না।

আর এই কাজটি আমি বাধ্যতামূলক করেছি শুধু আল্লাহর রাসূলের প্রতিশ্রুত ফল লাভ করার প্রত্যাশায়– তিনি তো বলেছেন–

إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة صدقةٍ جارية، وعلمٍ يُنتفعُ به، وولدٍ صالحٍ يدعو له. (مسلم)

অর্থ : মানুষের মৃত্যু হলে তার সকল আমলের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি ক্ষেত্র ছাড়া– ১. ছদকায়ে জারিয়া, ২. এমন ইলম যার মাধ্যমে অন্যরা উপকৃত হয় ৩. এমন নেককার সন্তান যে তার জন্য দুআ করে।

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ـ والحمد لله رب العالمين.

বিনীত
আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ
৭ মহররম, ১৪১৬ হিজরী

www.QuranerAlo.net

Contents

চতুর্থ মুদ্রণের ভূমিকা

الحمدُ لله الذى علّم بالقلم، علّم الانسانَ مالم يعلم، وأرسلَ إلينا رسولَه النبىَّ المكرَّم، سَيِّدَنا محمدا صلى الله عليه وسلَّم، ورضى الله عن أصحابه و تابعيهم بإحسان ومن سَارَ على سننهم، فعَلِمَ وعلَّم أو تعلَّم، أما بعد :

আল্লাহ তা'আলা তাঁর সম্মানিত গ্রন্থে এবং তাঁর মহান নবীর যবানে সময় সংরক্ষণের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন এবং আমাদের জীবনে ও কাজে-কর্মে সময়নিষ্ঠতা ও সময়ানুবর্তিতার প্রতি দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। তিনি আমাদের প্রতি শরীয়তের বিধি-বিধান আরোপ করেছেন এবং সেগুলো পালনের জন্য সময়ও নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর সেই নির্ধারিত সময়ে তা আদায়ের ক্ষেত্রে শিথিলতা ও অলসতা করা থেকে সতর্ক করেছেন। এর মাঝে কি আমাদের জন্য কোন শিক্ষা নেই? নেই কি সময়-সচেতনতা ও সময়ানুবর্তিতার মূল্যবান দীক্ষা?

সালাতের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা :

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ٥

অর্থ : সালাত তো মুমিনদের উপর সময় নির্ধারিত একটি ফরয। —সূরা নিসা : ১০৩

হাদীছ শরীফেও এ ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে—

عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مسعود رضى الله عنه قَالَ : سَأَلْتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم : - أَىُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ، قَالَ : الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا - (رواه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى)

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা

www.QuranerAlo.net

Contents

করলাম, কোন আমল আল্লাহর কাছে সবচে' প্রিয়? তিনি বললেন, যথাসময়ে আদায়কৃত সালাত।

(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী)

মুসলিম নারী-পুরুষ দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সময়ের প্রতি খেয়াল রেখে সালাত আদায় করে। এভাবে কোন মুসলমান যদি শরীয়তের চাহিদা মাফিক ওয়াক্তের শুরুতেই সালাত আদায় করতে থাকে তাহলে নিশ্চিতভাবে সময় সংরক্ষণ, সময়ানুবর্তিতা, প্রতিশ্রুত সময়ের প্রতি সূক্ষ্মসজাগতা তার অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাবে। যা তাকে পরিপূর্ণতার সাথে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দিবে এবং তার মাঝে প্রতিটি কাজ মুনাসিব সময়ে করার স্পৃহা সৃষ্টি করবে।

এখন প্রশ্ন হল, আল্লাহ তা'আলা এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সময়সম্পৃক্ত বহু বিধান থেকে সালাতকে কেন বিশিষ্ট করেছেন? এ প্রশ্নের উত্তরে আমাদের সামনে একটি হিকমত প্রতিভাত হয়ে ওঠে। আর তা হল, সালাত এমন একটি আমল যা প্রতিদিন পাঁচবার পুনঃপুনঃ সংঘটিত হয়, ফলে কিছুদিন যেতে না যেতেই নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায়কারীর আচরণে সময় সচেতনতা ও সময়ানুবর্তিতার স্বভাব পরিলক্ষিত হয় এবং ধীরে ধীরে তা তার জীবন ও আচরণে এক বদ্ধমূল অভ্যাসে পরিণত হয়।

শরীয়ত আমাদের জন্য সালাত ব্যতীত বহু বিধানের ক্ষেত্রেও সময়ের বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে। যেমন হজ্জ, যাকাত, সাওম, সদাকায়ে ফিতর, কোরবানী, সফর, তায়াম্মুম, পা-মোজার উপর মাসেহ, স্তন্যদান, তালাক প্রদান, ইদ্দতপালন, তালাক প্রত্যাহার, স্ত্রীর খোরপোষ প্রদান, ঋণ-লেনদেন, বন্ধক আদান-প্রদান, অতিথি-আপ্যায়ন, আকীকা ইত্যাদি ক্ষেত্রে শরীয়ত সময়কে সম্পৃক্ত করেছে।

আর শরীয়ত তা করেছে এক মহাগুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যে এবং তার মাধ্যমে বিশেষ কল্যাণ ও উপকার লাভ করার জন্যে। অথচ বহু মুসলমান আজ শরীয়তের পক্ষ থেকে নির্ধারিত এই সূক্ষ্ম

www.QuranerAlo.net

Contents

ইসলামী নির্দেশনা সম্পর্কে উদাসীন। ফলে তারা সময়-নিষ্ঠতা ও সময়ানুবর্তিতার দীক্ষা গ্রহণ করতে শুরু করেছে অন্যদের থেকে। যেন নিজেদের শাশ্বত শরীয়ত থেকে কখনও তারা এই দীক্ষা পায়ইনি, অথচ এর সর্বাগ্রে রয়েছে সালাতের মত সময়ানুবর্তিতার শিক্ষাদানকারী বিধান।

তাই প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য হল, আপন ধর্ম ও এর বিধি-বিধান থেকে সময়-সচেতনতার শিক্ষা লাভ করা। উপযুক্ত সময়ে কাজের গুরুত্ব এবং সকল ক্ষেত্রে সময়ানুবর্তিতার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা। কেননা আল্লাহ তা'আলা মানুষকে যা কিছু দান করেছেন তার মাঝে সবচে' দামী হল সময়। আর তা আলেম ও তালিবে ইলমের জীবনে বলতে গেলে তো– একই সাথে মূলধন ও লাভ উভয়টিই। তাই কোন প্রাপ্তবয়স্ক, ও সুস্থমস্তিষ্ক ব্যক্তির জন্য বৈধ নয় সময়কে অবহেলায় বা অনর্থক কাজে নষ্ট করা, অনিয়ন্ত্রিত ও নিষ্ফল জীবন যাপন করা।

আর একারণেই আমি এই কিতাব সংকলন করেছি, যেন নিজেকে এবং উম্মাহর সন্তানদেরকে সময়ের সদ্ব্যবহারে উজ্জীবিত করতে পারি। আমার প্রত্যাশা, কিতাবটিতে উল্লিখিত ঘটনাবলীর মাঝে আমাদের পূর্বসূরীদের যে সকল কর্মসমৃদ্ধ তৎপরতা বিদ্যমান, তা দ্বারা আমরা বিশেষভাবে উপকৃত হব এবং জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে তা বাস্তবায়নে সচেষ্ট হব।

পরকথা হল, এটা হচ্ছে এই গ্রন্থের চতুর্থ মুদ্রণ। নিঃসন্দেহে আল্লাহ এই গ্রন্থখানিকে অভাবনীয় গ্রহণযোগ্যতা দান করেছেন। ফলে পাঠক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী সকলেই এর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন এবং যারাই এর সম্পর্কে অবগত হয়েছেন তারাই তার প্রশংসা করেছেন। সর্বোপরি বহুজন তা দ্বারা বেশ উপকৃতও হয়েছেন।

الحمدلله وهو وليُّ السداد والرشاد۔

বর্তমান মুদ্রণে আমি এমন কতগুলো ঘটনা সংযোজিত করেছি যা সর্বশ্রেণীর মানুষকে সময় সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ করবে। আশা করি, জ্ঞানার্থী তালিবে ইলম এবং অন্যরাও তা থেকে যথেষ্ট উপকৃত হবেন– আর তাদের নেক দু'আ দ্বারা আমিও উপকৃত

www.QuranerAlo.net

Contents

হব এবং গণ্য হব ঐ সকল মানুষের কাতারে, যারা পুণ্যকর্ম ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে একে অন্যকে সাহায্য করেন। আল্লাহ তো সৎকর্মপরায়ণদের অভিভাবক।

صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم * والحمدلله رب العالمين ـ

বিনীত
আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ
১৪০৬ হিজরী

www.QuranerAlo.net

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
সময়ের মূল্য	৪১
নিঅ'মাতের প্রকারভেদ	৪২
মৌলিক নিঅ'মাত	৪২
অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নিঅ'মাত	৪৩
জীবনকাল বরবাদ করায় কাফিরদেরকে আল্লাহর ভর্ৎসনা	৪৫
আল্লাহ কর্তৃক সময়ের বিভিন্ন স্তরের শপথ	৪৬
সূরা আছর এর ব্যাখ্যায় ফখরুদ্দীন রাযী	৪৮
সময়ের মূল্যায়নের বর্ণনায় হাদীছে রাসূল	৫০
কেয়ামতের দিন প্রথম জিজ্ঞাসা সময় সম্পর্কে	৫১
সময়ই হল তোমার জীবন ও জীবনের মূলধন	৫৪
আল্লাহর পথের অভিযাত্রীদের মঞ্জিলও হল সময়	৫৬
সময়ের ব্যাপারে আত্মমর্যাদাবোধ তো জীবননাশী	৫৮
সময় সদাবহমান	৫৯
সময় তরবারির ন্যায়	৬১
শুধু আল্লাহর জন্য ব্যয়িত সময়টুকুই প্রকৃত জীবন	৬২
সময়কে কর্মময় করতে সালাফগণের অত্যাগ্রহ	৬৩
কাজের মূল শক্তি, দীর্ঘসূত্রতা থেকে মুক্তি	৬৩
সূর্যকে ধরে রাখ আমি তোমার সাথে কথা বলি	৬৪
সময়ের ব্যাপারে সাহাবী-তাবেয়ীদের উক্তি	৬৪
কল্যাণকর্ম ছাড়া দিন কাটানো তো নিজের ও ঐ দিনের প্রতি জুলুম	৬৪
ইলমের প্রতি কাদাতাহ ইবন দি'আমার অত্যাগ্রহ	৬৮
সুফয়ান ছাওরী রহ. এর সময়ানুবর্তিতা	৭০
আবু বকর নাহশালী রহ. এর মৃত্যুভয়	৭২
মৃত্যু-সংবাদেও যাঁর অবস্থা অপরিবর্তিত	৭২
বেফায়দা কেটে যাওয়া দিনের জন্য মুহাম্মাদ ইবন নযরের আফসোস	৭৩
সবচে' অসহনীয় সময় হল খাওয়ার সময়	৭৪
জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে ইলমী আলোচনা	৭৫

www.QuranerAlo.net

বিষয় পৃষ্ঠা
ইলমের সাথে কেমন তাঁর সম্পর্ক? ৭৬
সন্তানের কাফন-দাফনের দায়িত্বভার অন্যের হাতে অর্পণ ৭৭
ইলমী ব্যস্ততায় পোশাক পাল্টানোর সময় ছিল না যার ৭৭
চোখে পানি ছিটিয়ে ঘুম দূর করতেন যিনি ৭৮
রাতের সময়ের মূল্যায়ন ৭৯
আবু যায়দ আনসারী মৃত্যুকালেও অব্যাহত ছিল যাঁর জ্ঞানদান ৮০
কলমের বিনিময়ে স্বর্ণমুদ্রা! ৮০
কলম দাও; স্বর্ণমুদ্রা দেব ৮১
৩০ বছর অন্যের হাতে খাদ্য গ্রহণ ৮২
মীরাছরূপে প্রাপ্ত দশ লাখ দেরহাম ইলম অর্জনে ব্যয় ৮২
রাসূলের গোসলের খাটিয়ায় যাঁর শেষ গোসল হল ৮৪
ইবন মাঈনের আরেকটি ঘটনা ৮৬
ইলমে অত্যাগ্রহী অতুলনীয় তিন ব্যক্তিত্ব ৮৭
খাবারের কথা উপলব্ধিই হয়নি যাঁর ৮৮
বেখেয়ালে এক ঝুড়ি খেজুর সাবাড় ৮৯
ইলমের জন্য তাঁদের অন্তর্জ্বালা ও রাত্রি জাগরণ ৯০
দিবা-নিশি অধ্যয়ন ৯০
পানাহার হাঁটা-চলা এমনকি ইস্তিঞ্জার সময়টুকুরও মূল্যায়ন ৯১
ইলমের জন্য তাঁদের অন্তর্জ্বালা ও রাত্রি জাগরণ ৯২
পাঠাসক্তি যখন মৃত্যুর কারণ ৯২
প্রতিদিন ১৪ পাতা রচনা ৯৩
মৃত্যুর দুয়ারে ইলম তলব ৯৫
কিতাব হল লেখকের চিরঞ্জীব সন্তান ৯৬
হাদীস শুনতে শুনতে মৃত্যু হল যাঁর ৯৮
চলার পথেও পড়তেন যিনি ৯৮
সর্বদাই যাঁর হাতে থাকত কিতাব ৯৯
একাধারে মন্ত্রী, বিচারক, লেখক ও শিক্ষক ৯৯
রাতভর ইলমে মশগুল যিনি ১০০
শত তাফসীর ও শত ইতিহাসগ্রন্থ প্রণেতা ১০১

www.QuranerAlo.net

বিষয় পৃষ্ঠা
সাতশ' দিরহামের কালি ১০২
ব্যক্তির নাম 'মুযাকারা' ১০৩
ঈদের দিনও অধ্যয়ন থাকত অব্যাহত ১০৩
ইবনুল বাগদাদীর ইলমপ্রীতি ১০৪
মৃত্যুর মুখেও ইলমের বিস্তার ১০৫
হাদীছ শ্রবণ হত যাঁর আত্মা ও দেহের খোরাক ১০৬
মৃত্যুর পূর্বেও মাসআলা আলোচনা ১০৭
সময়ের ব্যাপারে আত্মজিজ্ঞাসা ১০৯
চলাফেরায়ও কিতাব মুতালাআ' ১১০
খাদ্য গ্রহণ ও নিদ্রাগমন শুধুই প্রয়োজনে ১১০
'ইমামুল আইম্মাহ' হয়েও শিষ্যত্ব গ্রহণ ১১১
ইয়াকুব নাজিরামীর সময় সচেতনতা ১১১
মুহূর্তকাল সময়ও কর্মশূন্য থাকা অবৈধ ১১২
সবই লিখে রাখতেন যিনি ১১৩
পঞ্চাশ বছর ধরে আল্লাহর পক্ষ থেকে দস্তখত ১১৪
বিন্দু থেকে সিন্ধু ১১৫
সময়ের গুরুত্ব ও মর্যাদার উপলব্ধি অপরিহার্য ১১৫
সময়ের সাথে মানুষের অবহেলার আচরণ ১১৬
খেদমত ও সাক্ষাতের নামে সময়ের অপচয় ১১৭
সঠিক বুঝ তো শুধু ভাগ্যবানরাই লাভ করেন ১১৯
নিজের কথা গুণে রাখতেন যিনি ১২০
সময়ের হেফাযতে কৃত্রিমতা বর্জন ১২১
সময় বাঁচাতে রুটির পরিবর্তে ছাতু ১২১
খাওয়ার সময়টুকুও যাঁর কাছে কষ্টকর ১২২
একাকী বাড়ী ফেরা ১২২
পূর্বসূরীদের জীবনী ও গ্রন্থভাণ্ডার অধ্যয়ন ১২৩
মুতালা'আয় অতৃপ্ত ১২৫
জীবন তো কতক শ্বাস-প্রশ্বাসের সমষ্টি মাত্র ১২৫
দিনে প্রায় ৪০ পাতা লিখতেন যিনি ১২৬

www.QuranerAlo.net

বিষয় | পৃষ্ঠা

প্রায় দু'হাজার গ্রন্থ রচনা করেছেন যিনি ১২৭
কলম-চাঁছা দিয়ে শেষ গোসলের পানি গরম ১২৭
জ্ঞানের প্রত্যেক শাখায় যাঁর কলমের অবদান ১২৮
অসুস্থ অবস্থায়ও হাদীসের দরস দান ১২৯
মারিস্তানের কাযী, জেলখানায় যাঁর রুমী ভাষা শিক্ষা ১৩০
ইবন রুশ্‌দ্‌-এর ইলমী সাধনা ১৩২
আল্লাহর আনুগত্য ছাড়া জীবনের কোনো মুহূর্তও কাটেনি যাঁর ১৩৩
আবু তাহের সিলাফী সম্পর্কে শত খণ্ড ১৩৬
খাওয়ার সময়টুকুর জন্য আফসোস ১৩৭
সন্তানের মৃত্যুতেও অব্যাহত ছিল যাঁর গ্রন্থরচনা ১৩৭
'মাফখারুল ইরাক' ১৩৯
কৃত্রিমতা বর্জনের অনন্য দৃষ্টান্ত ১৪১
ইবন সায়ীদ আন্দালুসী, ইলম অর্জনেই পেতেন যিনি শান্তি ১৪১
প্রাকৃতিক প্রয়োজনের সময়টুকুও যেন অনর্থক না কাটে ১৪২
সারারাত তিনি ইলম চর্চায় নিবিষ্ট থাকতেন ১৪৩
সন্তানের মৃত্যুতেও মাদরাসা থেকে বের হননি যিনি ১৪৫
আরোহী অবস্থায়ও ইলম-মগ্নতা ১৪৫
মৃত্যুর দিনও কবিতা পঙ্ক্তি মুখস্থকরণ ১৪৬
প্রায় দু'বছর যাঁর পিঠ যমিনের স্পর্শ পায়নি ১৪৭
দিনে-রাতে শুধু একবেলা খাবার গ্রহণ ১৪৮
ইমাম নববীর ঘুম ১৪৯
এক কিতাব চারশত বার মুতালা'আ ১৪৯
বিজ্ঞ আলেম এবং দক্ষ চিকিৎসক ১৫০
রক্তের প্রবাহ ও সঞ্চালনের উদ্ভাবক ১৫১
দীর্ঘ ও তীব্র রোগ যন্ত্রণায়ও মুতালাআ ১৫৩
যিকিরের মাধ্যমে অলৌকিক শক্তি লাভ ১৫৩
চিকিৎসকের সাথে বিতর্ক ১৫৪
শত বছর বয়সে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তেও অধ্যাপনায় ব্যস্ত যিনি ১৫৫
সুলতানুল উলামা ইযযুদ্দীন সুলামীর রহ. নাতনী ১৫৬

www.QuranerAlo.net

বিষয় পৃষ্ঠা
খাদ্যগ্রহণ থেকে বিরত থাকা ১৫৬
ইবন রজবের রহ. ইলমী মগ্নতা ১৫৭
হাফেয ইবন হাজার রহ. এর কাছে সময়ের মূল্যায়ন ১৫৮
আল্লামা ইবনুয যিয়া ও ইলমের প্রতি তাঁর অনুরাগ ১৬০
'কিতাবপুত্র' উপাধিতে ভূষিত যিনি ১৬০
ইলমী মগ্নতা ছাড়া এক মুহূর্তও নয় ১৬৪
যুদ্ধের ময়দানেও কিতাব রচনা ১৬৪
প্রতিদিন ১৩টি দরস, আর জীবনে ১১৪ গ্রন্থ ১৬৪
মুহাম্মাদ আবেদ সিনদীর রহ. সফরে কিতাব রচনা ১৬৫
বাসর রাত কেটেছে যাঁর কিতাবের পাতায় ১৬৬
শুধু শেষ রাতের রচনা ১৬৭
৩৯ বছর জীবনকালে শতাধিক গ্রন্থ ১৭০
৪৯ বছর জীবনে শতোর্ধ্ব কিতাব রচনা ১৭০
শায়খ তাহের জাযায়েরী রহ., শুধু ইলমের স্বার্থেই ছিল যাঁর সব ত্যাগ ও কুরবানী ১৭২
সহস্রাধিক গ্রন্থের প্রণেতা ১৭৩
শায়খ যাহাবী ও শায়খ আত তাব্বাখ : মৃত্যুর পূর্বক্ষণেও ইলমী মগ্নতা ১৭৪
কুরআনের কতক খেদমত ১৭৫
অধিক গ্রন্থ রচনাকারীদের কতক কীর্তি ১৭৭
কেন এই দীর্ঘ আলোচনার উল্লেখ? ১৮২
ইবন আসাকির দিমাশকির সংক্ষিপ্ত জীবনচিত্র ১৮৫
'ওফায়াতুল আ'য়ান' থেকে ১৮৬
'তাযকিরাতুল হুফফায' থেকে ১৮৮
'তাবাকাতুশ্ শাফিইয়্যাহ' 'আল-কুবরা' থেকে ১৯০
হাদীছের জন্য তাঁর অস্থিরতা ১৯২
সময়ের সংরক্ষণে হস্তলিপি সৌন্দর্যেও অমনোযোগ ১৯৪
এক গ্রন্থ বহুবার অধ্যয়ন ১৯৫
উপযুক্ত সময়ের প্রতি গুরুত্ব প্রদান ২০১
শীতের রাতের দীর্ঘতার প্রশংসা ২০৩

www.QuranerAlo.net

বিষয়	পৃষ্ঠা
পাপ বর্জন মুখস্থ শক্তিকে বৃদ্ধি করে	২০৬
ইলমের মুযাকারা মুখস্থ বিষয়কে সুদৃঢ় করে	২০৮
শাস্ত্র পণ্ডিতের সাথে অল্পক্ষণ মুযাকারা কয়েক দিনের পঠন ও মুখস্থকরণের চেয়ে অধিক উপকারী	২০৯
উপযোগী স্থান নির্বাচন	২০৯
প্রয়োজনে আত্মপ্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ	২১০
অলসতা ও বিরক্তি দূর করার পদ্ধতি	২২১
শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্টের জন্যই নিয়োজিত হও	২১৪
ইলমের গুরুত্বপূর্ণ শাখাগুলোতেই মগ্ন হও	২১৭
সালাফের জীবনী অধ্যয়ন কর	২১৯
হৃদয়ের বিনোদন	২২০
জামীলুল আ'জম দামেস্কীর আশ্চর্য কিতাব	২২২
সময় ও জীবনের প্রবাহ সম্পর্কে সচেতন হও	২২৩
আযান জীবনের অবসান ঘোষণা করে	২২৪
উচ্চমর্যাদা অন্বেষীর গুণাগুণ	২২৪
তালিবুল ইলমের বৈশিষ্ট্য	২২৮
তালিবুল ইলমের ঘুম, খাবার, বিশ্রাম সবই হবে প্রয়োজন পরিমাণে	২২৯
খাবারের সময় সংক্ষেপণে সাধ্যাতীত চেষ্টা	২২৯
কলম-কাগজ সঙ্গে রাখা সময় সংরক্ষণের জন্য আবশ্যক	২৩০
ইলম অর্জনের কিছু পন্থা ও স্তর	২৩১
গতদিন তো আর ফিরে আসবে না আর আগামীকাল তো তোমার নিয়ন্ত্রণে নয়	২৩৩
"পরে করব" হল লঘুচিত্ততার আলামত	২৩৬
সময়োপযোগী কাজই উত্তম বিবেচিত	২৩৮
ইবনুল জাওযী (রহ.) এর উপদেশ	২৩৯
মর্যাদা লাভে উচ্চাভিলাসী হওয়া আত্মার আভিজাত্যের প্রতীক	২৪০
স্থিরতা হল অর্জনের মূলমন্ত্র	২৪১
উচ্চ মনোবলের ব্যাপারে ইবনুল জাওযীর আলোচনা	২৪৬
নিজের প্রতি কোমলতা অব্যাহত কর্মের সোপান স্বরূপ	২৪৯

www.QuranerAlo.net

Contents

বিষয় পৃষ্ঠা

পাঠদানের চেয়ে রচনা-সংকলন উত্তম ২৫৪

গবেষণা ও রচনার ব্যস্ততার কারণে হেফয ও পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন ফুরোয় না ২৫৬

সময় সংরক্ষণে সহযোগী বিষয়াবলী ২৫৭

সময় বিন্যাসের ব্যাপারে ইমাম গাযালী ২৫৮

সময়ের বিন্যাসে ইবন বারহান ২৫৮

কাজের প্রকৃত সময় হল যৌবনকাল ২৬৪

জীবন অতি সংক্ষিপ্ত ২৬৬

ছাত্রদের অলস মানসিকতা ২৬৮

আলুসী : সময়নিষ্ঠ এক ব্যক্তিত্ব ২৬৯

ভবিষ্যতের আশায় ধোঁকা খেয়ো না ২৭০

ভবিষ্যতের আশায় কিংবা যৌবনের উচ্ছলতায় ধোঁকা খেয়ো না ২৭১

কৈশোরেই জ্ঞানার্জনে ব্রতী হও ২৭২

যৌবন ও বার্ধক্য ২৭৫

বার্ধক্যে শক্তির অধঃপতন ২৭৯

বার্ধক্যে আমার অবস্থা ২৮১

কাজে প্রতিবন্ধকতা ২৮২

পঙ্‌ক্তিমালায় বার্ধক্য ২৮৩

দীর্ঘসূত্রিতা থেকে সতর্ককরণে ইমাম গাযালী ২৮৬

বার্ধক্যের অবস্থা বর্ণনায় উসামা বিন মুনকিয ২৮৭

বার্ধক্যের কবিতামালা ২৯০

গোটা জীবনই কর্মের ময়দান ২৯৫

সময় সহজলভ্য, তবে অতি মূল্যবান ২৮৭

অবসর সময় ২৮৮

অবসর যেন বিবেক নিয়ন্ত্রিত হয় ২৯৯

রুচি ও অভ্যাসের পরিবর্তন সম্ভব ৩০০

একটি ভ্রান্ত ধারণা ৩০১

ছাত্রকে ভাবতে হবে ৩০১

চেষ্টার অব্যাহতা জরুরি ৩০২

www.QuranerAlo.net

বিষয়	পৃষ্ঠা
জীবনকে ধারণ নয় 'যাপন' কর	৩০৩
সময়ই তো জীবন	৩০৩
অবশেষে তোমাকে বলছি, বন্ধু!	৩০৫
সময় মূল্যবান সম্পদ এবং ধারালো তরবারি	৩০৬
সময়ের মাধ্যমে উপকার ও শিক্ষা লাভ সম্পর্কে উসতায গাযালী রহ. এর মূল্যবান বাণী	৩১০
সময়ের মাধ্যমে উপকার ও শিক্ষা লাভ	৩১০
সময়ের সদ্ব্যবহারে জ্ঞানীগণ	৩১৫
ইমাম ইবন কুদামা রহ. এর উপদেশ	৩১৮

www.QuranerAlo.net

সময়ের মূল্য

'সময়ের মূল্য' দু'টিমাত্র শব্দের ছোট্ট এই শিরোনাম। কিন্তু তাতে রয়েছে যেমন অর্থবহতা তেমনি বহুমাত্রিকতা। ফলে এ সম্পর্কিত আলোচনাতেও রয়েছে নানা বৈচিত্র ও বহুমুখিতা।

একজন দার্শনিকের কাছে সময়ের মূল্য যেরূপ একজন ব্যবসায়ীর কাছে তা সেরূপ নয়। একইভাবে একজন কৃষক, একজন কারিগর, একজন সৈনিক, একজন রাজনীতিবিদ, একজন যুবক, একজন বৃদ্ধ, প্রত্যেকের কাছেই সময়ের মূল্য এবং প্রকৃতি ভিন্ন। তদ্রূপ একজন তালিবে ইলম ও আলিমের কাছে এর প্রকৃতি আরও ভিন্ন ও স্বতন্ত্র।

এই গ্রন্থে আমি শুধু আলিম ও তালিবে ইলমের কাছে 'সময়ের মূল্য' সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আর আমি তা করেছি এই প্রত্যাশায় যে, এই গ্রন্থখানি আমাদের তরুণ প্রত্যয়ী তালিবে ইলমদের মনোবল উজ্জীবিত করবে। কেননা আজকাল তালিবে ইলমদের মনোবল নিস্তেজ হয়ে পড়েছে এবং অধ্যবসায়ীদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যস্থল সুদূর পরাহত হয়ে পড়েছে। আর প্রকৃত জ্ঞানপিপাসু শিক্ষার্থীদের অস্তিত্ব একেবারেই বিরল হয়ে পড়েছে। ফলে মেধা ও প্রতিভার অপমৃত্যু ঘটেছে ও ঘটছে, আর অলসতা ও নিষ্প্রভতার প্রসার হচ্ছে তো হচ্ছেই। যার দরুন আহলে ইলমের কর্মকাণ্ডে সর্বমুখী দুর্বলতা ও পশ্চাদপদতা প্রকাশ পেতে শুরু করেছে।

সুতরাং আমি বলব, বান্দার প্রতি আল্লাহ তা'আলার নিআ'মাত অগণিত, অফুরন্ত। তার আধিক্যের যথার্থ অনুভব ও সঠিক উপলব্ধি মানুষের সাধ্যাতীত বিষয়। এর কারণ হল, এসকল নিঅ'মাতের আধিক্য, অব্যাহততা, সহজলভ্যতা এবং মহান আল্লাহ কর্তৃক বান্দার প্রতি অনুগ্রহের নিরবচ্ছিন্নতা আর সে বিষয়ে মানুষের উপলব্ধির বিভিন্নতা। আল্লাহ তা'আলা যথার্থই বলেছেন—

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ۝

অর্থ : তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করলে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। মানুষ অবশ্যই অতিমাত্রায় যালিম, অকৃতজ্ঞ। —সূরা ইবরাহীম : ৩৪

www.QuranerAlo.net

Contents

নিঅ'মাতের প্রকারভেদ

আল্লাহ প্রদত্ত নিঅ'মাত (প্রধানত) দু'ভাগে বিভক্ত। (১) মূল, (২) শাখাগত। শাখা নিঅ'মাতের দৃষ্টান্ত হল– জ্ঞান, দেহকাঠামো এবং অর্থসম্পদে ব্যাপ্তি ও সমৃদ্ধি। তাছাড়া সুন্নত ও নফল ইবাদতসমূহের পাবন্দি। যেমন তাহাজ্জুদ, তিলাওয়াত, যিকির ইত্যাদি। আর দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্বভাবগত সুন্নত এবং বিভিন্ন আমলী সুন্নতের যথারীতি পালন, যেমন পুরুষদের জন্য সুগন্ধি ব্যবহার, সাক্ষাতকালে মুসাফাহা-করমর্দন, ডানপায়ে মসজিদে প্রবেশ, বামপায়ে বের হওয়া, চলার পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ এবং এ জাতীয় বিভিন্ন সুন্নত, মুসতাহাব ও ওয়াজিব বিষয়ের পাবন্দিও নিঅ'মাতেরই শাখা-প্রশাখা।

তবে আল্লাহমুখী ও তাঁর মারেফাত লাভকারীদের কাছে এগুলো নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ নিঅ'মাতই বটে।

মৌলিক নিঅ'মাত

আর মৌলিক নিঅ'মাতও অগণিত ও অসীম। সেগুলোর প্রধানতম হল, আল্লাহর প্রতি ও তাঁর পক্ষ থেকে আগত সবকিছুর প্রতি ঈমান ও দৃঢ় বিশ্বাস এবং এসবের চাহিদানুযায়ী তিনি যা-যা নির্দেশ দিয়েছেন সেসবের উপর আমলের তাওফীক প্রাপ্তি।

তদ্রূপ সুস্থতা, রোগমুক্তি ও সুস্বাস্থ্যও অন্যতম মৌলিক নিঅ'মাত, যার কল্যাণে দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, হৃদযন্ত্র এবং যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিরাপদ ও কর্মক্ষম থাকে। আর তা (সুস্থতা ও সুস্বাস্থ্য) তো মানুষের সক্রিয়তা ও কর্মক্ষমতার অক্ষকেন্দ্র এবং নিজ অস্তিত্ব থেকে উপকৃত হওয়ার ভিত্তি-দণ্ড।

তদ্রূপ ইলমের নিঅ'মাতও অন্যতম মৌলিক নিঅ'মাত। কেননা তার উপরই নির্ভরশীল মানবতার উন্নতি এবং দুনিয়া-আখিরাতের সুখ ও সমৃদ্ধি।

বরং বলা উচিৎ, যে কোন বিবেচনায় ইলম নিঃসন্দেহে বিরাট নিঅ'মাত। তা অর্জন করা যেমন নিঅ'মাত, তেমনি তা দ্বারা নিজে উপকৃত হওয়া এবং অন্যের উপকার করাও নিঅ'মাত। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে ইলম পৌঁছে দেয়া এবং মানুষের মাঝে তার প্রসার ঘটানোও নিঅ'মাত।

এ ছাড়াও মৌলিক নিঅ'মাতের অনেক উদাহরণ রয়েছে। সময়ের মূল্যের প্রতি লক্ষ্য করে আমি তার আলোচনা প্রলম্বিত করছি না।

www.QuranerAlo.net

Contents

অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নিঅ'মাত

মানব জীবনের অন্যতম ও গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নিঅ'মাত হল সময়ের নিঅ'মাত। এমনকি তার সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু হল এই সময়; যার মূল্য সম্পর্কে আলোচনার জন্যই আমি গ্রন্থটি সংকলন করেছি। বিশেষতঃ আলিম ও তালিবে ইলমদের উদ্দেশ্যে।

সময় হল মানব জীবনের মূলধন। সময় হল মানুষের অস্তিত্ব ও জীবন ধারণের এবং আত্মোপকার ও পরোপকারের ক্ষেত্র। কুরআনে করীম এই মৌলিক নিঅ'মাতের বিরাটত্বের প্রতি ইঙ্গিত করেছে এবং অন্যান্য নিঅ'মাতের উপর তার শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ফলে কুরআনের বহুসংখ্যক আয়াত এসেছে সময়ের মূল্য, তার সমুন্নত মর্যাদা ও বিরাট প্রভাবের প্রতি নির্দেশনা প্রদান করে। বান্দাদের প্রতি এই বিরাট নিঅ'মাতের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِىَ فِى الْبَحْرِ بِأَمْرِهٖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ○ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ○ وَاٰتَاكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوْهُ وَإِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ ○

অর্থ : তিনিই আল্লাহ, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। যিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করে তা দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেছেন। যিনি নৌযানকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যাতে তাঁর নির্দেশে তা সমুদ্রে বিচরণ করে এবং যিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন নদীসমূহকে। তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে, যারা অবিরাম একই নিয়মের অনুবর্তী এবং তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রাত ও দিনকে। এবং তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তোমরা তাঁর কাছে যা কিছু চেয়েছ তা থেকে। তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করলে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। মানুষ অবশ্যই অতিমাত্রায় যালিম, অকৃতজ্ঞ। –সূরা ইবরাহীম : ৩২-৩৪

www.QuranerAlo.net

দেখ, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বড় বড় নিঅ'মাতের সাথে রাত-দিনের কথা উল্লেখ করেছেন। আর সে দু'টিতো সময়ই-যার মূল্য সম্পর্কে এই কিতাবে আলোচনা চলছে এবং এই বিশ্বজগত– তার সূচনার শুরু থেকে সমাপ্তির শেষ পর্যন্ত– যাকে সঙ্গী করে চলছে ও চলবে।

তেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা এই মহা অনুগ্রহ 'সময়-সম্পদের' মূল্য বুঝাতে গিয়ে বহু আয়াতে এর উল্লেখ করেছেন। যেমন :

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ ○

অর্থ : তিনিই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রাত, দিন, সূর্য এবং চন্দ্রকে; আর নক্ষত্ররাজিও অধীন হয়েছে তাঁরই নির্দেশে। অবশ্যই এতে বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন।

–সূরা নাহল : ১২

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اٰيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا اٰيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا اٰيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيْلاً ○

অর্থ : আমি রাত ও দিনকে করেছি দু'টো নিদর্শন। আর রাতের নিদর্শনকে অপসারিত করেছি এবং দিনের নিদর্শনকে আলোকপ্রদ করেছি, যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং যাতে তোমরা বর্ষ-সংখ্যা ও হিসাব জানতে পার; আর আমি সবকিছু বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। –সূরা বানী ইসরাঈল : ১২

وَمِنْ اٰيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ○

অর্থ : তার নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে দিন-রাত ও চন্দ্র-সূর্য। তোমরা সূর্যকে সেজদা করো না, চন্দ্রকেও না, সেজদা কর আল্লাহকে, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা (প্রকৃতই নিষ্ঠার সাথে) শুধু তাঁরই ইবাদত কর। –সূরা হা-মীম সেজদা : ৩৭

وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ○

অর্থ : রাত ও দিনে যা কিছু থাকে তা তাঁরই এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।
–সূরা আনআ'ম : ১৩

জীবনকাল বরবাদ করায় কাফিরদেরকে আল্লাহর ভর্ৎসনা

কুফুরিতে লিপ্ত হয়ে কাফেররা যখন নিজেদের জীবনকালকে বরবাদ করলো, আল্লাহ প্রদত্ত সময়-সম্পদকে আল্লাহর নাফরমানিতে নষ্ট করল, দীর্ঘ জীবন পাওয়া সত্ত্বেও কুফর ত্যাগ করে ঈমান গ্রহণ করলো না, তখন আল্লাহ তাদেরকে তিরস্কারমূলক সম্বোধন করে বলেন :

أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ○ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ○

অর্থ : আমি কি তোমাদেরকে এতটা দীর্ঘ জীবন দান করিনি যে, তখন কেউ সতর্ক হতে চাইলে সতর্ক হতে পারত? আর তোমাদের কাছে তো সতর্ককারী এসেছিল। সুতরাং শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর; আর যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই। –(সূরা ফাতির : ৩৭)

দেখ, চিন্তা-ভাবনা করা, উপদেশ গ্রহণ করা, ঈমান আনা ও সতর্ক হওয়ার জন্য 'তা'মীর' তথা দীর্ঘজীবন দানের নিঅ'মাতকেই আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেছেন। আর মানুষের বয়স তথা জীবন-কালকে মানুষের বিরুদ্ধে প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপন করেছেন। যেমনিভাবে তিনি বিভিন্ন আয়াতে নবী ও সতর্ককারীগণের আগমনকে প্রমাণস্বরূপ পেশ করেছেন। সুতরাং বলা যায়, নবীগণের আগমন যেমনিভাবে মানুষের জন্য বিরাট নিঅ'মাত তেমনিভাবে সময়-সম্পদও বিরাট নি'অমাত।

আর বন্ধু! সকল নি'আমত সম্পর্কেই তো জিজ্ঞেসিত হব– আমি, তুমি, সবাই।

তাই তো কাতাদাহ র. বলেন :

اعلموا أن طولَ العمر حُجَّة، فنعوذ بالله أن نُعَيَّرَ بطول العمر

অর্থ : জেনে রাখ, দীর্ঘ জীবন কিন্তু (আমাদের বিরুদ্ধে) প্রমাণ। সুতরাং এমন দীর্ঘ জীবন থেকে আমরা আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করছি, যার কারণে আমাদেরকে লাঞ্ছিত হতে হয়।

তাইতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত)

(١) أعذَرَ الله عزَّ وجلَّ إلى امرءٍ أخَّر عمرةَ حتى بلَّغه ستِّين سنةً -

(٢) مَنْ عمَّره الله ستِّين سنة فقد أعذَرَ إلَيه فى عُمره -

(১) যার জীবনকালকে আল্লাহ ষাট বছর দীর্ঘায়িত করেছেন তার জন্য তিনি অজুহাত পেশ করার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছেন। (অর্থাৎ তাকে পূর্ণ হিসাব-নিকাশের সম্মুখীন হতে হবে।)[৬]

(২) যাকে আল্লাহ ষাট বছরের দীর্ঘ জীবন দান করেছেন, তার অজুহাত পেশ করার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছেন।[৭]

অর্থাৎ তাওবা করে আল্লাহর পথে ফিরে আসার জন্য ষাট বছর যথেষ্ট সময়। এ সময়ের মধ্যেও যার বোধোদয় হয়নি সে আর কী অজুহাত পেশ করবে!

আল্লাহ কর্তৃক সময়ের বিভিন্ন স্তরের শপথ

পূর্বোল্লিখিত আয়াতগুলো ছাড়াও কুরআনে বিরাট এই নিয়'মাত সম্পর্কে আরও বহু আয়াত রয়েছে। এমনকি আল্লাহ তা'আলা সময়ের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বুঝাতে গিয়ে বহু সংখ্যক আয়াতে সময়ের বিভিন্ন স্তরের শপথ করেছেন। রাত-দিন, পূর্বাহ্ন-অপরাহ্ন, প্রভাত ও গোধুলিকালের শপথ কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় এসেছে। যথা :

وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشٰى ○ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلّٰى ○

অর্থ : শপথ রাতের, যখন তা আচ্ছন্ন করে। শপথ দিনের; যখন তা উদ্ভাসিত হয়। (সূরা লাইল : ১-২)

৬. সহীহ বুখারী : ১১ : ২৩৮
৭. মুসনাদে আহমদ : ২ : ৪১৭।

www.QuranerAlo.net

وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ ۝ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ۝

অর্থ : শপথ রাতের, যখন তার অবসান হয়। শপথ দিনের যখন তা আলোকোজ্জ্বল হয়। (সূরা মুদ্দাছ্ছির : ৩৩-৩৪)

فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ۝ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ۝

অর্থ : আমি শপথ করি অস্তরাগের ও রাতের এবং তাতে যার সমাবেশ ঘটে তার। (সূরা ইনশিকাক : ১৬-১৭)

وَالْفَجْرِ ۝ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۝

অর্থ : শপথ ঊষার। শপথ দশ রাতের। (সূরা ফাজর : ১,২)

وَالضُّحٰى ۝ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجٰى ۝

অর্থ : শপথ পূর্বাহ্নের। শপথ রাতের, যখন তা হয় নিঝুম। (সূরা দুহা : ১-২)

وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۝

অর্থ : মহাকালের[৮] শপথ, মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত। (সূরা আসর : ১-২)

শায়খ আল্লামা হাছনাইন মুহাম্মাদ মাখলূফ[৯] তাঁর অনবদ্য তাফসীর গ্রন্থ (صفوة البيان لمعانى القرآن) এ বলেন–

আল্লাহ তা'আলা কুরআন অবতীর্ণ করেছেন আরবের বিশুদ্ধভাষীদের বাকরীতি অনুযায়ী। তারা যখন কোনো বিষয় দৃঢ়ভাবে বলতে চাইতেন তখন কোনো অতি বড় বা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা জিনিসের কছম

---

৮. কোন কোন মতে والعصر, অর্থ আসর নামাযের সময়ের শপথ।
العصر এর ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রা. বলেন, العصر هو الزمن 'আছর' অর্থ হল সময়, কাল, যামানা। এছাড়াও এ শব্দের আরও কয়েকটি ব্যাখ্যা রয়েছে। যথা :
১. সূর্য হেলে যাওয়া থেকে ডুবে যাওয়া পর্যন্ত সময়।
২. আছর নামায।
৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর উম্মতের দুনিয়াবী সময়কাল।
৪. দিন/রাত। কেননা এ দুটোকে একত্রে العصران বলা হয়।

৯. শায়খ হাছনাইন ওফাত প্রাপ্ত হন ১৪১০ হিজরীর শেষ দিকে। তাঁর ও লেখকের মাঝে ছিল অগাধ ভালবাসা ও অকৃত্রিম সম্পর্ক।

www.QuranerAlo.net

করতেন। আর স্থান-কাল-পাত্র উপযোগী হলে কসমের মাধ্যমে কথাকে দৃঢ়করণ সত্যিই অতি চমৎকার আলঙ্কারিক সৌন্দর্যমণ্ডিত ভাষারীতি।

মানুষের জন্য বিধি-নিষেধ থাকলেও আল্লাহ তা'আলার জন্য তো যে কোনো কিছুর কছম করার অধিকার রয়েছে। তাই কখনো তিনি নিজের কছম করেছেন–

فورب السماء والارض انّه لحقٌّ

অর্থ : আসমান জমিনের প্রভুর কছম যে, তিনি সত্য।[১০]

আবার কখনো নিজের আশ্চর্য সৃষ্টি নিয়ে কছম করেছেন,

والسماء وما بناها والارض وما طحاها.

অর্থ : শপথ আসমানের ও তার সৃষ্টির এবং শপথ জমিনের ও তা বিস্তৃতকরণের।[১১]

আবার কখনো তিনি সময় বা কাল নিয়ে কছম করেছেন–

والضحى والليل إذا سجىٰ

অর্থ : শপথ পূর্বাহ্নের, শপথ রাত্রির যখন তা গভীর হয়।[১২]

والفجر وليالٍ عشر

অর্থ : শপথ ফযরের এবং দশ রাত্রির।

আল্লাহ এ সকল জিনিস নিয়ে কছম করা মূলত নিজেকে নিয়েই কছম করা। কেননা এসব কিছুতো তাঁরই অনুপম সৃষ্টি।

সূরা আছর এর ব্যাখ্যায় ফখরুদ্দীন রাযী

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَ الْعَصْرِ ۝١ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۝٢ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝٣

১০. সূরা যারিয়াহ : ২৩।
১১. সূরা শামস : ৫ ও ৬।
১২. সূরা দুহা : ১ ও ২।

www.QuranerAlo.net

Contents

অর্থ : কসম সময়ের, নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে তাকীদ করে (বা, উপদেশ দেয়) সত্যের এবং তাকীদ করে (বা, উপদেশ দেয়) সবরের। (সূরা আসর)

বিশিষ্ট তাফসীরবিদ ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী র. তাঁর তাফসীর গ্রন্থে সূরা আসর এর ব্যাখ্যায় যা লিখেছেন, তার সার সংক্ষেপ নিম্নরূপ :

"আল্লাহ তা'আলা সময়ের শপথ করেছেন, কারণ সময়ের মাঝেই আবর্তিত হয় এবং অস্তিত্ব লাভ করে সকল বিস্ময়কর বিষয়। আর দুনিয়ার সবকিছু এবং সকল বিষয় এই সময়ের পরিধিতেই পরিবেষ্টিত। মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, দুঃখ-দুর্দশা, সুস্থতা-অসুস্থতা, ধন-ঐশ্বর্য ও অভাব-দারিদ্র্য সবকিছুর প্রকাশ তো এই সময়ের মাঝেই হয়। তাছাড়া পৃথিবীর কোন কিছুই সময়ের মত মূল্যবান নয়।

ভেবে দেখ, যদি তুমি হাজার বছরও অনর্থক কাজে নষ্ট করে থাক আর জীবনের শেষ মুহূর্তে তাওবা করে বাকী সময় তাতে অবিচল থাকতে পার, তবে অনন্তকালের জন্য তুমি জান্নাতের বাসিন্দা হয়ে গেলে। তাহলে কী প্রমাণিত হল? শুধু ঐ সময়টুকুর জীবনকালই তোমার জীবনে সবচে' মূল্যবান সম্পদ।

বস্তুত সময় হল আল্লাহপ্রদত্ত অন্যতম মৌলিক নিঅ'মাত। তাইতো আল্লাহ তা'আলা সময়ের শপথ করেছেন এবং এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন যে, দিন এবং রাত হল মূল্যবান সুযোগ, বুঝে বা না-বুঝে মানুষ যা বরবাদ করে এবং হাতছাড়া করে। তাই তো বলছি, সময় হল খাঁটি নিঅ'মাত, যাতে কোন খুঁত বা ত্রুটি নেই। ক্ষতিগ্রস্ত ও ত্রুটিযুক্ত হয় মানুষ।[১৩]"

---

১৩. যখন সে এই সময়ের অবমূল্যায়ন করে, এই বিরাট সুযোগ হাতছাড়া করে এবং জীবনের মূলধনকে নষ্ট করে বসে– যাকে কাজে লাগিয়ে তার পক্ষে সম্ভব ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জন করা, চিরকালীন সুখ-ভোগ লাভ করা।

www.QuranerAlo.net

সময়ের মূল্যায়নের বর্ণনায় হাদীছে রাসূল

এতক্ষণ কোরআনের আলোকে সময় সম্পদের মূল্য ও গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা হল এবং একথা বর্ণনা করা হল যে, সময় হল অন্যতম ও গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নিঅ'মাত। তবে হাদীছে এর বর্ণনা আরও স্পষ্ট, আরও উজ্জ্বল। যেমন , বুখারী, তিরমিযী ও ইবন মাজায় ইবন আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

نعمتان مغبونٌ فيهما كثيرٌ من الناس : الصحّة والفرَاغ ـ

অর্থ : দু'টি নিঅ'মাতের ক্ষেত্রে বহু মানুষ প্রতারিত হয়, (সে দু'টি হল) সুস্থতা ও অবসর।[১৪]

এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, হাদীছে غبن শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ হল– ঠকা, প্রতারিত হওয়া। ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কোন জিনিস অধিক বা দ্বিগুণ দামে কিনলে অথবা ন্যায্য মূল্যের কমে বিক্রি করে ঠকলে এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

হাদীছে এই শব্দটি উপমারূপে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, যে শারীরিকভাবে সুস্থ এবং বিশেষ কোন কর্মব্যস্ততা থেকে মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও পরকালীন কল্যাণে তেমন কিছু করল না, বা করতে পারল না সেও ঠিক বেচা-কেনায় প্রতারিত ব্যক্তির মতই প্রতারিত হল। (ব্যাখ্যায় আরও বলা হয়েছে) বেশীরভাগ মানুষই (ব্যাধিমুক্ত ও কর্মশূন্য) সময়ের সদ্ব্যবহার করতে এবং তা থেকে উপকৃত হতে পারে না; বরং তা অপাত্রে ব্যয় করে। ফলে তা শুভ না হয়ে অশুভ হয়ে যায়, নিঅ'মাত না হয়ে আপদ হয়ে দাঁড়ায়।

পক্ষান্তরে যারা এই সুযোগ ও নিঅ'মাতগুলোকে কাজে লাগাতে এবং সেগুলো নিংড়ে তার নির্যাস আহরণ করতে পারে তাদের জন্য তা হয়ে যায় মঙ্গলজনক ও কল্যাণকর।

ইবনুল জাওযী র. বলেন, কখনো মানুষ সুস্থ থাকে, কিন্তু অবসর থাকে না; জীবিকা নির্বাহে থাকে ব্যস্ত। আবার কখনো সে অবসর থাকে, কিন্তু সুস্থ থাকে না; অসুস্থতায় হয়ে পড়ে শয্যাশ্রিত। যদি কখনো তার মাঝে উভয় নিঅ'মাত একত্র হয়, কিন্তু আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাপারে তার মাঝে

১৪. বুখারী : ১১ : ২২৯, তিরমিযী : ৪ : ৫৫০, ইবন মাজাহ : ২ : ১৩৯৬।

www.QuranerAlo.net

উদাসীনতা বা অলসতা দেখা দেয়, তাহলে তাকে প্রতারিত ও প্রবঞ্চিত ছাড়া আর কী-ই-বা বলা হবে!

মোটকথা, দুনিয়া হল আখেরাতের শস্যক্ষেত্র ও ব্যবসাকেন্দ্র। এখানে যা আবাদ করা হবে তার ফসল আখেরাতে পাওয়া যাবে। এখানে যে ব্যবসা করা হবে তার লাভ অবশ্যই পরকালে ভোগ করা যাবে। সুতরাং যে সুস্থতা ও অবসরকে আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদত-বন্দেগীতে ব্যবহার করবে সে হবে ঈর্ষার পাত্র। আর যে তা ব্যবহার করবে আল্লাহর নাফরমানিতে সেই হবে প্রতারিত। কেননা অবসরের পরই আসে ব্যস্ততা এবং সুস্থতার পরেই অসুস্থতা। এভাবে এক সময় মৃত্যুসংবাদবাহী বার্ধক্য এসে জীবনের কড়া নাড়বে। সুতরাং সময় থাকতেই সতর্ক হও- বন্ধু!

কেয়ামতের দিন প্রথম জিজ্ঞাসা সময় সম্পর্কে

আবু বারযাহ আসলামীর রহ. সূত্রে ইমাম তিরমীযি রহ. থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

لا تزولُ قدما عبد يوم القيامة حتى يُسألَ عن عُمره فيما أفناه، وعن عِلمه فيما فعل، وعن ماله مِنْ أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه.

অর্থ : জীবনকাল কিসে ব্যয় করেছে, ইলম অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে, সম্পদ কীভাবে অর্জন করেছে এবং কোন খাতে ব্যয় করেছে। আর দেহটাকে কোন কাজে কীভাবে ক্ষয় করেছে। এ সকল প্রশ্নের উত্তর দেয়া ছাড়া কেয়ামতের দিন কোনো বান্দা 'এক পা-ও নড়তে' পারবে না।[১৫]

প্রায় একই অর্থের আরেকটি হাদীস বর্ণনা করেন বাযযার ও তাবরানী রহ. الكبير গ্রন্থে মুআয ইবন জাবাল রা. এর সূত্রে–

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسْأل عن أربع خصال : عن عمره فيما أفناه ، عن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعلمه ماذا عَمِلَ به.

---

১৫. كتاب صفة القيامة والرقائق ٤ : ৬১২

www.QuranerAlo.net

Contents

অর্থ : আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কেয়ামতের দিন চারটি বিষয়ে প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়ার পূর্বে কোনো বান্দা এক পা-ও নড়তে পারবে না।

এক. জীবন সে কিসে কাটিয়েছে। দুই. যৌবন সে কিসে ক্ষয় করেছে। তিন. সম্পদ কোন পথে অর্জন করেছে এবং কোন খাতে ব্যয় করেছে। চার. ইলম অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে।[১৬]

'মুসতাদরাকে হাকেমে' ইবন আব্বাস রা. এর সূত্রে আরেকটি হাদীস বর্ণিত আছে, যাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন–

اغتنمْ خمسًا قبل خمسٍ : شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك و فراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك.

অর্থ : পাঁচটি অবস্থার পূর্বেই পাঁচ অবস্থার মূল্যায়ন কর। অর্থাৎ, বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনের, অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতার, দারিদ্র্যের পূর্বে সচ্ছলতার, ব্যস্ততার পূর্বে অবসরের আর মৃত্যুর পূর্বে জীবনের।[১৭]

প্রথম ও দ্বিতীয় হাদীছে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জীবনকালই হল– কেয়ামতের ময়দানে হিসাব-নিকাশের প্রধান ক্ষেত্র। যা মূলত সময় ছাড়া কিছু নয়। আর এ বক্তব্য মূলত কুরআনে কারীমের এই আয়াতেরই ব্যাখ্যা :

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَٰكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

অর্থ : তোমরা কি ধারণা করেছ যে, তোমাদেরকে এমনিতেই সৃষ্টি করা হয়েছে? আর (এও কি ধারণা করছ যে) তোমাদেরকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনা হবে না? –সূরা মুমিনুন : ১১৫

এ দু'টি হাদীছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন যে জীবনের মূল উপাদান হল, ইলম ও আমল, (আয়-ব্যয়ের বিবেচনায়) হালাল সম্পদ, শারীরিক সুস্থতা, দৈহিক শক্তি-ক্ষমতা ও যৌবনের উচ্ছলতা।

---

১৬. الترغيب والترحيب للمنذرى ৬ : ১৮৭।
১৭. ৪ : ৩০৬।

www.QuranerAlo.net

তারপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে শক্তি, সামর্থ্য ও সচ্ছলতায় প্রতারিত না হওয়ার উপদেশ দিচ্ছেন আর নির্দেশনা দিচ্ছেন দুর্বলতা, অক্ষমতা ও অসচ্ছলতার আক্রমণের পূর্বেই জীবনের সুযোগগুলোর সদ্ব্যবহার করার। কারণ সফল তো সেই যে এ সকল বিপদ দুর্যোগের পূর্বেই জীবনকে সৎ ও নেক আমলে পূর্ণ করে তোলে। সে দুনিয়াতেও হবে অনন্য আর আখেরাতেও হবে পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত।

নবী-রাসূল ও পূর্ববর্তী সালফে সালেহীনের জীবনী নিয়ে ভাবলে দেখবেন, সকলের জীবনেই নববী এই দিক-নির্দেশনার অনুসৃত চিত্র বিদ্যমান। অনুসন্ধিৎসু পাঠক এই গ্রন্থের 'অলিগলিতে' তাঁদের সুরভিত জীবনীতে এমনটাই পাবেন ভাস্বর।

আর এ বিষয়টি সবার কাছেই স্পষ্ট যে, মৌলিকভাবে জীবন তো হাদীছে উল্লিখিত এ সকল ইলাহী নিঅ'মাতেরই সম্মিলিত রূপ। ইলাহ যাকে ইচ্ছা এ সকল নিঅ'মাত দান করেন আর শেষ দিবসে এসবের হিসাবও নেবেন। সুতরাং প্রকৃত সৌভাগ্যবান তো সেই যে এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে চিরস্থায়ী জীবনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং আল্লাহপ্রদত্ত নিঅ'মাতরাজির যথাযথ কদর ও মূল্যায়ন করে।

হাদীস দু'টি থেকে আরও প্রতিভাত হয় যে, মানুষের জীবনকাল কখনো হাদীসে উল্লিখিত বিষয়গুলোর একটিকে, আবার কখনো একাধিককে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়ে থাকে। আর বাস্তবে মানব-জীবনেও আমরা এমনটাই দেখতে পাই। যেমন, তাদের কেউ ব্যস্ত রয়েছে ইলম ও মারেফাত অর্জনে। কেউ বা ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থোপার্জনে, আর কেউ মনোনিবেশ করে আছে দেহ ও শক্তির গঠন ও বর্ধনে।

তবে ইলমের পথের পথিককে খেয়াল রাখতে হবে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইলমের সাথে আমলের সংযুক্তির নির্দেশ প্রদান করেছেন, যেন তা থেকে পরিপূর্ণ ফায়দা ও উপকার লাভ হয়। সুতরাং যে ইলমের সাথে আমলের সংযুক্তি ও সম্পৃক্তি নেই তার পিছনে ব্যয়িত জীবন তো নিরর্থক বৈ কিছু নয়।

আর অর্থোপার্জনকারীদের খেয়াল রাখতে হবে যে, সম্পদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার জিজ্ঞাসা সম্পর্কে নবীজী যে সতর্ক করেছেন তা হল, সম্পদের আয় ও ব্যয়ের উৎস কেন্দ্রিক। উদ্দেশ্য শুধু একটিই, অর্থের

www.QuranerAlo.net

Contents

'অর্জন ও বর্জনের' ক্ষেত্রে যেন সর্বদা আল্লাহভীতি আমাদের মাঝে জাগরূক থাকে। সুতরাং কোনো মুসলমানের উচিত নয়– হালাল-হারামের তোয়াক্কা না করে সম্পদ জমা করতে থাকা এবং অর্জিত সম্পদ আল্লাহর অবাধ্যতায় খরচ করে চলা। আর গর্হিত ক্ষেত্রে অপচয় ও কল্যাণক্ষেত্রে কৃপণতা করা এবং অন্যের হক আত্মসাৎ করা।

আর দেহ ও স্বাস্থ্য সচেতনদের খেয়াল করা দরকার যে, এই দেহ হল দুনিয়াবী জীবনে আমাদের 'বাহন' আর দয়াময় স্রষ্টার পক্ষ থেকে আমানত। সুতরাং কেয়ামত দিবসে অবশ্যই আমরা জিজ্ঞাসিত হব, যৌবনের উচ্ছলতা থেকে বার্ধক্যের দুর্বলতা পর্যন্ত– কীভাবে পাড়ি দিলাম আমরা এই জীবন নদী। আল্লাহর আনুগত্য ও কল্যাণকর্মে তা সজীব ও আলোকিত করেছি না কি অবাধ্যতা ও অন্যায়কর্মে তা নির্জীব ও তমসাচ্ছন্ন করেছি?

তাই বলি বন্ধু– আল্লাহ হেফাযত করুক আমাকে, তোমা.ক, সবাইকে– (আমীন) তুমি সচেষ্ট হও জীবনটাকে ইলমে নাফে, আম লে ছালেহ এবং কাছবে হালালে ব্যয় করতে। আর তোমার ও পোষ্য-পরিজনদের দেহকে হালাল ও বরকতপূর্ণ খাদ্য যোগাতে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিতে খাটাতে। সাথে সাথে সদা সতর্ক থেকো, ঐ লোকদের অন্তর্ভুক্ত যেন তোমাকে হতে না হয়, যাদের মন্দ কৃতকর্মের কারণে মুখ, হাত, পা কেয়ামতের ময়দানে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।

সময়ই হল তোমার জীবন ও জীবনের মূলধন

ইমাম গাযালী রহ. بداية الهداية গ্রন্থে[১৮] লিখেন– তোমার সময়গুলোর সমষ্টিই হল তোমার জীবন। আর জীবনই হল আল্লাহর সাথে ব্যবসার ক্ষেত্রে তোমার মূলধন। এর উপর ভিত্তি করেই তোমাকে ব্যবসা করতে হবে, আর বিনিময়ে চিরসুখের জান্নাত অর্জন করতে হবে। সুতরাং ভালভাবে বুঝে রাখ, তোমার প্রতিটি শ্বাস, প্রতিটি প্রশ্বাস অমূল্য রত্ন– যার কোনো বিনিময় হতে পারে না। একবার হাতছাড়া হয়ে গেলে তা আর কখনো তুমি ফিরে পাবে না।

---

১৮. ১২০ পৃষ্ঠায়।

www.QuranerAlo.net

Contents

তাই বলি বন্ধু! ঐ নির্বোধের মত হয়ো না, যে জীবনের লোকসান সত্ত্বেও সম্পদের মুনাফায় তৃপ্ত থাকে। যে প্রতিদিনের অর্থ বৃদ্ধিতে পরিতৃপ্ত হয় কিন্তু প্রতিদিনের আয়ুক্ষয়ে দুঃখিত নয়।

কী ফায়দা বন্ধু, জীবন ক্ষয়ে সম্পদ জয়ে?!

শুধু ইলম ও আমলের বৃদ্ধিতেই তুমি তৃপ্ত ও পরিতৃপ্ত হতে পার। কারণ এ দু'টিই হবে তোমার পরজীবনে সঙ্গী– যখন পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, অর্থ-কড়ি সবই তোমায় ছেড়ে চলে যাবে।

তাই তো ছারী বিন মুগাল্লিছ বলেন, সম্পদের ক্ষয়ে তুমি যদি চিন্তিত হও, তবে তো জীবনের ক্ষয়ে তোমার কাঁদা উচিৎ।

আর সুসাহিত্যিক আবুল ফাতহ আহমদ ইবন মুতাররিফ আসকালানী (মৃত্যু : ৪১৩ হিজরী) সময়ের প্রতি মানুষের অসচেতনতা ও গুরুত্বহীনতা আর সম্পদের ক্ষেত্রে তাদের ব্যয়কুণ্ঠতা ও অতি সতর্কতার সমালোচনা করে বলেন–

إذْ يُنفَق العُمْرُ في الدنيا مُجازفةً ✪ والمال يُنفَقُ فيها بالمَوَازِيْن

অর্থ : হায়! যথেচ্ছাচার করে চলছে মানুষ জীবন ব্যয়ে, আর পাল্লা-বাটখারা নিচ্ছে সম্পদ খরচে![19]

تاج العروس الحاوى لتهذيب النفوس গ্রন্থে[20] আরেফ ইবন আতাউল্লাহ সিকান্দারী রহ. লিখেন– তোমার শ্বাস-প্রশ্বাসগুলোকে পর্যন্ত আল্লাহর অবাধ্যতার ক্ষেত্রে– বরং বলা উচিৎ আল্লাহর আনুগত্য ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রে– খরচ করো না। নিঃশ্বাসের ক্ষুদ্রতার দিকে নয়, লক্ষ্য কর এর মাধ্যমে বান্দার প্রতি আল্লাহর বিশেষ দানের দিকে। তখন মনে হবে, শ্বাস-প্রশ্বাসগুলো আসলে অমূল্য মণি-মুক্তা ও রত্নরাজি। সুতরাং ভেবে দেখো বন্ধু! মূল্যবান রত্ন কি কেউ আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে?

এই প্রথিতযশা ব্যক্তির বাণীসমগ্রের একটি হল–

ما مِنْ نفَسٍ تُبديه إلا وله قدرٌ فيك يُمضيه –

অর্থ : তোমার বিচ্ছুরিত প্রতিটি নিঃশ্বাস তোমার জীবনের একটি অংশকে নিয়ে যাচ্ছে।

---

১৯. الوافى بالوفيات للصفدى ৮ : ১৮১।
২০. পৃ. ৫০।

www.QuranerAlo.net

অর্থ : আর সুসাহিত্যিক আবুল ফাতাহ বুসতী রহ. ছন্দে ছন্দে বলেন–

أنفاسنا أقواتُ أوقاتنا ✪ والقوتُ لا بدّ له من نفاد

অর্থ : নিঃশ্বাসগুলো হল আমাদের জীবনের খোরাক। আর খোরাক তো কখনো না কখনো ফুরিয়েই যায়।[২১]

তাই বলি, প্রিয় মুসলিম ভাই! প্রিয় তালিবে ইলম ভাই! সময় থেকে বেশীর চেয়ে বেশী উপকৃত হতে চেষ্টা কর। বিশেষত যে সময়গুলো এমনিতেই– কোনো কিছুর অপেক্ষায় বা আরোহী অবস্থায় কিংবা হাঁটা-চলায় কেটে যায়। কারণ দিবা-রাত্রির প্রতিটি ক্ষণ তোমার মাঝে কাজ করে চলছে। সূর্য নিজ গতিতে অনবরত চলছে, আর তোমার জীবনও গলে গলে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া যে সময় গড়িয়ে যাচ্ছে তা আর কখনো ফিরে আসবে না। কখনো আর তার নাগাল তুমি পাবে না।

আল্লাহর পথের অভিযাত্রীদের মঞ্জিলও হল সময়

ইমাম আবু ইসমাঈল হারাভী রহ. منازل السائرين গ্রন্থে লিখেন–

ومن منازلهم الوقت، قال الله تعالى : ثم جئتَ على قدرٍ يا موسىٰ

অর্থ : সময়ও তাদের মর্যাদারই একটি স্তর বা অংশ। যেমন মুসা আ. এর ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, হে মুসা! তারপর সময়মত তোমার আগমন ঘটল।

আসলে পৃথিবীতে যে কোনো বিষয় ঘটে তো সময়েরই মাঝে। তাই বলা যায়, সময়ই হল যে কোনো জিনিসের বা বিষয়ের অস্তিত্বের পাত্র।

এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনুল কায়্যিম مدارج السالكين গ্রন্থে[22] লিখেন– পূর্বোক্ত কথাটির এই আয়াত দিয়ে দলীল পেশ করার কারণ হল, আল্লাহ তা'আলা মুসা আ.-এর আগমন অতি উপযুক্ত সময়ে– অর্থাৎ যখন তাঁর মত একজন নবীর আগমন অতীব প্রয়োজন ছিল– তখনই ঘটিয়েছেন। তাই তো কোনো বিষয় যখন সময়মতো ঘটে তখনই আরবগণ এই ধারা ও বাকরীতি ব্যবহার করে থাকেন। যেমন কেউ সময়মতো এলে তারা বলে থাকেন– جاء فلانٌ على قدرٍ

---

২১. ديوان أبي الفتح البستي পৃ. ২৪৪।
২২. ৩ : ১২৭-১৩০।

www.QuranerAlo.net

আসলে এই আয়াত দিয়ে দলীল পেশ করা লেখকের সূক্ষ্ম গভীর জ্ঞানেরই প্রমাণ বহন করে। কেননা যখন কোনো বিষয় উপযুক্ত সময়ে ঘটে তখনই তা অধিক সুন্দর, উপকারী ও ফলপ্রসূ হয়।

কেউ যদি সৃষ্টির ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার সময় নির্ধারণের বিষয়টি লক্ষ্য করে তবে অবশ্যই বুঝতে পারবে যে, প্রতিটি বিষয় অধিক উপযুক্ত সময়েই তিনি সৃষ্টি বা প্রেরণ করছেন।

যেমন মুসা আ.-এর মত একজন নবীর আগমন যখন অতীব প্রয়োজনীয় ছিল তখনই আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পাঠিয়েছেন। আর এমনই হয়েছে সকল নবীর ক্ষেত্রে এবং সবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ক্ষেত্রেও। জগদ্বাসী যখন তাঁর আগমনের অধিক মুখাপেক্ষী ছিল তখনই আল্লাহ তাঁকে পাঠিয়েছেন। এমনই হয়ে থাকে বান্দাদের জীবন ও সময়ের সাথে আল্লাহর আচরণ। তিনি তাকে বাঁচিয়ে রাখেন তার জন্য অধিক উপকারী জিনিসের মাধ্যমে এবং তার প্রতি অধিক মুখাপেক্ষী পরিবেশ-পরিস্থিতির মাঝে।

ইমাম শাফী রহ. তো বলেছেন–

অনেক সুফী-সাধকের সংস্পর্শে আমি ধন্য হয়েছি। তবে তাদের থেকে আমি শুধু দু'টি বিষয়ই প্রাপ্ত হয়েছি।

১. الوقت سيفٌ فإنْ قطعتَه وإلا قطعك (সময় হল তরবারির মত, যদি তুমি তাকে না 'কাট' তবে সে তোমায় 'কেটে ফেলবে'।)

২. نفسُكَ إن لم تشغلها بالحق وإلا شغلتْك بالباطل (নিজেকে যদি তুমি সঠিক ক্ষেত্রে ব্যস্ত না রাখ তবে সে তোমাকে ভ্রান্ত ক্ষেত্রে মত্ত করে ছাড়বে।)

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রহ. ইমাম শাফী' রহ. এর এই বাণী উল্লেখের পর বলেন, আহা! কত চমৎকার ও সারগর্ভ এ দুটি বাণী! এর প্রবক্তার উচ্চ মনোবল ও জাগ্রত চিন্তা প্রমাণের জন্য এই বাণী দু'টিই তো যথেষ্ট।

বস্তুত আল্লাহ যখন কোনো বান্দার কল্যাণ চান তখন সময়ের সদ্ব্যবহারে তাকে সাহায্য করেন, তার সময়ে বরকত দান করেন এবং সময়কে তার সহযোগী করে দেন। আর যখন তিনি কোনো বান্দার অকল্যাণ চান তখন সময়কে তার জন্য প্রতিকূল করে দেন, তখন সময় তার জন্য পীড়ন ও বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

www.QuranerAlo.net

Contents

সুফী সম্রাট শায়খ আবু নসর আত তূছী রহ. (মৃত্যু ৩৭৮ হিজরী) সুফী সাধকগণের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, শিক্ষা ও সভ্যতার দিক থেকে মানুষ তিন স্তরে বিভক্ত। তার মাঝে বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্তরে হলেন সুফীসাধকগণ। আর তাঁদের বৈশিষ্ট্যাবলীর সিংহভাগই হল আত্মিক পবিত্রতা ও সময়-সংরক্ষণ সম্পৃক্ত।[২৩]

সময়ের ব্যাপারে আত্মমর্যাদাবোধ তো জীবননাশী

ইমাম ইবনুল কায়্যিম র. তার مدارج السالكين নামক গ্রন্থে[২৪] গায়রত তথা আত্মমর্যাদাবোধের পরিচয় ও ব্যাপ্তি সম্পর্কে আলোচনাকালে এক পর্যায়ে সময়ের ব্যাপারে গায়রত সম্পর্কে বলেন, 'হাতছাড়া হয়ে যাওয়া সময়ের ব্যাপারে যে গায়রত বা মর্যাদাবোধ তা তো বিনাশী, অনেক ক্ষেত্রে তো আত্মঘাতী। কেননা সময় দ্রুত বহমান, আপোষহীনভাবে অগ্রসরমান।

'আবিদের কাছে সময় ইবাদত-বন্দেগী ও ওয়াযীফা আদায়ের জন্য, মুরীদের কাছে সময় আল্লাহমুখিতা এবং তাতে সর্বান্তকরণে আত্মসমাহিত হওয়ার জন্য। সুতরাং এসব কাজে আত্মনিবেদন এবং কাঙ্ক্ষিত লক্ষ অর্জনের ক্ষেত্রে সময় তাদের কাছে মহামূল্যবান বস্তু। উল্লিখিত আমল ব্যতীত সময় হাতছাড়া হওয়া তাদের আত্মমর্যাদাকে আঘাত করে। কেননা যদি একবার তা হাতছাড়া হয়ে যায়। তাহলে তার ক্ষতিপূরণ কখনোই সম্ভব নয়। কেননা পরবর্তী সময় তো তার বিশেষ কর্তব্যকর্মের জন্য নির্ধারিত।

সুতরাং কোন সময় যখন কারও হাতছাড়া হয়ে যায় তখন আর কিছুতেই তার নাগাল পাওয়ার কোন উপায় থাকে না। তখন ছুটে যাওয়া আমলের 'কাযা' আদায়ের চেয়ে ঐ সময়ে নির্ধারিত কাজটুকু করাইতো বাঞ্ছনীয়। এজন্যইতো হাতছাড়া হওয়া সময়ের জন্য যে গায়রত, তাকে বিনাশী বলা হয়েছে। কারণ, তার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া অনেক ক্ষেত্রে জীবননাশের সদৃশ। কেননা, যে কোন মূল্যবান জিনিস হাতছাড়া হওয়ার আক্ষেপ-অনুশোচনা অতি পীড়াদায়ক– বিশেষতঃ আক্ষেপকারী যখন বুঝতে পারে যে, এর ক্ষতিপূরণের বা ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার কোন পথই নেই। তখন তার

---

২৩. الرسالة القشيرية খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫৬২

২৪. ৩ : ১৯।

www.QuranerAlo.net

আফসোসের পরিমাণ তো এমন হয় যে, এই আত্মশ্লাঘাবোধ আরও কিছু হাতছাড়া করার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন বলা হয়–

الاشتغالُ بالندَم على الوقت الفائت تضييعٌ للوقتِ الحاضرِ۔

অর্থ : হাতছাড়া হয়ে যাওয়া সময়ের জন্য অনুতাপ-অনুশোচনায় লিপ্ত হওয়াও তো বর্তমান সময়কে নষ্ট করা।

এ কারণেই বলা হয়,

الوقتُ كالسَّيف إن لم تقطَعْه قطَعَك۔

অর্থ : সময় হল তরবারির মত, তুমি যদি তাকে না কাট, তবে সে তোমাকে কেটে ফেলবে।[২৫]

সময় সদাবহমান

সময় (সত্তাগতভাবেই) সদা বহমান ও অপসৃয়মান। আর তার প্রতিটি মুহূর্ত বিদ্যুৎ চমকের মত; বর্তমানের আকাশে এই জ্বলে ওঠে, তারপর নিভে যায়; হারিয়ে যায় অতীতের অজানা ঠিকানায়। সুতরাং যদি কেউ সময়ের ব্যাপারে (অন্যভাষায়, তার নিজের ব্যাপারে) গাফেল থাকে তবে সময় তো আর তার জন্য থেমে থাকবে না, তা তো আপন গতিতে– নদী তরঙ্গের মত চলতেই থাকবে, ফলে তার লোকসান ও না পাওয়ার ফিরিস্তি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে চলবে এবং দুঃখ-বেদনা ও আফসোস-অনুশোচনা তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকবে।

---

২৫. ব্যাখ্যা : ইবন আবী জামরাহ র. তার 'বাহজাতুন নুফুস' নামক গ্রন্থে বলেন, একথার অর্থ হল, তুমি সময়কে কাজ দ্বারা কর্তন (অতিবাহিত) কর, যেন সে তোমাকে কাজের আশ্বাস দিয়ে নিষ্কর্মা ও নিঃশেষ করে দিতে না পারে।
এছাড়া এ বাক্যের এ অর্থও করা যায়, যদি তুমি সময়কে কাজে লাগানো এবং সময় থেকে উপকৃত হওয়ার ব্যাপারে সজাগ না হও তাহলে তুমি হবে তরবারির আঘাতের সম্মুখীন ব্যক্তির ন্যায়। কেননা সে যদি তা থেকে আত্মরক্ষা এবং তা প্রতিহত করার জন্য সজাগ না হয় তাহলে তরবারির আঘাত তাকে শেষ করে দেবে। এ কারণেই জনৈক আরব কবি বলেন–

وكن صارمًا كالوقتِ فالمقتُ في عسى ✪ وخلِّ لَعلَّ فهي أكبَرُ علّة

অর্থ : সময়ের ন্যায় অপ্রতিহত হও, আর আশ্বাস তো অপ্রিয় বিষয়, তাই করব-করছি থেকে বেঁচে থাক, কেননা তা সবচেয়ে ভয়ানক ব্যাধি।

একটু ভেবে দেখ, যখন জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের হিসাব নেয়া হবে আর এসব লোকসান ও না পাওয়ার পরিধি ও পরিমাণ সম্পর্কে সে অবগত হবে তখন তার কী অবস্থা হবে! সে তখন লোকসান পুষিয়ে নিতে চাইবে, আবার ফিরে আসার আবেদন জানাবে। কিন্তু সেখান থেকে ফিরে আসার বা অতীত লোকসান পুষিয়ে নেয়ার কোন উপায় তার থাকবে না। অতীতে ফিরে আসার কোন আবেদন-নিবেদনই তার গৃহীত হবে না।

আর এটাইতো স্বাভাবিক; গতকালটাকে কি তুমি আজকের নতুন দিনে ফিরে পাবে! বা ফিরে পাওয়ার আশা করতে পার!! আল্লাহ তা'আলার বাণী তো এরই প্রমাণ বহন করে ঃ

وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ○

অর্থ : এবং তারা বলবে, আমরা তাতে ঈমান আনলাম। কিন্তু এত দূরবর্তী স্থান থেকে তারা এর (ঈমানের) নাগাল পাবে কীভাবে? –সূরা সা'বা : ৫২

এই আয়াতে মূলত কাফেরদের পরকালীন অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যে, দুনিয়াতে তারা ঈমানের নাগাল পায়নি। কুফুরী থেকে তওবার সুযোগও তাদের হয়নি। অথচ দুনিয়াই হল এ দু'য়ের প্রকৃত স্থান। কিন্তু তারা এই সুযোগকে হাতছাড়া করেছে। দুনিয়ার হায়াতকে বেঈমানীতে খুইয়ে বসেছে। তবে আজ দুনিয়া থেকে এত দূরের স্থানে, হাশরের ময়দানে-কীভাবে তারা এর নাগাল পাবে?

ঠিক তেমনি যারা আজকের কাজে উদাসীন থেকে দিনটাকে খোয়াবে আগামীতে কিংবা কাল হাশরে কখনোই এ সময় তাদের কাছে ফিরে আসবে না, এর দেখা আর তারা পাবে না। কবি তো তা-ই বলেছেন ছন্দের মালা গেঁথে–

فيا حسراتٌ ! ما إلى ردِّ مثلها ✪ سبيل ، ولو رُدَّت لهان التحسُّرُ

অর্থ : হায় আফসোস! তার অনুরূপ তো আর ফিরিয়ে আনা যাবে না, যদি তার প্রত্যাবর্তন সম্ভব হতো, দুঃখ-যাতনা কিছুটা হলেও লাঘব হতো।

প্রতিটি মুহূর্ত খুব দ্রুত অতিবাহিত হয়; মেঘমালার চেয়েও দ্রুত। সে চলে যায়, ফিরে আসে না, কখনও আর তার দেখা মেলে না। যখন সে চলে যায় তার মধ্যকার সবকিছুকে নিয়েই যায়। কিন্তু ফিরে আসে শুধু এর পরিণাম ও পরিণতি।

সুতরাং হে বন্ধু! এবার তুমিই নির্ধারণ করে নাও, এই সময় থেকে তুমি কী পরিণাম চাও। আর এটা নির্ধারণ করে নিতে হবে সময় উপস্থিত থাকতেই। তার মূল্যায়নে যেমন সুফল আসবে তেমনি অবমূল্যায়নে আসবে কুফল। পরিণাম-ভাল কি মন্দ– ফিরে তা আসবেই, তা রোধের কোন ব্যবস্থা নেই। দেখ, আল্লাহ কত সুন্দরভাবে এই বাস্তবতার চিত্র দু'টি আয়াতে তুলে ধরেছেন।

জান্নাতবাসী সৌভাগ্যবানদের বলা হবে–

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيٓـًٔا بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ○

অর্থ : 'পানাহার কর তৃপ্তি সহকারে, তোমরা অতীতে যা করেছিলে তার বিনিময়ে।' –সূরা : হা'ক্বাহ : ২৪

আর জাহান্নামী দুর্ভাগাদের বলা হবে,

ذٰلِكُم بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ ○

অর্থ : এটা এ কারণে যে, তোমরা পৃথিবীতে অযথা উল্লাস করতে এবং এ কারণে যে, তোমরা দম্ভ করতে। –সূরা গাফির : ৭৫

সময় তরবারির ন্যায়

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম আরও বলেন, "সবচে' মূল্যবান ও কল্যাণকর ভাবনা হল যা আল্লাহর জন্য ও আখেরাতের জন্য ভাবা হয়। আল্লাহর জন্য ভাবনা অনেক প্রকার হতে পারে, যেমন .... পঞ্চম প্রকার, প্রতিটি মুহূর্তে মানুষ নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে চিন্তা করা এবং তা পালনের ক্ষেত্রে মনোবল ও দৃঢ় ইচ্ছার সমন্বয় করা।

'আরেফ' তথা দূরদর্শী তো সে-ই যে তার সময়ের যথাযথ মূল্যায়ন করে।

আর সময়কে নষ্ট করা মানে তো হল তার মধ্যকার সকল কল্যাণ হাতছাড়া করা। ছন্দের ভাষায়–

'ভাল ও কল্যাণ যত, সময় থেকেই সৃষ্ট।
পায় না দেখা কভু তার, যে করে তা নষ্ট।'

ইমাম শাফেয়ী র. বলেন, দীর্ঘদিন আমি সুফি-সাধকদের সংস্পর্শে থেকেছি। এ সময়ে তাদের থেকে শুধু দু'টি বিষয়ই অর্জন করতে পেরেছি।

www.QuranerAlo.net

এক. الوقتُ سيفٌ فإنْ لم تقطعه قطعكَ

অর্থ : সময় হল তরবারি; তুমি যদি তাকে না কাট, সে তোমাকে কেটে ফেলবে।

দুই. نفسُك إن شغلْتَها بالحق وإلاَّ شغلَتْكَ بالباطل

অর্থ : তুমি যদি নিজেকে সত্য ও ন্যায় কর্মে ব্যস্ত না রাখ তাহলে সে তোমাকে অসৎ ও অন্যায় কাজে লিপ্ত করবে।

শুধু আল্লাহর জন্য ব্যয়িত সময়টুকুই প্রকৃত জীবন

প্রকৃতপক্ষে জীবন তো খণ্ড খণ্ড সময়ের সমষ্টি বৈ কিছু নয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে, 'সময়ই জীবন'। আর পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনও তো এই সময়েরই উপর নির্ভরশীল। হোক তা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জান্নাতী জীবন কিংবা দুঃখ-যাতনার জাহান্নামী জীবন।

সময়ের মূল্যায়ন করে ও আল্লাহর রাহে ব্যয় করে যেমন জান্নাত লাভের আশা করা যায়, তেমনি এর অবমূল্যায়ন ও অপাত্রে ব্যয়ের কারণে– আল্লাহ মাফ করুন– জাহান্নামের ফায়সালার আশঙ্কাও রয়ে যায়।

আর আল্লাহ তা'আলা তো মানুষকে সৃষ্টিই করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য। সুতরাং বলা যায়, যে সময়টুকু মানুষ আল্লাহর জন্য– তাঁর আদেশ পালনে ও নিষেধ থেকে নিজেকে দমনে ব্যয় করে তা-ই তার জীবন, অর্থাৎ সৃষ্টিগত উদ্দেশ্য বিবেচনায়, সেটুকুই মানব জীবন বলে গণ্য হবে। আর বাকী সময়টা, যতই দীর্ঘ জীবন সে লাভ করুক না কেন– সেটা পশুত্বের জীবন।

যদি কেউ তার সময় ও জীবনকে উদাসীনতা, প্রবৃত্তি পূজা ও কামনা-বাসনা চরিতার্থ করে কাটায় তবে বলা যায়– তার জীবনের ঐ সময়টুকুই সবচে' ভাল কাটল, যেটুকু সে ঘুমে ও কর্মহীনতায় কাটাল। এ ধরনের মানুষের জন্য জীবনের চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়। বিষয়টি বোঝার স্বার্থে একটি উদাহরণ পেশ করা যায়, যখন কোন বান্দা নামাযে দাঁড়ায় তখন নামাযের ঐ অংশটুকুই তার উপকারে আসে যেটুকু সে সজ্ঞানে ও একাগ্রতার সাথে আদায় করে। বাহ্যত যা-ই হোক, প্রকৃতপক্ষে সেটুকুই তার নামায বলে বিবেচিত হয়।

www.QuranerAlo.net

Contents

তবে কি আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি না, যে সময়টা মানুষ আল্লাহর রাহে, তাঁর ইবাদাত-বন্দেগীতে ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনে অতিবাহিত করে সে অংশটুকুই প্রকৃত জীবন; সেটাই তার যথার্থ আয়ুষ্কাল![২৬]

সময়কে কর্মময় করতে সালাফগণের অত্যাগ্রহ

আমাদের পুণ্যবান পূর্বসূরীগণ এবং তাঁদের অনুসারী পরবর্তীগণ সময় সংরক্ষণ ও কল্যাণকর্মে তা পূর্ণ করে রাখায় ছিলেন অত্যাগ্রহী। আলেম-আবেদ সকলেই এ ক্ষেত্রে ছিলেন সমান গুরুত্বের অধিকারী। সময়ের ব্যাপারে কৃপণতাবোধ ও অতি গুরুত্বারোপের কারণে তাঁরা তো প্রতিটি ঘণ্টা, মিনিট, এমন কি প্রতিটি মুহূর্তের ক্ষেত্রেও প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতেন। যেন একটি মুহূর্তও অনর্থক হাতছাড়া না হয়ে যায় সে জন্য সচেষ্ট ও নিমগ্ন থাকতেন।। এর কতক দৃষ্টান্ত নিম্নে পেশ করা হল :

কাজের মূল শক্তি, দীর্ঘসূত্রতা থেকে মুক্তি

আবু উবাইদ কাসেম ইবনুস সালাম الخُطَب والمواعظ গ্রন্থে[২৭] হাসানুল বছরী রা. এর সূত্রে উল্লেখ করেন যে, উমর রা. তাঁর গভর্নর আবু মুসা আশআরী রা. এর কাছে পত্রযোগে উপদেশ দেন :

... পর সমাচার, কাজের মূল শক্তি হল সময় মত কাজ আঞ্জাম দিয়ে দেয়া এবং আজকের কাজ কালকের জন্য রেখে না দেয়া। যদি আপনারা এমন করেন তবে তো কাজের ভীড় লেগে যাবে। তখন কোনটা ছেড়ে কোনটা করবেন, বুঝতেই পারবেন না। ফলে কাজের মূল শক্তিই হারিয়ে বসবেন।

---

২৬. আরেফ ইবন আতাউল্লাহ সিকান্দারী বলেন, তোমার জীবন থেকে যে সময় হারিয়ে গেল তার কোনো বিনিময় হতে পারে না। আর যা কিছু অর্জিত হল তার কোনো মূল্য হতে পারে না।

তিনি আরও বলেন, জীবনের সূচনা তো মানুষের জন্মের দিন থেকে নয়, বরং আল্লাহকে চেনার প্রথম দিন থেকে। সুতরাং আল্লাহর আনুগত্য ছাড়া জীবনের যেটুকু অংশ ব্যয়িত হয়েছে সেটা তো জীবনের খাতায় ও জমার হিসেবে আসতে পারে না। তবে মনে রেখো, আল্লাহর সর্বোত্তম আনুগত্য হচ্ছে ইলমের চর্চা, গবেষণা ও অধ্যাপনা।

২৭. ২০৪ পৃষ্ঠায়।

www.QuranerAlo.net

সূর্যকে ধরে রাখ আমি তোমার সাথে কথা বলি

যুহ্দ ও দুনিয়াবিমুখতায় প্রসিদ্ধ তাবেয়ী, আমের ইবন আবদে কায়ছ র.এর কাছে। একবার এক ব্যক্তি এসে বলল, আমাকে একটু সময় দিন; আমি কিছু কথা বলব। তিনি বললেন, তাহলে তুমি সূর্যকে থামিয়ে রাখ।'

তাঁর কথার মর্ম হল, তুমি যদি সূর্যের গতিকে রোধ করতে পার, সময়ের প্রবাহকে থামিয়ে দিতে পার তবেই আমি তোমার সাথে কথা বলতে পারি। কেননা, সময় সদাবহমান। কখনও তা ফিরে আসে না। আর সামনের প্রতিটি সময়ই তো কোন না কোন কাজের জন্য নির্ধারিত। তাই তোমার সাথে কথা বলে যে সময়টা আমার চলে যাবে, যে ক্ষতি আমার হয়ে যাবে তা কখনো পূরণ করা বা পুষিয়ে নেয়া যাবে না।

সময়ের ব্যাপারে সাহাবী-তাবেয়ীদের উক্তি

প্রসিদ্ধ সাহাবী আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রা. বলেন–

ما ندمتُ على شيءٍ ندمى على يومٍ غربتْ شمسُه، نقصَ فيه أجلِي ولمْ يزدْ فيه عملى–

অর্থ : আমার সবচে' বেশী আফসোস ও পরিতাপ হয়– এমন দিনের জন্য, যে দিনের সূর্য ডুবে গেল, আমার দুনিয়ার হায়াত কমে গেল, অথচ আমার নেক আমল বৃদ্ধি পেল না।

কল্যাণকর্ম ছাড়া দিন কাটানো তো নিজের ও ঐ দিনের প্রতি জুলুম

মনীষীগণ কত সুন্দর বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো দিন এভাবে কাটাল যে, তাতে কোনো হক প্রতিষ্ঠা করল না, ফরয আদায় করল না কিংবা মর্যাদা ও প্রশংসাযোগ্য কোনো কাজের ভিত রচনা করল না অথবা কোনো কল্যাণকর কাজ আঞ্জাম দিল না বা কোন ইলম অর্জন করল না– সে তো ঐ দিনটির প্রতি অবহেলা করল এবং তাকে খুইয়ে বসল। আর নিজের প্রতিও অন্যায় ও অবিচার করল।[২৮]

---

২৮. আবুল হাসান মা'ওয়ারদী রচিত أدب الدنيا والدين : পৃ. ৭৬।

www.QuranerAlo.net

Contents

তাই তো কবি আবুল ফাতহ বুসতী রহ. বলেন,

إذا مضى يومٌ، ولم أصطنع يدًا * ولم أقْتبس علمًا، فما هومن عمرى

অর্থ : কেটে যাওয়া দিনে যদি আমার কোন কাজ না হয় কিংবা না হয় কোন ইলমের অর্জন, তবে কীভাবে আমি তাকে জীবনের অন্তর্ভুক্ত ধরি।[২৯]

ইমাম মূসা কাযেম রহ. বলেন, যার দুটি দিন একই রকম হল এবং সে তাতে তুষ্ট রইল, তার ব্যাপারে বলা যায়, সে আত্মপ্রবঞ্চনার শিকার হল। দিনের অতিক্রমণে নিজের মাঝে কোনো উন্নতি পরিলক্ষিত না হলে সে তো নিশ্চিত ক্ষতিগ্রস্ত।

খিলাফতে রাশেদার সার্থক অনুসারী উমর ইবন আবদুল আযীয র. বলেন-

إن الليل والنهار يعملان فيك فاعملْ فيهما ـ

রাত ও দিন তোমার মাঝে কাজ করে চলছে, (অর্থাৎ, তোমার চলা-ফেরা ও আচার-অভ্যাসে কোন না কোন ক্রিয়া সৃষ্টি করে চলছে।) তাই তুমিও তাদের মাঝে কাজ করে যাও, (অর্থাৎ, কোন না কোন পুণ্য ও ভাল কাজে দিন-রাতকে অতিবাহিত কর।)

✪ ✪ ✪ ✪ ✪

প্রখ্যাত তাবেয়ী হাসান বসরী র. বলেন–

يا ابنَ آدمَ! إنما أنتَ أيّام، فإذا ذهبَ يوم ذهبَ بعضُك ـ

হে আদম সন্তান! তুমি তো কতক দিনের সমষ্টি মাত্র। সুতরাং যখন একটি দিন অতিবাহিত হল তখন তোমার জীবনের একাংশ হারিয়ে গেল।[৩০]

---

২৯. ديوان أبي الفتح البستي পৃ. ৮৪।

৩০. ইমাম আহমদ রহ. এর কিতাব الزُّهد এর ৩৯৭ পৃষ্ঠায় ইউনুস ইবন উবাইদ রহ. থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, হাসানুল বসরী কখনও ইলমী আলোচনার জন্য কোনো লোক না পেলে বা কোনোরূপ ব্যস্ততাও না থাকলে সময় বাঁচানোর জন্য তিনি জপতে শুরু করতেন–

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

পূর্ববর্তীগণের কথায় এও পাওয়া যায় যে,

ياابن آدم! أنت فى هدم عمرك منذ ولدت من بطن أمك

www.QuranerAlo.net

হাসানুল বসরী রহ. আরও বলেন– হে আদমের বেটা! তুমি তো রয়েছো দুই বাহনের মাঝে। রাতের বাহন তোমাকে দিনের কাছে অর্পণ করে, আর দিনের বাহন রাতের কাছে। এমনিভাবে এক সময় তারা তোমাকে আখেরাতের কাছে সোপর্দ করবে। তাহলে তোমার চে' বড় ঝুঁকিতে আর কে আছে বল!!

তিনি আরও বলেন–

أدركتُ أقوامًا كانوا على أوقاتِهم أشدَّ منكم حِرصًا على دَرَاهمكم ودنانيركم۔

অর্থ : আমি এমন অনেক ব্যক্তির সাহচর্য পেয়েছি, সময় সংরক্ষণে যাদের আগ্রহ, ধন-সম্পদ সংরক্ষণে তোমাদের আগ্রহের চেয়ে বেশী ছিল।

হাছানুল বছরী রহ. এর কথার দিকে ইঙ্গিত করেই কবি বলেন,

وما نَفَس إلا يُباعد موعدا ✪ ويُدنى المنايا للنفوس فتقرُبُ

অর্থ : প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাস বর্তমানকে একটু একটু করে দূরে ঠেলে দিচ্ছে। আর মৃত্যুকে ধীরে ধীরে নিয়ে আসছে একেবারে নিকটে।

আর কবি হাতেম তা'ঈ তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থে[৩১] লিখেন–

هل الدهرُ إلا اليومُ أو أمسِ أو غدُ ✪ كذاك الزمان بيننا يتردَّدُ

يردُّ علينا ليلة بعد يومها ✪ فلا نحن مانبقى ولا الدهرينفَدُ

অর্থ : গত, আজ ও আগামী, যুগ বলতে এছাড়া আর কী? এভাবেই আবর্তিত হতে থাকে আমাদের মাঝে, রাতের পর দিন আর দিনের পর রাত। এমনিভাবে একদিন আমরা যাব হারিয়ে। কিন্তু যুগ রয়ে যাবে আপন ধারায়।

অর্থ : হে আদম সন্তান! ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিন থেকেই তো তুমি নিজ জীবনকে ক্ষয় করে চলছ।

আবার কেউ বলেছেন– الإنسان إذا تنفَّس تنقَّص

অর্থ : মানুষতো প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসেই ক্ষয় হয়ে চলেছে।

৩১. ديوان حاتم الطائي পৃ. ২৬২।

www.QuranerAlo.net

আর আলী রা. কর্তৃক রচিত বলে প্রচলিত الديوان গ্রন্থে এসেছে–

حياتُك أنفاسٌ تُعد فكلما ✪ مضى نفَس منها انتُقِصَتَ به جزءا

فتُصبح فى نقصٍ وتُمسى بمثله ✪ فمالك من عقل تُحسُّ به رُزءا

يُميتك ما يُحييك فى كل ساعة ✪ ويحدوك حادٍ لا يريد بك الهُزءا

অর্থ : তোমার জীবন তো হাতেগোনা কতক শ্বাস-প্রশ্বাসের সমষ্টি মাত্র। যার প্রতিটি 'শ্বাস' তোমার জীবন থেকে একটি অংশ নিয়ে 'প্রশ্বাসে' পরিণত হচ্ছে। সুতরাং সকালে-বিকালে, প্রতিটি ক্ষণে তুমি ক্ষয়েই চলছ। এই ক্ষতি অনুধাবনের জ্ঞানটুকুও কি তোমার নেই?

প্রতি মুহূর্তে তোমাকে যা বাঁচিয়ে রাখছে তা-ই তোমাকে মৃত্যুর দিকে টেনে নিচ্ছে। আর এক হাঁকানেওয়ালা তোমাকে (কবরের দিকে) 'হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে' যে তোমার সাথে উপহাস করার পাত্র নয়।[৩২]

আরেক কবি বলেন–

كل يومٍ يموت منى جزء ✪ وحياتى تنفُّسٌ معدودٌ

অর্থ : প্রতিদিনই তো ঘটছে আমার একটি অংশের মৃত্যু। এ জীবন তো কতক শ্বাস-প্রশ্বাসের সমষ্টি বৈ কিছু নয়।[৩৩]

আর আবুল আতাহিয়া রহ. বলেন :

غدًا أنامِنْ ذا اليوم أدنى إلى الفنا ✪ وبعد غدٍ أدنى إليه وأقربُ

অর্থ : আজ থেকে আগামীদিন তো আমি মৃত্যুর কিছুটা কাছে। আর পরশু তো হব আরও কাছে ও সন্নিকটে।

আর মাহমুদ ইবন হাসান আল-ওয়াররাক রহ. বলেন :

يحبُّ الفتى طول البقاء كأنَّه ✪ على ثقة أن البقاء بقاء

إذا طوى يومًا طوى اليومُ بعضَه ✪ ويطويه إن جنَّ المساءُ مساءُ

زيادته فى الجسم نقص حياته ✪ وأنّى على نقص الحياة نماءُ

অর্থ : নওজোয়ান তো দীর্ঘজীবন কামনা করে। যেন তার বিশ্বাস, দীর্ঘজীবন মানে দীর্ঘায়ু লাভ।

---

৩২. الديوان পৃ. ১৭ ও ইবন আবিদ্ দুনিয়া রচিত قَصْرُ الأمل পৃ. ১৩২।
৩৩. قصر الأمل পৃ. ১৩৫।

www.QuranerAlo.net

না ভাই না, একটি দিন অতীত হওয়া মানে জীবনের অংশবিশেষ গুটিয়ে নেয়া। তেমনিভাবে রাত গভীর হওয়া মানেও একটি রাত পরিমাণ জীবন খাটো হয়ে যাওয়া।

মূলত তোমার দেহ বৃদ্ধি মানে জীবনের কমতি। আর বলতো বন্ধু! জীবনের কমতিকে আমি দীর্ঘায়ু বলি কীভাবে?

ইলমের প্রতি কাদাতাহ ইবন দি'আমার অত্যাগ্রহ

কাতাদাহ ইবন দি'আমা সাদুসী রহ. ছিলেন অতি উচ্চস্তরের তাবেয়ী। তাঁর জন্ম ৬০ হিজরীতে আর মৃত্যু ১১৮ হিজরীতে। তিনি ছিলেন জন্মান্ধ। কিন্তু ইলমের অন্বেষণে, সময়ের সদ্ব্যবহারে এবং কুরআনের তেলাওয়াতে তিনি ছিলেন সদা মগ্ন।

سير أعلام النبلاء গ্রন্থে[৩৪] হাফেয যাহাবী রহ. এই মহান তাবেয়ীর জীবনী উল্লেখ করত লিখেন–

তিনি ছিলেন সে যুগের মুহাদ্দিস ও মুফাসসিরগণের শিরোমণি অর্থাৎ হাদীস ও তাফসীর-শাস্ত্রপণ্ডিত। আর স্মৃতিশক্তির প্রখরতায় ছিলেন উপমাতুল্য ব্যক্তিত্ব।

সাল্লাম ইবন আবু মুতি রহ. বলেন, কাতাদাহ রহ. প্রতি সাতদিনে এক খতম কুরআন তিলাওয়াত করতেন। রমযানে খতম করতেন প্রতি তিন দিনে, আর শেষ দশকের প্রতি রাতে তেলাওয়াত করতেন এক খতম।

মাআ'মার রহ. বলেন, কাতাদাহ রহ. সায়ীদ ইবন মুসায়্যিব রা. এর কাছে আটদিন অবস্থান করেছিলেন। তৃতীয় দিনেই তিনি কাতাদাহকে বলে দিলেন, হে অন্ধভাই! আমার সব ইলম তো তুমি হাসিল করে নিয়েছ, তুমি এখন ফিরে যেতে পার।

ছা'ক্ ইবন হাযান রহ. বলেন, যায়দ আবু আবদুল ওয়াহিদ বলেছেন, আমি সায়ীদ ইবন মুসায়্যিবকে বলতে শুনেছি যে, কাতাদাহ থেকে অধিক প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী কোনো ইরাকী ইলমের তলবে আমার কাছে আসেনি।

৩৪. খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা : ২৬৯-২৮৩

www.QuranerAlo.net

আর সাল্লাম ইবন মিসকীন বলেন– সাঈদ ইবন মুসায়্যিব কাতাদাহকে বলেছেন, আমার ধারণাই ছিল না যে, তোমার মত এত প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী মানুষ আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন।

এ সব হল জগৎসেরা এক উস্তাযের পক্ষ থেকে শিষ্যের ব্যাপারে মন্তব্য। আর এ মন্তব্যের কারণ ছিল, প্রতিকূল যে কোনো স্থান ও পাত্র থেকেও তাঁর জ্ঞানান্বেষণের মগ্নতা ও আগ্রহের তীব্রতা।

এমনই একটি ঘটনা :

একবার বাদশা আবদুল মালিক ইবন মারওয়ানের পক্ষ থেকে মদীনা মুনাওয়ারায় নিযুক্ত গভর্নর হিশাম ইবন ইসমাঈল ইমাম সাঈদ ইবন মুসায়্যিবের উপর ক্ষেপে গেল। কারণ ছিল আবদুল মালিকের দু'সন্তান ওয়ালিদ ও সুলাইমানের হাতে বাইয়াত গ্রহণ থেকে বিরত থাকা। গভর্নর ক্ষেপে গিয়ে তাঁকে ষাটটি বেত্রাঘাত করলো।

শুধু এতেই সে ক্ষান্ত হলো না, নির্যাতন বাড়ানোর লক্ষ্যে তাঁকে প্রচণ্ড সূর্যতাপে দাঁড় করিয়ে রাখার নির্দেশ দিল এবং তাঁর সাথে কারও দেখাসাক্ষাত নিষিদ্ধ করে দিল।

এহেন পরিস্থিতিতেও কাতাদাহ ইবন দিআমা রহ. সাঈদ ইবন মুসায়্যিবের সংস্পর্শে যেতেন তাঁর ইলমভাণ্ডার থেকে মণি-মুক্তা আহরণের অত্যাগ্রহে।

হাফেয যাহাবী রহ. السير গ্রন্থের ৪ খণ্ডের ২৩২ পৃষ্ঠায় সাঈদ ইবন মুসায়্যিবের জীবনীতে লিখেন–যা ইয়াহয়া ইবন গায়লান রহ. কাতাদাহর সূত্রে বর্ণনা করেন– সাঈদ ইবন মুসায়্যিবকে যখন বিবস্ত্রপ্রায় অবস্থায় দ্বিপ্রহরের প্রখর রোদে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল তখন আমি তাঁর কাছে গেলাম। আমি তো অন্ধ, তাই আমাকে যে নিয়ে যাচ্ছিল তাকে বললাম– আমাকে তাঁর একেবারে কাছে নিয়ে যাও। তারপর আমি তাঁর কাছে বিভিন্ন বিষয় জিজ্ঞেস করতে লাগলাম। মনে এ শঙ্কা ছিল, এ নির্যাতনে তিনি না দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। তবে তো ইলমের এই সুমিষ্ট ঝরনাধারা থেকে তৃপ্ত হওয়ার সুযোগ আর থাকবে না। আর তিনিও সওয়াবের আশায় এই কঠিন পরিস্থিতিতেও আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছিলেন। আর মানুষ আশ্চর্য হয়ে আমাদের এই অবস্থা দেখছিল।

পাঠক! লক্ষ্য কর, কী পরিমাণ আগ্রহ, কী পরিমাণ 'নেশা' ছিল তাঁদের– ইলমের অর্জনে ও সংরক্ষণে! প্রাপ্য, দুষ্প্রাপ্য কোনো প্রকার ইলমই যেন

www.QuranerAlo.net

হাতছাড়া না হয় এই যেন ছিল তাঁদের কামনা ও বাসনা আর দিন-রাতের সাধনা।

মাতার রহ. কাতাদাহ সম্পর্কে এও বর্ণনা করেন যে, কাতাদাহ রহ. যেখানেই কোনো হাদীস পেতেন ছোঁ মেরে নিয়ে নিতেন এবং তা মুখস্থ করার জন্য অস্থির হয়ে পড়তেন।[৩৫]

সুফয়ান ছাওরী রহ. এর সময়ানুবর্তিতা

হাফেয যাহাবী রহ. سير أعلام النبلاء গ্রন্থে[৩৬] ইমাম সুফয়ান ছাওরীর রহ. জীবনীতে লিখেন– ....তাঁর জন্ম ৯৭ হিজরীতে এবং মৃত্যু ১৬১ হিজরীতে। ....আবদুর রহমান ইবন মাহদী রহ. বলেন– একদিন আমরা সুফয়ান ছাওরীর সাথে মক্কা মুকাররমায় বসা ছিলাম। হঠাৎ তিনি লাফিয়ে উঠে বললেন, দিন তো আপন কাজ করে চলছে, কিন্তু আমরা!

একথাটিই আবুল আলা মাআররী তাঁর الأربعين الطائية গ্রন্থে[৩৭] ছন্দাকারে বলেন–

الوقتُ كالنار، والأعمار فيه عصا ✪ فبادروا الخير إنَّ العمر يحترقُ

অর্থ : সময় তো আগুনের মতো, আর জীবন হলো তাতে লাকড়িতুল্য। সুতরাং কল্যাণকর্মের দিকে দ্রুত ধাবিত হও। জীবন তো ভস্ম হয়ে যাচ্ছে।

সময়ের ব্যাপারে কৃপণতা ও ইলম অর্জনে ব্যাকুলতার যে ঘটনাবলী পূর্ববর্তীগণের জীবনীতে পাওয়া যায় এর মাঝে আশ্চর্যতম একটি হল সুফয়ান ছাওরীর এই ঘটনা :

الجامع لأخلاق الراوى وآداب السامع গ্রন্থে[৩৮] হাফেয খতীব বাগদাদী রহ. লিখেন– তালিবে ইলমের সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য গুণ হল, পাঠশ্রবণে অত্যাগ্রহ ও উৎকর্ণতা এবং উস্তাযগণের সাহচর্য-ধন্যতা। এ কথা বলার পর তিনি উদাহরণস্বরূপ– মুহাম্মাদ ইবন কাছীর আবদীর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, "সুফয়ান সাওরী বসরায় এসে হাম্মাদ ইবন সালামার সাক্ষাতপ্রাপ্তির সাথে

---

৩৫. السير খ. ৫, পৃ. ২৭২।
৩৬. খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৪৩
৩৭. পৃষ্ঠা-৯১
৩৮. খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৮৩

www.QuranerAlo.net

সাথেই তাঁকে বললেন, আবুল উসারা তাঁর পিতা থেকে যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন দয়া করে তা আমাকে শোনান।[৩৯]

সাথে সাথে হাম্মাদ রহ.ও শোনাতে শুরু করলেন–

হাদীস শোনা শেষ হলে সুফইয়ান হাম্মাদের দিকে তাকিয়ে সালাম দিলেন এবং মুআনাকা করলেন। হাম্মাদ রহ. এই আচরণে আশ্চর্য হয়ে জানতে চাইলেন, কে তুমি?

আমি সুফয়ান।

তুমি কি সাঈদের ছেলে?

হ্যাঁ।

তুমি কি সুফয়ান ছাওরী?

হ্যাঁ।

তো হাদীস জিজ্ঞাসার আগে সালাম, মুআনাকা সেরে নাওনি কেন?

শঙ্কায় ছিলাম, এর আগেই না আমাদের দু'জনের কারো ওফাত হয়ে যায়।"

লেখক আবদুল ফাত্তাহ রহ. বলেন– লক্ষ্য কর পাঠক, কী পরিমাণ সতর্কতা ও সময় সচেতনতা ছিল তাঁদের মাঝে! ইলমের কী পরিমাণ তলব ও পিপাসা ছিল তাঁদের হৃদয়ে! আর তা অর্জনের কী পরিমাণ প্রেরণা ও ব্যাকুলতা ছিল তাঁদের অন্তরে! পূর্বসূরীগণের এ সময়বোধ তো শুধু আল্লাহরই প্রদত্ত।

---

৩৯. হাদীসটি হল :

عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا مِنَ اللَّبَّةِ، أَوِ الْحَلْقِ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَ

অর্থ : আবুল উশারা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! হালাল প্রাণীর জবাই কি কণ্ঠনালীতে এবং (উটের ক্ষেত্রে) বক্ষের উপরাংশে করা হয় না? তিনি বললেন, যদি তুমি তার রানে আঘাত করে (রক্ত প্রবাহিত কর) তবুও তা যথেষ্ট হয়ে যাবে। (আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবন মাজাহ)

জ্ঞাতব্য : এই মাসআলা স্বাভাবিক অবস্থায় প্রযোজ্য নয়; বরং বিশেষ জরুরতের ক্ষেত্রে। যেমন, কোন প্রাণী কূপে পড়ে গেল, এখন তাকে তুলে জবাই করা সম্ভব নয়। উপরন্তু হাদীসটির সনদেও কিছুটা 'কালাম' রয়েছে।

www.QuranerAlo.net

Contents

আবু বকর নাহশালী রহ. এর মৃত্যুভয়

মুহাদ্দিস আবু বকর নাহশালী রহ. (মৃত্যু-১৬৬ হিজরী) দর্শনার্থীদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ খুবই সংক্ষিপ্ত করে আপন কাজে দ্রুত মনোনিবেশ করতেন। ভাবনা ছিল– কখন না মৃত্যু এসে পড়ে, আমলনামা গুটিয়ে নেয়া হয়, অহেতুক কাজে এত সময় দেয়ার সুযোগ কোথায়?

আবুল কাশেম ইসহাক ইবন ইবরাহীম খুত্তালী রহ.[৪০] মুহাম্মাদ ইবন ছাবীহ ইবন ছাম্মাক রহ. এর সূত্রে বর্ণনা করেন, একবার আমরা আবু বকর নাহশালীর সাক্ষাতে গেলাম। তখন তিনি কিছুক্ষণ আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করলেন আর কিছুক্ষণ নামায পড়লেন। তারপর বললেন, ভাইয়েরা! তোমাদের সাথে সময় না দেয়ায় তোমরা আমাকে তিরস্কার করো না। কারণ আমি যে সর্বদা ভয়ে থাকি, কখন না আমলনামা গুটিয়ে ফেলার হুকুম এসে যায়, তখন তো আর কল্যাণকর্মের সুযোগ থাকবে না।

মৃত্যু-সংবাদেও যাঁর অবস্থা অপরিবর্তিত

বিদগ্ধ মুহাদ্দিছ ও ইতিহাসবিদ হাফেয যাহাবী তাঁর تذكرة الحفاظ নামক গ্রন্থে[৪১] হাম্মাদ ইবন সালামার[৪২] জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেন, তাঁর শাগরেদ আবদুর রহমান ইবন মাহদী বলেন, 'হাম্মাদ ইবন সালামাকে যদি জানিয়ে দেয়া হয় আপনি তো আগামীকাল মৃত্যু বরণ করবেন, তবুও তাঁর আমলে কোন পরিবর্তন আসবে না, তাতে হ্রাস-বৃদ্ধি হবে না। কারণ তিনি সর্বদা এতটাই আমলে মশগুল থাকেন যে, অত্যাসন্ন মৃত্যুর কথায় প্রভাবিত হয়েও এরচে' বেশী আমল করা সম্ভব ছিল না।'

মূসা ইবন ইসমাঈল নামক জনৈক মনীষী বলেন, যদি বলি– হাম্মাদকে আমি কখনো হাসতে দেখিনি, তবে তা অত্যুক্তি হবে না। তিনি সর্বদাই হাদীছ বর্ণনায় বা অধ্যয়নে কিংবা তাসবীহ পাঠ বা নামায আদায়ে ব্যস্ত থাকতেন। তাঁর দিন-রাত এসব কাজেই ভাগ করা ছিল।

---

৪০. الديباج : পৃ. ৬৪।
৪১. খ. ১, পৃ. ২০২ ও سير أعلام النبلاء খ. ৭, পৃ. ৪৪৭।
৪২. তাঁর জন্ম (বসরা নগরীতে) ৯১ হিজরীতে আর মৃত্যু ১৬৭ হিজরীতে।

www.QuranerAlo.net

ইউনুস আল মুআদ্দিব বলেন, হাম্মাদ ইবন সালামা নামায পড়তে পড়তে (অর্থাৎ নামাযরত অবস্থায়) ইন্তেকাল করেন।

বেফায়দা কেটে যাওয়া দিনের জন্য মুহাম্মাদ ইবন নযরের আফসোস

মুফাযযাল ইবন ইউনুস জা'ফী রহ. বলেন, বনী হারেছের সদস্য মুহাম্মাদ ইবন নাযারকে একদিন দেখলাম বিমর্ষ অবস্থায়। তখন তাকে জিজ্ঞেস করলাম, ব্যাপার কী? এমন মনমরা হয়ে আছেন কেন? উত্তরে তিনি বললেন, ভাবছি, জীবন থেকে একটি রাত কেটে গেল কিন্তু অর্জনের খাতায় কিছুই জমা হল না। আর দিনটিও তো কেটে যাবে, কিন্তু কিছু অর্জন করতে পারব বলেও মনে হচ্ছে না– ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

আর মুফাযযাল ইবন ইউনুস রাত এলেই বলতেন– হায়, পূর্ণ একটি দিন চলে গেল জীবন থেকে!

তেমনিভাবে সকাল হলেও আফসোস করে বলতেন, আহা! পূর্ণ একটি রাতই চলে গেল জীবন থেকে![৪৩]

এ ব্যাপারে হুছাইন ইবনে আলী ইবন হুছাইন বলেন,

أقول لها والعيسُ تُحدَجُ للسُّرى ✪ أعِدّى لفقدى ما استطعتِ من الصبر

سأُنفِقُ ريعانَ الشبيبة آنفًا ✪ على طلب العلياء أوطلب الأجر

أليس من الخسران أنَّ لَيَاليًا ✪ تمرُّ بلا نفع وتحسب من عمرى

অর্থ : নৈশ ভ্রমণের জন্য উটপাল যখন প্রস্তুত তখন আমি তাকে বললাম– আমার বিরহে যথাসাধ্য ধৈর্যধারণে তুমি প্রস্তুত থাক। এখনি আমি যৌবনের উচ্ছলতাকে ব্যয় করতে যাচ্ছি, উচ্চ মর্যাদা লাভ ও প্রতিদান প্রাপ্তির প্রত্যাশায়।

রাতের পর রাত বে-ফায়দা কেটে যাওয়া, আর তাকে 'জীবন' গণ্য করা কি ক্ষতিগ্রস্ততা নয়?[৪৪]

---

৪৩. ইবন আবিদ দুনয়া রচিত كلام الليالى والأيام لابن آدم পৃষ্ঠা : ২৭-২৮

৪৪. معجم الأدباء : ١٠ : ٨٨ * وفيات الأعيان ٢ : ١٧٣ * হাফেয যাহাবী রচিত : تاريخ الإسلام ২৮ : ৪৪৪।

www.QuranerAlo.net

এ ব্যাপারে আরেক কবি বলেন,

يقولون : كم تشقى بدرس تديمُه ✪ وتُمعن فيه دائبا كلَّ إمعانِ

فقلتُ : ذروني ، إنما أنا كادح ✪ لأكملَ ذاتي أو لأجبرَ نُقصاني

إذا لم يكن نُقصانُ عمري زيادةً ✪ لعلمي ، فإني والبهيمةُ سِيَّان

অর্থ : লোকে বলে, লাগাতার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় এবং একাগ্রতার সাথে অবিরাম সাধনায় আর কত দুর্ভোগ পোহাবে? তখন আমি বলি, আমাকে সুযোগ দাও। আমি যে স্বীয় ব্যক্তিত্বের পূর্ণতায় ও ঘাটতি পুষিয়ে নেয়ার সাধনায় মগ্ন রয়েছি। যদি আমার জীবনের ক্ষয় ইলমের বৃদ্ধিতে না হয়, তবে পশু আর আমাতে কী পার্থক্য রয়?[৪৫]

সবচে' অসহনীয় সময় হল খাওয়ার সময়

খলীল ইবন আহমদ আল ফারাহীদী ছিলেন বিদগ্ধ ভাষাবিদ। তিনি ১০০ হিজরীতে বসরা নগরীতে জন্ম গ্রহণ করেন, আর ইন্তেকাল করেন ১৭০ হিজরীতে। তাঁর সম্পর্কে আবু হেলাল আসকারী র. الحث على طلب العلم والاجتهاد في جمعه নামক গ্রন্থে লিখেন যে, খলীল ইবন আহমদ র. বলতেন–

أثقلُ السَّاعاتِ عليَّ ساعةٌ آكُلُ فيها۔

অর্থ : আমার কাছে সবচে' অসহনীয় সময় হল খাওয়ার সময়।

অর্থাৎ, আহার গ্রহণের সময় বাধ্য হয়েই আমাকে জ্ঞানের চর্চা ও গবেষণা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হয়। যদি এর (পানাহারের) আবশ্যকতা না থাকত তবে এক মুহূর্তের জন্যও আমি এই ইলম চর্চা-যা আমার দেহের ও মনের খোরাক যোগায় এবং হৃদয়ে শান্তির পরশ বুলায়– তা থেকে নিরত হতাম না।

আল্লাহু আকবার! ইলমের জন্য জীবন উৎসর্গের এমন দৃষ্টান্ত আর খুঁজে পাওয়া যাবে কি! সময়ের সদ্ব্যবহারের এমন চিত্র কেউ আরেকটি দেখাতে পারবে কি!

---

৪৫. ديوان أبي الفتح البستي পৃ. ৩০৬।

www.QuranerAlo.net

জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে ইলমী আলোচনা

ইমাম আবু ইউসুফ র., যিনি ছিলেন ইমাম আযম আবু হানীফা র. এর বিশিষ্টতম শাগরেদ আর তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং মতাদর্শ ও মাযহাবের প্রচার-প্রসারকারী। সাথে সাথে তিনি ছিলেন আব্বাসীয় খলীফা মাহদী, হাদী ও রশীদ– এই তিনজনের আমলে প্রধান বিচারপতি। তিনিই সর্ব প্রথম قاضى القضاة (প্রধান বিচারপতি) উপাধিতে ভূষিত হন। তাঁকে قاضى قضاة الدنيا (আন্তর্জাতিক প্রধান বিচারপতি)ও বলা হয়। তাঁর জন্ম ১১৩ হিজরীতে এবং মৃত্যু ১৮২ হিজরীতে।

তিনি যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত, জীবনের অন্তিম মুহূর্তে উপনীত তখনও তিনি কয়েকজন সাক্ষাৎপ্রার্থী ও শুশ্রূষাকারীর সাথে ফিকহী মাসআলা আলোচনায় মগ্ন ছিলেন। সুতরাং একথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি ইলম চর্চা এবং এর মাধ্যমে মানুষের উপকার চিন্তায় মশগুল ছিলেন।

তাঁর শাগরেদ ইবরাহীম বিন জাররাহ কুফী– তিনিও বিচারক ছিলেন– তিনি বলেন, আমার উস্তায আবু ইউসুফ র. যখন অসুস্থ হয়ে পড়লেন তখন আমি তাঁকে দেখতে গেলাম। রোগের তীব্রতায় তিনি অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন। যখন তাঁর জ্ঞান ফিরে এলো, তিনি আমাকে দেখে বললেন, ইবরাহীম! এই মাসআলার ব্যাপারে তোমার কী মত?

আমি বললাম, হযরত, এই অবস্থায় ....!

তখন তিনি বললেন, কোন অসুবিধা নেই, আমরা আলোচনা করে যাই, আমাদের উত্তরসূরী যারা জাহান্নাম থেকে বাঁচতে চায় তাদের জন্য যেন তা সহজ হয়। এরপর তিনি বললেন, হজ্বে কীভাবে রামী (শয়তানের উদ্দেশ্যে পাথর নিক্ষেপ) করা উত্তম; পায়ে হেঁটে না কি আরোহণ করে?

–আরোহী অবস্থায় ....।

–তুমি ঠিক বলনি।

–তবে কি হেঁটে?

–না, ঠিক হয় নি।

–তাহলে আপনিই বলুন।

–যেখানে দু'আর জন্য দাঁড়াবে সেখানে হেঁটে রামী করা উত্তম। আর যেখানে দু'আ করবে না সেখানে আরোহী অবস্থায় উত্তম।

এতটুকু কথার পর আমি তাঁর কাছ থেকে উঠে গেলাম। কারণ, আমার আশংকা হচ্ছিল, আমি যতক্ষণ থাকব তিনি আলোচনা করতেই থাকবেন। আর এতে তাঁর কষ্ট বাড়তেই থাকবে। এরপর আমি তাঁর থেকে বিদায় নিয়ে তাঁর গৃহদ্বার অতিক্রম করতে না করতেই তিনি আমাদের সবাইকে চিরবিদায় জানালেন।[৪৬]

ইলমের সাথে কেমন তাঁর সম্পর্ক?

ইবন হাজার আসকালানী র. তাঁর এক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে[৪৭] ইমাম শাফেয়ী রহ. সম্পর্কে লিখেন যে, ইমাম মুহাম্মাদ ইবন ইদ্রীস শাফেয়ী রহ. কে জিজ্ঞাসা করা হল– ইলমের প্রতি আপনার আগ্রহ কেমন?

তিনি বললেন, যখন আমি কোন নতুন শব্দ শুনি তখন আমার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কামনা করে, যদি তাদের প্রত্যেকের অগণিত শ্রবণেন্দ্রিয় থাকত; আর এগুলোর মাধ্যমে তারা স্বতন্ত্রভাবে শব্দ ও শব্দের অর্থ উপলব্ধি করতে পারত! এর তৃপ্তি ও স্বাদ আস্বাদন করতে পারত, যেমনটা আমার কর্ণদ্বয় করে থাকে।

–ইলম অন্বেষণের প্রতি আপনার আসক্তি কেমন?

–ধন-সম্পদের প্রতি কৃপণের আসক্তি যেমন।

–ইলমের জন্য আপনার ব্যাকুলতা কেমন?

–একমাত্র সন্তানহারা জননীর মত।

হ্যাঁ পাঠক! ইলমের প্রতি এমন গভীর আগ্রহ ও আসক্তিই তাঁর মাঝে এমন মেধা ও প্রতিভা এবং ব্যক্তিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সৃষ্টি করেছিল, যার স্বীকৃতি আজও দুনিয়া দিয়ে যাচ্ছে এবং –ইনশাআল্লাহ– কেয়ামত পর্যন্ত দিয়ে যাবে।

---

৪৬. এ যেন طلب العلم من المَهْد ألى اللحد (জ্ঞান অন্বেষণ তো দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত) একথারই বাস্তব চিত্র। (জেনে রাখা ভাল, এ উক্তিটি হাদীছ নয়।)

৪৭ توالى التأسيس بمعالى محمد بن إدريس পৃষ্ঠা : ১০৫

www.QuranerAlo.net

সন্তানের কাফন-দাফনের দায়িত্বভার অন্যের হাতে অর্পণ

ইমাম আবু ইউসুফ র. সতের বছর, (মতান্তরে উনত্রিশ বছর) ইমাম আবু হানীফার সাহচর্যে ধন্য হয়েছেন। এই সুদীর্ঘ সময়ে তিনি কখনও তাঁর সঙ্গ ছাড়া ফজর নামায আদায় করেছেন, এমনটি হয়নি। ঈদুল ফিতর বল বা ঈদুল আযহা, সব সময় তাঁর একই অবস্থা। অসুস্থতা ছাড়া আর কোন কিছুকে তিনি উস্তায থেকে দূরে থাকার ব্যাপারে ওযর মনে করেননি। এছাড়া কখনো তাঁর সান্নিধ্য থেকে দূরে থাকেননি।

ইলমের প্রতি নিরবচ্ছিন্ন মগ্নতার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, "(একবার) আমার এক সন্তান মৃত্যুবরণ করল। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা র. এর কোন দরস কিংবা কোন আলোচনা থেকে আমি বঞ্চিত হব, আর সেজন্য আজীবন আমি অনুতাপ ও অনুশোচনাদগ্ধ হব এই আশংকায় আমি সন্তানের দাফন-কাফনে শরীক হইনি। বরং এর দায়-দায়িত্ব নিজের আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের হাতে ন্যস্ত করেছি।"[৪৮]

ইলমী ব্যস্ততায় পোশাক পাল্টানোর সময় ছিল না যার

কারদারী রহ. এর مناقب أبي حنيفة গ্রন্থে[৪৯] আবু হানীফার রহ. অন্যতম শাগরেদ মুহাম্মাদ ইবন হাসানের (জন্ম ১৩২, মৃত্যু ১৮৯ হি.) গুণাবলী ও কৃতিত্ব বর্ণনা করত লিখেন– মুহাম্মাদ ইবন সালামাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুহাম্মাদ ইবন হাসান রাতকে তিন ভাগে ভাগ করে নিয়েছিলেন, একভাগ ঘুমের, একভাগ নামাযের আর একভাগ অধ্যয়নের জন্য।

ইলমী মগ্নতায় তিনি এতটাই অন্যমনস্ক থাকতেন যে, কাপড় ময়লা হয়ে গেলেও পাল্টানোর সুযোগটুকু পেতেন না। তবে কেউ অন্য একটি কাপড় এনে সামনে পেশ করলে অতি দ্রুত তিনি তা পাল্টে নিতেন। অথচ পোশাক-পরিচ্ছদে তিনি ছিলেন সৌখিন প্রকৃতির লোক।

কেউ কেউ বর্ণনা করেন, তিনি রাতে ঘুমাতেন না। এ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, কীভাবে আমি ঘুমাব, মুসলমানগণের চোখগুলো যে আমাদের উপর ভরসা করেই বন্ধ হয়েছে!

---

৪৮. ইমাম মুআফ্ফাক মাক্কী রচিত مناقب أبي حنيفة : ১ : ৪৭২।
৪৯. খ. ২, পৃ. ৪৩৫।

www.QuranerAlo.net

আর তারা তো বলে– ধর্মীয় কোনো সমস্যা এলেই আমরা তাঁর কাছে উত্থাপন করি আর তিনিই এর সমাধান করেন। তাহলে বলুন তো, এমন ব্যক্তির ঘুম দ্বীনের লোকসান ছাড়া আর কী হতে পারে?

মুক্ত মনে, স্বচ্ছ মস্তিষ্কে যেন ইলমের সাধনা করতে পারেন এজন্য তিনি পারিবারিক প্রয়োজনাদি আঞ্জাম দিতে উকিল নির্ধারণ করে রেখেছিলেন।

تاريخ بغداد গ্রন্থে[৫০] বর্ণিত আছে, মুহাম্মাদ ইবন হাসান পরিবারের লোকদের বলে রেখেছিলেন, তোমরা দুনিয়াবী প্রয়োজন আমার কাছে তলব করে আমাকে ইলম থেকে অন্যমনস্ক করো না। বরং যা দরকার আমার উকিল থেকে নিয়ে নিও। তাহলে আমার দুশ্চিন্তাও কম হবে আর অন্তরও ইলমের জন্য একনিষ্ঠ হতে পারবে।

(গ্রন্থকার বলেন) আমার ধারণা, তিনি নিজ শায়খ আবু হানীফা রহ. এর উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করে নিয়েছিলেন এবং সর্বদা এরই উপর আমল করতে চাচ্ছিলেন।

উপদেশটি হল :

ওয়াকী ইবন জাররাহ রহ. বলেন, একজন লোককে দেখলাম আবু হানীফা রহ. কে জিজ্ঞেস করছে– ফিকহ আয়ত্ত করার ব্যাপারে কীসের সহযোগিতা নেয়া যায়, তিনি উত্তর দিলেন, সুসংহত মনোবলের। সে আবার জানতে চাইল, সুসংহত মনোবল কীভাবে অর্জিত হতে পারে? তিনি বললেন, (ব্যক্তি ও বস্তু) সবার সাথে সম্পর্ক কমিয়ে আনার মাধ্যমে। সে আবার জিজ্ঞেস করল, তা কীভাবে হতে পারে? তিনি বললেন, শুধু প্রয়োজনীয় মুহূর্তে প্রয়োজন পরিমাণই গ্রহণ করার মাধ্যমে।

চোখে পানি ছিটিয়ে ঘুম দূর করতেন যিনি

ইমাম মুহাম্মাদ ইবন হাছান শায়বানী র., যিনি ছিলেন ইমাম আবু হানীফা র. এর অন্যতম প্রসিদ্ধ শাগরেদ এবং তাঁর মাযহাবের প্রথম রচয়িতা। তিনি ১৩২ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৯ হিজরীতে ওফাতপ্রাপ্ত হন। ইলম অন্বেষণের তাগাদায় তিনি রাতে খুবই অল্প ঘুমাতেন। সব সময় বিভিন্ন কিতাব কাছে রাখতেন। যখন একটি পড়তে পড়তে একঘেয়েমি

৫০. খ. ২, পৃ. ৪২৫।

www.QuranerAlo.net

Contents

বোধ করতেন তখন অন্যটি শুরু করতেন। আর তিনি চোখে পানি ছিটিয়ে ঘুম দূর করতেন এবং বলতেন– 'ঘুম তো উষ্ণতা থেকেই আসে[৫১]। তাই শীতলতার মাধ্যমেই তাকে প্রতিহত করতে হয়।'

লেখক আবদুল ফাত্তাহ বলেন, আল্লাহু আকবার! সুবিজ্ঞ ও বিচক্ষণ এই ইমাম কীভাবে সময়কে সংরক্ষণ করতেন! একঘেয়েমি ও বিরক্তিবোধ কাটাতে কী সুন্দর পদ্ধতি অবলম্বন করতেন! সময় ও কর্মসচেতন প্রত্যেক তালিবে ইলমের তো এমনই হওয়া উচিত।

বর্ণিত আছে যে, আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রা.ও এমনটাই করতেন। দীর্ঘ দরসে তাফসীরে যখন তিনি শ্রোতা ও উপস্থিতজনদের মাঝে কিছুটা বিরক্তি ভাব দেখতে পেতেন তখন বলতেন– স্বাদে কিছুটা পরিবর্তন ঘটাও, কিছুটা অম্লস্বাদ চেখে নাও। তখন তাঁরা বিষয় পাল্টে কবিতা চর্চায় মনোনিবেশ করতেন। ফলে তাদের মাঝে নতুনভাবে উদ্যম ফিরে আসত।

রাতের সময়ের মূল্যায়ন

ইমাম শাফী রহ. : কাযী ইয়াজ রহ. ইমাম শাফী রহ. (১৫০-২০৪ হি.) সম্পর্কে বর্ণনা করেন[৫২]– তিনি রাতকে তিনভাগে ভাগ করে নিয়েছিলেন। প্রথম ভাগ লেখায়, দ্বিতীয় ভাগ নামাযে এবং তৃতীয় ভাগ ঘুমে কাটাতেন।

ইমাম আবু উবাইদ কাশেম ইবন সাল্লাম রহ. : রাতের সময়টুকু সংরক্ষণের প্রেরণা যে শুধু ইমাম শাফী রহ. এর মাঝেই ছিল এমনটা নয়। বরং পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামের অনেকে রাতের নির্জনতাকে কাজে লাগিয়েছেন। যখন সবাই নির্জীব হয়ে যেত তখন তাঁরা সজীব হয়ে উঠতেন।

কবি কত সুন্দর বলেছেন–

ويسهرُ فى ذكرٍ وفكرٍ وفى عُلا ✪ ومن بات صبًّا بالعُلا جانب الْغَمْضا

অর্থ : তিনি তো চিন্তা-গবেষণা, ইবাদাতমগ্নতা ও উন্নতির সাধনায় রাত জাগেন। আর যে উন্নতির কামনা করে সে তো নির্ঘুম রাত কাটাবেই।

---

৫১. হয়ত এটি শীতপ্রধান দেশের বাসিন্দাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। নতুবা আমাদের অভিজ্ঞতা তো ভিন্ন কিছু বলে।

৫২. الإلماع إلى أصول الرواية وتقييد السماع পৃষ্ঠা-২৩৪।

www.QuranerAlo.net

তারিখে বাগদাদের ১২তম খণ্ডের ৪০৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে, ইমাম আবু উবাইদ কাশেম ইবন সাল্লাম বাগদাদী রহ.ও (১৫১-২২৪ হিজরী) রাতকে তিনভাগে বিভক্ত করে কাজে লাগাতেন। একভাগ নামাযে, একভাগ ঘুমে, আরেক ভাগ কিতাব রচনায় কাটাতেন।

হাফেয হাছীরী জাফর ইবন আহমদ : تذكرة الحفاظ গ্রন্থে হাফেয যাহাবী রহ. জাফর ইবন আহমদ নিশাপুরীর (মৃত্যু-৩০৩ হিজরী) জীবনী বর্ণনা করতঃ লিখেন– তাঁর পৌত্র মুহাম্মাদ ইবন আহমদ সুক্কারী রহ. বলেন– দাদাজান রাতকে তিনভাগে বিভক্ত করে একভাগ নামাযে, একভাগ ঘুমে, আরেকভাগ গ্রন্থ-সংকলনে কাটাতেন।[৫৩]

আবু যায়দ আনসারী
মৃত্যুকালেও অব্যাহত ছিল যাঁর জ্ঞানদান

আবু যায়দ আনসারী। যাঁর প্রকৃত নাম সাঈদ ইবন আউস (মৃত্যু : ২১৫ হিজরী)। তিনি ছিলেন সুদক্ষ ভাষাবিদ। তাঁর সম্পর্কে বর্ণনা করতঃ তাঁর ছাত্র আবু উসমান মাযিনী বলেন– উস্তায আবু যায়দ যখন মুমূর্ষু অবস্থায় তখন আমি তাঁর সাক্ষাতে গেলাম। তিনি বললেন, বুকে ব্যথা অনুভব করছি। আমি বললাম– أمرِخه بشمع ودُهنٍ (রা বর্ণে যের) অর্থাৎ গরম তেল মালিশ করে দিলে...। তখন তিনি আমাকে শুধরে দিয়ে বললেন, শব্দটি যের দিয়ে নয়; বরং পেশ দিয়ে (অর্থাৎ أمْرُخه)। জওয়াব শুনে আমি আশ্চর্য হলাম– এ অবস্থায়ও তিনি জ্ঞান বিতরণ করে চলছেন![৫৪]

কলমের বিনিময়ে স্বর্ণমুদ্রা!

ইছাম ইবন ইউসুফ রহ. (মৃত্যু ২১৫ হিজরী) ছিলেন শীর্ষস্থানীয় হানাফী ফকীহ এবং বল্‌খ শহরের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ। ইলমের সকল মূল্যবান রত্ন তাৎক্ষণিকভাবে সংরক্ষণের জন্য (সে যুগে) তিনি এক দীনার (বা স্বর্ণমুদ্রা)[৫৫] দিয়ে একটি কলম ক্রয় করেছিলেন।

---

৫৩. খ. ২, পৃ. ৭০২।
৫৪. আবু যায়দ রচিত "النوادر" পৃষ্ঠা : ২২ ও ৬৬১।
৫৫. দিনার : স্বর্ণমুদ্রা, আধুনিক পরিমাপে যা ৪.২৫ বা ৪.৩৭৪ গ্রাম।

www.QuranerAlo.net

Contents

আল্লামা তাশকুবরী র. তাঁর "মিফতাহুস্ সা'আদাহ" গ্রন্থে এই ঘটনা উল্লেখের পর লিখেন– 'জীবন তো খুবই সীমিত ও সংক্ষিপ্ত। অথচ ইলমের পরিধি তো এতটাই অসীম ও অপরিমিত যে, তার অবগতিও মানুষের সাধ্যাতীত। তাই প্রত্যেক তালিবে ইলমের উচিৎ, জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের সদ্ব্যবহার করা। একটি মুহূর্তকেও নষ্ট না করা। রাত ও রাতের নির্জনতাকে এবং একাকিত্বের সময়গুলোকে গণীমত মনে করা। জ্ঞানী-গুণী ও বিজ্ঞজনদের সান্নিধ্য এবং তাদের থেকে জ্ঞান-রত্ন আহরণের সুযোগকে নিজেদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ জ্ঞান করা, আর এগুলোকে যথাযথ মূল্যায়ন করা। কারণ, সুযোগ বারবার আসে না, যা কিছু হাতছাড়া হয়ে যায় তার সব ফিরে পাওয়া যায় না। কবি খুব সুন্দর বলেছেন–

ولستُ بمدْرِكٍ ما فاتَ منِّي ✪ بلهفَ ولا بليتَ ولا لو أني

অর্থ : যতই হোক আফসোস-দীর্ঘশ্বাস, কিংবা হোক যত হা-হুতাশ,
একবার যদি হয় হাতছাড়া, তবে তার ফিরে আসার নেই কোন আশ্বাস।

কলম দাও; স্বর্ণমুদ্রা দেব

ইমাম বুখারী রহ. এর শায়খ মুহাম্মাদ ইবন সালাম বীকান্দী রহ. (মৃত্যু ২২৭ হিজরী) ছাত্রাবস্থায় একবার হাদীস লেখার দরসে ছিলেন। উস্তায হাদীস বর্ণনা করে চলেছেন, আর তারা লিখে চলেছেন। হঠাৎ তাঁর কলমটি ভেঙে গেলে তিনি ঘোষণা করলেন– কলম দাও, দীনার দেব। চোখের পলকে তখন তাঁর দিকে বহু কলম উড়ে এল।[৫৬]

ভেবে দেখ পাঠক! ছাত্র জীবনেই তাঁদের মাঝে এমন উদারতা, বদান্যতা কীভাবে এল যে, একটি কলমের জন্য দীনার ব্যয়েও কুণ্ঠাবোধ করলেন না! যেখানে হয়ত এর এক শতাংশেও কয়েকটি কলম পাওয়া যেত! হ্যাঁ, সময়ের মূল্য ও হাদীসের মূল্য অনুধাবনের কারণেই, আর ইলমী মজলিসের সামান্য কিছুও যেন হাতছাড়া না হয়ে যায় সে ব্যাপারে সজাগতার কারণেই।

৫৬. হাফেয আইনী রচিত عمدة القارى ১ খণ্ড ১৬৫ পৃষ্ঠা।

www.QuranerAlo.net

৩০ বছর অন্যের হাতে খাদ্য গ্রহণ

হাফেয যাহাবী রহ. 'সিয়ারু আ'লামিন নুবালা'য়[৫৭] হাদীছ শাস্ত্রের জগদ্বিখ্যাত দুই ইমাম, বুখারী ও মুসলিমের উস্তায প্রখ্যাত হাদীছ বিশারদ উবাইদ বিন ইয়াঈশের র. (মৃত্যু : ২২৯ হিজরীর রমযান মাসে) জীবনী উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেন, হাদীছ শাস্ত্রের পরিভাষায় তিনি ছিলেন হাফেয ও হুজ্জাত। সময়ের সদ্ব্যবহারের প্রতি নিজের অসাধারণ সচেতনতার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমার জীবনে একাধারে ত্রিশ বছর অতিবাহিত হয়েছে যখন নিজ হাতে রাতের খাবার খাওয়ার সুযোগ হয় নি। এ সময় আমি হাদীছ লিখে যেতাম আর আমার বোন আমার মুখে খাবার তুলে দিতেন।

মীরাছরূপে প্রাপ্ত দশ লাখ দেরহাম ইলম অর্জনে ব্যয়

য়াহয়া ইবন মাঈন র. ছিলেন শীর্ষস্থানীয় বিদগ্ধ মুহাদ্দিছ। হাদীছ শাস্ত্রের বিশিষ্ট ইমাম ও পথিকৃৎগণ তাঁর থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাকে شيخ المحدثين উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

তিনি ১৫৮ হিজরীতে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই লালিত-পালিত হন। তাঁর পিতা মাঈন ছিলেন খলীফার অন্যতম রেজিস্ট্রি অফিসার। পুত্রের জন্য তিনি দশ লাখ দিরহাম[৫৮] রেখে যান। য়াহয়া এর সবটুকুই ইলম অর্জনের পথে ব্যয় করেন। শেষ পর্যায়ে এমন অবস্থা হল যে, পরার মত জুতা তাঁর অবশিষ্ট ছিল না।

তিনি যখন দশ বছরের ছোট্ট বালক, তখন থেকেই হাদীছ লিখতে শুরু করেন। আলী ইবনুল মাদীনী রহ. বলেন, 'আজ মানুষের মাঝে যে হাদীছ চর্চা দেখতে পাওয়া যায় তার কৃতিত্ব য়াহয়া বিন মাঈনের।

---

৫৭. ১১ : ৪৫৮।

৫৮. দিরহাম অর্থ রৌপ্যমুদ্রা। তবে এর আধুনিক পরিমাপের ব্যাপারে কিছুটা মতানৈক্য রয়েছে। ১. ملحق كتاب ابن الرفعة : ৬১ পৃষ্ঠায়– ১ দিরহাম = ২.৯৭৫ গ্রাম।
২. الموسوعة الفقهية الميسرة ১ : ৮৫৪ পৃষ্ঠায়– ১ দিরহাম = ২.৮১২ গ্রাম।
৩. إيضاح الطحاوى তে– ১ দিরহাম = ৩.০৬১৮ গ্রাম।
সর্বনিম্ন পরিমাপ বিবেচনায়ও দশ লক্ষ দিরহাম অর্থ বর্তমানে ২৮১২ কেজি রুপা।

www.QuranerAlo.net

Contents

আবদুল্লাহ ইবন রূমীর সামনে একথা বলা হল যে, কোন কোন মুহাদ্দিছকে ইবন মাঈন থেকে হাদীছ বর্ণনা কালে বলতে শোনা যায়, حدَّثنى من لم تطلعْ الشمسُ على أكبر منه (এমন ব্যক্তি আমাকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন যার চেয়ে বড় কোন হাদীছ বিশারদের উপর সূর্য উদিত হয়নি।) তখন তিনি বলেন, এতে আর আশ্চর্যের কী হল? আমি তো ইবনুল মাদীনীকে বলতে শুনেছি, 'তাঁর মত বড় মানুষ আমি আর দেখিনি। তাঁর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তিনি যত হাদীছ লিখেছেন আদম সন্তানদের কেউ এত হাদীছ লিখেছেন বলে আমার জানা নেই।' ইবন মাঈন নিজেই বলেছেন, এই হাতে আমি প্রায় দশ লক্ষ হাদীছ লিপিবদ্ধ করেছি।

ইমাম যাহাবী র. একথা ব্যাখ্যা করে বলেন : এই সংখ্যাটি হাদীছের তাকরার ও পুনরুক্তি বিবেচনায়। কেননা অন্যত্র তিনি বলেছেন, একটি হাদীছকে যদি আমি ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে কমপক্ষে পঞ্চাশ বার না শুনি এবং না লিখি তবে হাদীছরূপে আমার সাথে তার পরিচিতিই ঘটে না।

আহমদ ইবন হাম্বল র. বলেন, য়াহয়া ইবন মাঈন যা হাদীছ বলে জানেন না বা স্বীকৃতি দেন না তা হাদীছই নয়। মিথ্যাবাদীদের মিথ্যা, পঙ্কিলতা ও বিকৃতি থেকে হাদীছ শাস্ত্রকে রক্ষার জন্যই আল্লাহ তাঁকে সৃষ্টি করেছেন। হাদীছ শাস্ত্রবিদগণের জন্য য়াহয়া বিন মাঈন এমন এক রীতি নির্ধারণ করে দেন, যুগে যুগে যার অনুসরণের মাধ্যমে মুহাদ্দিছগণ হাদীছ ভাণ্ডারকে সংরক্ষণ করেছেন।

তিনি বলেন–

إذا كتبتَ فقمِّشْ وإذا حدَّثتَ ففتِّشْ۔ [৫৭]

যখন তুমি হাদীছ লিখবে তখন (যা কিছু শোন) সবই লিখবে, কিন্তু যখন হাদীছ বর্ণনা করবে তখন গভীরভাবে তা যাচাই বাছাই করবে।

---

৫৭. (التقميش) এই শব্দের ব্যাখ্যায় লেখা হয়েছে : এখান-সেখান থেকে কোনো কিছু জমা করা। ইবনুস সালাহ এই শব্দের ব্যাখ্যা ও উদ্দেশ্য উল্লেখ করেননি। হয়ত তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, উপকারী জ্ঞান যার থেকেই পাও লিখে রাখ। কে বলেছে, সে গ্রহণযোগ্য কি না এসব চিন্তার পিছনে পড়ো না। হতে পারে এ বিষয়টি পরে তোমার হাতছাড়া হয়ে যাবে।

তাই প্রতিটি ছাত্রের উচিত, জ্ঞানগর্ভ যা-ই পায় পূর্ণরূপে লিখে ফেলা। বাছাই করে করে লিখলে হতে পারে অনেক বিষয় বা কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হাতছাড়া হয়ে যাবে, পরে আফসোস ও অনুতাপ ছাড়া আর কিছুই করার থাকবে না।

www.QuranerAlo.net

তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত আছে, মৃত্যুর পূর্বে তিনি একশ' চৌদ্দটি তাক ও চারটি বড় মটকা[৬০] বোঝাই কিতাব রেখে যান।

রাসূলের গোসলের খাটিয়ায় যাঁর শেষ গোসল হল

যখনই তিনি হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কা যেতেন, মদীনার পথে যেতেন। আর ফিরেও আসতেন মদীনার পথেই। ২৩৩ হিজরীর জিলক্বদের শেষ দিকে হজ্জের সফরে মদীনায় পৌঁছে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ২৩ তারিখ রাতে সেখানেই ইন্তেকাল করেন। যখন তাঁর মৃত্যুর খবর জানাজানি হল তখন বনু হাশিমের লোকেরা তাঁর গোসলের জন্য ঐ খাটিয়া বের করে দিলেন যার উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গোসল দেয়া হয়েছিল। অবশেষে তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়।

তাঁর সম্পর্কে বলা হয়, তিনি এমন ব্যক্তি যিনি হাদীছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিকৃতি, আবিলতা ও পঙ্কিলতা থেকে রক্ষা করেছেন।

আচ্ছা বন্ধু! এমন ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদার অধিকারী তিনি কীভাবে হলেন? কীভাবে তাঁর মাঝে এমন জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং মেহনত ও মোজাহাদার সান্নিবেশ ঘটল?

উত্তর একটিই সময়ের (সদ্ব্যবহারের) প্রতি সচেতনতার মাধ্যমে; ইলম অন্বেষণে অত্যাগ্রহের কারণে।

তাঁর জীবনের ছোট্ট একটি ঘটনাই এর প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। আর তা হল– ইমাম তিরমিযী র. আবদ ইবন হুমায়দের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আনাস ইবন মালিক র. বলেন–

إن النبي صلى الله عليه وسلّم خرج من بيته– وهو فى مرض موته– يتّكئ على أسامة بن زيد، وعليه ثوب قِطرىّ، قد توشّح به– فصلى بهم–

অর্থ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর অন্তিম ব্যাধিতে আক্রান্ত, তখন উসামা ইবন যায়দ রা. এর উপর ভর করে কামরা থেকে

---

৬০ সে যুগে মানুষ তাকের উপরে বা কখনো কখনো বড় মটকাতেও কিতাব/পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ করতেন।

www.QuranerAlo.net

বের হলেন। আর তাঁর গায়ে ছিল একটি নকশী ইয়ামানী কাপড়।[৬১] এরপর তিনি লোকদের নামায পড়ালেন।

ইমাম তিরমিযী উক্ত হাদীছ রেওয়ায়েতের পর বলেন, আমার শায়খের শায়খ মুহাম্মাদ ইবন ফযল বলেন, য়াহয়া বিন মাঈন প্রথম যখন আমার সামনে বসেন তখন তিনি এই হাদীছটি সম্পর্কে আমার কাছে জানতে চান এবং তা শোনানোর আবেদন জানান। যখন আমি এভাবে হাদীছটি বর্ণনা করতে শুরু করলাম... حدَّثَنا حمادُ بن سلمةَ তখন তিনি বললেন, হযরত যদি পাণ্ডুলিপি দেখে বলতেন তা হলে খুব ভাল হত। ইবন ফযল যদিও প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ এবং লক্ষাধিক হাদীছের হাফেয ছিলেন তবুও য়াহয়া চাইলেন, তাঁর বর্ণিত হাদীছটি যেন সন্দেহমুক্ত হয়।

এরপর ভিতর থেকে পাণ্ডুলিপি আনতে যখন তিনি উঠে দাঁড়ালেন তখন য়াহয়ার আশংকা হল, যদি তিনি ভিতরে গিয়ে কোন কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন অথবা কোন সমস্যায় আটকে পড়েন কিংবা– আল্লাহ না করুন– তাঁর মৃত্যু এসে পড়ে তাহলে তো এই হাদীছটি আমার হাতছাড়া হয়ে যাবে।

হাদীছ শোনার তীব্র আগ্রহে এবং তা হারানোর শংকায় তিনি ইবন ফযলের কাপড় টেনে ধরেন এবং আবেদন করেন, হযরত, আগে মুখস্থই লিখিয়ে দিন-কারণ ব্যস্ততার কথা তো বলা যায় না! আর জীবনের নিশ্চয়তাও তো দেয়া যায় না! তখন ইবন ফযল হাদীছটি বললে তিনি লিখে নেন। তারপর কিতাব আনলে দ্বিতীয়বার তা মিলিয়ে নেন।

এ ঘটনা থেকেই বোঝা যায়, য়াহয়া ইবন মাঈনের মাঝে সময়ের সদ্ব্যবহার ও সংরক্ষণ চিন্তা এবং ইলমের প্রতি আগ্রহ ও আসক্তি কী পরিমাণ ছিল! কতই না সজাগ ও সতর্ক ছিলেন তিনি হাদীছ সংগ্রহ ও সংরক্ষণে! আর এ ঘটনা থেকে এ-ও অনুমান করা যায় যে, কীভাবে তিনি এই সংক্ষিপ্ত জীবনে এত হাদীছ লিখেছেন, এত দেশ সফর করেছেন এবং অগণিত শায়খ থেকে ইলম অর্জন করেছেন এবং হাজার হাজার শাগরেদের মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তা পৌঁছে দিয়েছেন।

---

৬১. النهاية গ্রন্থে ইবনুল আছীর রহ. الثوب القِطْرِيُّ শব্দটির ব্যাখ্যায় লিখেন– তা হল এক প্রকার কাপড়, যা সৌদি আরবের পার্শ্ববর্তী দেশ কাতার থেকে মক্কা-মদীনায় আমদানী করা হতো। সেদিকে সম্পৃক্ত করেই তাকে قِطْرِيٌّ (বা কাতারী) বলা হতো। তবে তা ব্যাকরণের নিয়মের ব্যতিক্রম (তথা خلاف القياس)।

www.QuranerAlo.net

Contents

এই চিত্র শুধু য়াহয়া ইবন মাঈন কেন, দুনিয়াতে যারাই বড় হয়েছেন, স্মরণীয় ও বরণীয় হয়েছেন এবং মহৎ ও মহান কোন কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন তাদের প্রত্যেকের জীবনেই রয়েছে এ জাতীয় বহু ঘটনা।

ইবন মাঈনের আরেকটি ঘটনা

ইলমের প্রতি এই অদম্য স্পৃহা তাঁর জীবনের বহু ঘটনায় বার বার পরিলক্ষিত হয়েছে। الجامع لأخلاق الراوى وآداب السامع গ্রন্থে খতীব বাগদাদী রহ. বর্ণনা করেন,[৬২] আবু জাফর বিন নুফাইল বলেন, ইলমের সদা পিপাসু দু'ব্যক্তি– আহমদ ইবন হাম্বল ও য়াহয়া ইবন মাঈন রহ. একবার আমাদের কাছে এলেন। তখন য়াহয়া আমার সাথে মুআনাকা করতে করতে জিজ্ঞেস করলেন– হে আবু জাফর! আপনি মা'কাল ইবন উবায়দুল্লাহকে আ'তা এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে– হায়েযের সর্বনিম্ন সময় একদিন। এই হাদীসটি আমরা শুনতে এসেছি।

তখন আহমদ ইবন হাম্বল রহ. বললেন, ভাই! বসে নিলে ভাল হতো না!

উত্তরে য়াহয়া বললেন, এর আগে তো মৃত্যুও এসে যেতে পারে আমাদের কাছে! তাছাড়া এ জ্ঞানটি রপ্ত করার পূর্বে মৃত্যুর আলিঙ্গনও আমার কাছে প্রিয় নয়।

'তারীখে বাগদাদ' গ্রন্থে[৬৩] আবু জাফর মুহাম্মাদ রহ.-এর জীবনীতে উল্লেখ আছে– (তিনি বলেন,) আমি এক জানাযায় উপস্থিত ছিলাম। তখন সাথে থাকা লোকদের সামনে আমি একটি হাদীস[৬৪] উল্লেখ করলাম। হঠাৎ পেছন

---

৬২. খ. ২, পৃ. ১৮৩।
৬৩. খ. ২, পৃ. ৩২৭।
৬৪. হাদীছটি হল :

حدثنا أبو النضر هاشم ابن القاسم، حدثنى رجل عن عمر بن ذر الهمدانى أنه كان يقول: اللَّهُمَّ إنا أطعناك فى أحبِّ الأشياء إليك: شهادة أن لا إله إلا أنت، ولم نعصك فى أبغض الأشياء إليك: الشرك، فاغفر لنا ما بينهما۔

অর্থ : উমর ইবন যার হামদানী থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলতেন– হে আল্লাহ! আমরা তো আপনার সবচেয়ে প্রিয় বিষয়ের আনুগত্য করি। অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু-র সাক্ষ্য দেই। আর আপনার সবচে' অপছন্দের বিষয়েও আমরা আপনার অবাধ্য হই

www.QuranerAlo.net

থেকে একজনের আওয়াজ শুনে ঘুরে তাকালাম, দেখি য়াহয়া ইবন মাঈন। সালাম দিতেই তিনি আমাকে বললেন– হে আবু জাফর! আবু নদরের সূত্রে এ হাদীসটি আমাকে একটু শোনাও না! তাঁর থেকে এটি লেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি।

সেখানে আবু যাকারিয়্যাও উপস্থিত ছিলেন। তাঁর সম্মানার্থে আমি হাদীস বর্ণনা থেকে বিরত ছিলাম। কিন্তু য়াহয়া তো নাছোড়বান্দা। তিনি আমাকে রাস্তার পাশে বসিয়ে হাদীসটি শুনেই নিলেন এবং সাথে থাকা ফলকে তা লিখেও নিলেন।

ইলমে অত্যাগ্রহী অতুলনীয় তিন ব্যক্তিত্ব

খতীব বাগদাদী র. এক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে[৬৫] আবুল আব্বাস আল-মুবাররাদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, "ইলমের প্রতি আগ্রহ ও আসক্তির ক্ষেত্রে তিন ব্যক্তির কোন দৃষ্টান্ত আমি কোথাও খুঁজে পাই না। তাদের প্রথম জন হলেন, জাহেয। যাঁর পুরো নাম হল, আমর ইবন বাহর। তিনি ছিলেন আরবী ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রপথিক। তাঁর জন্ম ১৬৩ হিজরীতে এবং মৃত্যু ২৫৫ হিজরীতে।

তাঁর হাতে যখনই কোন কিতাব আসত– তা যে বিষয়েরই হোক না কেন– তিনি তা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে ফেলতেন। এক সময়– যখন তিনি মনের চাহিদা পূরণের জন্য নতুন কোন কিতাব পাচ্ছিলেন না তখন অর্থের বিনিময়ে কয়েকটি লাইব্রেরীর সাথে চুক্তি করেন এবং দিন রাত সেখানে পড়ে থেকে কিতাব মুতালা'আ করতে থাকেন।

আর দ্বিতীয় জন হলেন, ফাতহ ইবন খা-কান (ইন্তেকাল : ২৪৭ হিজরীতে)। তিনি ছিলেন রাজ পরিবারের সন্তান এবং একজন প্রসিদ্ধ কবি

না, অর্থাৎ শিরক। সুতরাং (আপনার কাছে আবেদন) এ দুয়ের মাঝে যা কিছু আছে সেগুলো আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন।

উল্লেখ্য যে, উমর ইবন যার একজন তাবে তাবেঈন। তাঁর কথাকে হাদীস বলা হয়েছে ব্যাপক অর্থে। কারণ মুহাদ্দীসগণ রাসূল, সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীগণের যে কোনো কথা কিংবা কোনো দুর্বোধ্য বা অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যাকেও যখন তা সনদসহ বর্ণিত হয়– ব্যাপকার্থে হাদীস বলে থাকেন।

৬৫. تقييد العلم পৃ. ১৩৯।

www.QuranerAlo.net

Contents

ও সাহিত্যিক। আব্বাসীয় খলীফা মুতাওয়াক্কিল তাঁকে ভাইরূপে গ্রহণ করেন এবং মন্ত্রীর দায়িত্বে নিযুক্ত করেন। কিতাব সংগ্রহ ও মুতালা'আ ছিল তাঁর নেশা। ফলে এক সময় তাঁর ব্যক্তিগত পাঠাগার এতটাই সমৃদ্ধি লাভ করল যে, তাকে বিশ্বে অন্যতম বৃহত্তম পাঠাগার গণ্য করা হতো।

আর তাঁর অধ্যয়নাসক্তির ইতিহাস তো আরও আশ্চর্যজনক। সব সময়ই তিনি সাথে কিতাব রাখতেন। যখনই খলীফার দরবার থেকে কোন প্রয়োজনে বের হতেন তখন হাঁটতে হাঁটতে কিতাবে চোখ বুলাতেন। এমনকি গন্তব্যে পৌছা পর্যন্ত তাঁর এই মুতালা'আ অব্যাহত থাকত। কাজ শেষে ফিরার পথেও একইভাবে কিতাবে চোখ রেখে ফিরতেন। এ ছাড়াও যখন খলীফা অল্পসময়ের জন্য কোন কাজে দরবার ছেড়ে উঠে যেতেন তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁর কিতাবে চোখ রাখতেন এবং খলীফা ফিরে আসা পর্যন্ত সময়টুকুর সদ্ব্যবহার করতেন।

আর তৃতীয় জন হলেন, মালিকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকীহ, কাজী ইসমাঈল ইবন ইসহাক বাগদাদী র. (২০০-২৮২ হিঃ) যখনই আমি তাঁর সাক্ষাতে গিয়েছি তখনই দেখেছি তিনি কিতাব হাতে মুতালা'আ করছেন অথবা কোন কিতাব সন্ধান করছেন অথবা কোন কিতাব ঝাড়ছেন। যেন কিতাবই ছিল তাঁর সব কিছু।[৬৬]

খাবারের কথা উপলব্ধিই হয়নি যাঁর

মুহাম্মাদ বিন সহনূন কায়রাওয়ানী র. ছিলেন একজন মুহাদ্দিছ ও মালিকী মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ। তাঁর জন্ম ২০২ হিজরীতে এবং মৃত্যু ২৫৬ হিজরীতে।

উম্মে মুদাম নামে তাঁর একটি বাঁদী ছিল। একদিন তিনি তার (উম্মে মুদামের) কাছে ছিলেন এবং রাত পর্যন্ত কিতাব সংকলনে ব্যস্ত ছিলেন। খাবারের সময় হলে বাঁদী তাঁকে খাবার গ্রহণের জন্য বললে তিনি বলেন, আমি তো এখন ব্যস্ত।

দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পরও যখন তাঁর ব্যস্ততা শেষ হল না, তখন বাঁদী তাঁকে খাবার মুখে তুলে খাইয়ে দিল। তিনি নিজ কাজে এতটাই ব্যস্ত ছিলেন যে,

৬৬. ইয়াকূত হামাভী রচিত معجم الأدباء ১৬ : ৭৫।

www.QuranerAlo.net

Contents

বেখেয়ালে খাবারও খতম হল, এমনকি রাতও পেরিয়ে গেল। যখন ফজরের আযান হল তখন তিনি নিজেই উঠে এসে বাঁদীকে বললেন, আমি তো অনেক ব্যস্ত ছিলাম। তোমার সাথে কথা-বার্তা বলারও সুযোগ হয়নি। যাই হোক, রাতের খাবারের কী ব্যবস্থা করলে, যা আছে নিয়ে আসো।

বাঁদী আশ্চর্য হয়ে বলল, কী বলছেন আপনি! রাতের খাবার তো আপনি খেয়ে নিয়েছেন। আমি নিজ হাতে আপনার মুখে খাবার তুলে দিয়েছি। তিনিও আশ্চর্য হয়ে বললেন, তাই নাকি, আমি তো কিছুই বলতে পারি না।[৬৭]

প্রিয় পাঠক! সময়ের প্রতি মমতা ও 'নির্মমতা'র এবং ইলমের প্রতি একাগ্রতা ও নিরবচ্ছিন্নতার এ জাতীয় চিত্রই ছিল তাঁদের জীবনে ভরপুর।

বেখেয়ালে এক ঝুড়ি খেজুর সাবাড়

ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম বিন হাজ্জাজ র. (যিনি ইমাম মুসলিম নামে পরিচিত) এর জীবনেও প্রায় অভিন্ন ঘটনা ঘটেছিল। একবার মুহাদ্দিছগণ ইমাম মুসলিমের সাথে এক মজলিসে হাদীছ নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করছিলেন। সেখানে হঠাৎ এমন একটি হাদীছ উল্লেখ করা হল যা মুসলিম র. জানেন না। আলোচনা শেষে রাতে তিনি ঘরে ফিরে এসেই হাদীছটি খুঁজতে শুরু করেন। তখন তাঁর সামনে এক ঝুড়ি খেজুর রাখা হল। তিনি তা থেকে একটি একটি খেজুর নিতে থাকেন আর গভীর মনোযোগসহকারে হাদীছটি তালাশ করতে থাকেন। রাত পেরিয়ে যখন ভোর হল তখন হাদীছটিরও সন্ধান মিলল। আর ঝুড়ির খেজুরও সব সাবাড় হল। কিন্তু রাত যে কীভাবে অতিবাহিত হল এবং এই পরিমাণ খেজুর কীভাবে খাওয়া হল তা কিছুই তিনি বুঝতে পারলেন না।

কেউ কেউ এ ঘটনার শেষে উল্লেখ করেছেন, বে-খেয়ালে অত্যধিক পরিমাণ খেজুর খাওয়াই তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়েছিল।[৬৮]

---

৬৭. ترتيب المدارك কাযী ইয়ায, খ : ৫, পৃ: ২১৭

৬৮. تهذيب التهذيب হাফেয ইবন হাজার খ : ১০, পৃ : ১২৭

www.QuranerAlo.net

Contents

ইলমের জন্য তাঁদের অন্তর্জ্বালা ও রাত্রি জাগরণ

الرياض গ্রন্থের ২৩৫ পৃষ্ঠায় কাযী ইয়ায রহ. মুহাম্মাদ ইবন লাব্বাদের সূত্রে বর্ণনা করেন ফিকাহবিদ মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম ইবন আ'বদূস কায়রাওয়ানী– যিনি 'ইবন লাব্বাদ' নামে পরিচিত (২০২-২৬০ হিজরী) প্রায় ত্রিশ বছর তিনি ইশার অজুতে ফজরের নামায আদায় করেছেন। তন্মধ্যে পনের বছর গোটা রাত্রি কেটেছে অধ্যয়নে। আর পনের বছর কেটেছে ইবাদাতে।

দিবা-নিশি অধ্যয়ন

হাফেয আবু আবদুর রহমান আবদুল্লাহ ইবন মাসলামাহ রহ., যিনি প্রথমত বসরার এবং পরবর্তীতে মক্কা মুকাররামার অধিবাসী ছিলেন। আর ছিলেন ইমাম মালিক রহ. এর অন্যতম শাগরেদ (মৃত্যু ২২১ হিজরী)। তাঁর জীবনী আলোচনা করতঃ আবদুর রহমান ইবন আবু হাতেম الجرح والتعديل গ্রন্থে[৬৯] এবং মিযযী রহ. تهذيب الكمال গ্রন্থে[৭০] লিখেন– আবদুর রহমান ইবন আবু হাতিম রহ. বলেন, আমি আব্বাজিকে বললাম, মুআত্তা শরীফের ক্ষেত্রে কা'নাবী রহ. আপনার কাছে প্রিয় না ইসমাঈল ইবন আবু ওয়াইছ? তিনি বললেন, কা'নাবী আমার কাছে অধিক প্রিয়। কেননা তিনি অধিক পরহেযগার, মুত্তাকী ও খোদাভীরু। আমরা যখন তাঁর কাছে الموطأ পড়ার আবেদন জানালাম তখন তিনি বললেন, সকালে এসো।

আমরা বললাম : সকালে ইবন শায়ের নামে পরিচিতি হাজ্জাজ ইবন ইউসুফের কাছে আমাদের দরস আছে।

: তবে সেই দরস শেষ হলে এসো।

: তখন আমরা মুসলিম ইবন ইবরাহীম আয়দী'র দরসে যাই।

: তাহলে সে দরস থেকে ফারেগ হয়ে এসো।

: তখন তো যোহরের ওয়াক্ত হয়ে যায়। আর এর পরই যেতে হয় আবু হুযাইফা-মুসা ইবন মাসউদ নাহদীর দরসে।

: তাহলে আসরের পরে...।

---

৬৯. ২/২ : ১৮১

৭০. ১৬ : ১৩৯

www.QuranerAlo.net

: তখন আমরা আরেম সাদুসীর দরসে যাই।

: তবে মাগরিবের পরই এসো।

: আব্বাজী বলেন, তারপর থেকে আমরা তাঁর কাছে রাতে যেতাম। তখন তিনি একটি মোটা পশমী কাপড় পরে আমাদেরকে দরস দিতে আসতেন। এর নীচে কিছুই পরতেন না। প্রচণ্ড গরমেও এটাই ছিল তাঁর পোশাক। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস–তিনি চাইলে আরও স্বাচ্ছন্দে চলতে পারতেন।

ঘটনাটি উল্লেখের পর লেখক বলেন, কী পরিমাণ মুজাহাদা ছিল তাঁদের ইলমের জন্য! আর কী পরিমাণ নেশা ছিল তাঁদের ইলমের তলবে!!

নির্ধারিত ঘণ্টা ও মিনিট নয়; গোটা দিন এবং রাতেরও সিংহভাগ তাঁরা কাটিয়ে দিতেন অধ্যয়নে ও দরস গ্রহণে।

পানাহার হাঁটা-চলা এমনকি ইস্তিঞ্জার সময়টুকুরও মূল্যায়ন

سير أعلام النبلاء গ্রন্থে[৭১] মহান ইমাম হাফেয আবু হাতেম মুহাম্মাদ ইবন ইদরীস হানযালী (১৯৫-২৭৭ হিজরী) রহ. এর জীবনী উল্লেখ করতঃ লিখা হয়– "আবু হাতেমকে বলতে শোনা গিয়েছে যে, আবু যুরা'আ একদিন আমাকে বলল, হাদীসের তলবে আপনার থেকে অধিক আগ্রহী আমি আর কাউকে দেখিনি। তখন আমি তাকে বললাম, আমার ছেলে আবদুর রহমান তো অনেক বেশী উদ্যমী, উৎসাহী ও অত্যাগ্রহী। তখন সে বলল, তবে তো সে পিতার যোগ্য উত্তরসূরীই হয়েছে।

রাক্কাম রহ. বলেন, আমি আবদুর রহমানকে জিজ্ঞেস করলাম– তুমি তোমার আব্বার কাছে কখন পড়ার সুযোগ পাও? আর কখনই বা বিভিন্ন বিষয় তাঁর থেকে জেনে নাও? উত্তরে তিনি বললেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এমন হয় যে, তিনি খাচ্ছেন, আমি পড়ছি অথবা তিনি হাঁটছেন বা কোনো কিছুর খোঁজে বাড়িতে ঢুকেছেন, আর আমি তাকে পড়ে শুনাচ্ছি। কখনো তো এমনও হয়েছে যে, তিনি ইস্তিঞ্জায় আছেন আর আমি তাকে পড়ে শুনাচ্ছি।"

৭১. ১৩ : ২৫০

www.QuranerAlo.net

Contents

মৃত্যুর মুখে ইলম চর্চায় আবু হাতেম রাযী রহ.

আবু হাতেম রহ. এর ছেলে আবু মুহাম্মাদ আবদুর রহমান রাযী রহ. (২৪০-৩২৭ হিজরী) যখনই সুযোগ পেতেন পিতা থেকে দরস নিতেন এবং বিভিন্ন বিষয় জানতে চাইতেন। এমনকি যখন প্রিয় পিতা মৃত্যু পথযাত্রী তখনও তিনি তাঁর কাছে একজন 'রাবী' সম্পর্কে জানতে চাইলেন। আর এই সময়েও পিতা জওয়াব দিলেন।

الجرح والتعديل গ্রন্থে এসেছে, আবু মুহাম্মাদ আবদুর রহমান নিজেই বর্ণনা করেন, আব্বাজী যখন অন্তিম সময়ে উপনীত, মৃত্যুলক্ষণ যখন তাঁর মাঝে পরিলক্ষিত তখন আমি তাঁর কাছে রাবী উকবা ইবন আবদুল গাফের সম্পর্কে জানতে চাইলাম যে, তাঁর কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গ-সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছে? তখন দুর্বলতাপীড়িত নিথর জিহ্বাটাকে একটু নাড়িয়ে তিনি বললেন, না।[৭২]

দেখ পাঠক! জ্ঞানার্জনে এবং সময়ের মূল্যায়ন ও সদ্ব্যবহারে কী পরিমাণ আগ্রহ ছিল যে, পিতার মৃত্যুকালেও ইলমের অন্বেষায় তিনি ছিলেন দুর্দমনীয়!

আর জ্ঞানের বিস্তারে ও সময়ের সদ্ব্যবহারে কী পরিমাণ উৎসাহী ছিলেন পিতা যে, জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণেও ছেলের এই আচরণে কোনোরূপ বিরক্তিবোধ করেন নি তিনি। বরং যথাসাধ্য উত্তর দিয়েছেন।

আল্লাহ তাঁদের প্রতি রহম করুন। আমীন।

পাঠাসক্তি যখন মৃত্যুর কারণ

আহমদ ইবন য়াহয়া শায়বানী– যিনি 'ছা'লাব' নামেই অধিক পরিচিত। তিনি একাধারে আরবী ভাষা, ব্যাকরণ, সাহিত্য, ইলমে হাদীছ ও ইলমে কেরাতের ইমাম ও পথিকৃৎ ছিলেন। তাঁর জন্ম ২০০ হিজরীতে এবং মৃত্যু ২৯১ হিজরীতে। তিনি কখনোই কিতাব ছাড়া থাকতেন না। সব সময়ই কোন না কোন কিতাব মুতালা'আ করতেন, তাঁকে কেউ দাওয়াত দিলে তিনি

---

৭২. আবু নাহার উকবা ইবন আবদুল গাফের, যিনি ছিলেন বসরার অধিবাসী, মৃত্যু ৮৩ হিজরীতে। তাঁর জীবনী আলোচনা করতঃ ইবন আবু হাতেম রাযী الجرح والتعديل গ্রন্থে (৩/১ : ৩১৩) এ ঘটনা উল্লেখ করেন।

www.QuranerAlo.net

শর্ত দিয়ে দিতেন, আমাকে অধ্যয়নের সুযোগ দিতে হবে। এজন্য চামড়ার বালিশ বা টেবিল সদৃশ কিছুর ব্যবস্থা করে দিতে হবে, যাতে কিতাব রেখে আমি মুতালা'আ করতে পারি।[৭৩]

মুতালা'আ ও অধ্যয়নের প্রতি এই আগ্রহ ও আসক্তিই অবশেষে তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়। ঘটনা এই– শেষ জীবনে তাঁর শ্রবণশক্তি যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছিল। খুব জোরে না বললে শুনতে পেতেন না। এমতাবস্থায় এক শুক্রবারে আসরের পরে তিনি জামে মসজিদ থেকে বের হয়ে রাস্তায় হাঁটছিলেন এবং কিতাব মুতালা'আ করছিলেন। হঠাৎ ছুটে আসা একটি ঘোড়া তাঁকে ধাক্কা দিয়ে খাদে ফেলে দেয় এবং মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়ে তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে। যখন তাঁকে সেখান থেকে তোলা হয় তখন প্রচণ্ড মাথা ব্যথায় তিনি উহ্ আহ্ করছিলেন। সে অবস্থায়ই তাঁকে বাড়ী নিয়ে যাওয়া হয়। আর পর দিনই তিনি ইন্তেকাল করেন। (আল্লাহ তাঁর প্রতি দয়া করুন, আমীন)[৭৪]

প্রতিদিন ১৪ পাতা রচনা

ইবন জারীর তাবারী ছিলেন বিপুল জ্ঞানের অধিকারী বিদগ্ধ গবেষক এবং বরেণ্য আলিম। আর খ্যাতনামা সব মুহাদ্দিছ, মুফাসসির এবং ঐতিহাসিকদের উস্তায ও শায়খ। সময়ের সদ্ব্যবহার ও সংরক্ষণে তিনি ছিলেন অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। নিজের প্রতিটি মুহূর্তের তিনি পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতেন এবং সর্বদা শিক্ষণ ও গ্রন্থ সংকলনের কাজে নিমগ্ন থাকতেন। ফলে তাঁর লিখিত ও সংকলিত গ্রন্থপঞ্জি এত বিশাল ভাণ্ডারে পরিণত হয়েছিল, যার ব্যাপ্তি ও আয়তন সত্যিই বিস্ময়কর।

আল্লামা ইয়াকুত হামাবী র. معجم الأدباء গ্রন্থে সংক্ষেপিতভাবে প্রায় ছাপ্পান্ন পৃষ্ঠাব্যাপী ইবন জারীর তাবারীর কর্মমুখর জীবনী আলোচনা করেছেন।[৭৫] আর হাফেয বাগদাদী تاريخ بغداد গ্রন্থেও তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।[৭৬]

---

৭৩. الحث على طلب العلم والاجتهاد في جمعه আবু হেলাল আসকারী, পৃ : ৭৭।
৭৪. وفيات الأعيان, ইবন খাল্লিকান, খ : ১ পৃ : ১০৪।
৭৫. খ : ১৮ পৃষ্ঠা : ৪০-৯৬।
৭৬. খ : ২ পৃষ্ঠা : ১৬২-১৬৯।

www.QuranerAlo.net

উভয়ের লেখার অংশ বিশেষের সারনির্যাস সংক্ষিপ্তাকারে এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

"........ একবার আল্লামা তাবারী তাঁর শিষ্যদেরকে একত্র করে বললেন, তোমরা কি একটি তাফসীর গ্রন্থ লিখতে আগ্রহী?

তারা বলল– হযরত, এর কলেবর কেমন হবে?

তিনি বললেন, আমার তো ইচ্ছা ত্রিশ পারার জন্য ত্রিশ হাজার পৃষ্ঠা।

তারা বলল, হযরত, তা রচনায় তো কয়েক জীবন পেরিয়ে যাবে! একটু সংক্ষেপে চিন্তা করলে তো আমরা সাহস করতে পারতাম।

তখন তাদের অনুরোধে তিনি তা কমিয়ে ন্যূনতম তিন হাজার পৃষ্ঠা করতে বলেন। এবং ২৮৩ হিজরী থেকে ২৯০ হিজরী পর্যন্ত দীর্ঘ সাত বছরে তাদেরকে দিয়ে তা লিখিয়ে শেষ করেন।

✪ ✪ ✪ ✪ ✪

এই বিরাট খিদমত আঞ্জাম দেয়ার পর তিনি আবার শাগরেদগণকে বললেন, তোমরা কি একটি ইতিহাস গ্রন্থ লিখতে প্রস্তুত আছ, যা আদি পিতা হযরত আদম আ. থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত ইতিহাসকে অন্তর্ভুক্ত করবে?

তখন তারা গ্রন্থের আকৃতি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি তফসিরের ক্ষেত্রে যেমন বলেছিলেন তেমনই বললেন। শাগরেদগণও একই উক্তির পুনরাবৃত্তি করল। তখন তিনি আফসোস করে বললেন, 'ইন্নালিল্লাহ! আগ্রহ-উদ্দীপনা ও আত্মবিশ্বাস দেখছি আজকাল হারিয়েই গেছে।' তারপর তিনি সংক্ষিপ্তাকারে তা তিন হাজার পৃষ্ঠায় লেখার কথা বলেন এবং ৩০২ হিজরীর শেষ দিকে তাদেরকে দিয়ে লেখানোর কাজ শেষ করেন। আর ৩০৩ হিজরীর রবিউছ ছানীতে তা পুনরায় তাদের থেকে শুনে শেষ করেন।

খতিব বাগদাদী র. লিখেন, আমি 'সিমসিম'কে বলতে শুনেছি যে, ইবন জারীর র. জীবনে এমন চল্লিশটি বছর কাটিয়েছেন, যাতে তিনি শিক্ষণ-অধ্যয়ন ও সাংসারিক কাজ-কর্ম সত্ত্বেও প্রতিদিন চল্লিশ পাতা লিখেছেন।

শাগরেদগণ তাঁর বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দিন ও তাঁর হাতে লিখিত পাতার হিসাব করে দেখেছেন যে, গড়ে প্রতি দিন ১৪ পাতা করে লিখা হয়েছে।

www.QuranerAlo.net

Contents

সম্মানিত পাঠক, এ থেকে আমরা সহজেই তাঁর রচনার ব্যাপ্তি ও পরিধি আন্দায করতে পারি।

তাঁর জন্ম ২২৪ হিরজীতে এবং মৃত্যু ৩১০ হিজরীতে। জীবনকাল ৮৬ বছর। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বকাল তথা প্রায় ১৪ বছর বাদ দেয়া হলে বাকী থাকছে ৭২ বছর। এর প্রতিদিন ১৪ পাতা লেখা হলে তার মোট লেখার পরিমাণ হয় ৭২ × ৩৬০ × ১৪ = ৩,৬২,৮৮০ পাতা। (সুবহানাল্লাহ)

তাঁর ইলমের ব্যাপ্তি ও গভীরতা বিবেচনা করলে মনে হবে, তা যেন বহু শাস্ত্র ও বিষয় সম্বলিত এক বিশ্বকোষ। আর তাঁর রচনা সম্ভার দেখলে মনে হয় যেন তা কোন বিশাল প্রকাশনালয়ের কীর্তি। অথচ তা এক ব্যক্তির মস্তিষ্কপ্রসূত। আর (ইতিহাস ও তাফসীর সংকলনের ৬/৭ হাজার পৃষ্ঠা ছাড়া বাকীটুকু) এক ব্যক্তিরই কলম নিঃসৃত।

কিন্তু পাঠক! এমন কীর্তির সৃষ্টি কি সম্ভব হতো, আর এমন কৃতিত্বের প্রকাশও কি ঘটত, যদি সময়ের যথাযথ ব্যবহার না হত! সর্বদা সময়কে কাজ দিয়ে পূর্ণ করে রাখা না হত!!

মৃত্যুর দুয়ারে ইলম তলব

তাঁর দৈনন্দিন কর্মসূচী সম্পর্কে তাঁর এক শাগরেদ কাজী আবু বকর বিন কামেল র. বলেন, তিনি সকালের খাবার খেয়ে ছোট হাতার একটি চটের জামা গায়ে ঘুমিয়ে যেতেন। ঘুম থেকে উঠে ঘরেই যোহরের নামায আদায় করে কলম ধরতেন এবং আছর পর্যন্ত কিতাব সংকলনের কাজে মশগুল থাকতেন। তারপর মসজিদে আসরের নামায পড়ে মাগরিব পর্যন্ত হাদীছের দরস দিতেন। এরপর থেকে এশা পর্যন্ত ফিকহের দরস চলত। এশার নামায আদায় করে তিনি ঘরে ফিরে যেতেন।

দিন-রাতে সবসময় তিনি নিজের, অন্যের কিংবা দ্বীনের কোন না কোন কল্যাণ কর্মে অবশ্যই মশগুল থাকতেন।

উস্তায মুহাম্মাদ কুর্দ আলী আল্লামা ইবন জারীর তাবারী র. এর জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে লিখেন[৭৭]– 'তিনি জীবনের একটি মিনিট সময় নষ্ট

৭৭. كنوز الأجداد মুহাম্মাদ কুরদ আলী পৃঃ ১২৩

www.QuranerAlo.net

করেছেন কিংবা ইফাদা ও ইস্তিফাদা তথা শিক্ষাপ্রদান বা শিক্ষাগ্রহণ ব্যতীত কাটিয়েছেন এমন কোন প্রমাণ নেই।

সে যুগের জনৈক আলিম বর্ণনা করেন যে, ইবন জারীর তাবারীর মৃত্যুর পূর্বক্ষণে আমি তাঁর কাছে ছিলাম, তখন কোন একজন জাফর ইবন মুহাম্মাদ থেকে বর্ণিত একটি দু'আ উল্লেখ করলে তিনি কাগজ-কলম আনতে বলেন এবং উঠে লেখার চেষ্টা করেন, তখন তাঁকে বলা হয়, হযরত এ মুহূর্তে ....? তিনি বললেন, 'প্রতিটি মানুষের উচিৎ মৃত্যু পর্যন্ত ইলম অর্জনে মগ্ন থাকা। সামান্যতম সুযোগ পেলেও তা হাতছাড়া না করা।

এর ঘণ্টাখানেক কিংবা আরও কম সময় পরই তিনি ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দ্বীন ও ইলমে দ্বীন এবং প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমীন।

কিতাব হল লেখকের চিরঞ্জীব সন্তান

এতক্ষণ তো আমরা ইবন জারীর তাবারীর রহ. কিতাবগুলোর উপর উড়ন্ত এক দৃষ্টি বুলালাম। কারণ এগুলোর পূর্ণসংখ্যা, নাম ও বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলেও তো কিতাবের কলেবর অনেক বেড়ে যাবে।

যাই হোক, তন্মধ্যে অনেক কিতাব আল্লাহ তা'য়ালা এখনও বাকী রেখেছেন। এখনও তৃষ্ণার্ত তালিবানে ইলম সেগুলো থেকে 'ইলম-পিপাসা' নিবারণ করে।

ঐ কিতাবগুলো তো এখনও মানুষকে লেখকের কথা, তাঁর হিম্মত ও মনোবলের কথা, মেহনত ও মোজাহাদার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ছেলে-সন্তান ও নাতি-পুতিরা তাঁর কথা স্মরণ করলে বা বর্ণনা করলেও বা তা কতদিন! বিশ বা চল্লিশ বছর! সংখ্যায় তারা যতই হোক কিছুকাল পর তো তারা হারিয়েই যাবে ধরাপৃষ্ঠ থেকে এবং মানুষের স্মৃতির পাতা থেকেও। কিন্তু তাঁর লিখিত গ্রন্থাদি তো যুগের পর যুগ ধরে, শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে বাকী থাকছে এবং তাঁর কথা মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

কেটে তো গেল হাজার বছরেরও বেশী, তবুও সেগুলো মানুষের উপকার করে চলছে। আল্লাহ চাহে তো সে সেবা অব্যাহত থাকবে যত দিন রাত-দিন বাকী থাকবে।

www.QuranerAlo.net

Contents

ইমাম ইবন জাওযী রহ. কত সুন্দর বলেছেন, كتابُ العالم ولدُه المخلَّدُ "কিতাব তো আলেমের অমর সন্তান"।[৭৮]

খতীব বাগদাদী রহ. বলেছেন, রচনা ও সংকলন স্মরণশক্তিকে দৃঢ়তা দান করে, হৃদয়কে পবিত্র করে, স্বভাবকে শাণিত করে, বর্ণনাশক্তিকে নতুনত্ব দান করে এবং দুনিয়াতে সুনাম-সুখ্যাতি ও আখেরাতে অঢেল সাওয়াব দান করে। এছাড়াও শতাব্দির পর শতাব্দি মানুষের মাঝে তাঁকে 'বাঁচিয়ে রাখে'।[৭৯]

আর তাজউদ্দীন সুবকী রহ. বলেন–

আলেমের দানশীলতা যতই বিস্তৃত হোক, বাহাস ও বিতর্কের ময়দানে তিনি যতই নিপুণ যোদ্ধা হোন এবং বাহুশক্তি ও কর্মকুশলতায় তিনি যতই দক্ষ ও অভিজ্ঞ হোন না কেন– যদিও তিনি হোন দুর্বার, দুর্দমনীয় এবং সকল অপ্রতিরোধ্যতার বিজেতা– তবুও এ সকল গুণ ও প্রতিভার ফায়দা তাঁর জীবনকাল পর্যন্তই সীমাবদ্ধ।

হ্যাঁ, তবে তিনি যদি কোন কিতাব রচনা করেন, যা তাঁর পরেও বাকী থেকে যাবে বা কোন ইলমী খেদমত রেখে যান– যা তাঁর অবর্তমানে কোন শিষ্য তাঁর পক্ষ থেকে বর্ণনা করবে কিংবা যদি কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী তাঁর মাধ্যমে সঠিক পথের দিশা পায়– যারা তাঁর পর হেদায়াতের উপর চলবে– তবে তার এ জাতীয় কর্মের ফায়দা জীবনের খাতা গুটিয়ে নেয়ার পরও বাকী থাকে।

তাই কসম করে বলা যায়, রচনা ও সংকলন-কর্মই মর্যাদার বিবেচনায় সর্বোত্তম। কেননা তা-ই সবচে' দীর্ঘস্থায়ী এবং তার উপকারিতাই সবচে' বিস্তৃত হয়ে থাকে। তাই আমাদের জীবনকাল– বিশেষত অবসরের প্রতিটি ক্ষণ ও মুহূর্তে রচনা ও সংকলনকর্মে কলমকে সচল রাখা উচিৎ।[৮০]

---

৭৮. صيد الخاطر পৃ. ২০

৭৯. ইবন জামা'আ রচিত تذكرة السامع والمتكلم পৃ. ৩০

৮০. সাখাভী (রহ.) রচিত فتح المغيث খ. ৩, পৃষ্ঠা : ৩১৯-৩২০।

www.QuranerAlo.net

হাদীস শুনতে শুনতে মৃত্যু হল যাঁর

ইবন মুফলিহ হাম্বলী রহ. الآداب الشرعية গ্রন্থে[৮১] লিখেন, হাফেয ইবন তাহের মাকদাসী রহ. বলেন, হিরাতে অবস্থানকালে আমার কিছু সাথীকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, আবু মুহাম্মাদ আবদুর রহমান ইবন আবু শুরাইহ আনসারী বলেন, আবুল কাশেম আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ, যিনি বংশ-সূত্রে বাগাবী, তবে জন্ম ও মৃত্যু সূত্রে বাগদাদী (জন্ম ২১৪, মৃত্যু ৩১৭ হিজরী) তিনি ছিলেন অনেক বড় আলেম। দূর-দূরান্ত থেকে তালিবে ইলমগণ তাঁর সান্নিধ্যে আসতো। আমি অধমও তাঁর থেকে হাদীসের দরস নিতাম। একদিন আমি তাঁকে হাদীস পড়ে শুনাচ্ছিলাম। আর তিনি দু'হাঁটুর মাঝে মাথা রেখে বসেছিলেন। হঠাৎ তিনি মাথা তুলে বললেন, আমার মৃত্যু হয়ে গেলে তো লোকে বলবে : বাগাবী মৃত্যুবরণ করেছে। এমন বলবে না যে, ইলমের এক পাহাড়ের মৃত্যু ঘটেছে। এ কথা বলে আবার তিনি দু'হাঁটুর মাঝে মাথা রেখে হেলান দিয়ে বসলেন। হাদীসের একটি জুয বা অংশ শোনানো শেষ করে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম– হযরত! কতটি হাদীস শোনানো হল? তাঁর পক্ষ থেকে কোনো জওয়াব এল না। তখন তাকে ছুঁয়ে দেখতেই বুঝতে পারলাম, তিনি দুনিয়া ত্যাগ করেছেন। (আল্লাহ তাঁর প্রতি দয়া করুন, আমীন)

চলার পথেও পড়তেন যিনি

আবু বকর ইবনুল খাইয়্যাত র. ছিলেন আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্রের ইমাম (মৃত্যু ৩২০ হিজরী)। তাঁর অধ্যয়নাসক্তি এত প্রবল ছিল যে, এক মুহূর্তও মুতালা'আ ছাড়া তিনি থাকতে পারতেন না। এমনকি পথ চলার সময়ও তিনি পড়তে থাকতেন। অনেক সময়ই এমন হয়েছে যে, তিনি এ কারণে পথের গর্তে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেছেন। আবার কখনও বা কোন বাহন জন্তুর সাথে ধাক্কা খেয়ে আহত হয়েছেন[৮২]।

---

৮১. খ. ৩, পৃ. ৪৭৫।

৮২. الحث على طلب العلم والاجتهاد في جمعه আবু হেলাল আসকারী, পৃ: ৭৭।

www.QuranerAlo.net

সর্বদাই যাঁর হাতে থাকত কিতাব

ترتيب المدارك গ্রন্থে[৮৩] কাযী ইয়ায রহ. আহমদ ইবন আবদুল্লাহ কায়রাওয়ানী রহ. (২৫০-৩৩৩ হিজরী) সম্পর্কে লিখেন– ইলমের প্রতি তিনি ছিলেন সীমাহীন আগ্রহী ও অধ্যবসায়ী। বরং বলা যায়, অধ্যয়ন ও গবেষণায় তিনি ছিলেন এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত। কখনও তাঁর হাত কিতাবশূন্য দেখা যেত না, এমন কি খাওয়ার সময়েও না।

একাধারে মন্ত্রী, বিচারক, লেখক ও শিক্ষক

আবুল ফযল মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আহমদ মারওয়াযী র. ছিলেন একাধারে মন্ত্রী ও বিচারক এবং তৎকালীন হানাফী মাযহাবের ইমাম। ৩৩৪ হিজরীতে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। এরপর থেকেই তিনি 'শহীদ শাসক' হিসেবে পরিচিত।

তাঁর সম্পর্কে (الأنساب) "আল আনসাব" প্রণেতা উল্লেখ করেন[৮৪], 'তাঁর পুত্র আবু আবদুল্লাহ বলেন, আমি আমার পিতাকে দেখেছি, তিনি প্রতি সোম ও বুধবারে রোযা রাখতেন, আর সফরে থাকুন কিংবা নিজ গৃহে, কখনোই তাহাজ্জুদ তরক করতেন না। তাঁর সামনে সবসময় কিতাব ও খাতা-কলম প্রস্তুত থাকত। রাজকার্জ ও বিচার কার্জ নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করেই তিনি তাছনীফের কাজে লেগে যেতেন।

সাক্ষাতপ্রার্থীদের মধ্যে যাদেরকে অনুমতি দেয়া ছাড়া কোন উপায় থাকত না শুধু তাদেরকেই সাক্ষাৎ দিতেন। এই কাজ নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করেই তিনি লেখার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। তখন সাক্ষাতপ্রার্থীরা প্রস্থান করতো।

একবার আবুল আব্বাস বিন হাম্মোয়াহ তাঁর ব্যাপারে অভিযোগ করে বলেন, আমরা তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য যাই অথচ তিনি আমাদের সাথে কথাই বলেন না; হাতে কলম ধরে রাখেন এবং সব মনোযোগ তাতেই নিবিষ্ট রাখেন, আমাদের দিকে চোখ তুলেও তাকান না।

---

৮৩. ৬ : ২৭৩।

৮৪. الأنساب সাম'আনী, খ : ৭ পৃ: ৪২৫ (দামেস্কী ছাপায়), খ: ৮, পৃ: ১৮৯ (ভারতীয় ছাপায়)

www.QuranerAlo.net

“মুসতাদরাক” প্রণেতা হাকিম আবু আবদুল্লাহ বলেন, আমি একবার শুক্রবার রাতে হাকিম আবুল ফযলের ‘ইমলা’র মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। তখন প্রাদেশিক প্রশাসক আবু আলী বিন আবু বকর এলেন এবং হাকিম সাহেবের সাক্ষাতপ্রার্থী হয়ে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। অথচ তিনি স্বস্থান থেকে একটুও নড়লেন না। দীর্ঘক্ষণ পর তাকে বললেন, আমীর সাহেব! আজ ফিরে যান; আপনার সাথে সময় দেয়ার মত আজ আমার সুযোগ নেই। এই বলে ছাপড়া ঘরের দরজা থেকেই সেই প্রশাসককে ফিরিয়ে দেন।

রাতভর ইলমে মশগুল যিনি

প্রখ্যাত গবেষক আলেম শায়খ কাসেম আলী সা'দ রহ. جمهرة تراجم السادة الفقهاء المالكية গ্রন্থে[৮৫] দুনিয়াবিমুখ খোদাভীরু ইমাম ইবরাহীম ইবন আহমদ ইবন আলী ইবন ছালেম রহ.– যিনি আবু ইসহাক বাকরী নামে পরিচিত (জন্ম ২৭৯, মৃত্যু ৩৬৯ হিজরী) তাঁর জীবনীতে উল্লেখ করেন– “আবুল কাসেম লাবিদী বলেন, কিতাবের রচনা, বর্ণনা ও সম্পাদনায় তিনি ছিলেন অতি সুন্দর ধারার অধিকারী। আর ছিলেন প্রখর ধী-শক্তির অধিকারী; একবার কোনো কিছু মুখস্থ করলে তা সাধারণত ভুলতেন না।

ফিকহ শাস্ত্রে তিনি সুদীর্ঘ অধ্যয়ন করেছেন এবং নিজ হাতে বহু কিতাব রচনা করেছেন। আলেমগণের মতানৈক্যের ব্যাপারে তাঁর ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী জ্ঞান। তাছাড়া স্বপ্নের ব্যাখ্যায়ও তাঁর যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। কিন্তু সাধারণত তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতেন না। তাছাড়া ভাষা শাস্ত্র ও আরবী সাহিত্যেও তাঁর হাত ছিল। আর কোরআনের তেলাওয়াত ও তাফসীরেও (তথা এরাব ও নাছেখ-মানসুখ সংক্রান্ত জ্ঞানে) তিনি ছিলেন বড় মাপের ব্যক্তিত্ব।

রাতভর তিনি ইলমে মশগুল থাকতেন। এটা ছিল তাঁর নিয়মিত আমল। শুধু মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে অতি দুর্বলতায় এর ব্যত্যয় ঘটেছিল। জীবনের শেষভাগে যখন তাঁর দৃষ্টিশক্তি কমে এল, রাতে অধ্যয়ন প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ল তখন ছেলে আবু তাহেরকে দিয়ে পড়াতেন আর শুনতেন।

৮৫. ১ : ১৪৮।

www.QuranerAlo.net

শত তাফসীর ও শত ইতিহাসগ্রন্থ প্রণেতা

জ্ঞানবিদ ইবনুল ফুরাত রহ.- যাঁর পুরা নাম হল- আবুল হাসান মুহাম্মাদ ইবন আব্বাস ইবন আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবনুল ফুরাত বাগদাদী রহ. (জন্ম ৩১৯, মৃত্যু ৩৮৪ হিজরী) এর জীবনী আলোচনা করতঃ খতীব বাগদাদী রহ. تاريخ بغداد গ্রন্থে[৮৬] আর হাফেয যাহাবী রহ. تذكرة الحفاظ গ্রন্থে[৮৭] লিখেন- তিনি অসংখ্য হাদীস শুনেছেন এবং বর্ণনা করেছেন। আর তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য হাদীস বর্ণনাকারী। তাছাড়া তিনি কিতাব রচনাও করতেন প্রচুর পরিমাণে। যত হাদীস ও যত কিতাব তিনি সংগ্রহ করেছিলেন তাঁর যুগে এমনটা আর কেউ পারেনি।

খতীব বাগদাদী রহ. বলেন, আমি শুনেছি যে, শুধু আলী ইবন মুহাম্মাদ মিছরী রহ. এরই হাজার জুয[৮৮] ছিল তাঁর কাছে। এছাড়াও তিনি শত তাফসীর ও শত ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেছেন।

আযহারী রহ. বর্ণনা করেন, তিনি আঠারোটি সিন্ধুক পূর্ণ কিতাব রেখে গেছেন, যার অধিকাংশই তাঁর স্বহস্তে লিখিত। আর এ হিসাবটাও- তাঁর যে সকল কিতাব খোয়া গেছে- সেগুলোর হিসেব ছাড়াই।

৩৩৬ হিজরী থেকে, তথা ১৭/১৮ বছর বয়স থেকেই তিনি হাদীস রচনা শুরু করেন, যা মৃত্যু অবধি অব্যাহত ছিল।

লেখার জন্য দিনে তাঁর কোনো সময় ছিল না। প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একনাগারে শায়খগণের দরছে পাঠগ্রহণ করতেন।

শায়খ থেকে শ্রুতিলিপি করতঃ মূলের সাথে তা মিলিয়ে নেয়া ও সংশোধন করার পর তিনি তা ঘরে নিয়ে আসতেন। তখন তাঁর এক বাঁদী তাঁর লেখাকে আবার মূলের সাথে মিলিয়ে নিতো। ফলে শায়খের সামনে পাঠ করার সময় তাঁকে পুনরায় সেগুলোর পরিবর্তন ও পরিমার্জনের প্রয়োজন হতো না।

শুদ্ধ অনুলিখন ও পরিচ্ছন্ন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তাঁর লিখিত গ্রন্থ দলীল-যোগ্য ছিল। পরবর্তীতে মৃত্যু অবধি এ গ্রন্থ থেকেই তিনি পাঠদান করে চলেন।[৮৯]

---

৮৬. খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১২২

৮৭. খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১০১৫

৮৮. ১ জুয হল বর্তমানকালে মধ্য আকৃতির ৩০ পৃষ্ঠার সমান।

৮৯. বর্তমান কালের অনেক লেখক- যাদের হিম্মত ও মনোবল অতি দুর্বল, কর্মস্পৃহাও অতি ক্ষীণ, তবে অন্যের ব্যাপারে মন্তব্যে তারা অতি পারদর্শী।

www.QuranerAlo.net

সাতশ' দিরহামের কালি

সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ ইবন শাহীনের (২৯৭-৩৮৫ হিজরী) জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে হাফেয যাহাবী র. বলেন, "...... তাঁর পুরা নাম হল, আবু হাফস উমর ইবন আহমদ ইবন উসমান বাগদাদী। তাকে محدّث العراق (তথা ইরাকের মুহাদ্দিছ) বলা হত। তবে তিনি 'ইবন শাহীন' নামেই অধিক পরিচিত ছিলেন। প্রায় লক্ষাধিক হাদীছ তাঁর মুখস্থ ছিল এবং নির্ভরযোগ্য সূত্রে সেগুলো রিওয়ায়েতও করেন। তাছাড়া রচনা সংকলনের জগতেও তিনি বিশাল খেদমত আঞ্জাম দেন।

তাঁর এক শাগরেদ– আবুল হুসাইন বিন মুহতাদী বিল্লাহ বলেন, ইবন শাহীন আমাদেরকে বলেছেন, আমি প্রায় ৩৩০টি গ্রন্থ রচনা করেছি। তার মাঝে রয়েছে التفسير الكبير যার কলেবর প্রায় ত্রিশ হাজার পৃষ্ঠা। المسند প্রায় চল্লিশ হাজার পৃষ্ঠা। التاريخ প্রায় সাড়ে চার হাজার পৃষ্ঠা এবং الزهد প্রায় তিন হাজার পৃষ্ঠা[৯০]।

মুহাম্মাদ বিন উমর দাউদী বলেন, আমি ইবন শাহীনকে বলতে শুনেছি, 'এ পর্যন্ত আমি যে পরিমাণ কলমের কালি ব্যয় করেছি, হিসাব করে দেখলাম তার মূল্য প্রায় সাতশ' দিরহাম।'

তাইতো তাঁর সম্পর্কে ইবন আবিল ফাওয়ারিছ র. বলেন, আল্লামা ইবন শাহীন যে পরিমাণ কিতাব রচনা করেছেন আর কেউ তা করতে পারেনি।

কখনো কখনো তারা 'আস্পর্ধা' দেখিয়ে বলেন বা নিজেদের গ্রন্থাদিতে লিখেন, 'পূর্ববর্তী মনীষীগণের জীবনীতে তাদের কিতাব সম্পর্কে যা লিখা হয় তা অতিরঞ্জন ও অতিশয়োক্তি থেকে মুক্ত নয়।' আসলে তারা এমন মন্তব্য হয়ত এ কারণে করেন যে, তারা নিজেদের বর্তমান অবস্থা দিয়ে পূর্ববর্তীগণের অবস্থা বিচার করেন, তখন তারা কোনো মিল খুঁজে পান না। ফলে তারা স্বচ্ছন্দ্যে এ মন্তব্যের ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেন, আমরা 'এত চেষ্টা' করেও যখন পারিনি, তারাও পারার কথা নয়।

শুধু এসব কাল্পনিক চিন্তায়ই তারা ঐ সকল বর্ণনায় সন্দেহ পোষণ করেন এবং বড়দের কর্মযজ্ঞকে ছোট করে দেখতে থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর সপক্ষে তাদের কোনো দলীল-প্রমাণ নেই।

৯০ تذكرة الحفاظ হাফেয যাহাবী, খ: ৩, পৃ : ৯৮৭

www.QuranerAlo.net

ব্যক্তির নাম 'মুযাকারা'

আল্লামা মুনযির মারওয়ানী র. এর উপাধি হয়ে গিয়েছিল : المذاكرة (অর্থাৎ, পর্যালোচনা)। কারণ যখনই কোন আলেমের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হত তখনই তিনি আরবী ভাষা ও ব্যাকরণ নিয়ে খুঁটিনাটি আলোচনা-পর্যালোচনা শুরু করে দিতেন।

এ ব্যাপারে হাফেয ইবন হাজার র. তাঁর نزهة الألباب في الألقاب গ্রন্থে[৯১] উল্লেখ করেন, "মুনযির বিন আবদুর রহমান বিন মুআবিয়া র. এর উপাধি ছিল : المذاكرة । তিনি ছিলেন আন্দালুসের অধিবাসী এবং ইলমে নাহু ও ইলমুল লুগাত তথা আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্র ও ভাষাতত্ত্বের একজন ইমাম ও পথিকৃৎ। যখনই কোন বন্ধু বা কোন আলেমের সাথে তাঁর দেখা হত তিনি তাকে বলতেন, 'আপনার কি সুযোগ আছে, আমি আপনার সাথে ভাষাতত্ত্বের এই বিষয়টি বা এই অধ্যায়টি নিয়ে মুযাকারা করতে চাই।' এভাবে কিছুদিন যেতে না যেতেই তাঁর উপাধিই হয়ে যায় 'মুযাকারা। তাঁর মৃত্যু হয় ৩৯৩ হিজরীতে।

ঈদের দিনও অধ্যয়ন থাকত অব্যাহত

কাযী ইয়ায রহ. ترتيب المدارك গ্রন্থে[৯২] আবু উমর আহমদ ইবন আবদুল মালেক ইসবীলী[৯৩] রহ. (জন্ম : ৩২৪, মৃত্যু : ৪০১ হিজরী)– যিনি ইবনুল মাকভী কুরতুবী নামে খ্যাত–তাঁর জীবনীতে লিখেন– "গোটা জীবনকাল এবং জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর ভাললাগার বিষয় ছিল অধ্যয়ন ও গবেষণা। দিন বল বা রাত, নেশা ছিল তাঁর একটিই। এতেই নিহিত ছিল তাঁর সকল তৃপ্তি ও পরিতৃপ্তি।

তিনি কাপড়ের ব্যবসা করতেন। কিন্তু সেখানেও ক্রয়-বিক্রয়ের মাঝেই চলত তাঁর মুতালাআ'।

এক বন্ধু ঈদের দিন তাঁর সাক্ষাতে গিয়েছিলেন। তিনি আন্দাজ করতে পারলেন যে, ইবনুল মাকভী ঘরেই আছেন, তবে ঘরের দরজা ছিল খোলা।

---

৯১. ২ : ১৬৫।

৯২. ২ : ৬৩৬ (বায়রুতের ছাপায়) ৭ : ১২৪ (মাগরিবের ছাপায়)।

৯৩. সেভিলের বা কর্ডোভার বাসিন্দা।

www.QuranerAlo.net

তখন তিনি বসে তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। দীর্ঘ সময় কেটে যাওয়ার পরও ইবনুল মাকভী আসছেন না দেখে তাগাদা দিয়ে সংবাদ পাঠালেন। কিছুক্ষণ পর একটি কিতাব দেখতে দেখতে তিনি বেরিয়ে এলেন। কিতাবে মগ্ন থাকার কারণে তিনি বুঝতেই পারেন নি যে, তার বন্ধু এসেছে। সম্বিৎ ফিরেছে তাঁর বন্ধুর সাথে ধাক্কা খাওয়ার পর। তারপর তিনি বন্ধুকে সালাম-কালাম করলেন এবং ওযর পেশ করে বললেন, একটি জটিল মাসআলার সমাধানে আমি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। আর আল্লাহ এটির সমাধান মিলিয়ে দেয়া পর্যন্ত তা ছেড়ে উঠাও আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

তখন বন্ধু বললেন–এই ঈদের দিনেও...! যেদিন বিশ্রাম ও আনন্দ করাও সুন্নত!! ইবনুল মাকভী উত্তরে বললেন, আত্মা যখন উন্নত হয়, জ্ঞান-গবেষণার মাঝেই সে তৃপ্তি খুঁজে পায়, তাতেই নিমগ্ন ও নিবেদিত হতে চায়। আল্লাহর শপথ, পড়ালেখা ও গবেষণা ছাড়া আর কোনো কিছুতে আমার কোনো স্বাদ নেই, কোনো তৃপ্তি নেই।

ইবন আফীফ রহ. বলেন– সময়ের মূল্যায়ন ও লেখাপড়ায় অত্যাগ্রহের ফল এই হয়েছিল যে, গোটা স্পেনে তিনি ইলমের 'পুরোধা' হয়ে গিয়েছিলেন। এমনকি য়াহয়া ইবন য়াহয়া লাইছী রহ.-এর মতো ব্যক্তিত্বও ইলম অর্জনে তাঁর দ্বারস্থ হতেন। তাছাড়া স্পেনে প্রধান ফিকহবিদও হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। তাঁর মতানুসারেই বিধি-বিধান বাস্তবায়িত হতো। আর তাঁর সুনাম-সুখ্যাতিও ছড়িয়ে পড়েছিল স্পেনের সীমানা ছেড়ে বহু দূর।

ইবনুল বাগদাদীর ইলমপ্রীতি

খতীব বাগদাদী রহ. এর تاريخ بغداد গ্রন্থে[৯৪] মুহাদ্দিস হুসাইন ইবন আহমদ ইবন জাফর রহ. (মৃত্যু : ৪০৪ হিজরী) যিনি ইবনুল বাগদাদী নামে পরিচিত– তাঁর জীবনীতে লেখা হয়েছে যে, "তিনি ছিলেন অতি ধর্মপরায়ণ, ইবাদাতগুযার, খোদাভীরু ও পরহেযগার। আমার কতক উসতাযকে বলতে শুনেছি, ইবনুল বাগদাদী আমাদেরকে দরস দিতে আসতেন। তখন প্রায়ই দেখতাম তাঁর মাথায় বা কপালে কাটা বা ক্ষত চিহ্ন। কারণ জানতে চাইলে তিনি বলতেন, ঘুমের খুব বেশী চাপ সৃষ্টি না হলে তিনি ঘুমান না। তাই

৯৪. ৮ : ১৫

www.QuranerAlo.net

প্রায়ই এমন হয় যে, তাঁর সামনে দোয়াত বা কোনো পাত্র কিংবা অন্য কোনো জিনিস রাখা আছে আর ঘুমের তীব্র চাপে যা সামনে আছে তার উপরই পড়ে গেছেন তিনি, ফলে...।

মৃত্যুর মুখেও ইলমের বিস্তার

সাহিত্যিক, ফিকহবিদ আল্লামা আবু তাহের মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন মাহমিশ নিশাপুরী রহ. (জন্ম : ৩২৭, মৃত্যু : ৪১০ হিজরী) যিনি ছিলেন খুরাসান ও নিশাপুরের ফিকহ, হাদীস ও আরবী সাহিত্যের পুরোধা– তাঁর জীবনী আলোচনা করতঃ হাফেয ইবন সালাহ أدب المفتي والمستفتي গ্রন্থে[৯৫], ইমাম যাহাবী سير أعلام النبلاء গ্রন্থে[৯৬], এবং তাজুদ্দীন সুবকী طبقات الشافعية الكبرى গ্রন্থে[৯৭] লিখেন–

"তিনি ছিলেন মাযহাবের ইমাম। আরবী সাহিত্য ও 'ইলমুশ শুরুতে' তাঁর ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। আর হাদীস ও ফিকাহ শাস্ত্রেও তিনি ছিলেন ইমামতুল্য ব্যক্তিত্ব।

যদি তাঁর জীবিকা উপার্জনের ব্যস্ততা না থাকত, অর্থাৎ জীবিকার প্রয়োজনে অর্থের বিনিময়ে অনুলিপি কর্মে তিনি বাধ্য না হতেন তবে সে যুগে কেউ তাঁরচে' আগে বেড়ে যেতো না।

ইবনুস সালাহের বর্ণনায় রয়েছে, তাঁর ব্যাপারে আমি সবচেয়ে আশ্চর্যের যে বিষয়টি পেয়েছি তা হল, আবু আছেম আব্বাদী বর্ণনা করেন যে, উসতায আবু তাহের– যিনি ইমাম যিয়াদী নামে খ্যাত, তিনি যখন মুমূর্ষু অবস্থায়, মৃত্যু লক্ষণ যখন তাঁর মাঝে স্পষ্ট পরিলক্ষিত, আমি তখন তাঁর কাছে ছিলাম।

তখন তাঁর কাছে ضِمَانُ الدَرَكِ[৯৮] সম্পর্কে জানতে চাওয়া হল। এহেন

---

৯৫. পৃষ্ঠা : ১১৩ (প্রকাশকাল : ১৪০৭ হিজরী)

৯৬. খণ্ড : ১৭, পৃষ্ঠা : ২৭৬।

৯৭. খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২০০।

৯৮. تاج العروس في القاموس গ্রন্থে (খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ১২৭) دَرَكٌ শব্দটির ব্যাখ্যায় লেখা হয়েছে, শব্দটির মাঝের হরফে যবর বা জযম দিয়ে লেখা হয়। অর্থ হল– দণ্ড, দায়, ফল। ব্যবহার– ما لحقك من درك فعلي خلاصه (তোমার উপর যে দণ্ড এসেছে তা আমার দায়িত্বে।)

www.QuranerAlo.net

Contents

পরিস্থিতিতেও তিনি স্পষ্ট উত্তর দিলেন–যদি মূল্য কবজ করে থাকে তবে শুদ্ধ হবে, অন্যথায় নয়।[৯৯] কেননা, মূল্য গ্রহণের পরই তো তার উপর দায় বর্তাবে।[১০০]

হাদীছ শ্রবণ হত যাঁর আত্মা ও দেহের খোরাক

হাফেয[১০১] আহমদ ইবন আবদুল্লাহ, যার উপনাম ছিল আবু নু'আইম ইস্পাহানী। একই সাথে তিনি ছিলেন, হাদীছ বিশারদ, ইতিহাসবেত্তা ও

সায়্যিদ শরীফ জুরজানীর كتاب التعريفات গ্রন্থে (পৃষ্ঠা : ১৪৩) লেখা হয়েছে, ضمان الدرك هو ردُّ الثمن للمشترى عند استحقاق المبيع بأن يقول : تكفَّلْتُ بما يُدركك فى هذا البيع অর্থ : ضمانُ الدرك হল বিক্রিত পণ্যের দাবিদার বের হলে (বিক্রেতা কর্তৃক) ক্রেতার মূল্য ফেরতের ভার বহন করা। অর্থাৎ বিক্রেতা বলবে, এই চুক্তিতে আপনার যে ক্ষতি হয়েছে এর দায়ভার আমি নিলাম।

আর رد المحتار على الدر المختار গ্রন্থে (খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২৬৪) কিতাবুল কাফালায় শব্দটির পরিচয় দেয়া হয়েছে প্রায় একই ভাবে। هو الرجوع بالثمن عند استحقاق المبيع (অর্থাৎ পণ্যের দাবিদার পওয়া গেলে মূল্য ফিরিয়ে নেয়া।)

৯৯. এই উত্তরের ব্যাখ্যা হল– বিক্রেতা যদি ক্রেতা থেকে মূল্য গ্রহণ করে থাকে এবং কোনো ক্ষতি হলে তা পূরণের অঙ্গিকার করে তখনই তার দণ্ড আদায় সহীহ হবে, অন্যথায় নয়। কারণ মূল্য গ্রহণ করলেই তো অন্যের সম্পদে অন্যায় হস্তক্ষেপের দায় তার উপর আরোপিত হবে।

১০০. তাজুদ্দীন সুবকী রহ. বলেন, ইবনুছ ছালাহের এ ঘটনা বর্ণনা দ্বারা উদ্দেশ্য হল, মৃত্যুকালেও ফিকহের মাসআলার ক্ষেত্রে মস্তিষ্ক সক্রিয় থাকার প্রতি আশ্চর্য প্রকাশ করা। এজন্যই তো তিনি বলেন, এটা আমার দেখা এক আশ্চর্যতম ঘটনা।

তাছাড়া ইবনুছ ছালাহ এই ঘটনাটি তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন পূর্বোক্ত বক্তব্যের ব্যতিক্রমী উদাহরণ পেশ করার জন্য। বক্তব্যটি হল, "...অষ্টম বিষয়, এমন সকল অবস্থায় মুফতীর জন্য ফতোয়া প্রদান উচিৎ নয় যে সকল অবস্থায় মন-মস্তিষ্ক স্বাভাবিক থাকে না। যেমন প্রচণ্ড ক্রোধ বা ক্ষুধা-পিপাসার সময়, অতি খুশী-আনন্দ বা দুঃখ-বেদনার সময় কিংবা ঘুম, অসুস্থতা, বিরক্তি অথবা তীব্র শীত-গরম বা প্রস্রাব-পায়খানার বেগের সময়।

প্রত্যেকেই তো নিজের ব্যাপারে অবগত থাকেন। সুতরাং যখন তিনি নিজেকে অন্যমনস্ক দেখতে পান তখন ফতোয়া প্রদান থেকে বিরত থাকবেন।

হ্যাঁ, যদি তিনি এ অবস্থায়ও ফতোয়া প্রদান করেন এবং মনে করেন এ সকল বিষয় তার যথার্থ সিদ্ধান্তে বাধা হবে না তবে তার ফতোয়া সঠিক বলেই বিবেচিত হবে। এক্ষেত্রে আমার দেখা আশ্চর্য ঘটনা হল...।

১০১. হাদীছ শাস্ত্রের হাফেয বলা হয় যার লক্ষাধিক হাদীছ মুখস্থ আছে তাকে।

www.QuranerAlo.net

সুফী সাধক। তাঁর জন্ম ৩৩৬ ও মৃত্যু ৪৩০ হিজরীতে। হাফেয যাহাবী تذكرة الحفاظ গ্রন্থে[১০২] তাঁর জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে লিখেন, "আহমদ ইবন মারদুওয়াইহে বলেন, আবু নু'আইমের যুগে লোকজন হাদীছ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তাঁর কাছে সফর করে আসত। সে কালে তিনি ছিলেন সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য হাদীছ বর্ণনাকারী এবং সবচে' বড় হাফেযে হাদীছ। তাই তাঁর দরবারে মুহাদ্দিছদের ভীড় লেগে থাকত। প্রতিদিন তাদের একজনের পালা থাকত; ফযরের পর তিনি তার থেকে হাদীছ শুনতেন এবং নতুন কিছু শেখাতেন ও লেখাতেন। এভাবে চলত যোহর পর্যন্ত। তারপর দারসি মজলিস ত্যাগ করে নিজ ঘরের দিকে পা বাড়াতেন। কখনও কখনও সময় স্বল্পতার কারণে চলার পথেও তাঁকে হাদীছ শুনানো হত। কিন্তু এতে তিনি একটুও বিরক্তিবোধ করতেন না। এ দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাঁর কোন খাবার গ্রহণের সুযোগ হত না। তখন হাদীছ শ্রবণ ও সংকলনই হত তাঁর আত্মা ও দেহের খোরাক।

মৃত্যুর পূর্বেও মাসআলা আলোচনা

মুহাম্মাদ ইবন আহমদ খুয়ারিযমী র. ছিলেন একজন অসাধারণ জ্যোতির্বিদ ও গণিতবিদ এবং সুযোগ্য ভাষাবিদ, সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক। তদুপরি তিনি ছিলেন বিপুল জ্ঞানের অধিকারী এক মহান ব্যক্তিত্ব। তাঁর জন্ম ৩৬২ ও মৃত্যু ৪৪০ হিজরীতে। লোকজন তাঁকে 'আবু রায়হান বিরুনী' নামে চিনত।

এই মহাপুরুষের জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে ইয়াকুত হামাভী তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'মু'জামুল উদাবা'য়[১০৩] লিখেন, 'ভোগ বিলাসের মাঝে জীবন অতিবাহিত করার সকল উপায়-উপকরণ ও সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও সে পথ অবলম্বন না করে তিনি জ্ঞান অন্বেষণ ও গ্রন্থ সংকলনে নিবেদিত ছিলেন। বিভিন্ন শাস্ত্রে তিনি অনেক অভিনব বিষয়ের উদ্ভাবন করেন এবং বহু প্রাচীন গ্রন্থের সূক্ষ্ম ও জটিল, অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য বিষয় প্রাঞ্জল ও স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করেন। সর্বদা তাঁর হাত থাকত কলমে আর চোখ থাকত কিতাবের পাতায় নিবিষ্ট আর হৃদয় থাকত জ্ঞান-চিন্তায় নিমগ্ন। সারা বছরে শুধু ঈদ এবং উৎসবের কয়েকটা দিন তিনি অন্য কাজে কাটাতেন, জীবন

১০২. খ: ৩, পৃ: ১০৯৪
১০৩ খণ্ড : ১৭, পৃষ্ঠা : ১৮১-১৮২।

www.QuranerAlo.net

ধারণের সামান্যতম উপকরণ সংগ্রহে ব্যয় করতেন। আর সারা বছর নিয়োজিত থাকতেন জ্ঞান ভাণ্ডারের বন্ধ দ্বার উন্মোচন ও অস্পষ্টতার আবরণ অপসারণে।

বিশিষ্ট ফকীহ্ আবু হাসান আলী বিন ঈসা বলেন, যখন আমি আল্লামা আবু রায়হানের সাক্ষাতে গেলাম, তখন তিনি মৃত্যু-শয্যায়। তাঁর মাঝে মৃত্যুপূর্ব লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছিল। অনেক কষ্টে তিনি কথা বলছিলেন। সে মুহূর্তে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, মিরাছের ক্ষেত্রে "الجدات الفاسدة" এর অংশ যেন কী বলেছিলে?

তাঁর অবস্থা বিবেচনা করে আমি বললাম– হযরত এই অবস্থায় ....! তখন তিনি আমাকে বললেন, বল দেখি, কোন অবস্থা আমার জন্য ভাল– দুনিয়া থেকে বিদায়ের পূর্বে এই মাসআলা জেনে নেয়া, নাকি এ ব্যাপারে অজ্ঞ অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়া?

তখন আমি লা-জওয়াব হয়ে গেলাম এবং তাঁর সামনে বিষয়টির পুনরাবৃত্তি করলাম। তখন তিনি তা আত্মস্থ করে নিলেন। আর যে সব বিষয়ে তিনি আমাকে কথা দিয়েছিলেন সেগুলো আমাকে শেখাতে লাগলেন। অবশেষে ভাবলাম, আমি যতক্ষণ তাঁর কাছে থাকব তিনি এসব আলোচনা করতেই থাকবেন আর তাঁর কষ্টও বাড়তেই থাকবে। তাই আমি তাঁর কাছ থেকে উঠে এলাম, কিন্তু দরজা পেরিয়ে রাস্তায় পা রাখতেই ঘর থেকে সমস্বরে কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলাম। (অর্থাৎ তিনি ইন্তিকাল করলেন।)

এই বিচক্ষণ ও প্রতিভাবান ব্যক্তি একাধারে আরবি, সুরয়ানি, সংস্কৃত, ফার্সি এবং হিন্দি এই পাঁচটি ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। আর জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, গণিত, সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে শতাধিক গ্রন্থ সংকলন করেছেন।

সুপ্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ 'জর্জ স্যারতুন' তাঁর সম্পর্কে বলেন– তিনি হলেন "ইসলামের এক মহান ব্যক্তিত্ব এবং বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী-গুণীদের অন্যতম। তাঁর ব্যাপারে আরেক প্রাচ্যবিদ 'কার্ল সাখাও' মন্তব্য করেছেন "ইতিহাসের অন্যতম জ্ঞানী ব্যক্তিরূপে তিনি স্বীকৃত। [১০৪]

---

১০৪. এই মনীষী সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে পড়ুন– হাফেয তাওকানের গ্রন্থ–

تراث العرب العلمي في الفلك والرياضيات

www.QuranerAlo.net

সময়ের ব্যাপারে আত্মজিজ্ঞাসা

তাজুদ্দীন সুবকী রচিত طبقات الشافعية الوسطى নামক গ্রন্থে[১০৫] শাফেয়ী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম সুলাইম রাযী র. (মৃত্যু ৪৪৭ হিজরী) এর জীবনীতে উল্লিখিত আছে, জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে তিনি তাকওয়া ও পরহেযগারীর পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতেন। আর তা হল, সব সময় তিনি নিজেকে সময়ের ব্যাপারে আত্মজিজ্ঞাসার সম্মুখীন করতেন; যেন তার একটি মুহূর্তও অপচয় না হয়। সারাদিন তিনি হয়ত অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা অথবা কলম চালনায় ব্যস্ত থাকতেন।

হাফেয ইবন আসাকির তাঁর সম্পর্কে تبيين كذب المفترى গ্রন্থে লিখেন "আমাদের এক উস্তায, আবুল ফারাজ আসফারায়ীনী বলেছেন, একবার সুলায়ম রাযী কিছুক্ষণের জন্য আমার কাছে আসেন এবং অল্পক্ষণ অবস্থান করেই ফিরে যান। পরবর্তীতে তিনি বলেন, আমি এই আসা-যাওয়ার পথেই কিতাবের একটি বড় অংশ পড়ে ফেলেছি।

আবুল ফারাজ আরও বলেন, মুআম্মিল বিন হাসান র. নিজ চোখে দেখা একটি ঘটনা আমাদের কাছে বর্ণনা করেন– "লেখার মাঝে একবার আল্লামা সুলাইমের কলম ভেঙে যায়। তখন তিনি কলমের মাথা চাঁছতে লাগলেন। যতক্ষণ তিনি এই কাজে ব্যস্ত ছিলেন ততক্ষণ তার ঠোঁট নড়ছিল। অর্থাৎ কলম ঠিক করার সময়টুকুও যেন অপচয় না হয়- এই সচেতন-চিন্তাই তাঁকে তখন যিকিরে মশগুল রেখেছে।

তাঁর সবসময়ই চিন্তা থাকত, একটি মুহূর্তও যেন অবসর বা ফায়দাহীন কাজে ব্যয় না হয়। আল্লাহ্ তাঁকে এই মহামূল্যবান সম্পদ-সময় সম্পর্কে কতই না সচেতনতা ও দূরদর্শিতা দান করেছিলেন!

১০৫. পৃ. ২৬৩।

www.QuranerAlo.net

Contents

চলাফেরায়ও কিতাব মুতালাআ’

হাফেয যাহাবী রহ. تذكرة الحفاظ গ্রন্থে[১০৬] বাগদাদের সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ইতিহাসবিদ– যিনি খতীব বাগদাদী নামে পরিচিত– তাঁর জীবনী (৩৯২-৪৬৩ হিজরী) আলোচনা করতঃ লিখেন, তিনি যখন হাঁটতেন তখন সর্বদাই তাঁর হাতে কিতাব থাকত। হাঁটতেন এবং মুতালাআ’ করতেন।

লেখক বলেন, সময়ের পূর্ণ সংরক্ষণ ও এর যথার্থ মূল্যায়ন ছাড়া আর কী উদ্দেশ্য হতে পারে এর! কী গভীর চিন্তা ছিল তাঁদের! হাঁটাচলার সময়টুকু পর্যন্ত যেন ইলমী ফায়দা অর্জন ছাড়া না কাটে!

আমাদের পূর্ববর্তী অনেক মনীষীর ঘটনাই তো এ পর্যন্ত আমরা পড়লাম যে, তাঁরা চলাফেরার সময়টুকুরও মূল্যায়ন করতেন। অথচ হাঁটার সময় একজন মানুষকে অবশ্যই বার বার রাস্তার দিকে তাকাতে হয়। কিন্তু বর্তমান কালের চলাফেরা তো হয় বাস-ট্রেন বা জাহাজ-উড়োজাহাজের মত আধুনিক বাহনে। যেখানে বার বার পথের দিকে তাকানোর কোনো প্রয়োজনই পড়ে না। এখন তো তালেবে ইলমগণকে অবশ্যই এ সময়টার মূল্যায়ন করা উচিত। যিকির, তেলাওয়াত বা কোনো কিতাবের মুতালাআয় কাটানো উচিত।

জীবনে কত শত সফর হয়! এই দীর্ঘ সময়গুলো অনর্থক কথাবার্তা ও বেফায়দা গল্প-গুজবে কাটিয়ে দেয়া নির্বুদ্ধিতা ও আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া আর কী! কিন্তু বন্ধু! আমরা ক’জনই বা মুক্ত আছি এই নির্বুদ্ধিতা থেকে?

খাদ্য গ্রহণ ও নিদ্রাগমন শুধুই প্রয়োজনে

এরপর বলা যায় আবুল মা’আলী আবদুল মালিক ইবন আবদুল্লাহ নিশাপুরী র. এর কথা। যিনি ছিলেন একই সাথে ইসলামী আইন ও নীতি-শাস্ত্রবিদ এবং সূক্ষ্মদর্শী ধর্মতত্ত্ববিদ ও যুক্তিবিশারদ। তিনি ইমাম গাযালীর র. শায়খ ছিলেন। তাঁর জন্ম ৪১৯ হিজরীতে এবং মৃত্যু ৪৭৮ হিজরীতে। ‘ইমামুল হারামাইন’ উপাধিতেই তিনি অধিক পরিচিত ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে আবদুল গাফের ফারসী স্বীয় গ্রন্থ سياق نيسابور এ[১০৭] লিখেন,

---

১০৬. ৩ : ১১৪১।

১০৭. পৃ. ৩৩০-৩৩১।

www.QuranerAlo.net

"মদীনার ইমাম, ইসলামের অহংকার, ইমামকুল শিরোমণি, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সর্বজন স্বীকৃত ধর্মীয়নেতা, ইসলাম ধর্মের 'যাজক', বিরল প্রতিভাধর আবুল মা'আলী আবদুল মালিক র. কে কথা প্রসঙ্গে বলতে শুনেছি, "আমি অভ্যাসবশত ও সময় নির্ধারিতভাবে খাদ্য গ্রহণ ও নিদ্রাগমন করি না। বরং দিনে কিংবা রাতে যখন ঘুম আমার চোখে জেঁকে বসে তখন সামান্য ঘুমিয়ে নেই। আর যখন ক্ষুধার তীব্র যাতনা বোধ করি এবং ক্ষুধার তাড়না যখন শেষ মুহূর্তে উপনীত হয় তখনই সমান্য খাবার গ্রহণ করি।"

লেখক বলেন, তাঁর আগ্রহ-উদ্দীপনা, আনন্দ-বিনোদন সবই ছিল শুধুই ইলমের তলবে ও জ্ঞানের অন্বেষণে। ভিন্নভাবে বললে, সময়ের সদ্ব্যবহারে।

'ইমামুল আইম্মাহ' হয়েও শিষ্যত্ব গ্রহণ

আবুল হাসান আলী মুজাসী র. ছিলেন তাঁর সময়ের শীর্ষস্থানীয় ব্যাকরণ শাস্ত্রবিদ। তাঁর জন্ম ৪৬৯ হিজরীতে। তিনি ইমামুল হারামাইন সম্পর্কে বলেন, ইলমের প্রতি আগ্রহ ও আসক্তির ক্ষেত্রে আমি তাঁর কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাই না। তিনি ইলম অন্বেষণ করতেন শুধু ইলমের জন্যই; অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়। তাঁর বয়স যখন পঞ্চাশ বছর, যখন তিনি তাঁর যুগের 'ইমামুল আইম্মাহ' উপাধিতে ভূষিত তখন তিনি ব্যাকরণশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য আমাকে নির্বাচিত করেন এবং আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। প্রতিদিন তিনি বাহন পাঠিয়ে আমাকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যেতেন এবং আমার সংকলিত إكسير الذهب في صناعة الأدب কিতাবটি আমার কাছে অধ্যয়ন করতেন। আর এটা ইলমের প্রতি তাঁর প্রবল আগ্রহ ও প্রগাঢ় নিষ্ঠারই প্রমাণ।

ইয়াকুব নাজিরামীর সময় সচেতনতা

মিশরের সুপ্রসিদ্ধ নাহুবিদ মুহাম্মাদ সায়ীদী ইবন বরকত রহ. (জন্ম : ৪২০, মৃত্যু ৫২০ হিজরী)-এর জীবনীতে إنباه الرواة على أنباه النحاة নামক গ্রন্থে[১০৮] লেখক কীফতী রহ. উল্লেখ করেন, আমি আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবন খুররাযাদ নাজিরামী রহ. কে 'করাফা'র (একটি স্থানের নাম) পথে হাঁটতে

---

১০৮. খণ্ড. ৩, পৃষ্ঠা : ৭৯।

www.QuranerAlo.net

Contents

দেখেছি। তিনি ছিলেন পিঙ্গল/শ্যামলা বর্ণের পৌঢ় ব্যক্তি, দাড়ি ছিল লম্বা আর মাথায় ছিল পাগড়ী। আর তাঁর হাতে ছিল একটি কিতাব, যা তিনি হেঁটে হেঁটে মুতালাআ করছিলেন।

মুহূর্তকাল সময়ও কর্মশূন্য থাকা অবৈধ

সময়ের প্রকৃত মূল্যের বোধ ও উপলব্ধি এবং তা থেকে সর্বোচ্চ উপকার গ্রহণের আগ্রহ ও আসক্তি আর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে উপযুক্ত কাজে কর্মময় ও সাধনাসমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে হাম্বলী ফকীহগণের মাঝে, বরং বলা যায় বড় বড় ইমামগণের মাঝে যারা শ্রেষ্ঠত্বের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিলেন তাদের অন্যতম হলেন দু'ব্যক্তি। এক. ইমাম আবুল ওফা ইবন আকিল হাম্বলী র.। যিনি ছিলেন খতীব বাগদাদীর অন্যতম শাগরেদ। দুই. ইমাম আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী র.। যিনি ইবন আকীল র. এর শাগরেদের শাগরেদ।

আবুল ওফা ইবন আকীল র. : তাঁর জন্ম ৪৩১ হিজরী এবং মৃত্যু ৫১৩ হিজরীতে। তিনি ছিলেন সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিম। প্রখর ধী-শক্তির অধিকারী ও বহুশাস্ত্রে পারদর্শী এক অনন্য ব্যক্তিত্ব।

তিনি বলতেন, জীবনের একটি মুহূর্তও নষ্ট করা বা কর্মশূন্য রাখা আমার কাছে বৈধ মনে হয় না। কখনো এমন হয়নি যে, ইচ্ছাকৃতভাবে একটি মুহূর্ত আমি নষ্ট করেছি। এমনকি আমার জিহ্বা যখন কোন ইলমি আলোচনা ও পর্যালোচনা আর চোখ মুতালা'আ ও অধ্যয়ন থেকে ফারেগ থাকে– অর্থাৎ আমি যখন শুয়ে থাকি বা বিশ্রাম নিই– তখনও আমি একেবারে কর্মশূন্য থাকতে পারি না; মন ও মস্তিষ্ককে ব্যস্ত রাখি, ইলমি চিন্তায় বা কোন বিষয়–ভাবনায় মশগুল থাকি। ফলে যখনই বিশ্রাম শেষ হয়, ঘুম ভাঙে তখনই সে বিষয়ে লেখায় মগ্ন হতে পারি। বিষয়-ভাবনায় আর বাড়তি সময় ব্যয় করতে হয় না।

আমার তো মনে হয় বিশ বছর বয়সে ইলমের প্রতি আমার যে আগ্রহ ও আসক্তি ছিল– আজ আশি বছর বয়সে– তা কমেনি; বরং বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, এটাই আমার উপলব্ধি।

তিনি আরও বলেন, অতি প্রয়োজনীয় কাজগুলোর ক্ষেত্রেও আমি সময় বাঁচানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করি। এমনকি খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রেও এর ব্যত্যয়

www.QuranerAlo.net

ঘটে না। শক্ত রুটি না খেয়ে আমি কেক জাতীয় নরম কিছু ভিজিয়ে খেয়ে নিই। ফলে খাবার চিবানোর সময়টুকু বেঁচে যায়। আর তা আমি কোন বিষয় অধ্যয়নে বা উপকারী কিছুর সংকলনে ব্যয় করতে পারি।

.... আর এমনটা তো করতেই হবে। হেফাযত করার মত এরচে' দামী সম্পদ আর কী হতে পারে? দায়িত্ব ও কর্তব্য তো আমাদের বেশুমার, অথচ সময় তো অল্প, অতি অল্প।

শায়খ ইবনুল জাওযী বলেন, ইবন আকীল সব সময়ই ইলম অন্বেষণ ও অনুশীলনে মশগুল থাকতেন। যে কোন শাস্ত্রের সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর বিষয় উদঘাটন আর অস্পষ্ট থেকে অস্পষ্টতর বিষয়ের ব্যাখ্যাকরণই ছিল তাঁর কাজ। তাছাড়াও তিনি ছিলেন চমৎকার চিন্তা-ভাবনার অধিকারী।

বিভিন্ন বিষয়ে তিনি বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেন। কারো কারো মতে প্রায় বিশটির মত বৃহৎগ্রন্থ রয়েছে তাঁর। এর মধ্যে সবচে' বড় হল الفنون নামক গ্রন্থটি, এটিকে গ্রন্থ না বলে বিশ্বকোষ বলাই শ্রেয় বলে মনে হয়। কারণ এতে লেখক গুরুত্বপূর্ণ প্রায় সকল বিষয়ই সন্নিবেশিত করেছেন। যথাঃ ওয়াজ-নসিহত, তাফসীর-ফিকহ, উসূলে-দ্বীন, নাহব-ছরফ, ভাষাতত্ত্ব ও কবিতা এবং ইতিহাস ও গল্প-কাহিনী। এছাড়াও আছে তাঁর বিভিন্ন শিক্ষা-মজলিস ও আলোচনা-পর্যালোচনা, মুনাযারা ও চিন্তা-ভাবনা।

হাফেয যাহাবী র. তো এ কিতাব সম্পর্কে এতটুকু বলেছেন যে, এখন পর্যন্ত দুনিয়াতে এরচে' বৃহৎ কলেবরের কোন গ্রন্থ রচিত হয়নি।

এই কিতাবটির চার'শ খণ্ডের পরের কোন একটি খণ্ড দেখেছেন এমন এক ব্যক্তি আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, ইবন রজব সহ অনেকেই বলেছেন এটি আট'শ খণ্ডের এক মহাগ্রন্থ।

সবই লিখে রাখতেন যিনি

ইবন আকীল র. তাঁর সেই বিশাল গ্রন্থ الفنون (আল-ফুনূন) এর প্রথম খণ্ডের শুরুতেই লিখেছেন, সময়ের সদ্ব্যবহারে নিজেকে নিয়োজিত করে তার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভ করার সবচে' উত্তম পন্থা হল, এমন জ্ঞান অর্জনে সময়কে ব্যয় করা, যা তাকে মূর্খতার অন্ধকার থেকে শরীয়তের জ্যোতির্ময় পথে বের করে আনবে, হেদায়াতের আলোকোজ্জ্বল পথের দিশা দেবে এবং তাতে পরিচালিত করবে।

www.QuranerAlo.net

নিজেকে আমি এমন কর্মেই ব্যস্ত রাখি এবং তা অর্জনেই আমার সময় ব্যয় করি। এমনকি জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের মজলিস থেকে এবং কিতাবের পাতা ও হৃদয়ের চিন্তা-ভাবনা থেকে আমি যা কিছু অর্জন করি তার সবই সযত্নে লিখে রাখি। আর আশা রাখি, হয়তো বা আমি এর মাধ্যমে ছাওয়াব ও কল্যাণ এবং ইহ ও পরকালীন মর্যাদা লাভ করব, মূর্খতা ও জাহালাত থেকে দূরে আসতে পারব এবং পূর্বসূরী উলামাদের পথে কিছুটা হলেও অগ্রসর হতে পারব।

ছোট ছোট সবকিছু টুকে রাখার ন্যূনতম ফায়দা আপাত দৃষ্টিতে যদি এরচে' বেশী কিছু নাও হয় যে, এর মাধ্যমে আমার এই সময়টুকু নীচ ও ঘৃণ্য কাজ-কর্ম থেকে, অনর্থক ও অযথা কথা-বার্তা থেকে রক্ষা পেল, তবে এই প্রাপ্তিটুকুও কম কিসে! আর সঠিক পথের দিশা! সে তো আল্লাহর হাতে।

وَهو حسبي ونعم الوكيل

তিনিই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনিই প্রকৃত কর্ম বিধায়ক।'

পঞ্চাশ বছর ধরে আল্লাহর পক্ষ থেকে দস্তখত

ইবনুল জাওযী র. বলেন, ইমাম আবুল ওফা ইবন আকীল যখন মুমূর্ষু অবস্থায়, জীবনের অন্তিম মুহূর্তে উপনীত, পরিবারের নারীরা যখন তাঁর জন্য ক্রন্দনরত তখন তিনি বলেন, 'পঞ্চাশ বছর ধরে আমি তো আল্লাহর পক্ষ থেকে দস্তখত করে আসছি, তবে আমার জন্য তোমাদের দুঃখ কিসের? আমি তো তাঁর সাক্ষাতে আনন্দ ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করব, ইনশাআল্লাহ।'

এই মহান আলিম দুনিয়াতে তাঁর সুবিশাল গ্রন্থভাণ্ডার এবং পরিধেয় বস্ত্র ব্যতীত আর কিছুই রেখে যাননি। আর এগুলির (অর্থাৎ, পরিধেয় বস্ত্রের) পরিমাণও এত সামান্য যে, তার অর্থমূল্য ছিল তাঁর কাফন ও সামান্য ঋণের সমপরিমাণ।

প্রিয় পাঠক! লক্ষ করুন, সময়ের হেফাযত ও তা সংরক্ষণ করা, ইচ্ছা শক্তি ও চিন্তা-ভাবনাকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করা এবং ইলম অন্বেষণ ও কল্যাণ অর্জনে অব্যাহত মেহনত করে যাওয়া এমন বিরাট সুফল বয়ে আনতে পারে, যা অবিশ্বাস্য, অথচ এটাই বাস্তব সত্য।

চিন্তা করে দেখুন, এক ব্যক্তি সংকলিত আটশ' খণ্ডের কিতাব! এছাড়াও তিনি আরও প্রায় বিশটি গ্রন্থ রচনা করেছেন! যার কোনটি আবার দশ খণ্ডে বিস্তৃত!

www.QuranerAlo.net

বিন্দু থেকে সিন্ধু

ইমাম বাহাউদ্দিন ইবনুন্ নাহ্হাস হালাবী র.[১০৯] ইবন আকীল র.এর এই বিশাল ইলমী খেদমতের দিকে ইঙ্গিত করতঃ অত্যন্ত চমৎকার দু'টি পঙক্তি রচনা করেন এবং তাতে তিনি একথার দিকে ইঙ্গিত করেন যে, বিন্দু বিন্দুর ধারাবাহিকতা এক সময় সিন্ধুর রূপ নেয়। যেমনটা হয়েছে আবুল ওফা ইবন আকীল র. এর গ্রন্থ ভাণ্ডারের ক্ষেত্রে। পঙক্তি দু'টি হল—

اليومَ شئٌ وغدًا مثلُه ✪ مِنْ نُخَبِ العلمِ التى تُلتقط

يُحصِّل المرءُ بها حكمةً ✪ وإنما السيلُ اجتماعُ النُّقطِ

আজ সামান্য কাল সামান্য, তা থেকে যা, সেরা জ্ঞানের অনন্য,
তা দ্বারা হয় প্রজ্ঞা অর্জন, আর বহু বিন্দুর সমাহারতো সিন্ধু অসামান্য।[১১০]

সময়ের গুরুত্ব ও মর্যাদার উপলব্ধি অপরিহার্য

ইমাম আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী র. : যার পুরো নাম হল আবদুর রহমান বিন আলী হাম্বলী বাগদাদী। তাঁর জন্ম ৫০৮ হিজরীতে এবং মৃত্যু ৫৯৭ হিজরীতে। জীবনকাল মোট ৮৯ বছর। তিনিও সময়ের সদ্ব্যবহারে ছিলেন পূর্ণসচেতন। যার ফলাফল এই যে, তাঁর গ্রন্থ সংখ্যা প্রায় পাঁচ শতাধিক।

আমরা তাঁর জীবনী থেকে অংশ বিশেষ এখানে উল্লেখ করছি। যেন পাঠক উপলব্ধি করতে পারেন, সময়ের গুরুত্ব ও মূল্যবোধ তাঁর মাঝে কী পরিমাণে ছিল। আর কী ভাবেই বা তিনি সময়কে কাজে লাগাতেন, যখন দর্শনার্থী বা সাক্ষাতপ্রার্থীরা তাঁর কাছে আসত কিংবা যখন অলস ও অকর্মণ্য লোকেরা তাঁর দরবারে ভিড় জমাত।

তিনি صيد الخاطر গ্রন্থে[১১১] লিখেন— 'প্রত্যেক মানুষের জন্য অপরিহার্য হল সময়ের গুরুত্ব ও মর্যাদা উপলব্ধি করা। প্রতিটি মুহূর্তকে কল্যাণকর

---

১০৯. যার পূর্ণ নাম মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম। তিনি ছিলেন একজন নাহুবিদ। মৃত্যু: ৬৯৮ হিজরীতে।
১১০. সুয়ূতী রহ. রচিত পৃ. ৬।
১১১. ১ :৪৬ এবং ২ : ৩১৮-৩১৯।

www.QuranerAlo.net

Contents

এবং আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্তির কথা ও কাজে অতিবাহিত করা। উন্নত থেকে উন্নততর এবং উৎকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্টতর কথা ও কাজের ধারা অব্যাহত রাখা। সব সময় যদি কল্যাণকর কাজ করার সম্ভাবনা ও সুযোগ না-ও হয় সে ক্ষেত্রে অন্তত কল্যাণকর্মের নিয়ত রাখাতো কোন কষ্টসাধ্য বা অসম্ভব কিছু নয়। উম্মতের প্রতি দরদী নবীর দরদমাখা ঘোষণা কি তোমরা শুননি! نِيَّةُ الْمُؤمِنِ خَيرٌ مِنْ عَمَلِه (অর্থ : মুমিনের নিয়্যত তো তার কাজ থেকে উত্তম।)[১১২]

আমাদের পূর্বসূরীদের মাঝে এমন অনেকেই গত হয়েছেন যাঁরা সময়ের সদ্ব্যবহারে প্রতিযোগিতা করতেন, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় 'লিপ্ত' হতেন। যেমন : আমের ইবন আবদে কায়স র., যিনি ছিলেন দুনিয়াবিমুখ ও পরহেযগার তাবেয়ীদের অন্যতম। তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, একবার এক ব্যক্তি তাকে বললো, ভাই! একটু দাঁড়ান, আপনার সাথে কথা বলব। তিনি বললেন, সূর্যকে ধরে রাখ, তোমার সাথে কথা বলি।

সময়ের সাথে মানুষের অবহেলার আচরণ

(ইবনুল জাওযী র. আরও বলেন) আমি তো দেখি, প্রায় সকল মানুষই সময়ের সাথে বড় অবহেলার আচরণ করে, ঘোর উন্মাদনার সাথে এর অপচয় করে। যখন রাত বড় থাকে তখন তা কাটায় বেহুদা কথা-বার্তা ও আলাপ-আড্ডায় কিংবা প্রেম-প্রণয় বা গল্প গুজবের বই পড়ে। আর যখন দিন বড় থাকে তখন রাতটা তো ঘুমেই কাটিয়ে দেয়। আর দিনের এক বৃহৎ অংশ তারা দজলার পাড়ে বিনোদনে বা হাট-বাজারে অনর্থক আড্ডাবাজিতে কাটিয়ে দেয়। তাদের অবস্থাতো অকূল দরিয়ায় ভাসমান আরোহীদের মত, যারা বসে বসে খোশ-গল্পে মত্ত, তাদের না আছে গন্তব্যের চিন্তা আর না আছে পাথেয়ের ভাবনা।

জীবনকে মূল্যায়ন করে, অস্তিত্বকে উপলব্ধি করে এবং 'শেষ সফরের' জন্য পাথেয় সংগ্রহ করে প্রস্তুত থাকে, এমন মানুষের সংখ্যা আজ অতি অল্প, প্রায় দুষ্প্রাপ্য।

---

১১২. তাবরানী রচিত المعجم الكبير ৬ : ২২৮।

www.QuranerAlo.net

আল্লাহর ওয়াস্তে তোমরা সময়ের পরিচয় অর্জন ও উপলব্ধি কর। হাতছাড়া হওয়ার আগে তার যথার্থ মূল্যায়ন কর। এ থেকে সর্বোচ্চ উপকার লাভের চেষ্টা কর। আমি তো বলতে চাই যে, তোমরা এর সদ্ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমে পড়। আর আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা কর, ইনশাআল্লাহ সফলতা আসবেই।

খেদমত ও সাক্ষাতের নামে সময়ের অপচয়

তিনি (ইবনুল জাওযী র.) বলেন, প্রায়ই আমি অনেক মানুষকে দেখি, বিভিন্ন ধরনের মানুষের সাক্ষাত লাভের আশায় তারা দিন-রাত আমার সাথে ছোটা-ছুটি করে। আর একে তারা নাম দিয়েছে 'খেদমত'। কত দীর্ঘ সময় তারা অলস বসে থাকে! কত মানুষের কত রকম কথা তারা বলে! এমনকি কখনো গীবত ও পরচর্চায়ও লিপ্ত হয়ে পড়ে।[১১৩]

কখনো এমনও দেখা যায় যে, লোকজন যার সাক্ষাতপ্রার্থী তিনিও এটা কামনা করেন এবং এতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। আর নীরবতা ও একাকিত্বকে অপছন্দ করেন, এতে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। বিশেষ করে বিভিন্ন উৎসব বা ঈদের দিনগুলোতে। তখন তো তারা একে অপরের সাক্ষাতে যায়, একত্রে ঘুরতে বের হয়, এটাও যদি সালাম ও মোবারকবাদ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকত তবে কথা ছিল, বরং তারা এতে বহু সময় নষ্ট করে, নির্দয়ের মত সময়ের অপচয় করে।

হে আল্লাহ! এই অকর্মণ্য ও বেকার মানুষগুলো থেকে আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ তা'আলা যেহেতু আমাকে এই বুঝ ও উপলব্ধি দান করেছেন যে, পৃথিবীতে সময় হল সবচে' গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান সম্পদ এবং তাকে কল্যাণ কাজেই ব্যবহার করা আবশ্যক, তাই তাদের এ সমস্ত কার্যকলাপকে আমি অপছন্দ করি।

তবে তাদের সাথে আমার আচরণ হয় মধ্যপন্থী। কেননা, যদি তাদেরকে একেবারে প্রত্যাখ্যান করি তবে সেটা তো আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্ন করা বা পরিচিতদেরকে দূরে ঠেলে দেয়ার নামান্তর হবে। আর তাদের এসব মেনে

---

১১৩. আর এটাই স্বাভাবিক যে, অলস সময় যারা কাটায় এবং অযথা আলাপ-চারিতায় লিপ্ত থাকে তারা এক সময় প্রতারণা কিংবা পরনিন্দায় লিপ্ত হয়েই পড়ে।

www.QuranerAlo.net

নিলে অমূল্য সময়-সম্পদ নষ্ট হবে। তাই আমি যথাসম্ভব দেখা-সাক্ষাতকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করি। যখন একান্তই বাধ্য হই, কথাকে খুবই সংক্ষিপ্ত করি যেন তাড়াতাড়ি এ পর্ব শেষ হয়ে যায়। অথবা এমন কিছু কাজ সবসময় প্রস্তুত রাখি যা করলেও সাক্ষাতকালে কথাবার্তায় কোন ব্যাঘাত ঘটে না। যেমন : কাগজ কাটা, কলম ঠিক করা, খাতা-পত্র বেঁধে রাখা; এগুলো তো আমাকে করতেই হয়, তবে চিন্তা-ভাবনা বা 'হুযূরে কালবে'র তেমন দরকার হয় না। ফলে সাক্ষাতেও আমার সময় নষ্ট হয় না; বেকার কাটে না।[১১৪]

---

১১৪. সংযোজক সালমান বলেন, ইমাম ইবন জাওযী রহ. এখানে দু'টি প্রজ্ঞাপূর্ণ পদ্ধতির ইঙ্গিতোল্লেখ করেছেন।
(১) সময় নষ্টের বিষয়টি দু'টি উৎস থেকে সৃষ্ট। এক. পরিবেশ, দুই. নিজে।
(২) যদি তুমি নষ্ট হয়ে যাওয়া সময়গুলোকে সুন্দরভাবে যথাযথ কাজে লাগাতে পার তাহলে তোমার সময় অনেকখানি বৃদ্ধি পাবে।
কবি সালাহ উদ্দীন মাহমুদ كيف تدير وقتك নামক পুস্তিকায় কত সুন্দর বলেছেন–

لا تحقرنَّ صغيرةً ✪ إن الجبالَ من الحصٰى

অর্থ : ছোট ছোট বিষয়কে তুচ্ছ জ্ঞান করো না। কেননা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কংকরেই তো পর্বতমালার সৃষ্টি।
এমনিভাবে একটু একটু সময়কে মূল্যায়ন করতেই ইবনুল জাওযী রহ. দর্শনার্থী ও আড্ডাবাজদের সাথে লুকোচুরি করতেন।
এক্ষেত্রে কবি বলেন,

خذ الوقتَ أخذَ اللصِ واسرقْه واختلسْ

فوائدِه بالطيب أوبالتطايب

ولا تتعلل بالأماني فإنها

مطايا أحاديثِ النفوسِ الكواذب

অর্থ : সময়ের সাথে 'চোরের মত' আচরণ কর। আর তুষ্টির সাথে কিংবা তুষ্টির ভান করে হলেও তার থেকে পূর্ণ ফায়দা লুটে নাও। আশা-আকাঙ্ক্ষা বা আশ্বাসে মজে যেও না। কারণ এসব যে মনের মিথ্যে কথার বাহন।
ঠিক একই অবস্থা ছিল ইবন নাহবান বাগদাদী রহ. এরও। (জন্ম : ৪১১, মৃত্যু ৫১১ হিজরী) কোনো লোক এসে যখন তাঁর কাছে লম্বা আলাপ জুড়ে বসত তখন তিনি (রূপকার্থের আশ্রয় নিয়ে বলতেন) এবার তোমরা ওঠে যাও, আমার কাছে এক রোগী রয়েছে। একথা বলেই তিনি কয়েক বছর কাটালেন। ফলে লোকেরাও

সঠিক বুঝ তো শুধু ভাগ্যবানরাই লাভ করেন

দুনিয়াতে এমন মানুষ অনেক রয়েছে যারা প্রকৃতপক্ষে জীবনের অর্থই বোঝে না। এমন বহু লোককে আমি দেখেছি, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ধন-সম্পদের প্রাচুর্য দ্বারা কামাই-রোযগার থেকে বে-নিয়ায করেছেন। তার পরও তারা সারাদিন বাজারে অলস বসে থাকে, লোকদের দিকে তাকিয়ে থাকে, আর তাদের চারপাশে ঘটমান বিভিন্ন ঘটনাবলী বা গর্হিত ও নিকৃষ্ট কাজ-কর্মের দর্শক হয়ে বসে থাকে।

বলতে শুরু করল– ইবন নাহবানের রোগী কখনো সুস্থ হয় না।

কবি কত সুন্দর বলেছেন–

لقاءُ الناسِ ليس يُفيد شيئًا ✪ سوى الهذيان من قيلٍ وقالٍ

فأقلل من لقاءِ الناسِ إلا ✪ لأخذِ العلمِ أو إصلاحِ حالٍ

অর্থ : মানুষের সাক্ষাত তো গল্প-গুজব ও অনর্থক কথাবার্তা ছাড়া আর কোনো ফায়দাই দেয় না। তাই ইলম অর্জন বা ইসলাহী ফায়দা ছাড়া যথাসম্ভব মানুষের সাক্ষাৎ বর্জন কর।

ইবনুল জাওযী রহ. তাঁর حفظ العمر নামক পুস্তিকায় (৫৯ পৃষ্ঠায়) লিখেন, শাণিত মস্তিষ্কের ব্যক্তি মাত্রই বুঝতে পারবে যে, অলসতা ও অকর্মণ্যতার শান্তি ও তৃপ্তিটুকু একেবারেই সাময়িক। তবে তার ফলাফল অবক্ষয় ও নৈতিক বিপর্যয় বৈ কিছু নয়। কেননা আপনি দেখতে পাবেন, যারা কর্মবিমুখ ও আলস্যপ্রিয় তারা অবসর সময়গুলোতে হয়ত এমন কোন খেল-তামাশায় মেতে থাকে, যা দ্বীনের জন্য ক্ষতিকর। কিংবা এমন কোন গল্প-গুজবে মত্ত থাকে যা পাপমুক্ত নয়।

তাই মানুষের বুঝা উচিৎ, তার সবচে' মূল্যবান সম্পদ হচ্ছে দু'টি। এক. তার হৃদয়, দুই. তার সময়। যদি সে সময়ের প্রতি অবহেলা করে হৃদয়টাকে নষ্ট করে ফেলে তবে তো সকল কল্যাণই তার হাতছাড়া হল। এ ক্ষেত্রে ইবনুল জাওযী রহ. এর আরেকটা পুস্তিকা রয়েছে, যার নাম تنبيه النائم الغمر على مواسم العمر। এ পুস্তিকার শেষ দিকে তিনি লিখেন– যে ব্যক্তি জীবনের মর্যাদা ও তার মূল্য অনুধাবন করে সে তো একটি মুহূর্তও শিথিলতায় কাটাতে পারে না। সুতরাং যুবক যেন তার জীবন-সম্পদের সর্বদা নযরদারি করে। বৃদ্ধ যেন আখেরাতের সফরের পাথেয় সংগ্রহে থাকে। আর অতিবৃদ্ধ যেন সর্বদা মৃত্যুর ডাকে সাড়া দানে প্রস্তুত থাকে।

আল্লাহ আমাদের সকলকে উভয় জাহানে ইলমের মাধ্যমে উপকৃত করুন, আমাদের বুঝ ও উপলব্ধিকে স্বচ্ছ ও যথার্থ করুন এবং আমাদের দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তিকে আমৃত্যু অক্ষত রাখুন। আমীন।

www.QuranerAlo.net

তাদের কেউ কেউ তো দাবা-পাশা ইত্যাদি খেলায় ডুবে থাকে। কেউ তো গল্পগুজব ও আড্ডাবাজিতে দিন কাটায়; হয়ত রাজা বাদশাহদের অলীক ঘটনা বলবে কিংবা কোন মিথ্যা রটনা রটাবে অথবা জিনিসপত্রের মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধির অনর্থক বর্ণনা দেবে।

আমার তখন বুঝে আসে, জীবনের মর্যাদার অনুভূতি এবং সময়ের গুরুত্ব উপলব্ধি অনেক বড় নিআ'মাত, এ নিআ'মাত সবাই প্রাপ্ত হয় না। শুধু আল্লাহ যাদেরকে তাওফীক দেন, আর বুঝ ও উপলব্ধি দান করেন তারাই পায়।

আমরা শুধু আল্লাহর কাছে চাইতে পারি, আল্লাহ যেন আমাদেরকে الذين أنعمت عليهم এর দলে শামিল করেন এবং তাদের পথে পরিচালিত করেন। আমীন।

(وما يُلَقَّاها إلا ذو حظ عظيم আর মহা ভাগ্যবানই শুধু তা লাভ করতে পারে)। –সূরা ফুসসিলাত : ৩৫

শৈশবেই পিতা তাকে জ্ঞানান্বেষণের কাজে নিযুক্ত করেন। শুধু চার বছরেই আবু ইসহাক বারমাকী রহ. থেকে جزء الأنصار ও অন্যান্য গ্রন্থাদি পাঠগ্রহণ সমাপ্ত করেন। পরবর্তীতে তিনি বহু হাদীস বর্ণনা করেন এবং গুণ মর্যাদায় তাঁর (স্বীয় উস্তাদের) সমকক্ষতা অর্জন করেন। এমনকি শুধু বিশ বছর বয়সেই– তথা খতীব বাগদাদীর জীবদ্দশায়ই তিনি হাদীস বর্ণনা শুরু করেন এবং সনদের উচ্চতায় চূড়ান্ত ব্যক্তিত্বে পরিণত হন।

নিজের কথা গুণে রাখতেন যিনি

সালফে সালেহীন, তথা নেককার পূর্বসূরীগণ তো সময়ের ব্যাপারে সদা-সতর্ক থাকতেন, সময়ের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারে সচেষ্ট থাকতেন। আর সজাগ থাকতেন, যেন একটি মুহূর্তও নষ্ট না হয়।

ফুযায়ল ইবন ইয়ায বলেন, আমি তো এমন ব্যক্তি সম্পর্কেও জানি, যিনি সময় বাঁচানোর তাগাদায় এক জুম'আ থেকে পরের জুম'আ পর্যন্ত নিজের কথাগুলো গুণে রাখতেন। (হয়তবা পরবর্তী সপ্তাহে কথার পরিমাণ কমানোর জন্য এবং আমল ও কাজের পরিমাণ বাড়ানোর জন্যই এই হিসাব। বাকী আল্লাহ ভাল জানেন। –অনুবাদক)

www.QuranerAlo.net

সময়ের হেফাযতে কৃত্রিমতা বর্জন

সময়ের হেফাযতের জন্য পূর্ববর্তীগণ লৌকিকতা ও কৃত্রিমতা থেকে দূরে থাকতেন। তাদের জীবনীতে এমন বহু ঘটনার উল্লেখ রয়েছে।

এক বুযুর্গের দরবারে কিছু লোক এল তাঁর সাক্ষাত প্রত্যাশায়। (কৃত্রিমতার আশ্রয় নিয়ে) তারা বলল, আমরা বোধহয় হযরতের কাজে ব্যঘাত ঘটালাম। তখন তিনি (নিঃসংকোচে) বললেন, সত্য বলতে কি, আমি একটি কিতাব মুতালা'আ করছিলাম, তোমাদের জন্য তা রেখে উঠে আসতে হল।

✪ ✪ ✪ ✪ ✪

এক বুযুর্গ 'সারীসাক্‌তী' এর কাছে এলেন। দেখতে পেলেন একদল লোক তার কাছে বসে আছে। তখন তিনি বললেন, তুমি তো দেখছি অলস ও অকর্মণ্যদের আড্ডা স্থল হয়ে গেছো। একথা বলে তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন।

✪ ✪ ✪ ✪ ✪

মানুষ যার সাক্ষাতপ্রার্থী হয় তিনি যদি নরম মনের হন এবং কিছুটা শিথিলতা প্রদর্শন করেন তবে তো সাক্ষাতপ্রার্থীরা আরও আগ্রহী হয়ে ওঠে। বলা যায়, জেঁকে বসে। দীর্ঘ সময় ধরে তার কাছে পড়ে থাকে। তখন তো সাক্ষাৎ প্রার্থিত ব্যক্তি কোন না কোন অসুবিধার শিকার হন।

মারূফ কারখী র.-এর দরবারে একদল লোক এসে দীর্ঘক্ষণ ধরে বসে রইল। অবশেষে তিনি (বিরক্ত হয়ে) বলেই ফেললেন, 'আল্লাহ তো সূর্যের গতিকে থামিয়ে দেননি; তোমরা কখন উঠবে শুনি!'

সময় বাঁচাতে রুটির পরিবর্তে ছাতু

দাউদ আত্‌তায়ী র. সময় বাঁচাতে রুটি খাওয়ার পরিবর্তে ছাতু গুলিয়ে পান করে নিতেন। এর কারণ বর্ণনা করে তিনি বলেন, 'ছাতু গিলে খাওয়া আর রুটি চিবিয়ে খাওয়ার মধ্যে যে সময়ের ব্যবধান হয় পঞ্চাশ আয়াত তেলাওয়াত করা যায়।'[১১৫]

---

১১৫. حلية الأولياء ৭ : ৩৫০।

www.QuraneAlo.net

খাওয়ার সময়টুকুও যাঁর কাছে কষ্টকর

উসমান বাকিল্লাভী র. অনেক বড় আবিদ ছিলেন। (একেবারে শাব্দিক অর্থেই) তিনি সবসময় আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকতেন। আর বলতেন, খাওয়া দাওয়া ও ইফতারের সময়টুকু যিকির থেকে বিরত থাকার কারণে কষ্টে যেন আমার প্রাণ বের হয়ে যায়। তাই যথা সম্ভব দ্রুত আমি তা থেকে ফারেগ হয়ে আল্লাহর যিকিরে মশগুল হই।[১১৬]

একাকী বাড়ী ফেরা

কোন কোন মনীষী নিজ শাগরিদদেরকে উপদেশ দিয়ে বলতেন, তোমরা যখন দরস থেকে বের হবে তখন একাকী বাড়ী অভিমুখে চলবে। কেননা, একাকী হলে হয়ত তোমাদের কেউ তেলাওয়াত করতে করতে বাড়ী যাবে, আবার কেউ ভাল কোন ভাবনায় সময়টা পার করবে। কিন্তু একত্রে থাকলে কথাবার্তা বলতে বলতেই সময়টা চলে যাবে।

প্রিয় পাঠক! এসব ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর। একটু সজাগ হও, সতর্ক হও। বুঝতে চেষ্টা কর, সময় কিন্তু হেলায় কাটানোর মত বা অপচয় করে নষ্ট করার মত স্বল্পমূল্যের কোন বস্তু নয়। সময় হল অমূল্য রত্ন। পৃথিবীর কোন কিছুই তার বিনিময় হতে পারে না।

এ সম্পর্কে একটি সহীহ হাদীছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

من قال سبحان الله العظيم وبحمده، غُرِسَتْ لَهُ بها نخلةٌ في الجنة

অর্থ : যে (একবার) বলবে, "সুবহানাল্লাহিল আযীম ওয়া বিহামদিহি" তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ রোপণ করা হবে।[১১৭]

তাহলে একটু ভেবে দেখ, প্রতিদিন কত সময় আমরা নষ্ট করছি। কত বিশাল ছাওয়াব আমাদের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে।

মূলত জীবনের দিনগুলো তো হল চাষ ক্ষেত্র। সুতরাং কোন জ্ঞানী লোকের জন্য কি এ সময়ে বীজ বপন না করে, তার প্রতি সজাগ ও সযত্ন না হয়ে অলস বসে থাকা উচিৎ?

---

১১৬. تاريخ بغداد ১১ : ৩১৩।

১১৭. জামে' তিরমিযী; ৫ : ৫১১। মুস্তাদরাকে হাকীম : ১ : ৫০১।

www.QuranerAlo.net

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এমন কিছু কাজ রয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে আমরা সহজেই সময়ের হেফাযত ও মূল্যায়ন করতে পারি। যেমন, যথা সম্ভব একাকী ও নিঃসঙ্গ থাকা। (মানুষের সাথে) সাক্ষাতকালে শুধু সালাম ও গুরুত্বপূর্ণ কথার মধ্যেই সাক্ষাতকে সংক্ষিপ্ত করা, আর কম খাদ্য গ্রহণ করা। কেননা, আহার বেশী হলে ঘুমও বেশী হবে! অলসতাও বাড়বে। ফলে রাত দিন কর্মহীনতায় কেটে যাবে।

পূর্বসূরীদের জীবনী ও গ্রন্থভাণ্ডার অধ্যয়ন

আমাদের পূর্বসূরীদের সবর ও হিম্মত এবং ধৈর্য ও সংকল্প ছিল অনেক উচ্চস্তরের। এর সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ হল– তাঁদের সুবিশাল রচনা সম্ভার। যেগুলো তাঁদের জীবনকালে অর্জিত জ্ঞান ভাণ্ডারের সারনির্যাস। তাঁদের একেকজন এত অধিক পরিমাণে লিখেছেন এবং এমন ব্যাপ্ত গ্রন্থভাণ্ডার গড়ে তুলেছেন, যা পর্বতসম মনোবল ও সমুদ্রসম অধ্যয়ন ব্যতীত কোনভাবেই সম্ভব নয়।

তবে আফসোসের বিষয় হল, তাদের সেই বিপুল গ্রন্থসম্ভার, সমৃদ্ধ জীবন ও সুব্যাপ্ত জ্ঞানের নির্যাস আজ প্রায় বিলুপ্তির পথে। বলা যায়, অধিকাংশই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এর মূল কারণ হল, বর্তমান ছাত্রদের প্রত্যয় ও মনোবলের অবস্থা। যা আজ শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে। আজ তারা সংক্ষিপ্ত থেকে সংক্ষিপ্ততম কিতাবের প্রতি আগ্রহী। কত স্বল্প ও সীমিত অধ্যয়নে মূল বিষয়ে একটু জ্ঞান লাভ করতে পারে সে চিন্তায় ব্যস্ত। এতেই তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ে। সুদীর্ঘ গ্রন্থগুলি অধ্যয়নের সাহস করা তো বহু দূরের কথা।[১১৮]

তাদের অধঃপতন এটুকু হলেও না হয় কোন রকম মেনে নেয়া যেত। কিন্তু এখন তারা সেই 'মুখতাছার' ও সংক্ষিপ্ত গ্রন্থগুলোরও অংশ বিশেষ পড়ে; সম্পূর্ণ নয়। নির্দিষ্ট কয়েকটি অধ্যায় পড়ে মাত্র, কিংবা তারও অংশ বিশেষ। যার ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, যুগের পর যুগ ধরে ছাত্রদের অবস্থানুপাতে কিতাব সংক্ষিপ্ত থেকে সংক্ষিপ্ততর হয়ে চলেছে। ফলে পূর্বসূরীদের সেই সব

---

১১৮. একে তলব বা অন্বেষার দুর্বলতা বলব না-কি বিলুপ্তি বলব বুঝতে পারছি না। আল্লাহ জানেন ভবিষ্যতে যে কী হবে! আল্লাহর পানাহ...!!

www.QuranerAlo.net

Contents

গ্রন্থভাণ্ডার আজ বিলুপ্ত প্রায়। যৎসামান্য আছে তা-ও কোন সংরক্ষিত গ্রন্থশালার কাচের বেষ্টনিতে দর্শনীয় বস্তু হয়ে।

এখন যদি কোন তালিবে ইলম নিজের ইলমী উন্নতি ও অগ্রগতি কামনা করে এবং উৎকর্ষ অর্জন করতে চায় তবে তার কাজ হবে, পূর্ববর্তী মনীষীগণের সেই গ্রন্থসম্ভার অন্বেষণ করা, বিরল ও বিলুপ্ত প্রায় কিতাবগুলো খুঁজে বের করা এবং অধিক থেকে অধিকতর অধ্যয়নে মগ্ন ও নিমগ্ন থাকা। তখনই সে মনীষীগণের জ্ঞানের গভীরতা ও মনোবলের উচ্চতা উপলব্ধি করতে পারবে, যা তার চিন্তা-চেতনাকে শাণিত করবে, হৃদয় ও আত্মাকে আন্দোলিত করবে এবং এপথের মেহনত ও মুজাহাদায় এবং চেষ্টা ও সাধনায় তাকে উদ্বুদ্ধ করবে।

বর্তমানে আমরা যাদের দেখি এবং যাদের সাথে চলাফেরা করি তাদের আচরণ ও উচ্চারণ এবং জীবন বৃত্তান্ত থেকে আমি নিজেও আল্লাহর আশ্রয় চাই। তাদের মাঝে না আছে দৃঢ় সংকল্প ও উচ্চ মনোবল, যার অনুসরণে তালেবে ইলমগণ ফায়দা হাসিল করতে পারে। আর না আছে তাকওয়া ও পরহেযগারী, যা থেকে দুনিয়া-বিমুখ আবেদ উপকৃত হতে পারে।

তাই আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, তোমরা পূর্ববর্তী মনীষীগণের জীবনী পাঠ কর, তাঁদের গ্রন্থগুলো অধ্যয়ন কর। কেননা, তাঁদের কিতাবগুলো অধিক হারে অধ্যয়ন করা তাঁদেরকে দেখারই নামান্তর। তাইতো কবি বলেন–

فاتَنِى أن أرى الديارَ بطرفى ✪ فلعلِّى أرى الديارَ بسمعى

অর্থ : তার গৃহনিবাস আমার চোখে দেখা হয়নি,
হয়তোবা শ্রবণ দ্বারাই আমি তার 'দর্শন' পাব।[১১৯]

১১৯. অর্থাৎ, তাদের বাড়ী-ঘরের বর্ণনা শোনার দ্বারা কল্পনায় হলেও তা আমার দেখা হয়ে যাবে।

www.QuranerAlo.net

Contents

মুতালা'আয় অতৃপ্ত

ইবনুল জাওযী র. বলেন, "এবার আমি আমার নিজের অবস্থার কিছুটা বর্ণনা দিই। কিতাব মুতালা'আয় আমি কখনো পরিতৃপ্ত হতে পারি না। কখনো এমন মনে হয় না যে, অনেক হয়েছে, আর লাগবে না। যখনই আমি এমন কোন কিতাব দেখি, যা আগে দেখিনি তখন মনে হয় আমি যেন কোন গুপ্তধনের সন্ধান পেয়ে গেছি।

মাদরাসায়ে নেযামিয়ার পাঠাগারে (যা ছিল তৎকালীন বাগদাদের সবচে' বড় গ্রন্থাগার) সংরক্ষিত কিতাবের তালিকা দেখলাম। সেখানে প্রায় ছয় হাজার গ্রন্থের নাম উল্লেখ ছিল। আবার ইমাম আবু হানীফা, হুমাইদী, আবদুল ওয়াহহাব আনমাতী, ইবন নাসির ও আবু মুহাম্মাদ আল-খাশ্শাব র. এর কিতাবের তালিকাও ছিল ভিন্ন ভিন্ন। সেগুলোতেও ছিল অগণিত নাম। এগুলো ছাড়াও আরও যত গ্রন্থ ছিল সব আমার মুতালা'আ হয়ে গেছে। যদি বলি, আমি এ যাবৎ বিশ হাজার কিতাব মুতালা'আ করেছি, তবে অত্যুক্তি হবে না। এরপরও আমার শুধু পড়তেই মন চায়, তলবেরই শওক হয়।

মনীষীগণের জীবন-চরিত, তাঁদের ছবর ও হিম্মত এবং ইবাদত ও বন্দেগীর কথা, আর তাঁদের আশ্চর্য সব জ্ঞানভাণ্ডার মন্থন করে এমন কিছু আমি লাভ করেছি, যা বলে বুঝানো যায় না। শুধু তারাই তা বুঝতে পারবে এবং উপলব্ধি করতে পারবে যারা এসব অধ্যয়ন করেছে।

আজ মানুষ যে অবস্থায় রয়েছে এবং ছাত্রদের হিম্মত ও মনোবল যে পর্যায়ে পৌঁছেছে, আমার কাছে তা অতি নিম্নস্তরের ও নিকৃষ্ট পর্যায়ের মনে হয়, মনে হয় তা জাতির পতন ও অধঃপতন। আল্লাহ হেফাযত করুন, (আমীন)।

জীবন তো কতক শ্বাস-প্রশ্বাসের সমষ্টি মাত্র

ইমাম ইবুনল জাওযী র. لفتة الكبد في نصيحة الولد নামক একটি চমৎকার গ্রন্থ রচনা করেন। যার মাধ্যমে তিনি তাঁর ছেলেকে উপদেশ প্রদান করেন। বিশেষত সময় সচেতনতার ব্যাপারে সতর্ক করেন। তাতে তিনি লিখেন, "প্রিয় বৎস! জেনে রাখ, জীবনের দিনগুলো তো কিছু সময়ের সমষ্টি, আর সময়গুলো হল কতক শ্বাস-প্রশ্বাসের যোগফল। আর প্রতিটি শ্বাস হল

www.QuranerAlo.net

তোমার জন্য একেকটি কোষাগারের মত। তাই তুমি সতর্ক থেকো, শ্বাস পরিমাণ সময়ও যেন তোমার কর্মহীন না কাটে। তোমার এই কোষাগার যেন শূন্য রয়ে না যায় এবং বিরান ঘর হয়ে পড়ে না থাকে। অন্যথায় হাশরের ময়দানে, মহান বিচারকের সামনে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হওয়া ছাড়া এবং আফসোস করা ছাড়া তোমার আর কোন উপায় থাকবে না।

জীবনের প্রতিটি ক্ষণ, প্রতিটি মুহূর্তের দিকে তুমি লক্ষ রাখ– কোন কাজে তুমি তা ব্যয় করছ! কোন জিনিস তুমি তাতে গচ্ছিত রাখছ!

তাতে সাধ্যমত সর্বোত্তম জিনিসই গচ্ছিত রেখো এবং সর্বোত্তম কাজেই তুমি তা ব্যয় করো। নিজেকে এবং নিজের জীবনকে তুমি অবহেলা করো না। তাকে তুমি সবচে' সুন্দর ও সর্বোৎকৃষ্ট কাজে অভ্যস্ত করে তোল। আর কবরের সেই কুটিরে, সেই 'সিন্দুকে' এমন কিছু আগেই পাঠিয়ে দাও, যা তোমাকে আনন্দিত করবে সে দিন, যে দিন সেখানে তোমাকে রাখা হবে।

দিনে প্রায় ৪০ পাতা লিখতেন যিনি

হাফেয ইবন রজব র. তাঁর ذيل طبقات الحنابلة নামক গ্রন্থে ইবনুল জাওযী র. এর জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে লিখেন, "এমন কোন শাস্ত্র বা বিষয় নেই যাতে তিনি কলম ধরেননি এবং তাছনীফ করেননি। তার সংকলিত গ্রন্থসংখ্যা তিনশ' চল্লিশেরও উর্ধ্বে, তাতে যেমনি আছে দশ-বিশ খণ্ডের কিতাব, তেমনি আছে ছোট পুস্তিকাও।

মুয়াফ্ফাক আবদুল লতীফ বলেন, "ইবনুল জাওযী র. একটি মুহূর্তও অনর্থক কাটাতেন না। একটু সময়ও নষ্ট করতেন না। দিনে প্রায় চার কুর্রাসা[১২০] বা চারটি পুস্তিকা লিখতেন। প্রতি বছরই তাঁর লেখার পরিমাণ পঞ্চাশ থেকে ষাট জিলদ বা খণ্ড হত।

১২০. কুর্রাসা বলা হয় প্রায় দশ পাতা সম্বলিত ছোট গ্রন্থকে।

www.QuranerAlo.net

প্রায় দু'হাজার গ্রন্থ রচনা করেছেন যিনি

تذكرة الحفاظ গ্রন্থে[১২১] হাফেয যাহাবী এবং ذيل طبقات الحنابلة গ্রন্থে[১২২] ইবন রজব উল্লেখ করেন, আল্লামা ইবনুল জাওযীর দৌহিত্র আবুল মুজাফফার বলেন– "নানাজানকে আমি শেষ বয়সে মিম্বরে উঠে বলতে শুনেছি, "আমি এই দুই আঙ্গুলে (প্রায়) দু'হাজার খণ্ড গ্রন্থ রচনা করেছি।"

ইবনুল ওয়ারদি র. تتمة المختصر في أخبار البشر গ্রন্থে[১২৩] লিখেন "কথিত রয়েছে যে, তিনি (আবুল মুজাফফার) আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযীর লিখিত সবগুলো পুস্তিকা একত্র করে তারপর তাঁর জীবনের দিনগুলো হিসাব করে দেখেন যে, গড়ে প্রতিদিন নয়টি পুস্তিকা (প্রায় ৯০ পাতা) লেখা হয়েছে।

কলম-চাঁছা দিয়ে শেষ গোসলের পানি গরম

الكنى والألقاب নামক গ্রন্থে[১২৪] উল্লেখ করা হয়েছে, ইবনুল জাওযী র. যে সকল কলম দিয়ে শুধু হাদীছে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) লিপিবদ্ধ করতেন সেগুলোর (মাথার দিকের) কর্তিত অংশগুলোকে জমিয়ে রাখা হত। প্রায় এক বোঝা হয়ে গিয়েছিল সেগুলো। মৃত্যুপূর্বে তিনি অসিয়ত করে গিয়েছেন, তাঁর শেষ গোসলের পানি যেন এগুলো দিয়ে গরম করা হয়। ঠিক তাই করা হল। সেগুলো পরিমাণে এত অধিক ছিল যে, অতিদ্রুত ভস্মীভূত হওয়া সত্ত্বেও গোসলের সম্পূর্ণ পানি গরম করার পরও অনেকখানিই অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছিল।[১২৫]

আল্লাহু আকবার! কী পরিমাণ কলমী খেদমত তাঁরা করে গেছেন!

---

১২১. ৪ : ১৩৪৪।
১২২. ১ : ৪০১।
১২৩. ২ : ২১৮।
১২৪. ১ : ২৪২।
১২৫. আগে লোকেরা বাঁশ বা কাঠের কলম বানাত এবং সেগুলো কালিতে চুবিয়ে চুবিয়ে লিখত। যখন মাথা ভোঁতা হয়ে যেত– খুব পাতলা করে পেন্সিল চাঁছার মত করে– চেঁছে দেয়া হত।

www.QuranerAlo.net

জ্ঞানের প্রত্যেক শাখায় যাঁর কলমের অবদান

ইরাকের অধিবাসী অধ্যাপক আবদুল হামীদ আ'লুজী একটি গ্রন্থ রচনা করেন مؤلّفات ابن الجوزى নামে। এতে তিনি ইবনুল জাওযীর সংকলনগুলোর নাম উল্লেখ করেন, ছোট বড় সব মিলিয়ে যার সংখ্যা দাঁড়ায় ৫১৯।

এরপর তিনি লিখেন, এছাড়াও অনেক গ্রন্থ ও গ্রন্থের নাম তার হাতছাড়া হয়ে গেছে।

এই কিতাবের ভূমিকায় রয়েছে, আল্লামা ইবন তাইমিয়া র. তাঁর أجوبته المصريّة গ্রন্থে লিখেন, "শায়খ আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী র. বহু বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। এমনকি আমি তাঁর যে সকল গ্রন্থ দেখেছি এবং সন্ধান পেয়েছি তার সংখ্যাই প্রায় হাজারের উপরে। আর আমার না দেখা যে কত রয়ে গেছে তা আল্লাহই ভাল জানেন। তবে আমি এতটুকু বলতে পারি যে, এই সংখ্যা উল্লেখের পরও আমি তাঁর আরও অনেক গ্রন্থ দেখেছি।"

হাফেয যাহাবী র. তাঁর تذكرة الحفاظ নামক গ্রন্থে ইবনুল জাওযীর অনেকগুলো সংকলনের নাম উল্লেখের পর বলেন, "এমন কোন আলেম সম্পর্কে আমার জানা নেই, যিনি তাঁর মত এত অধিক কিতাব লিখেছেন। এরপর তিনি ইবনুল জাওযী সম্পর্কে মুয়াফ্ফাক আবদুল লতীফ এর কথা উল্লেখ করেন যে, তিনি বলেন, "ইবনুল জাওযী একটি মুহূর্তও নষ্ট করতেন না। অধ্যাপনা, গ্রন্থসংকলন ও ফতোয়া প্রদান ইত্যাদি ব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি প্রতিদিন প্রায় চল্লিশ পাতা লিখতেন।

আর এই মনীষীর ব্যাপারে এ-ও নির্দ্বিধায় বলা যায়– 'জ্ঞানের প্রত্যেক শাখায়, প্রত্যেক বিষয়ে তাঁর ও তাঁর কলমের অংশগ্রহণ; বরং বিশাল অবদান রয়েছে।'

www.QuranerAlo.net

Contents

অসুস্থ অবস্থায়ও হাদীসের দরস দান

'সহীহ মুসলিম' এর মুকাদ্দামায়[১২৬] ইমাম নববী রহ. ফিকহ, উসূল, হাদীসসহ অন্যান্য শাস্ত্রের ইমাম আবু আবদুল্লাহ ফারাবী মুহাম্মাদ ইবনুল ফযল নিশাপুরী রহ. (জন্ম : ৪৪১, মৃত্যু : ৫৩০ হিজরী) এর জীবনীতে লিখেন– "দূর-দূরান্ত থেকে ছাত্ররা তাঁর কাছে আসত। ফলে কাছের ও দূরের বহু শহরে তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীস ছড়িয়ে পড়ল। এমন কি বলা হতে লাগল যে, للفراوى ألف راوى (অর্থ : ফারাবীর বর্ণনাকারী তো বেশুমার!)

মক্কায় ইলমের বিস্তার ও প্রচার করতেন বলে তাকে فقيه الحرم (তথা, মসজিদে হারামের ফিকহবিদ)ও বলা হত।

ইমাম হাফেয আবুল কাশেম দামেস্কী রহ., যিনি ইবন আসাকির নামে পরিচিত– তিনি ফারাবীর সুদীর্ঘ স্তুতি-বন্দনার পর লিখেন– "আমার দ্বিতীয় সফর ছিল তাঁরই উদ্দেশ্যে। কেননা সনদের উন্নতি, ইলমের ব্যাপ্তি, আক্বীদা-বিশ্বাসের শুদ্ধতা, স্বভাবের কোমলতা ও ছাত্রদের প্রতি পরিপূর্ণ মনোনিবেশের কারণে সে যুগে গোটা দুনিয়ার ইলমী সফরের তিনি ছিলেন অন্যতম গন্তব্য।

তাঁর সোহবতে আমি ছিলাম পূর্ণ এক বছর। এই সময়ে বহু মূল্যবান মণি-মাণিক্যও আমি হাসিল করেছি। তাছাড়া তাঁর কাছে আমার অবস্থান এবং আমার আগমনের উদ্দেশ্যকে তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন এবং মূল্যায়ন করতেন।

আমার অবস্থানকালেই একবার তিনি কঠিন অসুস্থতায় আক্রান্ত হলেন। আর চিকিৎসক তাঁকে দরস দান তথা হাদীস শ্রবণ থেকে বারণ করলেন এবং বুঝালেন যে, এটা তাঁর অসুস্থতা ও কষ্টবৃদ্ধির কারণ হতে পারে। তখন তিনি বললেন, তালেবে ইলমগণকে পাঠ থেকে বাধাদান আমার কাছে বৈধ মনে হয় না। হতে পারে তাঁদের খেদমত করতে করতেই আমি দুনিয়া থেকে বিদায় হব।

তাঁর অসুস্থতায়ও– যখন তিনি বিছানায় শায়িত– আমি তাঁকে হাদীস শুনাতাম। পরবর্তীতে আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁকে শেফা দান করলেন

---

১২৬. ১ : ৮।

www.QuranerAlo.net

Contents

তখন আমি তাঁর থেকে বিদায় নিয়ে হারাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতে চাইলাম। বিদায়কালে তিনি অনেক উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা প্রকাশের পর বললেন, 'খুব সম্ভব এরপর আমাদের আর সাক্ষাৎ হবে না।'

তাঁর কথাই সত্য হয়েছিল। কিছুকাল পরই হারাতে তাঁর মৃত্যু সংবাদ পৌঁছে। তাঁর ওফাত হয়েছে ৫৩০ হিজরীর শাওয়াল মাসের শেষ দিকে। আর তাঁকে দাফন করা হয় রাসূলের এক সাহাবী আবু বকর ইবন খুযায়মা রা. এর কবরে।

মারিস্তানের কাযী, জেলখানায় যাঁর রুমী ভাষা শিক্ষা

জীবন পরিক্রমায় মানুষ অনেক সময় অসুস্থতা, সফর, বন্দী, দেশান্তর ইত্যাদি এমন সকল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় যখন ইলম অর্জন বা জ্ঞান চর্চার কোনো উপকরণ তার কাছে থাকে না। তখন না সে পড়ার জন্য কিতাব পায়, আর না লেখার জন্য কাগজ। কিন্তু সময়ের যথাযথ মূল্যায়ন করাই যাঁর অভ্যাস, লেখাপড়া ও গবেষণাই যাঁর মূল কাজ তিনি তো কখনো মাধ্যম বা উপায়-উপকরণের অপেক্ষায় বসে থাকে না। প্রতিকূল পরিবেশ-পরিস্থিতি তো তার দৃঢ় ইচ্ছার সামনে বাধা হতে পারে না। তিনি তো যে কোনো ভাবেই হোক সময়কে কাজে লাগিয়েই থাকেন। হয়ত মুখস্থ কুরআন পড়বেন বা যিকিরে মশগুল থাকবেন কিংবা সঙ্গী পেলে ইলমী আলোচনা-পর্যালোচনায় ব্যস্ত হবেন।

এই চিত্র আমরা দেখেছি পূর্ববর্তী বহু জ্ঞানী-গুণী ও গবেষকদের জীবন ও জীবনীতে।

এখানে আমরা উদাহরণস্বরূপ কাযী আবু বকর মুহাম্মাদ ইবন আবদুল বাকী রহ.- যিনি 'মারিস্তানের কাযী' নামেই পরিচিত, তাঁর জীবনীর অংশবিশেষ পেশ করছি।

"ইমাম আবু বকর মুহাম্মাদ ইবন আবদুল বাকী রহ. ছিলেন বাগদাদের অধিবাসী এবং হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী। তিনি 'মারিস্তানের কাযী; নামেই ছিলেন পরিচিত। আর তাঁর পিতা পরিচিত ছিলেন صِهْرُ هِبَةَ উপাধিতে। আর বংশ পরম্পরায় তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কবি ও বিশিষ্ট সাহাবী কা'ব ইবন মালিক ইবন আমর ইবন কায়ন রা. এর উত্তরসূরী।

www.QuranerAlo.net

Contents

তাঁর জন্ম ৪৪২ হিজরীর সফর মাসের দশ তারিখ।[১২৭]

আবু মুসা মাদীনী রহ. বলেন, তিনি ছিলেন বহু শাস্ত্রের পণ্ডিত। নিজের ব্যাপারে তিনি বলতেন, সাত বছর বয়সেই আমি কুরআন হিফয করি। আর এমন কোনো শাস্ত্র নেই যাতে আমি দৃষ্টি বুলাইনি এবং তা থেকে অল্প-বিস্তর জ্ঞান হাসিল করিনি।

তবে এই নাহু শাস্ত্র ব্যতীত। এতে আমার অর্জন ও পুঁজি খুবই স্বল্প ও সীমিত। আর আমার মনে হয় না যে, জীবনে আমি কখনো এক ঘণ্টা সময়ও খেলাধুলায় নষ্ট করেছি।

একবার তিনি কোথাও সফরে বের হয়ে রোমকদের হাতে বন্দি হন। রোমীয়রা তাঁকে কুফরীতে বাধ্য করতে বেড়িবদ্ধ করে বন্দি করে রাখে প্রায় দেড় বছর। কিন্তু তিনি সেই কুফরী প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তবে আশ্চর্যের বিষয় হল, বন্দীদশার এই সময়ে তিনি তাদের থেকে রুমীভাষা ও লেখা শিখে নেন।

আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কাগজ-কলমের খেদমতে নিয়োজিত হবে মিম্বারগুলো তার খেদমতে নিয়োজিত হবে। তিনি আরও বলেন– শিক্ষকের জন্য আবশ্যক হল, তিরস্কার বা কঠোর আচরণ না করা, আর ছাত্রের জন্য আবশ্যক হল, অবজ্ঞা বা প্রত্যাখ্যান না করা।

জীবনের তিরানব্বইটি বছর পার করার পরও আমি তাঁকে স্থির জ্ঞান ও সুস্থ অনুভূতিসম্পন্ন দেখেছি এবং দৃষ্টিশক্তিও ছিল পূর্ববত প্রখর। ছোট লেখাও তিনি দূর থেকে পড়তে পারতেন।

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে আমরা তাঁর সাক্ষাতে গিয়েছিলাম। তখন তিনি বললেন, কানে কিছুটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। তবুও তিনি আমাদের হাদীসের পাঠ দান করলেন।

এ অবস্থায় তিনি ছিলেন প্রায় দু'মাস। তারপর একেবারেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনদিন অসুস্থ ছিলেন। তবে এ পরিস্থিতিতেও লাগাতার কুরআন তেলাওয়াত করে গেছেন। অবশেষে ৫৩৫ হিজরী ২ রজব যোহরের পূর্বে ইহধাম ত্যাগ করেন।

তাঁর প্রশংসায় সামআ'নী রহ. বলেন, এত অধিক শাস্ত্রে পাণ্ডিত্বপূর্ণ ব্যক্তি আমি আর দেখিনি। সকল জ্ঞানেই কিছু না কিছু তিনি অংশগ্রহণ করেছেন।

---

১২৭. ১১৫ পৃষ্ঠার ৮৮ নং টীকা এখানে আসবে।

www.QuranerAlo.net

Contents

তবে গণিত ও ফারায়েয শাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্ব ছিল সীমাহীন। কিন্তু আমি তাকে বলতে শুনেছি, "আমি হাদীস ও ইলমে হাদীস ছাড়া অর্জিত সকল শাস্ত্র থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছি।"

অনুলিখনে তিনি খুবই গতিসম্পন্ন ছিলেন। আর তাঁর হাদীস পাঠও ছিল খুবই সুন্দর ও শ্রুতিমধুর। আমি তাঁর কাছে পড়া অবস্থায় আমার সংগৃহীত বিভিন্ন রাবীর হাদীস সংকলনগুলোর পাঠে তিনি মগ্ন থাকতেন। এর মাঝে হঠাৎ খুযায়ী রহ. এর হাদীস সংকলন তাঁর হস্তগত হয়। যা আমি কুফায় উমর ইবন ইবরাহীম আলাভী রহ. এর সামনে পাঠ করেছিলাম। আর তাতে চমৎকার অনেক ঘটনাও ছিল। তখন তিনি বললেন, এটি রেখে যাও। পরদিন আমি তাঁর কাছে যেতেই তিনি তা আমাকে ফেরত দিলেন। তবে এর মাঝেই তিনি পুরোটা অনুলিপি করে নিয়েছেন। তারপর আমাকে বললেন, এটি (অর্থাৎ তাঁর অনুলিপিটি) পড়ে আমাকে শোনাও।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, হযরত! এটা কীভাবে সম্ভব হল? তিনি চুপ রইলেন। তখন আমি তা পড়তে শুরু করলাম। পাঠশেষে তিনি বললেন, এর নীচে আমার নাম লিখে রাখ।[১২৮]

দেখ, পাঠক! জীবনের যে কোনো পরিস্থিতিতেও সময়ের মূল্যায়নে কী পরিমাণ সচেতনতা ছিল তাদের মাঝে। বিশ্বখ্যাত একজন হাদীস বিশারদ হয়েও বন্দী সময়টুকুতে তিনি রোমীয় ভাষা ও হস্তলিপি চর্চা করেন।

যদি আমাদের মত দুর্বল মনোবলের লোক হতেন তবে হয়ত বলতেন— এতে কী ফায়দা? অথবা এ জাতীয় কোনো খোঁড়া অজুহাতে তা এড়িয়ে যেতেন। কিন্তু তিনি যে ছিলেন— যে কোনো ক্ষণে ও পরিস্থিতিতে— ইলমের জন্য পাগলপারা।

ইবন রুশ্‌দ্‌-এর ইলমী সাধনা

ফিকহবিদ ও চিকিৎসাবিদ মুহাম্মাদ ইবন আহমদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আহমদ ইবন রুশদ রহ. এর জন্ম ৫২০ হিজরী এবং মৃত্যু ৫৯৫ হিজরী। তিনি 'ইবন রুশদ আল হাফীদ' নামে পরিচিত। আল-হাফীদ (অর্থঃ পৌত্র) উপাধি সংযুক্ত হয়েছে তাঁর পিতামহ থেকে তাঁকে পৃথক করার জন্য। (কারণ উভয়েই তো মুহাম্মাদ ইবন আহমদ)।

---

১২৮. سير أعلام النبلاء হাফেয যাহাবী রচিত : ২০ : ২৩-২৮।

www.QuranerAlo.net

ইবন ফারহুনের الديباج المُذْهَب গ্রন্থে[১২৯] তাঁর জীবনীতে উল্লেখ করা হয়, বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শুধু দু'রাত ব্যতীত কখনোই তিনি ইলমী মুযাকারা থেকে ক্ষান্ত হননি। রাত দুটি হল : এক. পিতার মৃত্যুর রাত, দুই. বিবাহের রাত।

এই ঘটনা উল্লেখের পর সালমান ইবন আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ বলেন, আমাদের পূর্বসূরীগণের মাঝে এমন দৃষ্টান্তও রয়েছে যে, তাঁরা বিবাহের রাতেও ইলম-চর্চা থেকে বিরত থাকেননি।

আল্লাহর আনুগত্য ছাড়া জীবনের কোনো মুহূর্তও কাটেনি যাঁর

হাফেয কুসতুলানী রহ. الفتح المواهبى فى ترجمة الإمام الشاطبى গ্রন্থে[১৩০] কাযী বায়সানী রহ. এর জীবনী আলোচনা করতঃ লিখেন–

কাযী আবদুর রহীম ইবন আলী ইবন হাসান ইবন আহমদ ইবন ফারায বায়সানী রহ. ছিলেন মিশরের অধিবাসী এবং ছিলেন বহু গ্রন্থ প্রণেতা । তাছাড়াও তিনি ছিলেন সুলতান সালাহ উদ্দীন আইয়ূবীর মন্ত্রী ও ঘনিষ্ট বন্ধু। ৫২৯ হিজরীর জুমাদাল উখরার মাঝামাঝি তিনি জন্মগ্রহণ করেন। আর সিলাফী ও ইবন আ'সাকির রহ. এর মত যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসগণ থেকেও হাদীস বর্ণনা করেন।

তাজউদ্দীন সুবকী রহ. তাঁর সম্পর্কে বলেন– তাকে 'বায়সানী' বলা হয় বায়সানের অধিবাসী হওয়ার কারণে নয়, বরং তাঁর পিতা বায়সানের কাযী ছিলেন বলে। তাঁর যুগে ও পরবর্তী যুগে– সর্বসম্মতিক্রমেই– তিনি ছিলেন সাহিত্যিককুল শিরোমণি ও সাহিত্যাঙ্গনের অগ্রদূত। এ ক্ষেত্রে তিনিই তাঁর উপমা। পূর্ববর্তী বা পরবর্তীদের মধ্যে তাঁর দৃষ্টান্ত পাওয়া ভার। ফিকহের ময়দানে ইমাম আবু হানীফা ও শাফী' রহ. এর যে অবস্থান সাহিত্যের ময়দানে তাঁরও ছিল সে অবস্থান। বরং বলা উচিত, তাঁর অবস্থান ছিল আরও...। কারণ এ দুই ইমামের শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে কিছু না কিছু হলেও বিতর্ক আছে, কিন্তু সাহিত্যের অঙ্গনে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে কোনোরূপ বিতর্ক বা দ্বিমত নেই। তাই বলা হয়, বসরী নাহুবিদগণের মাঝে সিবাওয়াইহর মত অবস্থান ছিল সাহিত্যাঙ্গনে মাঝে তাঁর অবস্থান। এ

১২৯. পৃ. ২৮৪/২ : ২৫৮
১৩০. পৃ. ১১১ থেকে ১১৩।

www.QuranerAlo.net

ছাড়াও তিনি ছিলেন অধিক ধর্মপরায়ণ ও খোদাভীরু। আর কৃতজ্ঞতা, সহনশীলতা ও ক্ষমাপরায়ণতায় ছিলেন নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত।

হাফেয ইমাদুদ্দিন ইবন কাসীর রহ. তাঁর স্তুতি বর্ণনাকরতঃ লিখেন–

তিনি ছিলেন সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্র পণ্ডিতগণের পুরোধা ও পথিকৃৎ। তাঁর পিতা তাকে মিশর সাম্রাজ্যের 'দাওলায়ে ফাতেমিয়্যায়' প্রেরণ করেন। সেখানে তিনি শায়খ আবুল ফাতাহ ইবন কাদূস সহ অন্যান্যদের কাছে রচনা চর্চায় মনোনিবেশ করেন এবং এক পর্যায়ে তিনি মিশর, ইরাক সহ কাছের ও দূরের অনেক দেশে সাহিত্য ও রচনা চর্চায় শ্রেষ্ঠত্বের আসন লাভ করেন। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, তাঁর যুগে সাহিত্যে তাঁর কোনো সমকক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। এমন কি বর্তমানকাল পর্যন্ত তাঁর কোনো দৃষ্টান্ত অস্তিত্ব লাভ করেনি।

পরবর্তীতে যখন সুলতান সালাহ উদ্দীন আইয়ূবী রহ. মিশর সাম্রাজ্যের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন তখন তাঁকে প্রধান সভাসদ ও মন্ত্রীত্বের আসন দান করেন এবং নিজের ঘনিষ্ঠ সাথী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেন। এমন কি সুলতানের কাছে তিনি স্ত্রী-সন্তান থেকেও প্রিয় ও সহায়-সম্পদ থেকেও গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন।

তাছাড়াও বিভিন্ন দুর্গ, অঞ্চল ও দেশ জয়ে তিনি ছিলেন সুলতানের সহযোগী। আর এসব কিছু হয়েছিল তাঁর তরবারির তীক্ষ্ণতা, ভাষা ও বর্ণনার প্রাঞ্জলতা এবং লিখনির সূক্ষ্মতার গুণে।

আবদুল লতীফ বাগদাদী রহ. বলেন, একবার আমরা তাঁর সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে গেলাম। গিয়ে দেখি, অতি শীর্ণকায় এক ব্যক্তি! হাড় আর চামড়া ছাড়া কিছুই নেই দেহে!! এ অবস্থায়ও তিনি লিখছিলেন এবং দু'ব্যক্তিকে দিয়ে লিখাচ্ছিলেন।

তাঁর অবস্থা বর্ণনায় আরেকজন বলেন, সর্বদাই তাঁর কলম চলত মানুষের কল্যাণে। হয়তো কারো ভাতা জারি বা রেশন চালুকরণে কিংবা কোনো দান-খয়রাতে।

অথচ নিজে অবলম্বন করতেন এমন জীবন যা ছিল বড়ই কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ, তবে ইবাদতে পরিপূর্ণ। নিয়মিত রাত্রি সজীব হতো তাঁর তাহাজ্জুদ সাধনায়, আর দিনে মশগুল থাকতেন সাহিত্য ও তাফসীর চর্চায়। এমন কি এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, জীবনের কোনো মুহূর্ত তিনি আল্লাহর আনুগত্য ছাড়া কাটাননি।

www.QuranerAlo.net

লেখক ইমাদ রহ. বলেন, প্রতিদিন তিনি একখতম কুরআন তেলাওয়াত করতেন। সুযোগ হলে কিছুটা বেশীও পড়তেন।

আরেকজন বলেন, খাওয়া-দাওয়া ও পোশাক-পরিচ্ছদে তিনি ছিলেন খুবই সাদাসিধে। তাঁর পোশাক সাধারণত সাদা হত। তবে এর মূল্য কখনো দু'দিনারও হতো না। একজন বিশিষ্ট মন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও চলাফেরা ছিল তাঁর একেবারেই সাধারণ। কখনো সৈন্য-সামন্ত বা দেহরক্ষী নিয়ে চলতেন না। সাধারণ একজন গোলামই তাঁর সঙ্গী হতো।

আর কবর যিয়ারত, জানাযায় অংশগ্রহণ ও অসুস্থদের সেবা তিনি বেশী বেশী করতেন। তাছাড়াও প্রকাশ্যে-গোপনে দানের হাত ছিল তাঁর সদা বিস্তৃত।

তিনি ছিলেন খুব দুর্বল দেহ ও শীর্ণ অবয়বের অধিকারী। সৎ গুণ ও বৈশিষ্ট্যের লোকদের প্রতি সর্বদা তিনি অনুগ্রহ করতেন, তবে কখনো খোঁটা দিতেন না।

পরিবারের লোকজন এবং নিকটাত্মীয়দের প্রতিও তিনি যথেষ্ট খেয়াল রাখতেন এবং তাদের সম্মান করতেন।

শত্রু থেকে কখনো তিনি প্রতিশোধ নিতেন না; হয়ত তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতেন, নয়তো ক্ষমা করে দিতেন।

ব্যবসায়িক আয় ছাড়া রাষ্ট্রীয় বরাদ্দ ও স্থাবর-অবস্থাবর সম্পত্তি থেকে তাঁর বাৎসরিক আয় ছিল প্রায় পঞ্চাশ হাজার দীনার।

বিভিন্ন বিষয়ে তিনি দূর-দূরান্ত থেকে কিতাব সংগ্রহ করতেন। আর তাঁর ছিল অনেক অনুলিপিকারী ও কিতাব বাঁধাইকারী। যারা কখনো কর্মশূন্য ও বেকার থাকতো না।

মোটকথা হল, তাঁর মর্যাদা ও গুণাবলী এবং দান ও কল্যাণকর্মের দৃষ্টান্ত পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের মাঝে পাওয়া দুষ্কর। এছাড়াও ইলমের প্রচার-প্রসারে ও খ্রিস্টানদের হাতে বন্দীদের মুক্তকরণে তিনি অনেক কিছুই ওয়াকফ করে যান। আর শহরের পাশে তিনি প্রস্রবণ জারী করান।

এক কথায় কল্যাণকর্ম বলতে এমন কিছু নেই যেখানে তিনি অংশগ্রহণ করেননি। অবশেষে ৫৯৬ হিজরীর ৬ রবিউস সানী তিনি ইন্তেকাল করেন এবং ইমাম শাত্বেবি রহ. এর পাশে তাঁকে দাফন করা হয়।

www.QuranerAlo.net

আবু তাহের সিলাফী সম্পর্কে শত খণ্ড

تذكرة الحفاظ গ্রন্থে[১৩১] হাফেয আবদুল গনি আল-মাকদিসী র. এর (৫৪১-৬০০ হিজরী) জীবনীতে উল্লেখ করা হয়েছে, "তিনি ছিলেন দামেস্কের অধিবাসী, হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী এবং হাদীছ শাস্ত্রের একজন ইমাম। তিনি বহু গ্রন্থ সংকলন করেছেন। শুধু আবু তাহের সিলাফী সম্পর্কেই শত খণ্ড (প্রায় ৩০০০ পৃষ্ঠা) লিখেছেন। এছাড়াও তাঁর বহু রচনা ও সংকলন রয়েছে। জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত তিনি রচনা, সংকলন, অনুলিপিকরণ, হাদীছের দরস প্রদান ও ইবাদত-বন্দেগীতে সময় ব্যয় করেছেন।

তাঁর শাগরেদ যিয়া মাকদিসী বলেন, "তিনি এক মুহূর্ত সময়ও নষ্ট করতেন না। ফজরের নামাযের পর কোরআন শিক্ষা দিতেন। কখনো কখনো হাদীছের দরসও প্রদান করতেন। এরপর অজু করে নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। সূরা ফাতেহা এবং সূরা ফালাক ও নাস দিয়ে যোহরের পূর্ব পর্যন্ত প্রায় তিনশ' রাকাত নামায পড়তেন। এরপর অল্প সময় ঘুমাতেন। যোহরের পর হাদীছ শ্রবণ, লেখা-লেখি ও অনুলিপি তৈরীতে ব্যস্ত থাকতেন। একাজ চলত প্রায় মাগরিব পর্যন্ত। এরপর রোযা রেখে থাকলে ইফতার করতেন।

এশার পর থেকে অর্ধরাত বা এর কিছুক্ষণ পর পর্যন্ত ঘুমাতেন। এরপর তিনি একটু পরপর অজু করে নামাযে দাঁড়াতেন। কোন কোন দিন এ সময়ের ভিতর সাত আট বার পর্যন্ত অযু করতেন। আর বলতেন, অজুর পানিতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যতক্ষণ আর্দ্র থাকে ততক্ষণ আমার ভালো লাগে।

এরপর ফজরের পূর্বে অল্পক্ষণ ঘুমিয়ে নিতেন। এটাই ছিল তাঁর প্রতিদিনের অভ্যাস। "তিনি চল্লিশের অধিক কিতাব রচনা করেছেন। এর মাঝে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান কিতাবও রয়েছে।[১৩২]

---

১৩১. ৪ : ১৩৭৬-১৩৮০।
৩২. তাঁর কর্মময় জীবনের বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে ইবন রজব এর ذيل طبقات الحنابلة। গ্রন্থে। আগ্রহী পাঠক চাইলে দেখে নিতে পারেন। (খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫-৩৫)

www.QuranerAlo.net

Contents

খাওয়ার সময়টুকুর জন্য আফসোস

عُيون الأنباء في طبقات الأطبّاء গ্রন্থে[১৩৩] লেখক ইবন আবি উছাইবিয়া ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী র. এর জীবনী আলোচনা করে লিখেন– "তিনি ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ তাফসীর বিশারদ, নীতি-শাস্ত্রবিদ, আইনবিদ এবং ধর্মতত্ত্ববিদ। তাঁর নাম 'মুহাম্মাদ বিন উমর', জন্ম ৫৪৩ এবং মৃত্যু ৬০৬ হিরজীতে। ৬৩ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। এ সময়ে প্রায় দু'শরও অধিক কিতাব লিখেছেন তিনি। এর কোন কোনটি আবার বিশ-ত্রিশ খণ্ডের।

তাঁর জীবনীর আরেক জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, ফখরুদ্দীন রাযী বলেছেন, "খাওয়ার সময়টুকুর জন্য আমার খুব আফসোস হয় যে, এই সময়টা ইলমী মগ্নতা ছাড়া কেটে যায়। আহা! সময়তো অনেক গুরুত্বপূর্ণ, সময়তো অনেক মূল্যবান!"

সন্তানের মৃত্যুতেও অব্যাহত ছিল যাঁর গ্রন্থরচনা

ফাখ্রু রাযী রহ. এর সুবিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ مفاتيح الغيب এ সূরা ইউসুফের তাফসীরের সমাপ্তিতে তিনি লিখেন– "আল্লাহ তা'আলার অশেষ মেহেরবানীতে এই সূরার তাফ্সীর সমাপ্ত হল রোজ বুধবার ৭ শাবান ৬০১ হিজরীতে। আমি তখন ছিলাম খুবই বেদনাহত, পুত্র মুহাম্মাদের মৃত্যুর কারণে। আল্লাহ তাকে দয়া ও সন্তুষ্টি দ্বারা বেষ্টন করে নিক এবং উচ্চ সম্মান ও অবস্থানে অধিষ্ঠিত করুক। আমিন।

এখানে প্রসঙ্গত ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রহ. এর একটি ঘটনা উল্লেখ করছি, যা ইলমের প্রতি তাঁর অনুরাগ ও ভালবাসা এবং মূল্যায়ন ও সতর্কতা সম্পর্কে পাঠককে ওয়াকিফহাল করবে।

مُعجم الأدباء গ্রন্থে[১৩৪] আরবী সাহিত্যিক আল্লামা আযীযুদ্দীন ইসমাঈল ইবন হুসাইন রহ. (৫৭২-৬১৪ হিজরী) এর জীবনী আলোচনা করতঃ আল্লামা ইয়াকুত হামাভী রহ. লিখেন–

"তিনি ছিলেন চারিত্রিক সৌন্দর্য, স্বভাব উদারতা, চিত্ত-প্রফুল্লতা ও লাজ-নম্রতায় গড়া। আর আগন্তুকদের প্রতিও তাঁর ছিল অগাধ ভালবাসা।

---

১৩৩. ২ : ৩৪।

১৩৪. খ. ৬, পৃ. ১৪৮ বা খ. ২, পৃ. ৬৫৪।

www.QuranerAlo.net

এছাড়াও অন্যান্য উত্তম গুণাবলিরও সমাবেশ ঘটেছিল তাঁর মাঝে– যা সাধারণত অন্যদের মাঝে বিরল। উপরন্তু তিনি ছিলেন কুলজিবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, ব্যাকরণ, ভাষা-সাহিত্য ও কাব্যজ্ঞানে অনন্য শ্রেষ্ঠজন। এতসব গুণ, জ্ঞান ও প্রতিভার সমাহার হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছিলেন অতি বিনয়ী।

গ্রন্থ রচয়িতা ইয়াকুত হামাভী রহ. বলেন, তিনি (আযীযুদ্দীন ইসমাঈল ইবন হুসাইন) আমাকে বর্ণনা করেন, একবার ফখরুর রাযী রহ. 'মারও' তে এলেন। তখন তিনি অতি মর্যাদা ও সম্মান এবং প্রসিদ্ধি ও সমীহের অধিকারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। অতি সমীহের কারণে তাঁর কথার পুনরুক্তি চাওয়া হত না। এমনকি কেউ তাঁর সামনে জোরে নিঃশ্বাস ছাড়তেও ভয় পেত।

তখন আমি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণের উদ্দেশ্যে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তবে তাঁর সামনে পড়তে খুব ইতঃস্তত বোধ করতাম। তো একদিন তিনি আমাকে বললেন, আমার চাওয়া, তুমি আমার জন্য 'তালেবিয়্যীনদের' বংশপরিক্রমার একটি ছোট্ট পুস্তিকা লিখে দেবে। এ শাস্ত্রে একেবারে অজ্ঞ থেকে আমি মরতে চাই না। তখন আমি বললাম– আমি কি তা বৃক্ষাকৃতিতে (অর্থাৎ শাখা-প্রশাখাসহ) লিখব, নাকি গদ্যাকৃতিতে? তিনি বললেন, বৃক্ষাকৃতির বংশধারা মুখস্থ করা যথেষ্ট কঠিন, আমি এ শাস্ত্রে কিছু মুখস্থ করতে চাচ্ছি। আমি বললাম, যা হযরতের মর্জি।

কিছুদিন পর আমি তাঁর কথামতো একটি পুস্তিকা রচনা করলাম এবং তাঁর নামের সাথে সম্পৃক্ত করে এর নামকরণ করলাম الْفَخْرِيُّ। তারপর আমি কিতাবটি তাঁর কাছে নিয়ে এলাম। যখন তিনি বিষয়টি আঁচ করতে পারলেন তখন সাথে স্যাথেই শিক্ষকের আসন ছেড়ে এসে সামনের চাটাইয়ে বসে পড়লেন এবং আমাকে বললেন, তুমি এই আসনে বস। কিন্তু উস্তাদের আসনে বসার স্পর্ধা আমি দেখাতে পারলাম না। কিন্তু তিনি দমলেন না, অনবরত আমাকে নির্দেশ দিতে থাকলেন এবং চোখ রাঙিয়ে শাসাতে লাগলেন। অবশেষে তাঁর নির্দেশের প্রতি সমীহে এবং পীড়াপীড়ির আতিশয্যে আমি সেখানে বসতে বাধ্য হলাম।

তারপর তিনি আমার সামনে চাটাইয়ে বসে কিতাবটি পড়তে লাগলেন। যেখানেই জটিলতা বোধ হত আমাকে জিজ্ঞেস করে নিতেন। এভাবে শেষ পর্যন্ত পৌঁছলেন। পড়া শেষ করে আমাকে বললেন, "এখন যেখানে ইচ্ছা

www.QuraneAlo.net

Contents

বসতে পার। কারণ এ হল ইলম, আর এ ক্ষেত্রে তুমি আমার শিক্ষক। আমি তোমার থেকে ইস্তেফাদা ও উপকার গ্রহণ করেছি এবং তোমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছি। আর ইলম ও জ্ঞানের আদব হল, শিষ্য শিক্ষকের সামনে নীচু স্থানে বসবে।”

তাঁর কথা শেষ হলে আমি সে আসন ছেড়ে এসে তিনি যেখানে বসেছিলেন সেখানে বসলাম। আর তিনি বসলেন শিক্ষকের আসনে।

আল্লাহর শপথ, এ ছিল অতি উত্তম শিষ্টাচার; বিশেষত তাঁর মত এ উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিত্বদের থেকে।

সংযোজক সালমান ইবন আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ বলেন, লক্ষ্য করুন– পাঠক, যুগশ্রেষ্ঠ একজন আলেমের কী চমৎকার বিনয়-নম্রতা! নিজের ছাত্রের শিষ্যত্ব গ্রহণেও তিনি কোনো কুণ্ঠাবোধ করেন নি। তাও আবার পূর্ণ শিক্ষকের মর্যাদা প্রদর্শন করে এবং নিজেকে ছাত্রের অবস্থানে নামিয়ে এনে! এটা তাঁর চূড়ান্ত বিনয়েরই অনন্য নিদর্শন ছাড়া আর কী!

নিশ্চয়ই এ ঘটনার মাধ্যমে তাঁর জীবন ও জীবনীর মান ও স্তর বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে ও উন্নীত হবে এবং পরবর্তীদের জন্য হবে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত ও চমৎকার আদর্শ।

নিজেকে তাঁরা নীচে নামাতে পেরেছেন শুধু এ কারণেই যে, সাধারণ থেকে সাধারণ ইলম ও জ্ঞানের মূল্যও তাদের কাছে ছিল নিজেদের অবস্থা, অবস্থান ও মর্যাদার চেয়ে অনেক অ-নে-ক বেশী।

‘মাফখারুল ইরাক’

ইতিহাসবিদ ইবন নাজ্জার ذيل تاريخ بغداد গ্রন্থে[১৩৫] তাঁর শায়খ ইবন সুকায়না র. এর জীবনী আলোচনা করতঃ লিখেন “শায়খুল ইসলাম যিয়াউদ্দিন আবু আহমদ আবদুল ওয়াহহাব বিন আলী ইবন সুকায়না (৫১৯-৬০৭ হিজরী) ছিলেন বাগদাদের অধিবাসী, শাফেয়ী’ মাযহাবপন্থী একজন সুফি সাধক। তিনি ছিলেন ফকীহ ও মুহাদ্দিছ এবং সে যুগের লোকদের, বিশেষত আলেমদের জন্য আদর্শ ও নমুনা। তাকে ‘শায়খুল ইসলাম’ ও ‘মাফখারুল ইরাক’ (ইরাকের গৌরব) বলা হত। এক কথায়,

১৩৫. ১ : ৩৫৪-৩৬৮ এবং যাহাবী রচিত سير أعلام النبلاء : ২১ : ৫০২-৫০৫।

www.QuranerAlo.net

Contents

সনদ ও ইতকান, যুহদ ও ইবাদত, তাকওয়া ও পরহেযগারী এবং এত্তেবায়ে সুন্নত ও পূর্বসূরীদের পথ ও পন্থা অনুসরণে– তথা সকল– ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন শায়খ ও পথিকৃৎ।

আল্লাহ তাঁকে দীর্ঘ জীবন এবং ব্যাপ্ত যশ-খ্যাতি দান করেছিলেন। ফলে দূর-দূরান্ত থেকে তালিবে ইলমরা তাঁর কাছে আসতো। দীর্ঘায়ুর সুবাদে তিনি নিজের বর্ণিত সকল হাদীছ বহুবার বর্ণনা করার এবং এর মাধ্যমে বহু হাদীছ পিপাসুকে পরিতৃপ্ত করার তাওফীকপ্রাপ্ত হয়েছেন।

সময়ের হেফাযতের প্রতি তিনি অতি যত্নবান ছিলেন। এমনকি খুব হিসাব করে কথা বলতেন। যেন অনর্থক কথায় সময় নষ্ট না হয়। দিন-রাত তাঁর সময় কাটতো কোরআন তেলাওয়াতে কিংবা যিকির-তাহাজ্জুদে অথবা কোরআন ও হাদীছ শ্রবণে এবং এসবের দরস প্রদানে।

তাঁর মজলিসে অনর্থক ও অহেতুক কথাবার্তা, গীবত-শেকায়াত নিষিদ্ধ ছিল। নামাযের জামাতে বা কারও জানাযায় শরীক হওয়ার তাগাদা ছাড়া তিনি কখনও বাইরে বের হতেন না। দেখা-সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে কিংবা উৎসব-অনুষ্ঠান উপলক্ষেও তিনি কোন বিত্তশালী ও ক্ষমতাশালীদের ঘরে বা মজলিসে উপস্থিত হতেন না।

ইবন নাজ্জার বলেন– "প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে আমার বহু সফর হয়েছে, বহু অঞ্চল আমার দেখা হয়েছে। অগণিত লোকদের সাথে আমার উঠাবসা ও কথাবার্তা হয়েছে। বহু আলেম ও যাহেদকে কাছে ও দূরে থেকে দেখার সুযোগও হয়েছে। তবে একথা আমি হলফ করে বলতে পারি, তাঁর (ইবন সুকায়নার) চেয়ে অধিক ইবাদাতগুযার, সুন্দর পথ ও পন্থার অধিকারী এবং পূর্ণতর ব্যক্তি আমি আর কোথাও কখনও দেখিনি। আর এ মন্তব্য আমি এমনি এমনি করছি না। তাঁর কাছে প্রায় ত্রিশ বছর কাটিয়েছি আমি। দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা তাঁর খুব কাছাকাছি থেকেছি। তাঁর থেকে আদব-আখলাক ও শিষ্টাচার শিখেছি। সকল কেরাতে তাঁকে কোরআন শুনিয়েছি। তাঁর থেকেই আমি সর্বাধিক হাদীছ শুনেছি এবং দীর্ঘ কলেবরের কিতাবাদি পড়েছি।

www.QuranerAlo.net

কৃত্রিমতা বর্জনের অনন্য দৃষ্টান্ত

বাগদাদের সর্ববৃহৎ ও সর্বোন্নত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান "মাদরাসায়ে নেযামিয়া" এর শিক্ষক য়াহয়া বিন কাসিম বলেন, ইবন সুকায়না র. এর যেমনি ছিল ইলম, তেমনি ছিল তদনুযায়ী আমল। এক কথায় তিনি ছিলেন আলেমে বা-আমল। একটি মুহূর্তও তিনি নষ্ট করতেন না। যখন আমরা তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য যেতাম তিনি বলতেন– لاتَزِيدوا على سلامٌ عليكم مسألة (তোমরা সালাম দেয়ার পর আর কোন কুশল প্রশ্ন করো না বরং মূল আলোচনায় চলে আস)। শুধু সময়ের হেফাযতের জন্য এবং ইলমী আলোচনার প্রতি অত্যাগ্রহের জন্যই তিনি তা করতেন।

আল্লাহু আকবার! কী আশ্চর্য বিষয়! কী বিস্ময়কর অবস্থা!! সাক্ষাৎপ্রার্থীকে শুধু সালামেই সীমাবদ্ধ থাকতে বলা, সাক্ষাতের সৌজন্য-ভদ্রতার লৌকিকতা পরিহার করা এবং সালামের পরপরই ইলমী আলোচনা বা অধ্যয়নে মগ্ন হতে বলা! আহ! কতইনা কঠিনভাবে সময়ের মূল্যায়ন করতেন তাঁরা! কী বুঝ, কী উপলব্ধি আল্লাহ দান করেছিলেন তাঁদের! কোথায় আজ খুঁজে পাব এর দৃষ্টান্ত, কিংবা নিকটতর কোন নমুনা?

ইবন সায়ীদ আন্দালুসী, ইলম অর্জনেই পেতেন যিনি শান্তি

ঐতিহাসিক আল-মাক্কারী রহ. نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب গ্রন্থে[১৩৬] সুসাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক আবুল হাসান আলী ইবন মুসা ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবদুল মালিক ইবন সাঈদ আন্দালুসী রহ. সম্পর্কে লিখেন, তিনি স্বীয় পিতা সাহিত্যিক, ভাষাবিদ ও ইতিহাসবিদ আবু ইমরান মুসা ইবন মুহাম্মাদ ইবন সাঈদ আন্দালুসী রহ. (জন্ম : ৫৭৩ হিজরী– মৃত্যু : ৬৪০ হিজরী)-এর জীবনী লিখেন এমন একটি গ্রন্থে যা রচনা করেছেন আবু সাঈদ বংশের একের পর এক পাঁচ সদস্য এবং যার ইতি টেনেছেন আবুল হাসান নিজে। গ্রন্থটির নাম المُغرب فى حُلى أهل المَغرب

সে গ্রন্থে পিতার জীবনী উল্লেখকালে আবুল হাসান বলেন, "যদি তিনি আমার পিতা না হতেন তবে আমি তাঁর আরও দীর্ঘ আলোচনা করতাম এবং

১৩৬. ২ : ৩২৯ ও ৩৩৩।

www.QuranerAlo.net

তাঁর যথাযোগ্য গুণাবলি বর্ণনা করতাম। কিন্তু আশা করি যেটুকু উল্লেখ করেছি তাঁর অবস্থান ও মর্যাদা উপলব্ধির জন্য এতটুকুই যথেষ্ট হবে।

আমি তাঁর জীবনে যে আশ্চর্যকর বিষয়গুলো দেখেছি তার অন্যতম হল, সাতষট্টি বছরের সুদীর্ঘ জীবনে আমি কোনদিন তাঁকে কিতাব মুতালাআ বা রচনা-সংকলন থেকে ফারেগ দেখিনি। এমন কি ঈদের দিনেও তিনি এসবেই মশগুল থাকতেন।

এক ঈদের দিনে আমি তাঁর সাক্ষাতে গিয়ে দেখি তিনি লেখালেখিতে ব্যস্ত। তখন তাঁকে বললাম, আব্বাজান! এদিনেও আপনি নিজেকে একটু স্বস্তি দেবেন না? তখন তিনি রাগত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার কথা শুনে তো... জীবনে সফলতা পাবে বলে মনে হয় না। ইলমের চর্চা ছাড়া আর কীসে তুমি শান্তি ও স্বস্তি দেখ, বল। আল্লাহর শপথ! এর চেয়ে শান্তি ও স্বস্তির আর কিছু আছে বলে তো আমার মনে হয় না। আমি তো চাই আল্লাহ তা'আলা আমার জীবনকে দীর্ঘ করে দিক যেন আমি মনমত الْمُغْرِب কিতাবের রচনা শেষ করতে পারি।

আবুল হাসান বলেন, এই ঘটনা আমার হৃদয়-মনে ও চিন্তা-চেতনায় যথেষ্ট প্রভাব সৃষ্টি করল এবং আমি দৃঢ় ইচ্ছা করলাম যে, ইনশাআল্লাহ আমি তাঁর মত হব এবং তিনি যাতে তৃপ্তি লাভ করেন আমিও তাতে তৃপ্তি ও পরিতৃপ্তি লাভে সচেষ্ট হব।"

ও পাঠক! যদি এমনটা না হত তবে الْمُغْرِب কিতাবটি বর্তমান পর্যায়ে হয়ত কখনোই পৌঁছত না।

এছাড়াও বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের সোহবত অর্জন এবং কিতাব-মুতালাআ ও রচনা সংকলনে তিনি ছিলেন খুবই অনুরক্ত।

প্রাকৃতিক প্রয়োজনের সময়টুকুও যেন অনর্থক না কাটে

বিস্ময়করভাবে যাঁরা সময়ের হেফাযত করতেন, কল্পনাতীত পন্থায় যাঁরা সময়কে কাজে লাগিয়ে যেতেন তাঁদের অন্যতম হলেন ইমাম ইবন তাইমিয়া র.। তাঁর পুরো নাম হল– 'মাজদুদ্দীন আবুল বারাকাত আবদুস সালাম বিন আবদুল্লাহ বিন তাইমিয়া' জন্ম ৫৯০ হিজরীর শেষ দিকে এবং মৃত্যু- ৬৫৩ হিজরীতে।

www.QuranerAlo.net

হাফেয ইবন রজব (ذيل طبقات الحنابلة) গ্রন্থে[১৩৭] তাঁর জীবনীতে লিখেন, "তিনি ছিলেন একাধারে ফকীহ, ক্বারী, মুহাদ্দিছ, মুফাসসির, নাহুবিদ ও নীতি শাস্ত্রবিদ। তাঁকে শায়খুল ইসলাম ও ফকীহুয্ যামান (যামানার সেরা ফকীহ) বলা হতো।

আমাদের শায়খ আবু আবদুল্লাহ ইবনুল কাইয়্যিম বলেন– "ইবন তাইমিয়া র. এর পৌত্র বর্ণনা করেন, "আমার দাদা-মাজদুদ্দীন আবুল বারাকাত- যখন প্রাকৃতিক প্রয়োজনে যেতেন তখন আমাকে বলতেন, এই কিতাবটি পড় এবং এতটা জোরে পড় যেন আমি শুনতে পাই। এতে সময়টুকু আমার অনর্থক কাটবে না।"

ইবন রজব বলেন, "ইলমের প্রতি আগ্রহের এবং সময়ের ব্যাপারে সচেতনতার এরচে' বড় দৃষ্টান্ত আর কী হতে পারে!"

সারারাত তিনি ইলম চর্চায় নিবিষ্ট থাকতেন

ইমাম নববী র. (بُستان العارفين) গ্রন্থের[১৩৮] শেষ দিকে (باب في حكايات مستطرفة) শিরোনামে যুগশ্রেষ্ঠ ও অনন্য সাধারণ কতক আলেমের কিছু কীর্তি উল্লেখ করেছেন। সেখানে তিনি হাফেয আবদুল আযীয আল-মুনযীরী র. (৫৮১-৬৫৬) এর একটি সুকীর্তির কথা উল্লেখ করে বলেন, "আমি আমার শায়খ যিয়াউদ্দিন আবু ইসহাক ইবরাহীম বিন ঈসা কে (৬৫৮ হিজরীর ৬ শাওয়াল রোজ বুধবার[১৩৯] দামেস্কের এক মাদরাসায়) একথা

---

১৩৭. ২ : ২৪৯-২৫২।

১৩৮. পৃ. ১৯১ (দামেস্ক থেকে ১৪০৫ হিজরীতে প্রকাশিত ৩য় মুদ্রণ অনুযায়ী)।

১৩৯. এই তারিখ উল্লেখ থেকে বুঝা যায় যে, ইমাম নববী রহ. উসতাযগণ থেকে শ্রুত বিষয়গুলো দিন-তারিখ সহ লিখে রাখতেন। এভাবে লিখতেন দৃঢ়তা ও নির্ভরশীলতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে। (তাঁর উপর আল্লাহর অফুরন্ত রহমত বর্ষিত হোক। আমীন।) তাঁর ও তাঁদের সকল কাজই তো ছিল শিক্ষা ও পরোপকার চিন্তাসমৃদ্ধ।
সংযোজক সালমান ইবন আবদুল ফাত্তাহ বলেন, লেখালেখির ক্ষেত্রে আব্বাজান রহ.ও এ পন্থাই অবলম্বন করতেন। প্রতিটি প্রয়োজনীয় লেখায় ও কিতাবের টীকায় এবং মনের ভাব ও চিন্তা-ভাবনার রচনায় তিনি দিন, তারিখ ও মাসের নাম উল্লেখ করে রাখতেন। আবার কখনো লেখার স্থানের কথাও উল্লেখ থাকতো।
আর এ তো স্বীকৃত বিষয় যে, লিখিয়ে পরিমণ্ডলে এটা অন্যতম পছন্দনীয় বিষয়। তাছাড়া কখনো কখনো তা প্রয়োজনীয়ও বটে এবং এর যথেষ্ট ফায়দা ও

www.QuranerAlo.net

বলতে শুনেছি যে, শায়খ আবদুল আযীয র. বলেছেন, "নিজ হাতে আমি নব্বই মুজাল্লাদ (বা খণ্ড) কিতাব এবং সাতশ' জুয় (তথা, প্রায় ২১০০০ পৃষ্ঠা) লিখেছি।"

এর সবগুলোই উলূমুল হাদীছ সম্পর্কিত অন্যদের রচনা। আর এসব ছাড়াও তাঁর নিজের লেখা, নিজের রচনাও অনেক। তিনি আরও বলেন, ইলম চর্চায় তাঁর মত এত বেশী শ্রম-সাধনা করতে, এত বেশী মগ্ন ও নিমগ্ন থাকতে আমি আর কাউকে দেখিনি।

কায়রো এক মাদরাসায় আমি তাঁর প্রতিবেশী ছিলাম প্রায় বার বছর। এই দীর্ঘ সময়ের মাঝে এমন কোন রাত এবং রাতের এমন কোন মুহূর্ত কাটেনি, যখন আমি জাগ্রত হয়েছি, আর দেখেছি তাঁর ঘরের বাতি নিভানো। বরং সারারাত তাঁর ঘরে বাতি জ্বলতো আর তিনি ইলম চর্চায় নিবিষ্ট থাকতেন। এমন কি খাওয়ার সময়টুকুতেও দেখতাম তাঁর পাশে কিতাব, আর তিনি তাতে মগ্ন।

তাঁর ইলমী তাহকীক ও বিশ্লেষণ, অনুসন্ধান ও গবেষণা এমন ছিল, যা ভাষায় প্রকাশ প্রায় অসম্ভব। তবে এতটুকু বলা যায়, তিনি কোন উৎসবে, অনুষ্ঠানে বা ছুটিতে মাদরাসা থেকে বের হতেন না। শুধু জুম'আর জন্যই বের হতেন। এছাড়া সব সময়ই তিনি ইলমের মাঝে মগ্ন ও নিমগ্ন থাকতেন। আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন। আমীন।

উপকারিতাও রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে তো তা বিভিন্ন প্রশ্নের জওয়াব ও সমস্যার সমাধান করে হৃদয়ে তৃপ্তি ও প্রশান্তি যোগায়।

প্রসিদ্ধ লেখক হুসরী রহ. زهر الآداب গ্রন্থে (৩ : ৮৮১) এবং উসামা ইবন মুনকিয لُباب الآداب গ্রন্থে (পৃ. ২০) উল্লেখ করেন, সুপ্রসিদ্ধ মন্ত্রী ও সাহিত্য বিশারদ আস্‌সুলী বলেন, আবু খলীফা ফযল ইবনুল হুবাব আল-জুমাহীর সাথে তাঁর ইঙ্গিত বিভিন্ন বিষয়ে আমার পত্রালাপ হতো। তার মাঝে দুটি পত্রে আমি তারিখ উল্লেখের কথা ভুলে গেলাম। দ্বিতীয় পত্রের বিষয়টি বাস্তবায়নের পর তিনি এক পত্রে লিখেন, আপনার পত্র আমার হস্তগত হয়েছে, তবে তাতে না আছে সময়ের উল্লেখ, আর না আছে স্থানের। ফলে তাতে আগ-পর বুঝা বড় দায়। তাই সামনে যখনই লিখবেন তাতে যেন তারিখ সংযোজিত থাকে। যেন আমি আপনার কীর্তিমালা ও খবরাখবরের ধারাবাহিকতা সম্পর্কে অবগত হতে পারি।

আর কোনো কোনো লেখক বলেন, তারিখ সংযোজন দৃঢ়তা ও বিশ্বাসের প্রতীক, সংশয় ও সন্দেহের নিরসনকারী। এর মাধ্যমে বহু বাস্তবতা হয় জ্ঞাত, বহু অধিকার হয় সংরক্ষিত আর বহু অঙ্গীকার হয় পাকাপোক্ত।

www.QuranerAlo.net

Contents

সন্তানের মৃত্যুতেও মাদরাসা থেকে বের হননি যিনি

ইমাম তাজউদ্দিন সুবকী طبقات الشافعية الكبرى গ্রন্থে[১৪০] হাফেয মুনযিরী র. এর জীবনীতে লিখেন, "শেষ জীবনে তিনি উচ্চতর বিভাগে হাদীছের দরস দিতেন। শুধু জুম'আর নামায ছাড়া কখনো তিনি মাদরাসা থেকে বের হতেন না। রশিদ উদ্দিন আবু বকর মুহাম্মাদ নামে তাঁর এক ছেলে ছিল। তিনিও ছিলেন উচ্চস্তরের মুহাদ্দিছ এবং অত্যন্ত মেধাবী ও প্রতিভাবান আলিম। পিতার জীবদ্দশাতেই আল্লাহ এই ছেলেকে নিয়ে গেলেন। (হয়ত আল্লাহ তাঁর এই বান্দাকে পরীক্ষা করার জন্য এবং বহুগুণ মর্যাদা ও মর্তবা বৃদ্ধির জন্য কিংবা হয়ত অন্য কোন কারণে...! আল্লাহর হেকমত বোঝার সাধ্য কার আছে, তিনি যাকে বোঝান সে ছাড়া!)

৬৪৩ হিজরীতে তিনি (রশীদ উদ্দীন) ইন্তেকাল করলেন। শায়খ মুনযীরী মাদরাসার ভিতরেই তাঁর জানাযা পড়লেন। এরপর দরজা পর্যন্ত, শুধু মাদরাসার দরজা পর্যন্ত এগিয়েই তাকে বিদায়, চির-বিদায় জানালেন। অশ্রুসিক্ত নয়নে শুধু বললেন– "আল্লাহর হাতে তোমাকে সঁপে দিলাম।" এটুকু বলেই তিনি ফিরে এলেন; মাদরাসার সীমানা থেকে বের হননি।

আরোহী অবস্থায়ও ইলম-মগ্নতা

ইবন শাকের কুতবী রহ. فوات الوفيات গ্রন্থে[১৪১] ইবনুল আদীম রহ. এর জীবনী আলোচনা করতঃ লিখেন– তাঁর পুরো নাম কামালুদ্দীন আবুল কাসেম উমর ইবন আহমদ ইবন হিবাতুল্লাহ ইবন আবি জারাদাহ হালাবী। (জন্ম ৫৮৬ হিজরীতে এবং মৃত্যু ৬৬৬ হিজরীতে, কায়রোতে।)

তিনি স্বীয় পিতা আহমদ, চাচা আবু গানেম মুহাম্মাদ, ইবন তাবারযাদ, ইফতেখারুদ্দীন আবদুল মুত্তালিব হাশীমী, কিনদী ও খোরাসানী সহ দামেস্ক, হালব, হিজায ও ইরাকের আরো অনেক থেকেই হাদীস শ্রবণ করেছেন। তিনি ছিলেন হাফেযুল হাদীস, দক্ষ ইতিহাস ও ফিকহবিদ এবং বাগ্মী-পণ্ডিত। তাছাড়া হস্তলিপিতেও ছিল তাঁর যথেষ্ট দক্ষতা। দরছ দান, ফতোয়া প্রদান, রচনা-সংকলন সহ বাদশাহদের পক্ষ থেকে চিঠি-পত্র লিখার

---

১৪০. ৮ : ২৬০।
১৪১. ৩ : ১২৬।

www.QuranerAlo.net

দায়িত্বও তিনি আঞ্জাম দিতেন। কারণ সুন্দর হস্তাক্ষরে তিনি ছিলেন শীর্ষ ব্যক্তিত্ব, বিশেষতঃ অনুলিপি ও টীকা লিখনে।

যখন তিনি কোথাও সফর করতেন তখন দুটি খচ্চরের মাঝে বাঁধা হাওদায় বসে সফর করতেন এবং অবিরত লিখে চলতেন। যেন সফরের হালাতেও তাঁর লেখা চলে অব্যাহত ও অবিরত।

মৃত্যুর দিনও কবিতা পঙ্ক্তি মুখস্থকরণ

বিশিষ্ট ইমামদের মধ্যে যাঁরা জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে মূল্যায়ন করেছেন, এমনকি জীবনের অন্তিম মুহূর্তে ও মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়েও যারা ইলম অন্বেষণে ব্যস্ত থেকেছেন, তাদের একজন হলেন আরবী ব্যাকরণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কিতাব الألفية এর লেখক, ইমাম ইবন মালেক মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ (৬০০-৬৭২ হিজরী)।

نفح الطيب গ্রন্থে[১৪২] তাঁর জীবনী সংকলক উল্লেখ করেন– "তিনি অত্যধিক মুতালা'আ করতেন এবং যে কোন কিছু লেখার আগে বারবার পুনপঠন ও পুনঃনিরীক্ষণ করতেন। অতি নির্ভরযোগ্য হাদীছ বর্ণনাকারীদের মত যেকোন বিষয় মূল থেকে যাচাই না করে সে বিষয়ে কলম ধরতেন না। সারাদিন সময়কে তিনি এতটাই হেফাযত করতেন যে, যখনই তাঁকে দেখা হত, হয়ত তিনি নামায পড়ছেন বা তেলাওয়াত করছেন কিংবা কিছু লিখছেন বা পড়ছেন।

একবার তিনি কতক শাগরিদসহ দামেস্ক সফরে গেলেন। দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে যখন তারা গন্তব্যে পৌছলেন, তখন সাথীরা আপন আপন কাজে ব্যস্ত হয়ে গেলেন। ফলে কিছুক্ষণের জন্য তারা তাঁর কথা ভুলে গেলেন। পরে যখন তারা তাঁকে খুঁজলেন, পেলেন না। দীর্ঘ খোঁজাখুঁজির পর তাঁকে পাওয়া গেল এবং দেখা গেল, কয়েকটি পৃষ্ঠার দিকে তিনি ঝুঁকে আছেন এবং নিবিষ্টচিত্তে মুতালা'আ করছেন।

আমি সবচে' আশ্চর্য হই, ইলমের প্রতি তাঁর গুরুত্বারোপ ও মনোযোগিতার এই ঘটনা থেকে যে, মৃত্যুর দিনও তিনি কতগুলো পঙ্ক্তি মুখস্থ করছিলেন। অসুস্থতার কারণে উঠতে পারছিলেন না। তাঁর ছেলে সেগুলো তাঁকে বলে

১৪২. মাক্কারী রহ. রচিত : ২ : ২২২-২২৯।

www.QuranerAlo.net

Contents

দিচ্ছিলেন আর তিনি মুখস্থ করছিলেন। কারো কারো মতে তিনি সেদিন আটটি পঙ্ক্তি মুখস্থ করেছিলেন। এ যেন এই (আরবী) প্রবাদেরই বাস্তব নমুনা–

بِقَدْرِ ماتتعنّى تنالُ ما تتمنّى-

অর্থ : যতটুকু কষ্ট সইবে, (আকাঙ্ক্ষালাভে) ততটুকুই সফলতা পাবে।

তিনি ৬৭২ হিজরীতে দামেস্কে ইন্তেকাল করেন, কাসিয়ূন পাহাড়ের পাদদেশে তাঁকে দাফন করা হয়। এখনো তাঁর কবর সেখানে চিহ্নিত আছে।" আল্লাহ তাঁকে উত্তম বিনিময় দান করুন (আমীন)।

প্রায় দু'বছর যাঁর পিঠ যমিনের স্পর্শ পায়নি

হাফেয যাহাবী تذكرة الحفاظ গ্রন্থে[১৪৩] ইমাম নববী র. এর জীবনীতে লিখেন, "তাঁর নাম য়াহয়া ইবন শারাফ ইবন মুররি। উপনাম মুহয়ুদ্দিন আবু যাকারিয়্যা। তিনি শায়খুল ইসলাম ও 'আলামুল আওলিয়া (ওলীগণের ঝাণ্ডা) উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। বহু বিষয়ে বহু গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন। তাঁর জন্ম ৬৩১ হিজরীতে হাওরান এলাকার নাওয়া নামক জনপদে। ১৮ বছর বয়সে ৬৪৯ হিজরীতে তিনি দামেস্কে আগমন করেন এবং 'মাদরাসায়ে রাওয়াহিয়্যা'য় অবস্থান গ্রহণ করেন। সুদীর্ঘকাল যাবৎ মাদরাসা-প্রদত্ত রুটিই ছিল তাঁর একমাত্র আহার।

তিনি (ইমাম নববী র.) বলেন, "প্রায় দু'বছর আমার এভাবে কেটেছে যে, আমার পিঠ যমিনের (বিছানার/শয্যার) স্পর্শ পায়নি।"

এই সময়ে তিনি সাড়ে চার মাসে التنبيه মুখস্থ করেছেন আর বাকী সময়ে المهذَّب গ্রন্থের এক চতুর্থাংশ তাঁর শায়খ ইসহাক বিন আহমদ র. এর কাছে পড়েছেন এবং মুখস্থ করেছেন।

ইমাম নববীর শাগরেদ, আমাদের শায়খ আবুল হাসান বিন আত্তার র. বলেছেন, "শায়খ মুহয়ুদ্দিন প্রতিদিন তাঁর উস্তাযগণের কাছে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ বারটি দরস গ্রহণ করতেন। উলূমুল ফিকহে الوسيط গ্রন্থ থেকে দু'দরস, ফিকহে المهذَّب থেকে এক দরস, সহীহায়ন থেকে উলূমুল হাদীছ বিষয়ে এক দরস, এছাড়া সহীহ মুসলিম থেকে, আরবী ব্যাকরণ

১৪৩. ৪ : ১৪৭২ এবং ইবন কাযী শুহবাহ রচিত طبقات الشافعية : ২ : ১৯৪।

www.QuranerAlo.net

শাস্ত্রে ইবন জিন্নি'র اللُّمع গ্রন্থ থেকে, ভাষা শাস্ত্রে إصلاح المنطق থেকে, ছরফ শাস্ত্র থেকে, উসূলে ফিকহ থেকে, কখনো আবু ইসহাক এর اللُّمع গ্রন্থ থেকে, আবার কখনো ফখরুদ্দীন রাযী এর المنتخب থেকে এবং আসমাউর রিজাল থেকে, উসূলে দ্বীন থেকে, এবং নাহবশাস্ত্র থেকে স্বতন্ত্র একটি করে দরস।

তিনি (ইমাম নববী র.) বলেন, "আমার এ সকল দরসের সাথে সম্পৃক্ত যত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও আলোচনা-পর্যালোচনা থাকত সব আমি নোট করে রাখতাম"।

দিনে-রাতে শুধু একবেলা খাবার গ্রহণ

আবুল হাসান ইবনুল আত্তার আরও বলেন, শায়খ (ইমাম নববী) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি এক মুহূর্ত সময়ও নষ্ট করতেন না। দিনে বল বা রাতে, সব সময় তিনি পড়ালেখায় মগ্ন থাকতেন। এমনকি পথ চলার সময়ও তিনি হয় একাকী অধ্যয়ন করতেন অথবা কারও সাথে ইলমী আলোচনা করতেন। এটাকে তিনি প্রায় অভ্যাস বানিয়ে নিয়েছিলেন। এ অবস্থায় কাটল প্রায় ছ'বছর। এরপর তিনি কিতাব রচনা, অধ্যাপনা ও ওয়াজ-নসিহতের পথে অগ্রসর হলেন। তখনও তিনি এমনভাবে সময়ের সদ্ব্যবহার করতেন যে, দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টায় শুধু ইশার পর এক বেলা খাবার গ্রহণ করতেন এবং সেহরীর সময় তরল কিছু পান করে নিতেন। আড়ম্বরপূর্ণ খাবার কিংবা ফলমূল তিনি খেতেন না। বলতেন, এতে দেহে অলসতা ঠাঁই পাবে এবং ঘুম বেশী হবে। এমনকি সময়ের হেফাযতের জন্য তিনি বিবাহ থেকেও বিরত থেকেছেন।

তিনি অত্যন্ত সাদাসিধে জীবন যাপন করতেন। পানাহারে, পোশাক-পরিচ্ছদে, এক কথায় জীবনের সকল ক্ষেত্রে তিনি নিজের প্রতি– বলতে হয়– কঠোরতা করতেন। নিয়মিত ইলমী ব্যস্ততা, তাদরীস, তাছনীফ, ইবাদত-বন্দেগী ও ওযীফা আদায় এবং লাগাতার রোযা রাখা সত্ত্বেও তাঁর খাবার-দাবার ছিল অতি সাধারণ। পোশাক ছিল সস্তা ও নিম্নমানের কাপড়ের, আর পাগড়ী ছিল (সহজলভ্য) ছাগলের পাকা চামড়া।

তিনি ৬৭৬ হিজরীতে মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। এই স্বল্প হায়াত সত্ত্বেও তিনি স্বরচিত বিশাল গ্রন্থভাণ্ডার রেখে যান। পরবর্তীতে

www.QuranerAlo.net

তাঁর রচিত কিতাবের পাতা ও জীবনের 'খাতা' হিসাব করে দেখা যায়, গড়ে তিনি প্রতিদিন চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ পাতা লিখেছেন।

ইমাম নববীর ঘুম

ইমাম সুয়ূতী রহ. المنهل السوى فى ترجمة اللإمام النووى নামক গ্রন্থে[১৪৪] লিখেন– البدر السافر গ্রন্থে কামাল উদ্‌ফুয়ী বলেন– "ইমাম নববী রহ. এর শাগরেদ, তৎকালীন প্রধান বিচারপতি বাদরুদ্দীন রহ. আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, আমি উসতায নববীর কাছে তাঁর ঘুমের অবস্থা জানতে চাইলে তিনি বলেন, মুতালাআ করতে করতে যখন খুব বেশী ঘুম আসে তখন কিতাবে মাথা রেখে অল্পক্ষণ ঘুমিয়ে নিই। তারপরই জাগ্রত হয়ে নব উদ্যমে আবার পড়তে শুরু করি।

আর শিহাবুদ্দীন আহমদ ইবন হামদান আযরুয়ী রহ. التوسط والفتح গ্রন্থের শুরুতে লিখেন– "আমি শুনেছি যে, শায়খ মুহিউদ্দীন নববী রহ. যখন লিখতেন হাত অসাড় হয়ে আসা পর্যন্ত লিখেই চলতেন। যখন হাত আর চলতেই চাইতো না তখন সামান্য সময় কলম রেখে বিশ্রাম নিয়ে নিতেন। আর তিনি ছন্দে ছন্দে বলতেন–

لئن كان هذا الدمعُ يجرى صبابةً ✪ على غير سُعْدى فهو دمعٌ مُضيَّعُ

অর্থ : যদি এই অশ্রু سُعْدى ছাড়া অন্য কারও প্রেমাসক্তিতে ঝরে তবে তো তা নিষ্ফল অশ্রু।

এক কিতাব চারশত বার মুতালা'আ

المنهل السوى গ্রন্থে[১৪৫] আরও এসেছে, কামাল উদফুয়ী রহ. البدر السافر গ্রন্থে আরও বলেন, একবার আমরা الوسيط গ্রন্থের একটি বর্ণনার ব্যাপারে তাঁর (নববী রহ. এর) বক্তব্য খণ্ডনে যুক্তি পেশ করলাম। তখন তিনি বলে উঠলেন, তোমরা এই কিতাবের ব্যাপারে আমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছ অথচ তা আমার প্রায় চারশত বার মুতালাআ হয়েছে।

তিনি খুবই স্বল্প হায়াত পেয়েছিলেন। হিজরী ৬৭৬ সনে মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে ইহধাম ত্যাগ করেন। অথচ এত অল্প সময়ে রেখে গেছেন

১৪৪. পৃ. ৫৩।
১৪৫. পৃ. ৪৩।

www.QuranerAlo.net

স্বরচিত ইলমের সুবিশাল ভাণ্ডার। তাঁর রচিত কিতাবের পাতা ও জীবনের 'খাতা'র হিসেব করে দেখা যায় যে, প্রতিদিন তিনি প্রায় চার কুররাসা (তথা মধ্য আকৃতির ১২০ পৃষ্ঠা) লিখেছেন।

বিজ্ঞ আলেম এবং দক্ষ চিকিৎসক

যে সকল অনন্য সাধারণ ব্যক্তি সময়ের সদ্ব্যবহার করেছেন এবং নিজেদের জ্ঞান ও চিন্তার সারনির্যাস আশ্চর্যরকম অল্প সময়ে লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন, তাদের অন্যতম হলেন ইবন নাফীছ দামেস্কী, যিনি একদিকে যেমন ছিলেন বিজ্ঞ আলেম তেমনি ছিলেন দক্ষ চিকিৎসা বিজ্ঞানীও। এমনকি তাঁকে তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা বিজ্ঞানী বললেও অত্যুক্তি হবে না।

روضات الجنات গ্রন্থে[১৪৬] লেখক তাঁর জীবনী আলোচনা করতঃ উল্লেখ করেন– "তার পূর্ণ নাম হল, আলাউদ্দিন ইবন নাফীছ আলী ইবন আবু হাযম। জন্ম ৬১০ এবং মৃত্যু ৬৮৭ হিজরীতে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে তিনি ছিলেন পথিকৃৎ। গবেষণা ও উদ্ভাবনে এ শাস্ত্রে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী, এমন কি ধারে কাছেও কেউ নেই। এ শাস্ত্রে তাঁর রয়েছে বেশকিছু চমৎকার গ্রন্থ এবং অনবদ্য সংকলন। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, চিকিৎসা শাস্ত্রে লিখিত الشامل গ্রন্থটি। কিতাবটি সম্পর্কে তাঁর কতক শাগরিদ বলেন, এর সূচী প্রমাণ করে যে, এটি প্রায় তিনশ' খণ্ডের, এর মধ্যে পরিচ্ছন্নভাবে লেখা হয়েছে মাত্র আশিখণ্ড। তাঁর রচনার মধ্যে আরো রয়েছে المهذب فى الكحل এবং ইবন সীনা রচিত 'আলকানূনে'র ব্যাখ্যাগ্রন্থ شرح القانون ইত্যাদি। আর এগুলোও বহু খণ্ডের। এছাড়াও এ শাস্ত্রে তাঁর আরও অনেক গ্রন্থ রয়েছে।

চিকিৎসা শাস্ত্র ছাড়াও বহু বিষয়ে তাঁর দক্ষতা ও পাণ্ডিত্য ছিল। তর্কশাস্ত্র, যুক্তিবিদ্যা, উসূলে ফিকহ, হাদীছ, অলংকার শাস্ত্র ও আরবী ভাষাতত্ত্বেও ছিল যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি এবং এসকল শাস্ত্রেই তিনি কলম চালিয়েছেন– অতি দক্ষ হাতে, সফলতার সাথে। এতসব কিছু তিনি করেছেন– কায়রোর মাদরাসায়ে মাসরূরীয়্যায় ফিকহ অধ্যাপনার দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে।

ইমাম বুরহানুদ্দীন ইবরাহীম রশীদ বলেন, আলা ইবন নাফীছ যখন কোন গ্রন্থরচনার সংকল্প করতেন তখন অনেকগুলো কলম চেঁছে প্রস্তুত করে কোন

---

১৪৬. ৫ : ২৯০-২৯৩ এবং طبقات الشافعية الكبرى : ৮ : ৩০৫।

www.QuranerAlo.net

প্রাচীর বা আড়ালের দিকে মুখ করে বসতেন এবং মন থেকে উৎসারিত জ্ঞান-নির্যাস ও চিন্তার ফলগুলো সংরক্ষণ শুরু করতেন। প্রবলবেগে প্রবাহিত ঢলের গতিতে তাঁর কলম চলত। একটি ভোঁতা হয়ে গেলে রেখে দিয়ে সাথে সাথে অন্যটি নিয়ে নিতেন, যেন কলম চাঁছায় সময় ক্ষেপণ না হয়। আর যখনই তিনি লিখতেন অন্তরের জ্ঞান-ভাণ্ডার থেকে লিখতেন। কোন কিতাব দেখতেন না, তথ্য-সূত্র তালাশ করতেন না। এতেই বোঝা যায়, তাঁর মেধা ও ধীশক্তি কত প্রখর ছিল!

তাঁর স্মৃতিশক্তির প্রখরতার প্রমাণ দিতে গিয়ে কায়রোর এক প্রাজ্ঞজন– সাদীদ দিময়াতী র.– যিনি ইবন নাফীছের শাগরিদ ছিলেন, তিনি বলেন– কাযী জামালুদ্দিন বিন ওয়াছেল এবং ইবন নাফীছ একদিন রাতে এশার পরে আলোচনা শুরু করলেন। আমি তাদের খুব কাছেই শায়িত ছিলাম। বিষয় থেকে বিষয়ে, প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে তাঁরা 'বিচরণ' করতে লাগলেন। শায়খ আলাউদ্দিন ইবন নাফীছকে দেখতে পেলাম, কোন রকম বাধা-বিপত্তি ছাড়াই দ্বিধাহীনভাবে তিনি আলোচনা করে চলছেন। তবে কাযী জামালুদ্দীনের আলোচনা চালাতে যেন কিছুটা অসুবিধা হচ্ছিল। যা তাঁর চেহারা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রকাশ পাচ্ছিল, তাঁর আওয়াজ কখনো উঁচু হয়ে উঠছিল, চোখ লাল হয়ে যাচ্ছিল এবং ঘাড়ের রগ ফুলে ফুলে উঠছিল। এমনিভাবে তাঁদের আলোচনা অব্যাহত থাকল ফজর পর্যন্ত। আলোচনা-পর্যালোচনার যখন সমাপ্তি ঘটল, কাযী জামালুদ্দীন বললেন, হে শায়খ আলা উদ্দীন! আমাদের অবস্থাতো এই যে, পাত্রে সামান্য পানি আর ইলমের খাযানায় সামান্য ক'টা দিরহাম। আর আপনি...! আপনার কাছে তো উলূমের সাগর এবং এর ভরপুর খাযানা।

ইলমের চর্চা, আলোচনা ও সংরক্ষণে তাঁর আগ্রহ ছিল সীমাহীন। নতুন কিছুর আবিষ্কার ও উদ্ভাবনে তিনি ছিলেন উদ্যমী ও সদা প্রস্তুত।

রক্তের প্রবাহ ও সঞ্চালনের উদ্ভাবক

একবার তিনি গোসলখানা থেকে অর্ধেক গোসল হতে না হতেই বের হয়ে আসেন এবং কাগজ, কলম ও দোয়াত আনতে বলেন। এসব হাজির হতেই 'হৃদস্পন্দন' সম্পর্কে একটি রচনা লিখতে শুরু করেন। লেখা শেষ হলে আবার তিনি গোসলখানায় ঢুকেন এবং গোসল সম্পন্ন করেন।

www.QuranerAlo.net

তিনি ছিলেন অত্যন্ত উদার। দিনে হোক বা রাতে মানুষের উপকার সাধনে কখনো তিনি কুণ্ঠাবোধ করতেন না। দূর-দূরান্ত থেকে বহু ইলম পিপাসু তাঁর কাছে আসতো, এমনকি শাসক গোষ্ঠীর একটি দলও তাঁর মজলিসে হাজির হতো।

তিনি যখন অন্তিম মুহূর্তে কঠিন রোগে আক্রান্ত তখন তাঁর কয়েকজন চিকিৎসক বন্ধু পরামর্শ দিল, অষুধ হিসাবে সামান্য মদ পান করতে। কারণ তাঁর এমন রোগ হয়েছিল, যার চিকিৎসা এর মাধ্যমেই হতে পারে বলে তারা ধারণা করছিলেন। কিন্তু তিনি (ইবন নাফীছ) এ আবেদন প্রত্যাখ্যান করে বলেন, 'আমার উদরে মদের একটি ফোঁটা পড়বে, আর আমি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করব, এ হতে পারে না।'

তিনি বিবাহ করেননি। মৃত্যুর আগে তাঁর স্থাবর-অস্থাবর সবকিছু, যথা– আলিশান বাড়ি, বিশাল গ্রন্থশালা এবং সকল সম্পদ মনসুরী হাসপাতালের নামে ওয়াক্‌ফ করে যান।

তাঁর সম্পর্কে বলতে গেলে এক কথায় বলা যায়, তিনি ছিলেন চিকিৎসা শাস্ত্রের অন্যতম পথিকৃৎ। বিজ্ঞজনদের অনেকেই তাঁকে 'দ্বিতীয় ইবন সীনা' বলে ডাকতেন।

মানবদেহে রক্তের প্রবাহ ও সঞ্চালন সর্বপ্রথম তিনিই উদ্ভাবন করেন। তা-ও আজ থেকে সাত শতাব্দী আগে! আর নির্দ্বিধায়ই বলা যায়, চিকিৎসা বিজ্ঞানে এটা এক মহাআবিষ্কার।

শায়খ আবদুল ফাত্তাহ রহ. বলেন, ইবন নাফীছ র. এই অনন্য বৈশিষ্ট্য ও উজ্জ্বল প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও ছিলেন অতি বিনয়ী। তিনি নিজ শিষ্য ও শাগরিদদের অনুমোদন ও সনদ পত্রে নিজের স্বাক্ষরস্থানে লিখতেন– المُتَطَبِّب (চিকিৎসা-শিক্ষানবিশ)। অথচ তিনি তখন এ শাস্ত্রের অন্যতম পথিকৃৎ।[১৪৭]

১৪৭. যিরকীলী রচিত الأعلام ৪ : ২৭১ (পঞ্চম মুদ্রণ)।

www.QuranerAlo.net

Contents

দীর্ঘ ও তীব্র রোগ যন্ত্রণায়ও মুতালাআ

البدر الطالع গ্রন্থে[১৪৮] ইমাম শাওকানী রহ. ইমাম ইবন রিফআ রহ. এর জীবনী আলোচনা করতঃ লিখেন– “তাঁর পুরো নাম আহমদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আলী মিশরী। জন্ম ৬৪৫ ও মৃত্যু ৭১০ হিজরীতে। ফিকহ শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের কারণে তাঁকে সে যামানার শাফী’ বলা হত।

কখনো মুহূর্তকালও তিনি অবসর থাকতেন না। যে কোনো কাজে ব্যস্ত থাকা তাঁর স্বভাবে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শরীর তা সইল না। অবশেষে তাঁর وجع المفاصل (অর্থাৎ, গিঁট ব্যথা) রোগ দেখা দিল। এতে এমন অবস্থা হল যে, শরীরে কোনো কাপড় ঘঁষা লাগলেই যন্ত্রণা হত। এ সত্ত্বেও কখনো তাঁকে কিতাব ছাড়া দেখা যেতো না। সব সময়ই কিতাব সামনে খোলা থাকত। আর চোখ দুটি তাতে ‘বিচরণ’ করত।

কখনও কখনও মুতালা’আ করতে করতে উপুড় হয়ে পড়ে যেতেন।

যিকিরের মাধ্যমে অলৌকিক শক্তি লাভ

এর চেয়েও আশ্চর্য হল শায়খুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া আবুল আব্বাস আহমদ ইবন আবদুল হালীম দামেস্কী র. (৬৬১-৭২৮ হিজরী) এর অবস্থা। যাঁর জীবনকাল ছিল মাত্র সাতষট্টি বছর। তবে কিতাব রচনা করেছেন পাঁচশ’ জিলদেরও অধিক। এক মুহূর্ত সময়ও তাঁর তা’লীম, তাছনীফ কিংবা ইবাদত-বন্দেগী ছাড়া কাটতো না। যার ফল হয়েছিল, শত শত খণ্ডের কিতাব, যা তাঁর কোন ছাত্র বা অনুসারীদের পক্ষে একত্র করাও সম্ভব হয়নি।

ইবন শাকের তার فوات الوفيات গ্রন্থে[১৪৯] লিখেন, ইবন তাইমিয়ার গ্রন্থ সংখ্যা প্রায় তিনশ’। তবে হাফেয যাহাবী র. লিখেন এ যাবৎ প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থ সংখ্যা প্রায় পাঁচশ’।

তাঁর (ইবন তাইমিয়ার) শাগরিদ ইবনুল কাইয়্যিম র. তাঁর কিতাবগুলোর নামের একটি সূচী তৈরী করেছেন। যাতে তিনি প্রায় সাড়ে তিনশ’ কিতাবের নাম উল্লেখ করেছেন।

ইবনুল কাইয়্যিম র. الوابل الصَّيِّب من الكَلِمِ الطَّيِبِ গ্রন্থে[১৫০] যিকিরের বহু ফায়দা ও উপকারিতা উল্লেখ করেন। এর মধ্যে একষট্টিতম ফায়দা হল, তা

---

১৪৮. ১ : ১১৭।

১৪৯. ১ : ৩৮-৪২।

www.QuranerAlo.net

Contents

'যাকের' তথা যিকিরকারীকে অলৌকিক এক শক্তি ও ক্ষমতা দান করে। ফলে যিকিরে যথেষ্ট সময় ব্যয় হওয়া সত্ত্বেও যাকেরের দ্বারা এমন এমন কাজ হয় যা অন্য কেউ কল্পনাও করতে পারে না।

এরপর তিনি লিখেন– শায়খুল ইসলাম ইবন তাইমিয়ার মধ্যে আমি সেই শক্তি ও ক্ষমতার আশ্চর্যরকম প্রকাশ দেখেছি। আমি তা দেখেছি তাঁর রীতি ও অভ্যাসে, আচরণে ও উচ্চারণে এবং সাহসিকতা ও পদক্ষেপ গ্রহণে। আর দেখেছি তাঁর লিখনীতে। তিনি একদিনে যে পরিমাণ লিখতেন তা অনুলিপিকারীর লিখতে লাগত এক সপ্তাহ কিংবা তারচে' বেশী সময়।

হাফেয ইবন তাইমিয়ার লিখিত গ্রন্থের সংখ্যা সম্পর্কে যথার্থ উক্তি করেছেন হাফেয ইবন রজব হাম্বলী ذيل طبقات الحنابلة নামক গ্রন্থে। তিনি লিখেন, "তাঁর (ইবন তাইমিয়ার) গ্রন্থরাজিতে শহরগুলো ছেয়ে গিয়েছিল, আধিক্যের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তাই কারও পক্ষে এগুলোর প্রকৃত সংখ্যা নির্ণয় সম্ভব নয়।"

প্রিয় পাঠক! এ হল মাত্র একজন আলেমের পরিশ্রমের ফসল এবং সময়ের সদ্ব্যবহারের ফলাফল। কেউ কেউ তো একথাও বলেছেন যে, কোন মানুষের পক্ষে তাঁর সকল গ্রন্থ পড়ে শেষ করা সম্ভব নয়। আর আমার মতে এটা মোটেও অত্যুক্তি নয়।

চিকিৎসকের সাথে বিতর্ক

তিনি যে রচনা ও গ্রন্থের বিশাল ভাণ্ডার গড়েছেন এবং তাতে এত সমৃদ্ধি আনতে সক্ষম হয়েছেন, তা কীভাবে সম্ভব হল? এর ব্যাপারে যদি জানতে চাওয়া হয়, উত্তর শুধু একটাই হবে, সময়ের সদ্ব্যবহার এবং জীবনকালের মূল্যায়নের মাধ্যমে। সব সময় তিনি তা'লীম– তা'আল্লুম ও মুতালা'আ-মুযাকারায় কাটাতেন, কিছুক্ষণের জন্যও এথেকে তিনি ক্ষান্ত ও নিবৃত্ত হতেন না- চাই তা আবাসে হোক বা প্রবাসে, সুস্থতায় হোক বা অসুস্থতায়।

ইমাম ইবনুল কায়্যিম র. বলেন, শায়খ ইবন তাইমিয়া আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, "একবার আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। চিকিৎসক আমাকে বললেন, এত অধিক অধ্যয়ন ও ইলমী আলোচনা আপনার ক্ষতির কারণ

১৫০. ১০৮ পৃষ্ঠা।

www.QuranerAlo.net

হবে, রোগ আরও বাড়িয়ে দেবে। কিছু দিনের জন্য এ থেকে বিরত ও বিশ্রামে থাকুন। আমি বললাম, আমি এটা মানতে পারব না। তবে আপনার জ্ঞানের কাছে আমার প্রশ্ন, বলুন তো, মানুষের মন যখন আনন্দিত ও উৎফুল্ল হয়, দেহ ও প্রকৃতি কি তখন ভালো হয়ে ওঠে না? আর তা কি অসুস্থতা দূর করে দেয় না? সুস্থতা আনয়ন করে না? তিনি বললেন, অবশ্যই। তখন বললাম, আমি আনন্দিত হই কিতাবের মুতালা'আ দ্বারা, মন মেজায ভাল হয় ইলমের চর্চা ও আলোচনা দ্বারা, আমি প্রশান্তি ও স্বস্তি বোধ করি এরই মাধ্যমে। তারপরও কি বলবেন..........? (নিরুপায় হয়ে) চিকিৎসক বললেন, এটা আমাদের চিকিৎসা বিদ্যার বাইরের বিষয়।

শত বছর বয়সে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তেও অধ্যাপনায় ব্যস্ত যিনি

الدرر الكامنة গ্রন্থে[১৫১] পৃষ্ঠায় হাফেয ইবন হাজার রহ. লিখেন, হাফেয শিহাবুদ্দীন আবুল আব্বাস আহমদ ইবন আবু তালিব রহ.– যিনি ছিলেন ইবনুশ শিহনা আল-হাজ্জার নামেই অধিক পরিচিত ও প্রসিদ্ধ– তিনি ছিলেন দামেস্কের অধিবাসী এবং হানাফী মাযহাবালম্বী। ৬২২ হিজরী সনে তাঁর জন্ম হয় এবং শতাধিক বছরের সুদীর্ঘ হায়াত তিনি প্রাপ্ত হন। এমন কি প্রপৌত্রদের সাক্ষাতও তিনি লাভ করেন।

দামেস্ক ও অন্যান্য শহরে তিনি সত্তর বারেরও অধিক বার الصحيح এর দরস দান করেন। আর হাদীস শাস্ত্রের হাফেযগণ বিভিন্ন দেশ ও শহর থেকে সফর করে আসতো এবং তাঁর দরবারে ভিড় জমাত।

আশ্চর্যের বিষয় হল, শত বছর বয়সেও তিনি রমযানের সবগুলো রোযা রাখেন, এমনকি শাওয়ালের সুন্নত ছয়টি রোযাও ছাড়েন নি। মৃত্যুর একদিন পূর্বেও মুহিব্বুদ্দীন ইবনুল মুহিব্ব তাঁর কাছে الصحيح এর দরস গ্রহণ করেন। এমনকি ওফাতের দিন সকালেও তিনি দরস দান করেন এবং যোহরের পূর্বেই ওফাত প্রাপ্ত হন। তাঁর মৃত্যু হয় ৭৩০ হিজরী সনে।

১৫১. ১ : ১৪২-১৪৩।

www.QuranerAlo.net

সুলতানুল উলামা ইযযুদ্দীন সুলামীর রহ. নাতনী

হাফেয ইবন হাজার রহ. الدرر الكامنة গ্রন্থে (দ্বিতীয় খণ্ডের ২৫৪ পৃষ্ঠায়) মুহাদ্দিসা যায়নাব বিনতে য়াহয়া সুলামিয়্যার রহ. (জন্ম : ৬৪৮, মৃত্যু ৭৩৫ হিজরী) জীবনী উল্লেখ করতঃ লিখেন, "যায়নাব বিনতে য়াহয়া, যিনি ছিলেন সুলতানুল উলামা খ্যাত ইযযুদ্দীন ইবন আবদুস সালাম ছুলামী রহ. এর পৌত্রী। তিনি ৬৪৮ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬৫০ হিজরীতে মাত্র দুই বছর বয়সে ছিলাফী রহ. এর পৌত্র আবদুর রহমান ইবন মাক্কী ইসকান্দারানী (মৃত্যু ৬৬১ হি.) থেকে হাদীস শাস্ত্রে 'ইজাযাত' লাভ করেন। আর পাঁচ বছর বয়সেই কারাফায় উসমান ইবন খাতীব, উমর ইবন আওয়াহ ও ইবরাহীম ইবন খলীলের মত মুহাদ্দীসগণের দরবারে হাজির হন।

আর ইমাম তাবরানী রচিত "المعجم الصغير" গ্রন্থটি ধারাবাহিক শ্রুতিতে শুধু তিনিই বর্ণনা করেন।

হাফেয যাহাবী রহ. বলেন, সর্বদা তাঁর মাঝে কল্যাণ চিন্তা, ইবাদাত মগ্নতা ও হাদীস বর্ণনার এতটাই অত্যাগ্রহ ছিল যে, মৃত্যুর দিনও তিনি হাদীসের দরসদানে মগ্ন ছিলেন।

খাদ্যগ্রহণ থেকে বিরত থাকা

الدُّرر الكامنة গ্রন্থে[১৫২] হাফেয ইবন হাজার র. ইমাম শামসুদ্দীন আবুছছানা ইস্পাহানী র. (৬৭৪-৭৪৯ হিজরী) এর জীবনী আলোচনা করে লিখেন– "তিনি মাতৃভূমি ইস্পাহানেই ছাত্র জীবন অতিবাহিত করেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে অনেক দক্ষতা ও পারদর্শিতা অর্জন করেন। ৭২৫ হিজরীর সফর মাসে বায়তুল মাকদিছ যিয়ারতের পর তিনি দামেস্কে আসেন। সেখানকার লোকজন তাঁর গুণ ও শ্রেষ্ঠত্বে বিমুগ্ধ ও বিমোহিত হন।

শায়খ তাকী উদ্দিন ইবন তাইমিয়ার কাছে যখন তাঁর কথা পৌঁছল। তিনি তাঁর অনেক প্রশংসা করলেন এবং সাক্ষাতে তাঁকে অনেক সম্মান করলেন।

একবার তো তিনি একথাও বললেন, "তোমরা একটু চুপ কর, একটু নীরব হও, আমাদেরকে এ জ্ঞানী ও মর্যাদাবান ব্যক্তির কথা শুনতে দাও, যার মত জ্ঞানী ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন কেউ ইতোপূর্বে এদেশে আসেনি।"

---

১৫২. ৬ : ৮৫ এবং শাওকানী রচিত البدر الطالع : ২ : ২৯৮।

www.QuranerAlo.net

শেষ জীবনে তিনি কায়রোতে গমন করেন এবং সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ইলম অর্জনে তাঁর আগ্রহ ও আসক্তি এবং সময় সংরক্ষণে তাঁর সতর্কতা ও 'কৃপণতা' সম্পর্কে তাঁর কতক শাগরেদ বলেন, তিনি যথাসাধ্য খাবার গ্রহণ থেকে বিরত থাকতেন। কারণ খাবার গ্রহণ করলেই পানি পানের প্রয়োজন দেখা দিবে, ফলে প্রাকৃতিক প্রয়োজনে– কিছু সময়ের জন্য হলেও– ইলম চর্চা থেকে বিরত থাকতে হবে।

চিন্তা করে দেখুন তো, সময়ের কীরূপ মূল্য ও মূল্যায়ন ছিল এ মহান ইমামের কাছে! ইলমের মর্যাদা, গুরুত্ব ও মূল্যায়নের অনুভূতি তাঁদের মাঝে জাগরূক ছিল বলেই সময়ের এ মূল্যায়ন ছিল তাদের কাছে।

আহ! আল্লাহ তাঁদেরকে কতইনা চমৎকার দৃষ্টি ও কতইনা উত্তম বুঝ দান করেছিলেন।

ইবন রজবের রহ. ইলমী মগ্নতা

ذيل يوسف بن عبد الهادى الحنبلى على طبقات ابن رجب গ্রন্থে[১৫৩] হাফেয ইবন রজব হাম্বলী রহ.– যার পুরো নাম হল আবদুর রহমান ইবন আহমদ ইবন রজব বাগদাদী (৭৩৬-৭৯৫ হিজরী)-এর জীবনীতে উল্লিখিত আছে, "তিনি একেবারেই দুনিয়াবিমুখ ছিলেন। ইলমী মগ্নতা ছাড়া আর কিছুই বুঝতেন না তিনি।

শায়খ শিহাবুদ্দীন ইবন যায়দ রহ. বর্ণনা করেন, একবার ইবন রজবের স্ত্রী হাম্মামখানা থেকে সেজেগুজে তাঁর কাছে এল, কিন্তু তিনি স্ত্রীর দিকে ফিরেও তাকালেন না। তখন স্ত্রী তাকে ইঙ্গিতার্থে তিরস্কার করে বিরক্ত হয়ে উঠে গেলেন।

লেখক বলেন– এ ঘটনার ব্যাপারে আমার মতামত হল, তিনি তখন ইলম চর্চা এবং অধ্যয়ন ও গবেষণার তৃপ্তিতে এতটাই নিমগ্ন ছিলেন যে, অন্য কোনো তৃপ্তি ও প্রপ্তি তখন তাঁর কাছে তুচ্ছ মনে হচ্ছিল। তাই স্ত্রীর প্রসাধনী ও সাজসজ্জার প্রতি এবং তার তিরস্কার ও কটুবাক্যের প্রতিও তিনি ভ্রূক্ষেপ করেননি।

---

১৫৩. পৃষ্ঠা : ৩৭-৩৯।

www.QuranerAlo.net

হয়ত এমনই অবস্থা বর্ণনায় কবি বলেন–

تَغَار من الكتاب إذا رأتنى ✪ أطالعه وأترك وجنتَيْها

অর্থ : যখন সে দেখে, আমি তার কপোলদ্বয় ছেড়ে কিতাব মুতালাআ'য় মগ্ন, তখন সে কিতাবের প্রতিই ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠে।

আরেক কবি বলেন–

سهرى لتنقيح العلوم ألذُّ لى ✪ من وصل غانية وطيب عناقِ

অর্থ : জ্ঞানের চর্চা-সাধনায় নির্ঘুম রাত কাটানো সুন্দরী নারীর মিলন বা আলিঙ্গন থেকেও আমার কাছে অধিক প্রিয় ও তৃপ্তিদায়ক।

হাফেয ইবন হাজার রহ. এর কাছে সময়ের মূল্যায়ন

ইমাম হাফেয আহমদ ইবন আলী ইবন হাজার আসকালানী রহ. (৭৭৩-৮৫২ হিজরী) ছিলেন এমন ব্যক্তিত্ব, যাঁর জীবনে সময়ের মূল্যায়নের ব্যাপারে এ কিতাবে উল্লিখিত প্রায় সকল বৈশিষ্ট্যেরই সমাবেশ ঘটেছিল।

তাঁর শাগরেদ হাফেয সাখাবী রহ. লিখেন[১৫৪] "তাঁর চিন্তা-চেতনা, সাধনা-আরাধনা সব ছিল পঠন-পাঠন, ইবাদাত-বন্দেগী আর রচনা-সংকলন নিয়ে। এসব ছাড়া এক মুহূর্তও তিনি কাটাতেন না এবং কাটাতে পারতেনও না। এমন কি পানাহার ও চলাফেরার সময়েও। এমনটাই আমরা শুনেছি তাঁর সাথে বিভিন্ন সফরে থাকা সঙ্গীদের থেকে। আসলে আল্লাহ যখন কোনো কিছু চান তখন তার উপায়-উপকরণও প্রস্তুত করে দেন।

عنوان الزمان গ্রন্থে[১৫৫] বাকায়ী রহ. লিখেন– "তিনি খুব বেশী বেশী রোযা রাখতেন আর খুবই অল্প আহার গ্রহণ করতেন...।"

অন্য এক স্থানে তিনি (বাকায়ী রহ.) লিখেন, আমি তাঁকে (ইবন হাজার আসকালানীকে) বহুবার বলতে শুনেছি যে, কর্মশূন্য ও অবসর যারা বসে থাকে তাদের দেখে আমি খুবই আশ্চর্য হই।

আর এ কথা যে তিনি শুধু বলতেন এমনটা নয়। তাঁর জীবনে এর বাস্তবায়নও দেখা যেত সর্বদাই।

---

১৫৪. الجواهرُ والدُّرَر : খণ্ড : ১, পৃ. ১৭০-১৭১।
১৫৫. খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৭।

www.QuranerAlo.net

তাঁর এক শাগরেদ থেকে আমি শুনেছি, একদিন তিনি মাদরাসায়ে ছালেহিয়া নাজমিয়ায়[১৫৬] বসা ছিলেন। তখন তাঁর কাছে কোনো কিতাব ছিল না। তাই তিনি উপস্থিত একজনকে একখানা কুরআন আনতে বললেন, তারপর দ্রুত তাতে মনোনিবেশ করলেন এবং তেলাওয়াত শুরু করে দিলেন। এক পর্যায়ে তিনি এমন একটি সূরা তেলাওয়াত করছিলেন, অনুলিপিকারক যার আয়াত সংখ্যায় ভুল করেছিলেন। তখন তিনি টীকায় তা সংশোধন করে লিখে দিলেন। আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন (আমীন)।

সর্বদা কর্মব্যস্ততার অভ্যাসের কারণে তাঁরও উপকার হল, সাথে সাথে এক জিলদ 'কুরআনেরও উপকার হল'।

যে কোনো কিতাব মুতালাআর ক্ষেত্রে এটাই ছিল তাঁর রীতি ও অভ্যাস। অসংগতি নজরে এলেই হাশিয়া টেনে সংশোধন করে দিতেন।

✪ ✪ ✪ ✪ ✪

ইবাদাত-বন্দেগী ছাড়া তাঁর এক মুহূর্তও না কাটানোর প্রমাণবাহী একটি ঘটনাও এখানে উল্লেখ করছি। একবার তিনি মাদরাসায়ে মাহমুদিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। কিন্তু গিয়ে দেখেন পকেটে চাবি নেই; ভুলে তা বাড়ীতে রেখে গেছেন। তখন তিনি নির্দেশ দিলেন, কোনো মিস্ত্রিকে ডেকে এনে চাবি বানানোর ব্যবস্থা কর।

নির্দেশ দিয়েই তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং দরজা খোলা পর্যন্ত নামাযে মশগুল রইলেন।

পরে তাঁকে বলা হল, হযরত যদি বাড়িতে লোক পাঠিয়ে চাবি আনিয়ে নিতেন তবে তো খরচ ও কষ্ট উভয়টিই কম হত।

উত্তরে তিনি বললেন, এখন তো সময় বাঁচল। তাছাড়া দ্বিতীয় চাবিটিও তো অন্য সময় কাজে আসবে।

একবার তিনি ও তাঁর এক আত্মীয় কাযী মুহিব্বুদ্দীন ইবনুল আসকার 'সামাসিন' এর অভিমুখী হলেন। তখন তিনি সময় সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে তার পকেটে থাকা কুরআন বের করে পড়তে লাগলেন।

এশার পর বা অন্য কোনো সময় যখন তিনি আলোচনা-পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে কোনো মজলিসে বসতেন তখন তিনি জামার আস্তিনে লুকিয়ে

---

১৫৬. যার প্রতিষ্ঠাতা হলেন সম্রাট নাজমুদ্দীন আইয়ুব। আর ঐ মাদরাসা ছিল চার মাযহাবের জন্য ভিন্ন ভিন্ন চারটি মাদরাসার সমন্বয়ে গঠিত।

www.QuranerAlo.net

তাসবীহ রাখতেন এবং মজলিসের অধিকাংশ সময়ই তাসবীহ জপতে থাকতেন। কখনো বা বেখেয়ালে আস্তিন থেকে তাসবীহ বেরিয়ে পড়ত। তখন তিনি তা লুকাতে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন।

শায়খ গারছুদ্দীন খলীল হাসানী রহ. যখন তাঁর পাশে তারাবীহ পড়াতেন, তখন তিনি চার রাকাত অন্তর অন্তর অবসর সময়গুলো তাঁর (গারছুদ্দীন) থেকে কুরআনের মুতাশাবিহ আয়াতগুলো জেনে নিতেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, এতটুকু সময়ও যেন ফায়দাহীন না কাটে।

আল্লামা ইবনুয যিয়া ও ইলমের প্রতি তাঁর অনুরাগ

আল্লামা আবুল বাকা' মুহাম্মাদ ইবন আহমদ ইবনুয যিয়া কুরাশী রহ. মক্কা মুকাররমায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম ৭৮৯ হিজরীতে, আর মৃত্যু ৮৫৪ হিজরীতে।

الضوء اللامع গ্রন্থে[১৫৭] আল্লামা সাখাবী রহ. তাঁর সম্পর্কে লিখেন, "তিনি ছিলেন একাধিক শাস্ত্রে ইমাম ও অত্যন্ত বিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব। ফিকহ, উসূলে ফিকহ, উসূলে দ্বীন, আরবী ভাষা সহ অন্যান্য শাস্ত্রেও তাঁর যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল এবং তিনি সুন্দর হস্তলিপিরও অধিকারী ছিলেন।

আর জ্ঞানচর্চায় তাঁর ছিল সীমাহীন আগ্রহ। আবুল খায়ের ইবন আবদুল কাভী রহ. এর মাধ্যমে আমি শুনেছি যে, প্রায় পঞ্চাশ বছরেরও অধিক সময় ধরে আমি তাঁকে চিনি। এই সুদীর্ঘ সময়ে যখনই আমি তাঁর কাছে গিয়েছি হয়ত তাকে পড়ায় কিংবা লেখায় মগ্ন পেয়েছি।

'কিতাবপুত্র' উপাধিতে ভূষিত যিনি

তিনি হলেন আল্লামা সুয়ূতী রহ. (৮৪৯-৯১১ হিজরী)। চল্লিশ বছর বয়সে তিনি মানুষ থেকে একেবারে পৃথক হয়ে অধ্যয়ন ও কিতাব রচনায় মনোনিবেশ করেন। যে কোনো স্তরের ব্যক্তিই হোক না কেন কারও সাথেই তিনি সাক্ষাত দিতেন না।

النور السافرُ عن أخبار القرن العاشر নামক গ্রন্থে[১৫৮] সুয়ূতী রহ. এর জীবনীতে আবদুল কাদীর ঈদরুসী রহ. লিখেন–

---

১৫৭. খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৮৫।

১৫৮. পৃ. ৫১।

www.QuranerAlo.net

"৯১১ হিজরীর ১৯ জুমাদাল উলা রোজ শুক্রবার আসরের সময় আবুল ফযল জালালুদ্দীন আবদুর রহমান সুয়ূতী রহ. ইন্তেকাল করেন। তাঁর বংশ পরিক্রমা এরূপ– আবদুর রহমান ইবন কামালুদ্দীন আবু বকর ইবন উসমান ইবন মুহাম্মাদ ইবন খিযির ইবন আইয়ূব ইবন মুহাম্মাদ ইবন শায়খ খুদাইরী রহ.। তিনি মিশরের অধিবাসী ও শাফী' মাযহাবালম্বী ছিলেন। আফ্রিকার জামে মসজিদে কেল্লার নিচে তাঁর জানাযা হয় এবং কারাফার ফটকের পূর্ব পাশে তাঁকে দাফন করা হয়।

আর তাঁর জন্ম হয় কায়রোতে ৮৪৯ হিজরীর রজব মাসের শুরুর দিকে রবিবার মাগরিবের পর। তিনি ابن الكُتُب (বা কিতাবপুত্র) উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। কারণ তাঁর পিতা ছিলেন একজন আলেম। একবার কিতাব মুতালাআর প্রয়োজনে তাঁর মাকে নির্দেশ দেন ব্যক্তিগত পাঠাগার থেকে কিতাব নিয়ে আসতে। কিতাব আনতে গেলে সেখানেই তার প্রসব বেদনা শুরু হয় এবং শত শত কিতাবের মাঝে এই ছেলে ভূমিষ্ট হয়।

জন্মের সপ্তম দিন পিতা তাঁর নাম রাখেন আবদুর রহমান আর 'লকব' দেন জালালুদ্দীন। পরবর্তীতে যখন প্রধান বিচারপতি শায়খ ইযযুদ্দীন আহমদ ইবন ইবরাহীম কিনানী রহ. এর সামনে শিষ্যত্ব গ্রহণের উদ্দেশ্যে তাঁকে পেশ করা হয় তখন তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার উপনাম কী? তিনি বলেন, আমার কোনো উপনাম নেই। তখন উসতায তাঁর উপনাম দেন– 'আবুল ফযল' এবং নিজ হাতে তা লিখে দেন।"

الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة গ্রন্থে[১৫৯] নাজমুদ্দীন গাযযী রহ. ইমাম সুয়ূতী সম্পর্কে লিখেন, রচনা ও সংকলন দ্রুততায় তিনি ছিলেন আল্লাহর এক উজ্জ্বল নিদর্শন। তাঁর শাগরেদ শামসুদ দাউদী রহ. বলেন, আমি শায়খ সুয়ূতীকে দেখেছি, তিনি একদিনে তিন কুররাছা (তথা, মধ্যাকৃতির নব্বই পৃষ্ঠা) রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। আর তখন তিনি দিনভর শুধু একাজেই ব্যস্ত ছিলেন এমনটা নয়, বরং তিনি তখন ছাত্রদের দরস দান করতেন, হাদীস লিখাতেন এবং অনেক প্রশ্নকারী ও ভিন্নমতাবলম্বীকে জওয়াব দিতেন।

---

১৫৯. খণ্ড. ১. পৃ. ২২৮।

www.QuranerAlo.net

Contents

তাঁর যুগে ইলমুল হাদীস, ইলমুর রিজাল ও ফিকহ শাস্ত্রে তিনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠজন। নিজের সম্পর্কে তিনি বলেন, দুই লক্ষ হাদীস আমার মুখস্থ আছে। যদি আরও পেতাম তবে সেগুলোও মুখস্থ করে নিতাম।[১৬০]

যখন তিনি চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হলেন, তখন তিনি দুনিয়াদারী ও দুনিয়াবাসী থেকে পৃথক হয়ে নিরবচ্ছিন্ন ইবাদাতে নিমগ্ন হন। ফতোয়া প্রদান, দরস দান সব ছেড়ে শুধু রচনা ও সংকলনেই ব্রতী হন এবং তাঁর এই আচরণ ও কর্মের অজুহাত পেশ করে التنفيس নামক একটি গ্রন্থও রচনা করেন। এই সময়ে তিনি 'রাওযাতুল মিকইয়াসে' অবস্থান গ্রহণ করেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত সেখান থেকে নড়েন নি এবং নীলনদ অভিমুখী ঘরের দরজাটিও কখনো খুলেন নি।

আমীর উমারাগণ এবং বিত্তশালী ও সম্ভ্রান্তজনেরা তাঁর সাক্ষাতে আসতো এবং মূল্যবান সব উপঢৌকন পেশ করত। কিন্তু তিনি সাক্ষাতও করতেন না এবং উপহার সামগ্রীও গ্রহণ করতেন না। একবার সম্রাট ঘোরী তাঁর কাছে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা ও একটি খোঁজা গোলাম হাদিয়া পাঠান। তখন তিনি স্বর্ণমুদ্রা ফিরিয়ে দেন। আর গোলামকে গ্রহণ করে তাকে আযাদ করে দেন এবং নববী রওযার খাদেম নিযুক্ত করেন। আর বাদশাহের দূতকে স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, আর কখনো হাদিয়া নিয়ে তুমি আমার কাছে আসবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা এসব থেকে আমাকে নির্মুখাপেক্ষী করেছেন।

তিনি কখনো বাদশাহ বা সম্ভ্রান্ত কারো দ্বারস্থ হতেন না। বাদশাহ তাঁকে বহুবার আহ্বান করেছেন কিন্তু তিনি যাননি। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, অনেক অলী-বুযুর্গ তো নিজেদের প্রয়োজন না হলেও জনগণের প্রয়োজনে বাদশা ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের কাছে যাতায়াত করেন, তবে আপনি...!

উত্তরে তিনি বলেন, বাদশাহ ও আমীরদের দরবারে যাতায়াতের বিষয়টি ছাড়া সকল ক্ষেত্রে পূর্বসূরীগণের অনুসরণই মুসলমানদের দ্বীন রক্ষার জন্যে অধিক নিরাপদ। তাছাড়া তিনি এ বিষয়ে কিতাবও রচনা করেন। যার নাম হল–

ما رواه الأساطين في عدم التردد إلى السلاطين

---

১৬০. লেখক বলেন, হয়ত বর্তমান যুগেও পৃথিবীতে এরচে' বেশী হাদীস পাওয়া যাবে না।

www.QuranerAlo.net

النور السافر গ্রন্থে[১৬১] হাফেয আল্লামা আহমদ ইবন মুহাম্মাদ কাছতালানী রহ. এর জীবনী আলোচনা করতঃ গ্রন্থকার লিখেন, "বর্ণিত আছে, হাফেয সুয়ূতী রহ. আল্লামা কাছতালানী রহ. এর মর্যাদাহানী করেছেন। তিনি দাবী করেছেন যে, কাছতালানী তাঁর কিতাব থেকে বিষয় বর্ণনা করেছেন কিন্তু উক্তি কথকের সাথে সম্পৃক্ত করেননি। আর তিনি এই দাবি করেছেন শায়খুল ইসলাম যাকারিয়্যা রহ. এর সামনে। এবং বলেছেন যে, কাছতালানী একাধিক স্থানে একথা বলেছেন যে, তা তিনি বায়হাকী থেকে নকল করেছেন। তখন সুয়ূতী রহ. বলেন, বায়হাকী রহ. এর তো অনেক সংকলন আছে, উল্লিখিত বিষয়টি তিনি কোন গ্রন্থ থেকে নকল করেছেন বলুক, তবেই তো আমরা বুঝতে পারব যে, সত্যিই তিনি বায়হাকী থেকে বর্ণনা করেছেন। বরং এই বিষয়টি আমার কিতাবে বায়হাকী থেকে বর্ণিত দেখতে পেয়ে তিনি মধ্যস্থতা উল্লেখ না করেই সরাসরি বায়হাকীর দিকে উক্তি সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। অথচ তার উচিৎ ছিল এভাবে লেখা, نقل السيوطى عن البيهقى (অর্থাৎ, বিষয়টি বায়হাকী থেকে সুয়ূতী বর্ণনা করেছেন।)

শায়খ জারুল্লাহ ইবন ফাহাদ বর্ণনা করেন, শায়খ কাছতালানী রহ. জালালুদ্দীন সুয়ূতীর রহ. মনোকষ্ট দূর করার লক্ষ্যে কায়রো থেকে রাওযা পর্যন্ত হেঁটে সফর করেন। কারণ হাফেয সুয়ূতী রহ. তখন ইলমের সাধনায় ও ইবাদাত মগ্নতায় নির্জনে রাওযায় রুদ্ধদ্বার জীবন যাপন করেন। কাছতালানী সেখানে পৌঁছে দরজায় আওয়াজ দিলে ভেতর থেকে আওয়াজ এল– কে?

আমি কাছতালানী, সুদীর্ঘ পথ খালি মাথায় খালি পায়ে আপনার কাছে এসেছি, আমার প্রতি আপনার মনোকষ্ট দূর করে সন্তুষ্টি কামনার্থে।

বন্ধ দরজার ভেতর থেকে জওয়াব এল– যান, আপনার প্রতি আমি সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম।

এতটুকুই কথা। না খোলা হল দরজা, আর না দেয়া হল সাক্ষাত!

ভেবে দেখুন তো, কী পরিমাণ ইলমী মগ্নতা ও সাধনা ছিল তাদের মাঝে! কী পরিমাণ নির্লৌকিকতা ও আত্মোৎসর্গতা ছিল তাদের মাঝে।

---

১৬১. পৃ. ১০৭।

www.QuranerAlo.net

Contents

ইলমী মগ্নতা ছাড়া এক মুহূর্তও নয়

তাশ্‌কুবরী যাদা রহ.এর الشقائق النعمانية فى علماء الدولة العثمانية গ্রন্থে[১৬২] এবং তামীমী রহ. এর الطبقات السنية فى تراجم الحنفية গ্রন্থে[১৬৩] ইমাম ফকীহ ইবরাহীম ইবন মুহাম্মাদ হালাভী রহ. (মৃত্যু : ৯৫৬ হিজরী) এর জীবনী আলোচনা করতঃ লিখা হয়–

"তিনি ছিলেন খোদাভীরু, পরহেজগার, দুনিয়াবিমুখ ও ইবাদাতগুজার ব্যক্তি। সর্বদা তিনি বাড়ীতেই থাকতেন এবং ইলমী সাধনায় নিমগ্ন থাকতেন। অনেক শিক্ষার্থী তাঁর থেকে ইলমী ফায়দা হাসিল করেছে। বাড়ী অথবা মসজিদ এই দুই স্থান ছাড়া অন্য কোথাও কেউ কোনোদিন তাকে দেখেনি। যখন রাস্তায় চলতেন দৃষ্টি অবনমিত রাখতেন। কেউ কোনোদিন তাঁর থেকে কারো গীবত বা শেকায়েত শুনেনি। ইলমচর্চা, ইবাদাত-বন্দেগী এবং রচনা-সংকলন ছাড়া দুনিয়ার কোনো কিছু থেকেই সুখ ভোগ করেননি তিনি।

যুদ্ধের ময়দানেও কিতাব রচনা

হুসাইন ইবন ইমাম কাসেম ইবন মুহাম্মাদ ইবন আলী রহ. ইয়ামানের যায়দিয়্যা ফুকাহাদের অন্যতম। তাঁর জন্ম ৯৯৯ হি. ও মৃত্যু ১০৫০ হিজরীতে। বহু গ্রন্থ তিনি রচনা ও সংকলন করেছেন। এর মাঝে অন্যতম হল غاية السول فى علم الأصول ও তার ব্যাখ্যা গ্রন্থ هداية العقول এবং آداب العالم والمتعلم।

সুযোগ পেলেই তিনি গ্রন্থ রচনায় মশগুল হয়ে পড়তেন। এমনকি সৈন্যবাহিনী পরিচালনারত অবস্থায় এবং শত্রুপক্ষের সাথে যুদ্ধরত অবস্থায়ও তিনি গ্রন্থ রচনা করতেন।[১৬৪]

প্রতিদিন ১৩টি দরস, আর জীবনে ১১৪ গ্রন্থ

আল্লামা মুহাম্মাদ বিন আলী শাওকানী র. (১১৭৩-১২৫০) البدر الطالع নামক আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থে[১৬৫] বুদ্ধি-বয়স থেকে তাঁর বেড়ে ওঠা ও

---

১৬২. পৃ. ২৯৫ ও ২৯৬।
১৬৩. খণ্ড. ১. পৃ. ২২২।
১৬৪. الأعلام। ইমাম যারকালী রচিত। খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৫২।
১৬৫. ২ : ২১৮।

www.QuranerAlo.net

জীবনের বিভিন্ন অবস্থা বর্ণনা করেন। সেখানে তিনি সবিনয়ে উল্লেখ করেছেন–

দিন-রাতে তাঁর দরসের সংখ্যা ছিল তেরটি। এর মধ্যে কতক তিনি উস্‌তাযদের থেকে গ্রহণ করতেন আর কতক শাগরিদদের প্রদান করতেন। এভাবেই চলতে থাকে দীর্ঘ দিন। এরপর একটা সময় আসে যখন তিনি শুধু দরস প্রদানে একাগ্রভাবে আত্মনিয়োগ করেন। উস্‌তাযদের থেকে নিয়মতান্ত্রিক দরস গ্রহণ স্থগিত করে দেন। তখনও ছাত্ররা তাঁর থেকে প্রতিদিন বিভিন্ন বিষয়ে দশটিরও উপর দরস লাভ করত। কখনো কখনো এমনও হয়ে যেত যে, এক দিনেই তাফসীর, হাদীছ, উসূল, নাহব, ছরফ, বালাগাত, আরুয, মানতেক ও ফিকহ ইত্যাদি বিষয়ে দরস প্রদান করতে হত।

শাগরিদদের দরস প্রদান ও উস্‌তাযদের থেকে দরস গ্রহণের সময়কালেও তিনি 'সান'আ' ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার অধিবাসীদের ফতোয়া প্রদানের দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন। তা-ও প্রায় বিশ বছর যাবৎ। এরপর তিনি সান'আর বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ১২২৯ হিজরীতে এবং মৃত্যু পর্যন্ত প্রায় একুশ বছর এ দায়িত্ব পালন করেন। সর্বমোট তিনি প্রায় ১১৪টি গ্রন্থ রচনা করেন। যার অধিকাংশের কথাই তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেন।

মুহাম্মাদ আবেদ সিনদীর রহ. সফরে কিতাব রচনা

ইমাম মুহাম্মাদ আবেদ সিনদী আনসারী রহ. (১১৯০ হি.-১২৫৭ হি.) ছিলেন ফকীহ ও মুহাদ্দিস। مسند الإمام الشافعي কিতাবটির বিন্যাস, সংক্ষেপণ ও সম্পাদনা করেছিলেন তিনি সফরের হালাতে। বিভিন্ন সরাইখানা ও বিশ্রামাগারে অবস্থানকালের বিক্ষিপ্ত ও স্বল্প সময়ে।

ترتيب مسند الإمام الشافعي কিতাবের উপসংহারে তিনি লিখেন, এই গ্রন্থের বিন্যাস ও সংকলনের কাজ শুরু হয় ১২২৯ হিজরীর জিলকদ মাসে, হজ্বের সফরের উদ্দেশ্যে আমি বাহনে আরোহণ করার পর। আর তা পূর্ণতা লাভ করে ১২৩০ হিজরীর ২০ রবিউল আওয়াল রোজ বৃহস্পতিবার আসরের পর। আর তা হয়েছিল হারামাইন থেকে আমার প্রত্যাবর্তনের সময় কানফাযার জামে মসজিদে অবস্থানকালে।

www.QuranerAlo.net

সফরে শুধু সরাইখানা ও বিশ্রামাগারে অবস্থানের সামান্য সময় ছাড়া লেখার সুযোগ তেমন আমার হতো না। আর এটা আল্লাহ তা'আলার বিরাট বড় নিআমত যে, তিনি আমাকে এমন সময়ে সুন্নাতে নববীর এই বিরাট খেদমতে ব্যস্ত থাকার তাওফীক দিয়েছেন যেরূপ সময়ে সাধারণত মানুষের এ জাতীয় কাজ আঞ্জাম দেয়ার তাওফীক হয় না।"

এমনিভাবে لسان الميزان গ্রন্থের প্রায় অর্ধেক অনুলিপিও তিনি উমরার সফরে মদীনা মুনাওয়ারার পথে সমাপ্ত করেন। অথচ তখন তাঁর বয়স ষাটের কোঠা পেরিয়ে গেছে।

মদীনা মুনাওয়ারার মাকতাবায়ে মাহমুদিয়ায় সংরক্ষিত তাঁর স্বহস্তে লিখিত কিতাবটির প্রথম খণ্ডের শেষে উল্লিখিত আছে, "প্রথম খণ্ডের অনুলিপি সমাপ্ত হচ্ছে ১২৫১ হিজরীর ২৮ শাবান। যখন আমরা রমযানে উমরা আদায়ের উদ্দেশ্যে সফর করছি এবং পথিমধ্যে মাসতুরায় অবস্থান করছি।"

সংযোজক বলেন, সে যুগের সফরের অবস্থা এবং বাহন ও আবাসন ব্যবস্থা কেমন ছিল তা তো অতি সামান্য হলেও আমরা উপলব্ধি করতে পারি। যদি ইলমী মগ্নতা ও তার রচনা ও সংকলনকে তাঁরা বৃহত্তর ইবাদাত বলে গণ্য না করতেন তবে এত কষ্টের সফরে সামান্য বিশ্রামের সময়ে তাঁরা এ কাজে মশগুল থাকতেন না!

বাসর রাত কেটেছে যাঁর কিতাবের পাতায়

আল্লামা মুহাম্মাদ আহমদ উমর শাতিরী রহ. পঞ্চম মুদ্রণে প্রকাশিত এই কিতাবটি পাঠের পর আব্বাজানের (আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ) কাছে প্রেরিত এক চিঠিতে লিখেন, "এ মুহূর্তে আমি স্মরণ করছি আল্লামা মুফতী আবদুল্লাহ ইবন উমর ইবন য়াহায়া বা'লুভী রহ. এর কথা। যাঁর ওফাত হয়েছিল 'হাযারামাওতে' ১২৬৫ হিজরীতে। তাঁর ঘরে যখন নববধূর আগমন ঘটে তখন প্রথম রাতে তিনি বাসরে ঢুকে দেখেন স্ত্রীর সজ্জায় ব্যস্ত বালিকারা তার আশপাশে বসে আছে। তখন তিনি তাদেরকে সরে যাওয়ার সুযোগ দেয়ার লক্ষ্যে শায়খ ইসমাঈল ইবনুল মাকরী ইয়ামানী রহ. (মৃত্যু : ৮৩৭ হিজরী) এর الإرشاد গ্রন্থটি হাতে নিয়ে মুতালাআ করতে শুরু করেন। আর এদিকে বালিকারা চলে গেল এবং স্ত্রী অপেক্ষায় বসে রইলেন। কিন্তু অধ্যয়ন মগ্নতায় তিনি এতটাই বিভোর ছিলেন যে, সবকিছু ভুলে গিয়েছিলেন। একেবারে ফজরের আযানে তাঁর অধ্যয়ন ক্ষান্ত হল। এ সুদীর্ঘ

www.QuranerAlo.net

Contents

সময়ে একটি বারের জন্যও স্ত্রীর দিকে ফিরে তাকানোর সুযোগ তাঁর হয়নি। কারণ নববধূর চেয়েও ইলম যে তাদের কাছে ছিল অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যায়নযোগ্য এবং অনেক বেশী তৃপ্তি ও শান্তিদায়ক।

আল্লামা যামাখশারির কাব্যপ্রতিভা যে আল্লাহরই বিশেষ দান! ছন্দে ছন্দে কত সুন্দর বলেছেন তিনি–

سهرى لتنقيح العلوم ألذُّ لى ✪ من وصْلِ غانية وطيبِ عناقِ

وألذُّ من نقر الفتاة لدفِّها ✪ نقرى لألقى الترْبَ عن أوراقى

অর্থ : ইলমের পুনঃনিরীক্ষণের উদ্দেশ্যে রাত্রি জাগরণ আমার কাছে সুন্দরী নারীর মিলন ও আলিঙ্গনের চে' অধিক সুখকর।

আর কাগজের পাতা থেকে বালি ঝারার শব্দ আমার কাছে কিশোরীর বাদ্যযন্ত্রের বাজনা থেকেও অধিক তৃপ্তিদায়ক।

শুধু শেষ রাতের রচনা......

তাফসীর শাস্ত্রের অন্যতম পথিকৃৎ আবুছ ছানা শিহাবুদ্দীন মাহমুদ বিন আবদুল্লাহ আল-আলুসী র. (১২১৭-১২৭০ হিজরী) যাকে বাগদাদের প্রধান মুফতী ও শীর্ষ মুফাসসির গণ্য করা হতো। ইলমের প্রতি তাঁর এমন আসক্তি ছিল যে, তাঁর সার্বক্ষণিক কামনা ছিল, প্রতিটি মুহূর্তে যেন তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হয়। একটু সময়ও যেন উপকারী কোন কিছুর অর্জন, বিরল কোন কিছুর আবিষ্কার কিংবা ব্যতিক্রমী কোন কিছুর উদ্ভাবন ব্যতীত ব্যয় না হয়।

তাঁর দিন অতিবাহিত হত ফাতওয়া ও দরস প্রদানে। আর রাতের প্রথমাংশ অতিবাহিত হত বন্ধুজন বা শিষ্যদের সাথে সাক্ষাৎ এবং ইলমী আলোচনায়, আর শেষাংশ তাফসীর সংকলনে। তিনি প্রতি রাতের শেষভাগে, এই অল্প সময়ে যা লিখতেন পরদিন সকালে তাঁর নিয়োগকৃত কাতেবদেরকে (অনুলিপিকারক) তা দিয়ে দিতেন। আশ্চর্যের বিষয় হল, এই অনুলিখনে তাদের সময় লাগতো দশ ঘণ্টারও বেশী।

এই তাফসীর সংকলনের ব্যস্ততা এবং ফতোয়া প্রদানের গুরু দায়িত্ব সত্ত্বেও বিভিন্ন কিতাব থেকে প্রতিদিন তিনি তেরটি পর্যন্ত দরস প্রদান করতেন।

সময়ের মূল্যায়ন করতে গিয়ে তিনি জীবনের শেষ সময়ে, গুরুতর অসুস্থ অবস্থায়ও রচনা ও সংকলনের কাজ চালিয়ে গেছেন। মুফাসসিরদের কাছে

www.QuranerAlo.net

তাঁর লিখিত তাফসীর আজও অনন্য ও অনুপম বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এবং আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর সংকলনরূপে পরিগণিত। অথচ তিনি তা লিখেছেন শুধু রাতের শেষ ভাগের সময়টুকুকেই কাজে লাগিয়ে।

কবি বলেন–

وبادرْ الليلَ بما تشتهى ✪ فانما الليلُ نهارُ الأريب

অর্থ : যা কিছু তুমি করতে চাও, রাতের সময়টাকেই কাজে লাগাও
কেননা রাতই হল বিচক্ষণ কর্মবীরের দিবস।

وليلُكَ شطرُعمرك فاغتنمه ✪ ولا تذهبْ بنصف العمر نوماً

অর্থ : রাত তো জীবনের অর্ধাংশ, তাই তাকে কাজে লাগাও। (লক্ষ রেখো) তোমার অর্ধ জীবন যেন ঘুমে না কেটে যায়।

আরবী সাহিত্যিক আবু হেলাল আসকারী বলেন–

وساهِرُ الليلِ فى الحاجات نائمُه ✪ وواهبُ المالِ عندَ المجدِ كاسبُه

অর্থ : প্রয়োজন পূরণে রাত্রি জাগরণ! সে তো ঘুমেরই মত।
আর মহানুভবতা প্রকাশে অর্থ ব্যয়! সে তো উপার্জনতুল্য।

আরব কবি ফাক্আসী হামাসী বলেন–

كأنَّك لم تُسبقْ من الدهر ليلةً ✪ إذا أنت أدركتَ الذى كنتَ تطلب

অর্থ : মহাকালের কোনও রাতেই তুমি পিছিয়ে পড়নি,
যদি তুমি তোমার কাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করতে পার।

ইমাম উমর ইবন ওয়ারদী হালাবী বলেন–

إنّما يعرفُ قدرَ العلمِ مَنْ ✪ سهرتْ عيناه فى تحصيله

অর্থ : ইলমের মূল্য তো সেই বোঝে, যার চোখ তার অর্জনে রাত জাগে।

ইবন নুবাতা সা'দী বলেন–

أ عاذِلَتِي على إتعاب نفسى ✪ ورَغْيِي فى الدُّجى روضَ السُّهاد

إذا شامَ الفتى بَرْقَ المعالى ✪ فأهونُ فائتٍ طِيْبُ الرُّقادِ

অর্থ : হে আমার ভর্ৎসনাকারিণী, নিজেকে আমি কেন ক্লান্ত-শ্রান্ত করে ফেলি এবং অন্ধকারে কেন আমি বিনিদ্রার উদ্যানে বিচরণ করি (তুমি কি জান)!

www.QuranerAlo.net

আসলে প্রত্যয়ী তরুণ যখন উচ্চশিখরের লক্ষ্যপানে অগ্রসর হয় তখন সুখনিদ্রা বিসর্জন তার কাছে অতি তুচ্ছ হয়ে যায়।

অন্য এক কবি বলেন,

يهوى الدَّياجى إذا المغرورُ أغفلَها ۞ كأنَّ شُهْبَ الدَّياجى أعْيُنٌ نُجُل

অর্থ : আঁধারের প্রতি সে আসক্ত হয়ে পড়ে, প্রবঞ্চিত ব্যক্তি যখন তাতে উদাসীন থাকে। যেন আঁধারের ছাইবর্ণ কোন সুন্দরী রমণীর ডাগরচক্ষু।

আহলে ইলম যাঁরা তাঁদের মূল ব্যস্ততার সময় যদি হয় রাত, তবে তাতে আশ্চর্যের তো কিছু নেই। কেননা দিনে তো জীবন ও জীবিকার বিভিন্ন প্রয়োজন ও ব্যস্ততায় মন ও মস্তিষ্ক এবং চিন্তা ও ভাবনা বিক্ষিপ্ত থাকে। জীবনের হৈ চৈ ও কোলাহলে মন-মস্তিষ্ককে কোনো কিছুতে নিবিষ্ট করার এবং চিন্তা-ভাবনাকে নির্মল রাখার সুযোগ হয়ে ওঠে না।

পক্ষান্তরে রাত তো জীবনের সকল আয়োজন ও কোলাহল থেকে মুক্ত। তাই রাতের নির্জনতায় মস্তিষ্ক হয়ে ওঠে প্রখর, মনন হয় বিকশিত আর চিন্তা-ভাবনা হয় নির্মল ও পরিচ্ছন্ন। তাই তো বলা হয় الليلُ نهارُ الأريبِ (রাতই হল বিচক্ষণ ব্যক্তির মূল কর্মক্ষেত্র।) আর এমনই ছিল পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামের এবং তাঁদের অনুসারীগণের অবস্থা।

তাইতো যুগে যুগে কবিগণ এক্ষেত্রে বহু অমর কাব্য রচনা করেন। ছা'লাবী (রহ.) বলেন–

وانصبْ نهارًا فى طلاب العُلا ۞ واصبرْ على فقْدِ لقاءِ الحبيْب

حتى إذا الليلُ بدَا مُقبلًا ۞ واكتحلَتْ بالغمض عينُ الرقيبِ

فقابلْ الليلَ بما تشتهى ۞ فإ نَّما الليلُ نهارُ الأريبِ

অর্থ : দিবসে তুমি তৎপর থাক উন্নতির অন্বেষণে আর ধৈর্যধারণ কর বন্ধুদের বিচ্ছেদ বিরহে। তবে রাত্রির আগমন যখন ঘটবে এবং পাহারাদারের চোখও তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে আসবে তখন তুমি নিবিষ্ট হও কাঙ্ক্ষিত বিষয়াদি অর্জনে। কারণ রাতই যে বিচক্ষণের মূল কর্মক্ষেত্র।[১৬৬]

---

১৬৬. المنتحل পৃ. ১৯০।

www.QuranerAlo.net

Contents

৩৯ বছর জীবনকালে শতাধিক গ্রন্থ

দূরের কথা তো অনেক হল, এবার কাছের কথা শুনি, এইতো মাত্র একশ' বছর আগের কথা। হিন্দুস্তানের ইমাম আবদুল হাই লাখনাবী র., যিনি ১৩০৪ হিজরীতে মাত্র ৩৯ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। অথচ তাঁর রচিত গ্রন্থ সংখ্যা শতাধিক। তার মধ্যে অনেকগুলো আছে বড় বড় কয়েক খণ্ডের। আর এসব গ্রন্থের প্রতিটিই মূল্যবান এবং দুরুহ বিষয়ের আলোচনা সম্বলিত।

৪৯ বছর জীবনে শতোর্ধ্ব কিতাব রচনা

আল্লামা শায়খ মুহাম্মাদ জামালুদ্দীন ইবন মুহাম্মাদ সাঈদ কাসেমী (১২৮৩ হি.- ১৩৩২ হি.) ছিলেন মুহাদ্দিস, মুফাসসির এবং ফকীহ। তাঁর জীবনের দৈর্ঘ্য ছিল মাত্র ৪৯ বছর। কিন্তু সময়ের মূল্যায়ন, সুউচ্চ মনোবল ও ইলমী মগ্নতার কারণে এই নাতিদীর্ঘ জীবনেই তিনি সুবিশাল খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যান। রচনা করে যান ছোট বড় মিলিয়ে শতোর্ধ্ব কিতাব।

শায়খ কাসেমী বিরচিত الفضل المبين على عقد الجوهر الثمين গ্রন্থের শুরুতে[১৬৭] তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনীতে উসতায আছেম আল-বাইতার লিখেন, "শায়খ তাঁর এই সুসংক্ষিপ্ত জীবনেও; বয়ঃস্বল্পতা সত্ত্বেও ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় শতোর্ধ্ব কিতাব রেখে গেছেন। চৌদ্দ বছর বয়সেই তিনি তাদরীস তথা অধ্যাপনার গুরুদায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন এবং মৃত্যু অবধি তা সুচারুরূপে আঞ্জাম দিয়ে যান। রাত দিনে বাড়ী ও মসজিদে শাগরেদদেরকে দরস দানের অনেকগুলো মজলিস হতো। এ সত্ত্বেও তিনি রচনা ও সংকলনের মত ভারী কাজও নিয়মিত আঞ্জাম দিতেন এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষণ ও প্রতিটি মুহূর্ত থেকে তিনি উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করতেন।

একবার এক চা স্টলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। দেখলেন, অবসর ও অকর্মণ্য লোকে তা ভরে আছে। আর তারা হাসি-তামাশায় সময় কাটাচ্ছে। তখন তিনি আফসোস করতে করতে সহচরদের বললেন, "আহ! আমার বড় আকাঙ্ক্ষা হয়, সময় যদি বিক্রয়যোগ্য বস্তু হতো! তাহলে এদের সবার সময়গুলো আমি কিনে নিতাম।

---

১৬৭. পৃ. ২৫।

www.QuranerAlo.net

শায়খ কাসেমী ছাহেব নিজের সম্পর্কে বলেন, "আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে শৈশব থেকেই অধ্যয়ন, রচনা ও সংকলন প্রীতি দান করেছেন।" তিনি আরও বলেন, "আপন অনুগ্রহে আল্লাহ তাঁর এই ক্ষুদ্র বান্দা থেকে অবসর যাপন ও অনর্থক সময় ক্ষেপণের মোহ দূর করে দিয়েছেন। ফলে ভাষা-সাহিত্য ও ইতিহাসে আমার কত কিতাব যে পড়া হয়েছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই!

الفضل المبين গ্রন্থের ভূমিকায়[১৬৮] তিনি লিখেন, আল্লাহ তা'আলার অশেষ মেহেরবানীতে আমার তাওফীক হয়েছে পূর্ণাঙ্গ সহীহ মুসলিম চল্লিশ দিনে, সুনানে ইবন মাজাহ একুশ দিনে, মুআত্তা উনিশ দিনে এবং تقريب التهذيب গ্রন্থটি– তার মুদ্রণ-প্রমাদ সংশোধন ও টীকা সংযোজন সহ– প্রায় দশ দিনে শেষ করার।

মানুষ চাইলে ও যথাযথ চেষ্টা করলে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য যে কোনো কঠিনকেও সহজ করে দেন এবং অসাধ্যকেও সাধ্য করে দেন। তাই বলছি ভাই! অলসতা দূর কর এবং তোমার রত্নতুল্য সময়কে ইলমী ও আমলী মগ্নতায় অতিবাহিত করণে সচেষ্ট হও।"

শায়খ জামালুদ্দীন কাসেমীর সন্তান উসতায যাফের কাসেমী পিতা সম্পর্কে রচিত এক গ্রন্থে লিখেন, "আব্বাজানের সবচেয়ে প্রাচীন যে কর্মযজ্ঞ সম্পর্কে আমি জানতে পেরেছি তা হল السفينة নামক গ্রন্থটি। যা তিনি রচনা করেন ১২৯৯ হিজরীতে মাত্র ষোল বছর বয়সে। যাতে সন্নিবেশিত হয়েছে বিভিন্ন কিতাব থেকে তাঁর অধ্যয়নের নির্বাচিত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়াবলি।

আর তিনি রাত দিন নিরবচ্ছিন্নভাবে লিখে যেতেন হোক বাড়ীতে কিংবা সফরে, মসজিদে বা দরবারে, সর্বদা সচল থাকত তাঁর কলমের যাত্রা ও লিখনীর অভিযাত্রা। আমার ধারণা, শুধু হাঁটা চলার পথেই তাঁর কলমী খেদমত স্থগিত থাকত...।

আর সব সময় তাঁর পকেটে ছোট খাতা ও কলম থাকত। যখন যে পরিস্থিতিতেই হোক– সূক্ষ্ম ও গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো চিন্তা-ভাবনা ও বিষয় যেহেনে আসা মাত্রই লিখে ফেলতেন।

---

১৬৮. পৃষ্ঠা : ৫৩।

www.QuranerAlo.net

শায়খ তাহের জাযায়েরী রহ., শুধু ইলমের স্বার্থেই ছিল যাঁর সব ত্যাগ ও কুরবানী

আল্লামা শায়খ তাহের জাযায়েরী রহ. (১২৬৮-১৩৩৮ হি.) ছিলেন হাদীস, তাফসীর ও হানাফী ফিকহ বিশারদ। এ ছাড়াও বিভিন্ন শাস্ত্রে তাঁর ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। তাঁর জীবনী সম্পর্কে আলোচনা করত তাঁর দু'শাগরেদ (তথা, আল্লামা শায়খ মুহাম্মাদ সাঈদ আলবানী تنوير البصائر بسيرة الشيخ طاهر গ্রন্থে এবং আল্লামা মুহাম্মাদ কুরদ আলী كنوز الأجداد গ্রন্থে[১৬৯] ও المعاصرون গ্রন্থে[১৭০] লিখেন–

তিনি বেশভূষা ও লেবাস-পোশাকে খুবই সারল্য অবলম্বন করতেন। একেবারেই সাদাসিধা ও অনাড়ম্বরতাকেই তিনি গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। এমন কি জীবনে তিনি বিবাহও করেন নি। আর এসব কিছুই ছিল সময় সংরক্ষণ ও সময়ের প্রতি সদ্ব্যবহারের উদ্দেশ্যে এবং রচনা ও অধ্যয়নে সাধনা ও অধ্যবসায়ের লক্ষ্যে।

গোটা রাত তিনি জাগ্রত থাকতেন। রাতের প্রথমাংশ কাটাতেন শাগরেদদের সঙ্গে ইলমী মুযাকারায়। আর শেষটা কাটত কিতাবের সাহচর্যে; অধ্যয়ন, রচনা ও সংকলন-সাধনায়। আর ঘুম হত তাঁর ফজরের পর।

এত মেহনত, মোজাহাদা ও সাধনা সত্ত্বেও নামাযের প্রতি তিনি ছিলেন সদা সজাগ-সচেতন ও যত্নবান। সব সময় আওয়াল ওয়াক্তে তা আদায় করতেন। হাযরে বা সফরে, রাস্তায় বা বাজারে, কোনো আম বা খাস মজলিসে– যেখানেই হোক না কেন– নামাযের সময় হলে আওয়াল ওয়াক্তেই তা আদায় করে নিতেন।

তাঁর জীবন ছিল ইলমের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার জন্যই নিবেদিত। তাঁর শাগরেদ আল্লামা মুহাম্মাদ সাঈদ আলবানী লিখেন, "যার রাত কাটতো বিনিদ্র ইলমী সাধনায়। আর দিন কাটতো অধ্যাপনা, আলোচনা-পর্যালোচনা ও রচনা-সম্পাদনায়। এমন কি সর্বদা যিনি সাথে রাখতেন ছোট ও সহজে বহনযোগ্য কিতাব– যেন সুযোগ পেলেই পড়তে পারেন এবং যেন মুহূর্তকাল সময়ও ইলমী মগ্নতা ছাড়া না কাটে– সে ব্যক্তি কীভাবে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির জন্য এবং তাদের ভরণ-পোষণে অর্থোপার্জনের জন্য সময় দেবে?

---

১৬৯. পৃষ্ঠা : ৯-৪৮।
১৭০. পৃষ্ঠা : ২৬৮-২৭৮।

www.QuranerAlo.net

সময় সংরক্ষণে তিনি ছিলেন অত্যাগ্রহী। এর ছোট্ট একটি দৃষ্টান্ত এই যে, তিনি কফি খেতে পছন্দ করতেন এবং এক সপ্তাহ চলতে পারে পরিমাণ কফি তিনি একসাথে প্রস্তুত করে ফেলতেন। যেন বারবার এর প্রস্তুতে সময় ব্যয় না হয়। আর দিনের পর দিন তিনি সেই ঠাণ্ডা-বাসী কফিই খেতে থাকতেন। উদ্দেশ্য একটিই, সময় যেন অন্যদিকে ব্যয় না হয়। আর তাঁর কফি খাওয়াও নিছক তৃপ্তিলাভের জন্য ছিল না বরং ছিল রাত্রি জাগরণ এবং নিরবচ্ছিন্ন সাধনায় উদ্দীপনার জন্য।

ইলমী সাধনা ছাড়া তাঁর জীবনের কোনো ক্ষণ বা কোনো মুহূর্ত কাটেনি। অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, আলোচনা-পর্যালোচনা ও রচনা-সম্পাদনা– এসবই ছিল তাঁর দিবা-রাত্রি সর্বক্ষণের ব্যস্ততা। কখনো তাঁর মাঝে কোনোরূপ অলসতা বা ইলমের প্রতি সামান্যও নির্মোহতা দেখা যায়নি।

একবার তিনি কয়েক রিতল[১৭১] কমলা কিনে ঘরে রেখেছিলেন। পরের দিন তাঁর মনে হল যে, তিনি সফর করবেন এবং সাথে করে কিছু কমলাও নেয়া দরকার। তখন তাঁর গতকালের কেনা কমলার কথা মনে পড়ল। কিন্তু তখন তিনি ছিলেন বাড়ী থেকে কিছুটা দূরে। তাই সফরের এরাদা করার পর বাড়ীতে ফিরে যাওয়ার সময়টুকু তিনি নষ্ট করতে চাননি। সে জন্য সময় বাঁচাতে পথেই কমলা কিনে নেবেন বলে সিদ্ধান্ত নিলেন।

দীর্ঘ ছয়মাস পর তিনি বাড়ীতে ফিরে এসে কমলাগুলোকে শুকিয়ে কুঁকড়ে যেতে দেখে তৃপ্তির হাসি হাসলেন।

সহস্রাধিক গ্রন্থের প্রণেতা

এরপর আসা যাক হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী র. এর কথায়, তিনি গত হলেন তো মাত্র কয়েক দশক হল। ১৩৬২ হিরজীতে ৮১ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেছেন। তাঁর সংকলিত গ্রন্থ সংখ্যা তো হাজারেরও অধিক। আর তা সম্ভব হয়েছে সময়ের সঠিক মূল্যায়ন ও সদ্ব্যবহারের মাধ্যমেই।

প্রকৃতপক্ষে দুনিয়াতে সফল মানুষের সংখ্যা খুবই নগণ্য। আর তাদের সংখ্যা আরও কম যাদের জীবনকাল সংক্ষিপ্ত অথচ কর্ম পরিধি সুবিস্তৃত। জীবন মাত্র কয়েক দশক, কিন্তু কর্মপরিধি বিশাল ব্যাপ্ত সমুদ্র। আমরা তো

---

১৭১. একটি পরিমাপ।

www.QuranerAlo.net

শুধু এতটুকুই বলতে পারি- ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء (এটা আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করে থাকেন।)

শায়খ যাহাবী ও শায়খ আত তাব্বাখ :
মৃত্যুর পূর্বক্ষণেও ইলমী মগ্নতা

ইমাম আবু ইউসুফ রহ. ও অন্যান্য মনীষী- যাঁরা মৃত্যু-পূর্বক্ষণেও ছিলেন ইলমী সাধনায় মশগুল- তাঁদের মত দুই ইলম-পিপাসুর সন্ধান এ যামানায়ও আমি পেয়েছি। তাঁরা হলেন আব্বাজান রহ. এর দুই উস্তায- শায়খ আমজাদ যাহাবী বাগদাদী রহ. ও শায়খ মুহাম্মাদ রাগেব হালাভী রহ.।

ইউনুস আছ ছামরাঈ রহ. রচিত تاريخ علماء بغداد في القرن الرابع عشر الهجرى গ্রন্থে (১০৫ পৃষ্ঠায়) শায়খ আমজাদ যাহাবীর রহ. (১৩০০-১৩৮৭ হি.) জীবনীতে এসেছে, "তিনি অধিক হারে মুতালাআ করতেন। অসুস্থতার দিনগুলোও এর ব্যতিক্রম ছিল না। এমন কি মৃত্যুর কিছুক্ষণ পূর্বেও তিনি ছিলেন মুতালাআয় মশগুল।

আল্লামা মুহাম্মাদ রওয়াছ কালিজী রহ. রচিত حديث الروح গ্রন্থে (২য় খণ্ডে ৯০ পৃষ্ঠায়) তাঁর শায়খ মুহাম্মাদ রাগেব হালাভী রহ. সম্পর্কে আলোচনা করতঃ লিখেন-

"যেদিন তিনি মৃত্যুবরণ করেন সেদিন আমি তাঁর সাক্ষাতে গিয়েছিলাম। তাঁর চারপাশে অনেকগুলো বালিশ রাখা ছিল। যেন তিনি যেদিকে ইচ্ছা ভর দিয়ে বসতে পারেন। আমি দেখলাম তাঁর আওয়াজ ক্ষীণ হয়ে এসেছে, কথায় জড়তা দেখা দিয়েছে, আর চোখের পাপড়িগুলো যেন ভারী হয়ে এসেছে। চোখ খোলা রাখা বা দৃষ্টি দেয়া যেন দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। কিন্তু এহেন মুহূর্তেও তাঁর হাতে কিতাব, তিনি তার কয়েকটি লাইন পড়লেন। তারপর আর সোজা হয়ে থাকতে পারলেন না, কিতাবটি আর ধরে রাখতে পারলেন না। কয়েক মুহূর্ত বালিশে মাথা এলিয়ে দিলেন। তারপর আবার পড়তে উদ্যত হলেন। তখন আমি বললাম, হযরত! এই মুহূর্তে তো নিজেকে কিছুটা স্বস্তি দিতে পারেন। এতটা কষ্ট এখন কি ...?

তখন তিনি আমাকে কী যেন একটা জওয়াব দিলেন। কিন্তু তাঁর কথা জড়িয়ে আসায় আমি তা স্পষ্টরূপে বুঝতে পারিনি।

তবে এটুকু বুঝতে পারলাম বা বুঝে নিলাম যে, তিনি হয়ত বলতে চাইলেন, এই জ্ঞানটুকু অর্জনের পূর্বে আমার মৃত্যু হোক এটা আমি চাই না।

www.QuranerAlo.net

তখন আমার দু'চোখ অশ্রুতে ভরে গেল। কাছে এগিয়ে তাঁকে বললাম– হযরত! এমনই যদি হয় আপনার চাওয়া তবে আমি এটুকু আপনাকে পড়ে শুনাচ্ছি।

একথা বলে তাঁর হাত থেকে কিতাবটি নিয়ে নিলাম এবং পড়তে লাগলাম...। একটু পর তাকিয়ে দেখি, তিনি বালিশে মাথা রেখে চোখ বন্ধ করে আছেন।

ভাবলাম, হয়তো তিনি শুনছেন। তাই আমি পড়া চালিয়ে গেলাম। তখন তাঁর ছেলে এসে পিতাকে অজ্ঞান অবস্থায় পেলেন এবং আমাদেরকে কামরা থেকে বের হয়ে যাওয়ার আবেদন পেশ করলেন। এর অল্পক্ষণ পরই আমরা তাঁর মৃত্যুর সংবাদ পেলাম।

আল্লাহ তা'আলা এই সুউচ্চ মনোবল ও সমুন্নত মনোবৃত্তি সম্পন্ন ব্যক্তির প্রতি দয়ার আচরণ করুন, আর আমাদেরকে তাদের আদর্শে উজ্জীবিত ও আদর্শবান হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

কুরআনের কতক খেদমত

এ প্রসঙ্গে আমাদের শায়খ আল্লামা মুহাম্মাদ যাহেদ আল কাওছারী র. এর একটি গ্রন্থের কথা উল্লেখ করা সমীচীন মনে করছি। এ গ্রন্থে তিনি শুধু বৃহৎ কলেবরের তাফসীর গ্রন্থগুলোর কথা আলোচনা করেছেন। যে গ্রন্থগুলোর বিশালতাই ইলমের প্রতি রচয়িতাদের সীমাহীন আগ্রহ ও সময় সংরক্ষণে তাদের প্রাণান্তকর চেষ্টার কথা প্রমাণ করে। অন্যথায় কীভাবে অস্তিত্ব লাভ করতো এই বিশাল বিশাল গ্রন্থ, যেগুলোর কথা শুনেই আজ মানুষ হতবুদ্ধি হয়ে যায়। তার অধ্যয়ন বা সংকলন তো বহু দূরের কথা!

কোরআনের যে সকল দিকে এযাবৎ বিশাল বিশাল খেদমত আঞ্জাম দেয়া হয়েছে তার কতক নিয়ে আলোচনা করতঃ শায়খ কাওছারী "মাকালাতে কাওছারী" গ্রন্থে[১৭২] লিখেন, কুরআনুল কারীমের এ যাবৎ কত অনুবাদ ও ব্যাখ্যা যে লেখা হয়েছে– মত ও পথের ভিন্নতা, রুচি ও আগ্রহের পার্থক্য এবং ভাষা ও পরিবেশের তারতম্যের কারণে– কেউ বা রিওয়ায়েত ও দিরায়াতের মাধ্যমে, কেউ বা উলূমুল কুরআনের বিভিন্ন বিষয়ে, আবার কেউ কোরআনের বৈশিষ্ট্যাবলীর দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখে– তা গুণে শেষ করা অসম্ভব বা প্রায় অসম্ভব।

---

১৭২. পৃ. ৪০২-৪০৩।

www.QuranerAlo.net

আশা করি, পাঠক আমাকে সুযোগ দিবেন, ঐ বিষয়ে পূর্বসূরী মনীষীগণের কিছু গ্রন্থের কথা উল্লেখ করার। যেগুলোর সংকলন তাঁদের সীমাহীন ত্যাগ-সাধনারই প্রমাণ বহন করে।

ইমাম আবুল হাসান আশআরী র. المُختزن নামে একটি তাফসীর লিখেন– যা ছিল প্রায় সত্তর খণ্ডের।

কাযী আবদুল জাব্বার আল-হামাদানী র.-এর তাফসীরের নাম হল المحيط– যা ছিল বেশ বড় বড় একশ' খণ্ডের।

আবু ইউসুফ আবদুস সালাম আল কাযবীনী র. এর তাফসীরের নাম حدائق ذاتِ بَهْجة যে তাফসীর সম্পর্কে যতগুলো বর্ণনা রয়েছে তার মধ্যে সবচে' কম বলা হয়েছে যে বর্ণনায়– তাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তা ছিল সর্বমোট তিনশ' খণ্ডের। সংকলক তা বাগদাদের "মসজিদে-আবু হানীফা র."-এর জন্য ওয়াকফ্ করে দেন। তবে আফসোসের বিষয়, পরবর্তীতে তা ঐ সকল কিতাবের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, যেগুলো বাগদাদে তাতারীদের আক্রমণকালে ধ্বংস হয়ে যায়।

শায়খ কাওছারী বলেন– তবে আমি হিন্দুস্তানের এক সাহিত্যিককে বলতে শুনেছি যে, তিনি প্রাচীন পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণাগারের এক সূচিতে তার একটি অংশের কথা উল্লিখিত দেখেছেন।

তারপর উল্লেখ করা যায়, হাফেয ইবন শাহীনের তাফসীরের কথা, যা ছিল এক হাজার জুয বা ত্রিশ হাজার পৃষ্ঠা।

কাযী আবু বকর ইবনুল আরাবীর তাফসীরের নাম أنوار الفجر। তাও প্রায় আট হাজার পৃষ্ঠার। জানা যায় যে, তা আমাদের দেশে অর্থাৎ ইস্তাম্বুল ও তুর্কিস্তানের গ্রন্থাগারগুলোতে বিদ্যমান রয়েছে। তবে দীর্ঘ অনুসন্ধানের পরও আমি তা পাইনি।

ইবন নাকীব আল-মাকদিসী র. এরও একটি তাফসীর রয়েছে যা প্রায় শত খণ্ডের কাছাকাছি কলেবরের। অবশ্য এর কতক খণ্ড এখন ইস্তাম্বুলের পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণাগারে পাওয়া যায়।

আমাদের জানামতে বর্তমানে পাওয়া যায় এমন সর্ববৃহৎ ও পূর্ণাঙ্গ তাফসীর হল فتح المنّان যা التفسير العلائي নামে পরিচিত। এর নাম রাখা হয়, আল্লামা কুতুবুদ্দীন সিরাজী র.-এর নিসবতে। এ তাফসীরটি প্রায় চল্লিশ খণ্ডের। এর প্রথম খণ্ডটি মিসরের দারুল কুতুবে পাওয়া যায়। এর মাধ্যমেই পুরো তাফসীরটির পদ্ধতি ও প্রণালী স্পষ্ট বুঝা যায়। এছাড়াও ইস্তাম্বুলের

www.QuranerAlo.net

মাকতাবায়ে মুহাম্মাদ আসআদ ও মাকতাবায়ে আলী পাশায় এর বাকী খণ্ডগুলো বিদ্যমান রয়েছে।

المنهل الصّاف গ্রন্থে উল্লেখ আছে, মুহাম্মাদ যাহেদ বুখারী র. এরও একটি তাফসীর রয়েছে, যা প্রায় শত খণ্ডের।

এক কথায় বলতে গেলে, এক্ষেত্রে উম্মতে মুহাম্মাদীর আলেমগণের এছাড়াও বহু এবং বিশাল বিশাল খেদমত রয়েছে, যার পরিসংখ্যান প্রায় অসম্ভব। আর অন্যান্য শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখায় তো অজস্র-অগণিত কিতাব রয়েছেই।

অধিক গ্রন্থ রচনাকারীদের কতক কীর্তি

আল্লামা মুহাম্মাদ আল হাসান আল হাজভী র. এক আশ্চর্যজনক কিতাব রচনা করেন যার নাম– الفكرُ السّامى فى تاريخ الفقه الإسلامى তাতে[১৭৩] তিনি অধিক গ্রন্থ রচনাকারীদের কীর্তিসহ একটি তালিকা উল্লেখ করেন, সেখানে ইবন জারীর তাবারী, ইবনুল জাওযীসহ আরো অনেকের কথা আলোচনা করা হয়েছে। আমি সেখান থেকে কিছু কথা উল্লেখে প্রয়াসী হচ্ছি। যদিও এতে পূর্বালোচনার কিছুটা পুনরুক্তি হবে, তবুও মনে হয় তা একেবারে বেফায়দা হবে না।

তিনি (মুহাম্মাদ আল হাসান) লিখেন, "রচনা ও সংকলনের ক্ষেত্রে বলা যায়, ইমাম ইবন জারীর তাবারী র. বিজয়মাল্য অর্জন করেছেন। কেননা তাঁর লেখার উপকারিতা ও নির্ভরযোগ্যতা সর্বজনস্বীকৃত। আর সংখ্যাধিক্যের ক্ষেত্রে এতটুকু বলাই যথেষ্ট হবে যে, তিনি যে রচনা সম্ভার রেখে গেছেন তা হিসাব করে দেখা যায়, তা প্রায় তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার পৃষ্ঠা। এরচে' সমৃদ্ধ ইলমী মিরাছ আকাবিরদের কারও থেকে আমাদের কাছে পৌঁছেনি। এতটা নির্ভরযোগ্যতা ও ব্যাপক উপকারিতা সহ এত অধিক খেদমত আর কেউ আঞ্জাম দিতে পেরেছেন বলে আমার মনে হয় না। তাই তো তাঁর ক্ষেত্রে বলা হয় إنه أعظمُ مؤلِّف فى الإسلام (তিনি হলেন ইসলামের সবচে' বড় লেখক ও সংকলক।)

✪ ✪ ✪ ✪ ✪

---

১৭৩. ৩ : ৪১-৪৫ (من طبعة المغرب)

এছাড়া বৃহৎ কলেবরের সংকলকদের অন্যতম হলেন কাযী আবু বকর মুহাম্মাদ বিন তায়্যিব র.। যিনি "বাকিল্লানী" নামে পরিচিত। প্রতিরাতে তিনি বিশ 'তারবিহা' অর্থাৎ আশি রাকাত নামায আদায় না করে এবং সর্বনিম্ন পঁয়ত্রিশ পাতা না লিখে ঘুমাতেন না। এটাই ছিল তার প্রতিদিনের অভ্যাস।[১৭৪]

কাসেম সা'দ তাঁর (কাযী আবু বকরের) জীবনীতে লিখেন, মায়ূরাকী রহ. বলেন, কাযী সাহেবের রচনা ও অনুলিপির পৃষ্ঠা এবং জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনকালের দিন হিসেব করে দেখা গেছে, প্রতিদিন তিনি প্রায় দশ পাতা লিখেছেন।[১৭৫]

✪ ✪ ✪ ✪ ✪

এরপর বলা যায়, ইবন আবুদ্ দুনিয়া র. এর কথা। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় এক হাজার গ্রন্থ রচনা করেছেন। আর ইবন আসাকির র. তাঁর ইতিহাস গ্রন্থটি লিখেছেন প্রায় আশি খণ্ডে।

ইমাম সুয়ূতী র. বলেন, সর্বাধিক তাছনীফের অধিকারী হলেন, ইবন শাহীন র.। তিনি প্রায় তিনশ' ত্রিশটি গ্রন্থ সংকলন করেছেন, এর মধ্যে রয়েছে তাঁর বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ, যা প্রায় এক হাজার জুয বা ত্রিশ হাজার পৃষ্ঠা। এবং রয়েছে المسند। যা পনেরশ' জুয বা পঁয়তাল্লিশ হাজার পৃষ্ঠা।

ইমাম সুয়ূতী র. আরও বলেন, এসব কিছুই সম্ভব হয় আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে। তিনি কারো জন্য কোন ক্ষেত্রকে সংকুচিত করে দেন, আবার কারও জন্য সময়কে বিস্তৃত করে দেন। আর আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, এসবই আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মি'রাজ ও লাইলাতুল কদরের বরকত।

✪ ✪ ✪ ✪ ✪

ইমাম আবু মুহাম্মাদ আলী ইবন হাযম র. এর রচনা সম্ভারে রয়েছে প্রায় চারশ ভলিয়ম কিতাব। যাতে রয়েছে প্রায় আশি হাজার পৃষ্ঠা।

---

১৭৪. الديباج المُرَتَّب ২ : ২২৮।
১৭৫. جمهرة تراجم السادة الفقهاء المالكية ৩ : ১০৯৮।

www.QuranerAlo.net

Contents

আর ইমাম আবু মুহাম্মাদ আবদুর রহমান বিন আবু হাতিম আর-রাযী র. হাদীছ, ফিক্হ, ইতিহাস ইত্যাদি শাস্ত্রে অনেক কিতাব লিখেছেন। তার মধ্যে একটি হল المسند। যার পরিধি এক হাজার জুয (খণ্ড)।

✪ ✪ ✪ ✪ ✪

আবু আবদুল্লাহ র. যিনি 'ইবনুল বায়্যি' ও 'হাকেম নিশাপুরী' নামে পরিচিত। তিনি বুখারী ও মুসলিম শরীফের পর্যালোচনায় একটি গ্রন্থ লিখেছেন। যার নাম المستدرك على الصحيحين যা প্রায় দেড় হাজার জুয সম্বলিত। তার মধ্যে রয়েছে العلل، تخريج الصحيحين، الأمالى، فوائد الشيوخ، تاريخ نيسابور ইত্যাদি বিষয়বস্তু।

✪ ✪ ✪ ✪ ✪

ইমাম আবুল হাসান আশআরী র. এর গ্রন্থ সংখ্যা ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় পঞ্চাশটি। যার অধিকাংশই হল বাতিল ফিরকা ও ভ্রান্ত মতবাদ খণ্ডনে। আর এটাতো সবারই জানা কথা যে, সংকলনের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি অত্যন্ত কঠিন ও দুরূহ। কলম ধরতে হয় অতি সতর্কতা ও বিচক্ষণতার সাথে, আর চালাতে হয় মন্থর গতিতে। তাই এতে সময়ও ব্যয় হয় অনেক বেশী।

✪ ✪ ✪ ✪ ✪

ইমাম ইবন তাইমিয়া র. সংকলিত গ্রন্থের সংখ্যা বিভিন্ন বিষয়ে ও শাস্ত্রে প্রায় তিনশ'। খণ্ড হিসাবে যেগুলোতে রয়েছে প্রায় পাঁচশ' খণ্ড।

আর তাঁর শাগরিদ ইবনুল কায়্যিম র. রচনা করেন বড়-ছোট মিলিয়ে মোট পঞ্চাশ খণ্ড কিতাব।

আর ইমাম বায়হাকীর রচনায় রয়েছে প্রায় হাজার জুয এবং এর প্রতিটিই অনন্য সাধারণ। যার দৃষ্টান্ত বিরল। তাঁর কৃতিত্ব আলোচনায় আরো বলতে হয় যে, তিনি একাধারে ত্রিশ বছর রোযা রেখেছেন।

✪ ✪ ✪ ✪ ✪

তারপর বলা যায়, মুহাম্মাদ ইবন ছাহনূন আফ্রিকী র. এর কথা। তিনি আমাদের জন্য রেখে গেছেন আইন, ইতিহাস, জীবনচরিত ও অন্যান্য বিষয়

www.QuranerAlo.net

সম্বলিত বিশাল গ্রন্থ الكبير যা শত খণ্ডের। এছাড়াও রেখে গেছেন মূল্যবান কিতাব أحكام القرآن সহ অন্যান্য গ্রন্থাবলী।

ইমাম আবু বকর ইবনুল আরাবী রচিত বৃহৎ তাফসীর গ্রন্থটি প্রায় আশি খণ্ডের। এছাড়াও ছোট-বড় মিলিয়ে তাঁর আরও অনেক গ্রন্থ রয়েছে। যেমন তিরমিযী ও মুআত্তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ এবং المحصول فى الأصول، العواصم من القواصم، أحكام القرآن ইত্যাদি। আর প্রত্যেকটি গ্রন্থ যথেষ্ট মানসম্পন্ন ও উচ্চস্তরের। কিন্তু বর্তমানে এর সবগুলোই প্রায় বিরল ও দুষ্প্রাপ্য।

✪ ✪ ✪ ✪ ✪

ইমাম আবু জাফর তাহাবী র.ও বহু গ্রন্থ রচনা করেন। উদাহরণস্বরূপ তো এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হজ্ব কি ইফরাদ, কিরান, না তামাত্তু ছিল– এই একটি মাত্র মাসআলা সম্পর্কে তিনি হাজার পৃষ্ঠা লিখেছেন। এ জাতীয় উদাহরণ উলামায়ে ইসলামের মাঝে কটাই বা পাওয়া যায়!

✪ ✪ ✪ ✪ ✪

نفح الطيب গ্রন্থে আছে আবু উবাইদা মা'মার বিন মুছান্না র. এর গ্রন্থ সংখ্যা প্রায় দু'শ, আর ইবন সুরায়জ র. এর গ্রন্থ সংখ্যা হল প্রায় চারশ'। কাযী ফাযেল র. এর প্রায় একশ, আর আবদুল মালিক বিন হাবীব যিনি عالم الأندلس খেতাবে ভূষিত, তাঁর গ্রন্থ সংখ্যা প্রায় এক হাজার।

আর তাঁদের এ সমস্ত রচনা ও সংকলন কোন এক বিষয়ে নয়; বিভিন্ন বিষয়ে, বিভিন্ন শাস্ত্রে।

✪ ✪ ✪ ✪ ✪

পূর্ববর্তী মনীষীগণের অধিকাংশ কিতাবই বিশাল আকৃতির ও বহু খণ্ডের। যেমন ইতিহাসের গ্রন্থ مرآة الزمان যা ইবন জাওযীর দৌহিত্রের লেখা, তা প্রায় চল্লিশ খণ্ডের। খতীব বাগদাদী র. এর রচিত تاريخ بغداد প্রায় চৌদ্দ খণ্ডে এবং الأغانى বিশ খণ্ডে। ইবন আছীর র. এর كامل বার খণ্ডে। আর আবু হানীফা দিনাওয়ারী র. এর شرح النبات গ্রন্থটি ষাট খণ্ডের।

www.QuranerAlo.net

এরপর উল্লেখ করা যায়, আরব দার্শনিক ইয়াকুব বিন ইসহাক কিন্দী র. এর কথা। যার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ সংখ্যা সর্বসাকুল্যে বলা যায় তিনশতাধিক। আর এগুলো অধিকাংশই দর্শন, চিকিৎসা, প্রকৌশল ইত্যাদি জটিল শাস্ত্রীয় গ্রন্থ। তবে এসব গ্রন্থের কোন কোনটির কলেবর দশ থেকে একশত পাতা পর্যন্ত।

আর পাঠকমাত্রই বুঝবেন, বিভিন্ন বিষয়ের এত বিশাল বিশাল গ্রন্থ সব লেখা হয়েছে এমন যুগে, যখন প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও উপায় উপকরণ পাওয়া ছিল খুবই দুষ্কর।

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ যাকে যে কাজের জন্য মনোনীত করেন এবং যতটুকু করার তাওফীক দেন তার দ্বারাই সে কাজ করা সম্ভব হয় এবং ততটুকুই সম্ভব হয়।

✪ ✪ ✪ ✪ ✪

তবে পরবর্তী যুগের তথা নিকট অতীতের মনীষীগণের সামনে বিষয়বস্তু ছিল অনেক। তা সত্ত্বেও তাদের রচনার পরিমাণ পূর্ববর্তীগণের রচনার সমান নয়। তাদের মধ্যে উল্লেখ করা যায় فتح البارى ও الإصابة ইত্যাদি গ্রন্থের রচয়িতা ইবন হাজার র. ও হাফেয যাহাবীর কথা। আরও বলা যায়, ইমাম সুয়ূতী র. এর কথা, যার রচনা ও সংকলন প্রায় চারশরও অধিক। যদিও এর অধিকাংশই ছোট আকৃতির ও ক্ষুদ্র কলেবর সম্পন্ন। কোনটি তো এক দুই পাতার মাত্র।

তাঁর থেকেও অধিক রচনার অধিকারী শায়খ আবুল ফায়য মুহিব্বুদ্দিন মুহাম্মাদ মুরতাযা আল-হুসাইনী র.। যাঁর জন্ম ও বেড়ে ওঠা ভারতবর্ষে। তবে আদি নিবাস মিশরে। তাঁর রচনার আধিক্য প্রমাণে شرح الإحياء ও شرح القاموس ই যথেষ্ট। কিতাব দু'টি যেমন উপকারী তেমনি নির্ভরযোগ্য। তাই সে দু'টি গোটা ইসলামী বিশ্বের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে।

www.QuranerAlo.net

কেন এই দীর্ঘ আলোচনার উল্লেখ?

প্রশ্ন হতে পারে, মুহাম্মাদ আল হাছান আল হাজ্‌ভী র. এর এই দীর্ঘ আলোচনা আমি কেন আনলাম? মূলত বিশাল বিশাল গ্রন্থের বিস্ময়কর আধিক্য এবং প্লাবন সদৃশ এর ধারাবাহিক আলোচনা আমাকে তা উল্লেখে উদ্বুদ্ধ করেছে।

বিস্ময়াবিভূত হয়ে নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করতে থাকি, কীভাবে এগুলো লেখা হল! কীভাবে এগুলো একত্র করা হল! কী পরিমাণ মেহনত, মোজাহাদায় এ জ্ঞান অর্জিত হল এবং এ ইলম সঞ্চিত হল!

নিঃসন্দেহে এ সবকিছুই সময়ের সদ্ব্যবহার এবং এর সঠিক ও যথাযথ মূল্যায়নের ফল। মুহূর্ত পরিমাণ সময়ও নষ্ট না করার পরিণতি এমনই হয়।[১৭৬]

---

১৭৬. এখানে নিকট অতীতের বড় বড় আলেম ও মনীষীর যে বৈশাল রচনাসম্ভার ও কীর্তির আলোচনা হল এতে কারও যেন একথা মনে না হয় যে, এঁরা পূর্ববর্তী মনীষী তথা সালাফে সালেহীনের চেয়ে অধিক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।

এ কথা মনে করা মারাত্মক ভুল হবে। কারণ অধিক রচনা-সংকলন ও সুবিশাল গ্রন্থসম্ভার এবং তাতে অংকিত সুদীর্ঘ কথার শিল্পমালা-ই ইলমে অগ্রগামিতার মানদণ্ড নয়। এটা নির্দ্বিধায়ই মেনে নিতে হবে যে, দ্বীন ও শরীয়তের ক্ষেত্রে পরবর্তীদের চেয়ে পূর্ববর্তীরা সবসময়ই এগিয়ে। পার্থক্য এই যে, পরবর্তীদের মাঝে আলোচনা-প্রবণতা বেশী, যা পূর্ববর্তীদের মাঝে ছিল খুবই কম। এজন্যই আমরা অনেকে বুঝতে ভুল করি।

এ বক্তব্য শুধু আমাদের নয়; বহু মনীষী স্পষ্টভাষায় এ উক্তি পেশ করেছেন। নিম্নে এ ব্যাপারে তাবেঈগণের কিছু উক্তি উল্লেখ করা হল :

১. ইলমে কেরাত ও তাফসীর শাস্ত্রবিদ এবং হাদীস ও ফেকাহবিদ ইমাম মুজাহিদ ইবন জাবার আল-মাক্কী রহ. (২১-১০৪ হি.) বলেন–

ذهبَ العلماءُ فلم يبقَ إلا المتعلِّمون، وما المجتهدُ فيكم اليومَ إلا كاللاعِبِ فيمَنْ كان قبلَكم

অর্থ : বিজ্ঞ ও জ্ঞানীগণ তো গত হয়ে গেছেন। এখন যারা আছে তাদেরকে বেশির চেয়ে বেশী শিক্ষার্থী বা শিক্ষানবিস বলা চলে। আর 'মুজতাহিদ' এর অস্তিত্ব তোমাদের মাঝে আজ কোথায়? ইজতেহাদ বলতে যা তোমরা করছো তা তো পূর্ববর্তীরা খেলাচ্ছলেও করত।

{التاريخ الكبير ইবনে আবী খাইছামাহ, পৃষ্ঠা : ১৭৭
ও العلم আবী খাইছামাহ, পৃষ্ঠা : ৩১}

www.QuranerAlo.net

২. শায়খে দামেস্ক, ইমামে রাব্বানী বেলাল ইবন সা'দ আশআরী রহ. (মৃত্যু : ১২০ হি.) বলেন–

زاهدُكم راغبٌ، ومجتهدُكم مقصِرٌ، وعالمُكم جاهلٌ، وجاهلُكم مغترٌ

অর্থ : পূর্ববর্তীদের তুলনায় তোমাদের দুনিয়াবিমুখরাও আসলে দুনিয়াপ্রত্যাশী, পরিশ্রমীরাও আসলে অলস, জ্ঞানীরা মূর্খ আর মূর্খরা হল আত্মপ্রবঞ্চিত অহংকারী। (كتاب الزهد ইমাম আবদুল্লাহ ইবন মুবারাক পৃ. ৬১)

৩. হাম্মাদ ইবন যায়দ রহ. বলেন, সায়্যিদুল 'ফুকাহা ওয়া উলামা' উপাধিতে ভূষিত হাফেয ইমাম আয়্যুব ছাখতিয়ানী রহ. কে (৬৮-১৩১ হি.) বলা হল, ইলমের পরিমাণ কি এখন পূর্বের তুলনায় বেশী না কম?

উত্তরে তিনি বললেন– الكلامُ اليومَ أكثرُ، والعلمُ كان قبلَ اليوم أكثرَ অর্থ : এখন তো ইলমের আলোচনা ও পর্যালোচনা বেশী, কিন্তু প্রকৃত ইলম পূর্বেই ছিল বেশী। (المعرفة و التاريخ আল-ফাসাভী, খণ্ড : ২, পৃ. ২৩২)

৪. আবু আমর ইবনুল 'আলা বছরী রহ. (৭০-১৫৪ হি.) ছিলেন বসরার অধিবাসী। আর সে যুগে ইলমে কেরাত, আরবী সাহিত্য, ব্যাকরণ ও কাব্য চর্চায় ছিলেন সর্বাধিক পারদর্শী। বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জলভাষী যে সকল আরবগণের সাক্ষাত ও সংস্পর্শ তিনি লাভ করেছেন তাদের সম্পর্কে লিখিত তাঁর গ্রন্থের পরিমাণ এত অধিক– যা একটি ঘর পূর্ণ হয়ে প্রায় ছাদ পর্যন্ত ঠেকেছে। পূর্ববর্তীগণের ব্যাপারে তাঁর উক্তি হল–

ما نحن فيمنْ مضى كبقلٍ فى أصولِ نخلٍ طوالٍ

অর্থ : পূর্ববর্তীগণের বিবেচনায় আমরা তো সুদীর্ঘ খর্জুর বৃক্ষের শাখার ছিলকা মাত্র।

{موضح أوهام الجمع والتفريق হাফেয খতীব বাগদাদী, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫}

৫. ইমাম মালেক ইবন আনাস রহ. (৯৩-১৭৯ হি.) বলেন–

من لم يُعَدَّ كلامُه فى عمله كثُر كلامُه، ولم يكونوا يهذَرون الكلامَ هكذا، ومن الناسِ منْ يتكلمُ بكلامِ شهرٍ فى ساعةٍ وكان الربيعُ بن خُثَيْم أقلَّ الناس كلامًا

অর্থ : কথা তারাই বেশি বলে যাদের কথা আমল বলে গণ্য হয় না। পূর্ববর্তীগণ এমনটা করতেন না। তাঁদের মাঝে এমনও ব্যক্তি ছিলেন যারা একমাসের কথা এক ঘণ্টায় বলে দিতেন। রবী' ইবন খুছাইম রহ. ছিলেন স্বল্পভাষীদের অন্যতম।

{الجامع আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবন আবু যায়দ কায়রাওয়ানী পৃষ্ঠা : ১৭০}

উল্লিখিত তাবেয়ীগণের চারজন চারদেশের এবং চারযুগের হওয়া সত্ত্বেও এক্ষেত্রে তাঁদের বক্তব্যের সারনির্যাস এক ও অভিন্ন। সবাই এতে একমত যে, প্রত্যেক যমানার মনীষীগণের চেয়ে তাদের পূর্ববর্তী যামানার মনীষীগণ অধিক জ্ঞানী। পরবর্তীগণ যত বড় ইমাম উপাধিতেই ভূষিত হোক না কেন, তাদের বক্তব্য, ইলমী আলোচনা, রচনা ও খিদমাত যত দীর্ঘ ও বিস্তৃতই হোক না কেন দ্বীনের বুঝ ও

www.QuranerAlo.net

জ্ঞানে পূর্ববর্তীগণই এগিয়ে। প্রত্যেক যামানার বড় বড় মনীষীগণেরও একই অভিমত। আর এ ব্যাপারে মানুষকে সতর্ক করতে তারা সুদীর্ঘ আলোচনাও করেছেন। বক্তব্য দীর্ঘ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা না হলে এ ব্যাপারে বড় বড় ইমাম ও মনীষীগণের দীর্ঘ দীর্ঘ আলোচনা এখানে তুলে ধরা হতো।

এখানে শুধু ইমাম ইবন রজব হাম্বলী রহ. এর কয়েকটি কথা উল্লেখ করছি, আশা করছি পাঠকের বুঝার জন্য এটুকুই যথেষ্ট হবে।

তিনি এক মূল্যবান গ্রন্থ فضل علم السلف على الخلف-এ (৬২-৬৫ পৃষ্ঠায়) লিখেন, "পরবর্তীদের অনেকেই কথা ও আলোচনার আধিক্যে বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন। তারা ধারণা করতে শুরু করেছেন, দ্বীনের বিভিন্ন মাসআলার ক্ষেত্রে যার আলোচনা-পর্যালোচনা অধিক ও তর্ক-বিতর্ক সুদীর্ঘ তিনিই অন্যদের তুলনায় অধিক জ্ঞানী ও বিজ্ঞজন। কিন্তু বস্তুত এটা নিছক ভ্রান্তি ও ভুল ধারণা।

লক্ষ্য করুন, বড় ও বিজ্ঞ সাহাবাগণের দিকে, আবু বকর, উমর, উসমান, আলী, মুআয, ইবন মাসউদ, যায়দ ইবন ছাবেত রাদিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ সাহাবাগণ কেমন ছিলেন! তাঁদের কথা, আলোচনা ও বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ইবন আব্বাস ও আবু হুরায়রা রা. এর চেয়ে কম। অথচ তাঁরা সকলেই ছিলেন তাদের চে' জ্ঞানী ও বিজ্ঞজন।

এমনিভাবে আমরা দেখি, তাবেয়ীগণের আলোচনা সাহাবায়ে কেরাম থেকে বেশী। অথচ দ্বীনি বিষয়ে অবশ্যই সাহাবাগণ অধিক জ্ঞানী। এমনিভাবে তাবে তাবেয়ীগণের আলোচনা-পর্যালোচনাও তাবেয়ীগণের চেয়ে বেশী। কিন্তু তাবেয়ীগণ অবশ্যই অধিক জ্ঞানী।

সুতরাং নির্দ্বিধায় বলা যায়, অধিক বর্ণনা এবং বিস্তৃত আলোচনা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে ইলম ও এর পরিমাণ বিবেচিত হয় না। বরং ইলম হল আল্লাহর পক্ষ থেকে হৃদয়ে প্রক্ষিপ্ত এক নূর বা জ্যোতি। যার মাধ্যমে মানুষ প্রকৃত সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে, হক্ক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য করতে পারে এবং তাকে সংক্ষিপ্ত ও সুস্পষ্ট ইবারাতে ব্যক্ত করতে পারে।

আর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তো جوامع الكلم তথা সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ কথন যোগ্যতা দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। আর এ জন্যই অধিক ও দীর্ঘ কথনে নিষেধ এসেছে।

আসলে আমরা কতক মূর্খ লোকের অচিন্তিত কথন ও বক্তব্য দ্বারা প্রতারিত ও বিভ্রান্ত হয়েছি। যারা পরবর্তীগণের সুদীর্ঘ আলোচনা এবং সুবিস্তৃত বক্তৃতা ও রচনা দেখে বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন যে, তারা পূর্ববর্তীগণের চেয়ে অধিক জ্ঞানী। কিন্তু তাদের এই ধারণা ও বিশ্বাসকে যদি সঠিক বলা হয় তবে তো দ্বীনের বিরাট ক্ষতি মেনে নিতে হবে। ছালাফে ছালেহীন এমন কি তাবেয়ী ও সাহাবাগণের প্রতিও মূর্খতা ও ইলমের শূন্যতার দোষ সম্পৃক্ত করতে হবে।

কারণ প্রত্যেক যামানার মনীষীগণের চেয়ে পূর্ববর্তী যামানার মনীষীগণ স্বল্পকথন পছন্দ করতেন এবং দীর্ঘ রচনা ও আলোচনা থেকে দূরে থাকাকে নিরাপদ মনে করতেন।

www.QuranerAlo.net

Contents

(প্রিয় পাঠক! মানুষ যখন সময়ের সদ্ব্যবহার ও সংরক্ষণ করে তখন সংকীর্ণ জীবনও বিস্তীর্ণ হয়ে যায়, সীমিত সময়ও বিস্তৃত হয়ে যায়। আর বান্দার পক্ষ থেকে যখন চেষ্টার চূড়ান্ত হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে তখন রহমত নেমে আসে-অঝোর ধারায়, ফলে কর্ম ও কীর্তির পাহাড় গড়ে ওঠে। –অনুবাদক)

ইবন আসাকির দিমাশকির সংক্ষিপ্ত জীবনচিত্র

যে সকল ওলামায়ে কেরাম সময়ের হেফাযত করেছেন, জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের সদ্ব্যবহার করেছেন এবং নিজেদেরকে ইলমের বিশাল ভাণ্ডাররূপে গড়ে তুলেছেন, আর আমাদের জন্য সঞ্চিত রেখে গেছেন বিরল ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বহু জ্ঞান। তাদের আলোচনা শেষ করার আগে আমি হাফেয আবুল কাসেম ইবন আসাকির দিমাস্কী র.-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী উল্লেখ করতে চাচ্ছি। কারণ তাঁর জীবনীতে এমন কতক দিক ও এমন সব কর্ম ও কীর্তি রয়েছে যা পাঠককে সময়ের হেফাযতে আরও আগ্রহী এবং তার মনোবল ও প্রত্যয়কে আরো দৃঢ় করে তুলবে। আমি তো এতটুকু বলতে চাই যে, তা উদাসীনকেও উদ্দীপ্ত এবং ঘুমন্তকেও জাগ্রত করে তুলবে ইনশাআল্লাহ।

✪ ✪ ✪ ✪ ✪

“হাফেয আবুল কাসেম ইবন আসাকির দিমাশকী, (৪৯৯-৫৭১ হিজরী) যাঁর প্রকৃত নাম হল, আলী ইবনুল হাছান। কিন্তু তিনি উপনামেই[১৭৭] অধিক খ্যাত। সর্বদা তিনি সময়ের হেফাযত করতেন। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ও প্রতিটি ক্ষণের সদ্ব্যবহার করতেন। ফলে ইসলামী পাঠাগারগুলো তাঁর রচনা ও সংকলন দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছে এবং তাঁর সঞ্চিত জ্ঞান নির্যাসে এত অধিক পরিমাণে সিক্ত হয়েছে যা ছাপানো আজকের কোন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের জন্যও দুষ্কর। অথচ তিনি একাকী সেগুলো লিখেছেন। নিজ হাতে ও আপন কলমে সেগুলো সংকলন ও সম্পাদনা করেছেন এবং সুবিন্যস্ত করেছেন।

সুতরাং এ ক্ষেত্রে যদি আমরা বিভ্রান্তিতে পড়ি তবে তো দ্বীন সম্পর্কেই আমরা বিভ্রান্তিতে নিপতিত হব।

আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন– আমীন।

১৭৭. তথা ইবন আসাকির।

www.QuranerAlo.net

এসব কিছুই প্রমাণ করে যে, ধী-শক্তির প্রখরতা, জ্ঞানের ব্যাপ্তি ও মনোবলের উচ্চতা এবং সংকলনের আধিক্যে তিনি ছিলেন এক বিস্ময়। এখানে আমি তিনটি কিতাব থেকে সংক্ষিপ্তাকারে তাঁর জীবনীর দু'একটি দিক আলোচনা করব- যা তাঁর সময়ের সংরক্ষণ ও সদ্ব্যবহার এবং সে যুগের কঠিন থেকে কঠিনতর বিভিন্ন সফর সত্ত্বেও রচনা ও সংকলন আধিক্যের প্রমাণ বহন করে।

'ওফায়াতুল আ'য়ান' থেকে

১. ঐতিহাসিক কাযী ইবন খাল্লিকান র. وفيات الأعيان গ্রন্থে[১৭৮] ইবন আসাকির র. এর জীবনী আলোচনা করতঃ উল্লেখ করেন– "তিনি ছিলেন অনন্য সাধারণ হাদীছ শাস্ত্রবিদ এবং নেতৃস্থানীয় শাফেয়ী ফকীহ। তাঁর যুগে তাকে محدث الشام (অর্থাৎ, শামের শ্রেষ্ঠ হাদীছবিদ) বলা হত। হাদীছ ও ফিক্হ উভয় শাস্ত্রে তাঁর দক্ষতা ও পারদর্শিতা থাকলেও হাদীছেই তিনি মেহনত-মোজাহাদা বেশী করেছেন এবং এর মাধ্যমেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

হাদীছের অন্বেষণ ও সংরক্ষণে তিনি অসাধারণ মেহনত-মোজাহাদা করেছেন। ফলে এই পরিমাণ হাদীছ তিনি জমা করেছেন, যার তাওফীক তাঁর যুগে আর কেউ পায়নি। এজন্য তিনি বহু এলাকায়, বহু শহরে, এমনকি বহু দেশে সফর করেছেন এবং বহু শায়খের দরবারে উপস্থিত হয়েছেন।

তিনি ছিলেন হাফেয আবু সা'দ আবদুল কারিম ইবন সামআ'নী র. এর রফিকে-সফর বা ভ্রমণসঙ্গী। হাদীছের সন্ধানে দেশের পর দেশ তাঁরা একত্রে সফর করেছেন। এক বর্ণনায় আছে, দারুল ইসলাম তথা ইসলামী সাম্রাজ্যের পরিধিতে যে সকল শায়খের সাথে সামআ'নী র. সাক্ষাত করেছেন, তাদের সংখ্যা প্রায় সাত হাজার।

ইবন আছাকির র. ছিলেন প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী এবং অত্যন্ত ধর্মভীরু। একাধিক সনদে লক্ষাধিক হাদীছ তিনি হাসিল করেছেন, যার প্রায় সবই ছিল তাঁর মুখস্থ। হাদীছ সংগ্রহে তিনি বহু দূর-দূরান্তে– তথা, বাগদাদ,

---

১৭৮. ১ : ৩৩৫।

www.QuranerAlo.net

দামেস্ক, খুরাসান, নিশাপুর, হিরাত, ইস্পাহান ইত্যাদি অঞ্চলে সফর করেছেন।

হাদীছ শাস্ত্রে তিনি একাধিক মূল্যবান গ্রন্থ সংকলন করেছেন এবং এর উপর চমৎকার সব আলোচনা করেছেন। এছাড়া তিনি অন্যান্য বিষয়েও একাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল التاريخ لدمشق তা ছিল প্রায় আশি খণ্ডের। যা তিনি খতীব বাগদাদীর تاريخ بغداد এর রীতিতে লিখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তা পরিণত হয়েছে বিশাল কলেবরের, বহু খণ্ডের এবং বহু উপকারী ও নতুন বিষয়ের সম্মেলন।

আমার উস্তায হাফেয আল্লামা যাকীয়ুদ্দীন আবু মুহাম্মাদ আবদুল আযীম মুনযিরী র. এই ইতিহাস গ্রন্থটি সম্পর্কে আলোচনা কালে তার একটি খণ্ড বের করে আমাকে দেখান এবং এর সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা ও প্রশংসা করেন। এক পর্যায়ে তিনি বলেন, কিতাবটির আকৃতি ও প্রকৃতি দেখলে মনে হয় লেখক যেদিন বুঝতে শিখেছেন সেদিন থেকে তা রচনায় মশগুল হয়েছেন। নতুবা দরস-তাদরীসের দায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়ার পর এবং প্রসিদ্ধি ও খ্যাতি অর্জনের পর এক জীবনে এত বড় কাজ আঞ্জাম দেয়া তো অসম্ভব প্রায়।

আর আমার মনে হয় তিনি এ মন্তব্যে অসত্য কিছু বলেননি এবং কোন অতিশায়নও করেননি। এই কিতাব কিংবা এর লেখক সম্পর্কে যার সামান্যতমও অবগতি আছে, সে ব্যক্তি নির্দ্বিধায় এ কথার সত্যতা স্বীকার করে নেবে। আর অনুধাবন করতে পারবে যে, কখন ও কীভাবে সময় মানুষের জন্য বিস্তৃত ও প্রসারিত হয়ে যায় এবং জীবনের বহু ব্যস্ততার মাঝেও এমন সুবিশাল গ্রন্থ রচনার সুযোগ করে দেয়। তাও আবার এক ধাপেই নয়; কয়েক দফা বিশাল খসড়া পাণ্ডুলিপি– যা একত্রকরণ ও বিন্যস্তকরণ প্রায় অসম্ভব পর্যায়ে ছিল– তা তৈরি ও সম্পাদনার পর।

এছাড়াও তাঁর আরও অনেক গ্রন্থ ও বহুখণ্ডের কিতাব রয়েছে, (উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, تاريخ مدينة دمشق এর কথা। যা প্রায় আশি খণ্ডের)। কেউ কেউ তাঁর গ্রন্থ সংখ্যা 'পঞ্চাশ' উল্লেখ করেছেন।

www.QuranerAlo.net

‘তাযকিরাতুল হুফফায’ থেকে

২. দ্বিতীয় কিতাবটি হল, হাফেয যাহাবী র. এর تذكرة الحفاظ তাতে ইবন আসাকির র. এর জীবনী আলোচনা করতঃ উল্লেখ করা হয়েছে, “প্রখ্যাত হাফেয, শামের মুহাদ্দিছ, ইমামকুলের গৌরব, التاريخ الكبير সহ আরও বহু গ্রন্থ প্রণেতা আবুল কাসেম ইবন আসাকির র., যিনি ৪৯৯ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৫০৫ হিজরীতে মাত্র ছয় বছর বয়সে তাঁর পিতা ও ভাই যিয়াউদ্দীন হিবাতুল্লার তত্ত্বাবধানে হাদীছ শ্রবণ ও সংগ্রহ শুরু করেন। বিশ বছর বয়সে হাদীছ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সফর শুরু করেন এবং বহু দেশের বহু শায়খ থেকে হাদীছ সংগ্রহ করেন। তাঁর উস্তায সংখ্যা, অর্থাৎ যাদের থেকে তিনি হাদীছ অর্জন করেছেন তাদের মাঝে রয়েছেন তেরশত পুরুষ এবং আশির অধিক নারী। الأربعين البُلدانية নামে তিনি একটি গ্রন্থ সংকলন করেন যাতে তিনি এমন চল্লিশটি হাদীছ উল্লেখ করেন, যা তিনি ভিন্ন ভিন্ন শহর ও অঞ্চলের চল্লিশজন শায়খ থেকে অর্জন করেছেন।

তিনি যেমন বহুসংখ্যক শায়খ থেকে হাদীছ সংগ্রহ করেছেন তেমনি তাঁর থেকেও বহুসংখ্যক ব্যক্তি হাদীছ শ্রবণ ও অর্জন করেছেন। এমনকি তাঁর সফর সঙ্গী আবু সা'দ সামআনীও এদের অন্তর্ভুক্ত।

এরপর হাফেয যাহাবী র. তাঁর (ইবন আসাকিরের) সংকলন সংখ্যা উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেন, তা পঞ্চাশের কম নয়। তা ছাড়াও ইলমের বিভিন্ন অধ্যায়ে তিনি প্রায় চারশ' আশিটি মজলিসের শ্রুতলিপি লিখিয়েছেন। যার প্রত্যেকটিই একেকটি কিতাবতুল্য।

তাঁর ছাহেবজাদা মুহাদ্দিছ বাহাউদ্দীন কাসেম বলেন, আব্বাজান (রাহিমাহুল্লাহু তা'আলা) ছিলেন জামাত ও তেলাওয়াতের পূর্ণ পাবন্দ। স্বাভাবিকভাবে তিনি প্রতি শুক্রবারে কোরআন খতম করতেন। আর রমযানে প্রতিদিনই এক খতম হতো। গোটা রমযান দামেস্কের জামে মসজিদের পূর্ব মিনারে ই'তিকাফ করতেন। শবে বরাত ও দুই ঈদের রাত তিনি দুআ, নামায ও যিকির-আযকারে অতিবাহিত করতেন। আর সবসময়ই প্রতিটি মুহূর্তের ব্যাপারে নিজেকে আত্মজিজ্ঞাসার সম্মুখীন করতেন।

চল্লিশ বছর পর্যন্ত অর্থাৎ যতদিন না শায়খগণ থেকে তিনি হাদীছ রেওয়ায়াতের অনুমতি পেয়েছেন ততদিন পর্যন্ত হাদীছ সংগ্রহ ও শ্রবণে তাঁর সময় অতিবাহিত করেছেন, অন্য কোন কাজে মশগুল হননি। হোক তা

www.QuranerAlo.net

সাধারণ দিন বা উৎসব-আয়োজনের দিন। কিংবা কোলাহলের দিন বা নির্জনতার দিন।

আবুল আলা হামাদানী র. বলেন, আবুল কাসেম ইবন আসাকিরের মেধার তীক্ষ্মতা ও স্মৃতিশক্তির প্রখরতার কারণে তাকে شُعْلَةُ النار (অগ্নিশিখা) উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল।

আবুল মাওয়াহিব বিন সাস্‌রা বলেন, আমি একদিন তাঁকে (ইবন আসাকির র. কে) বললাম, মেধা-যোগ্যতা ও মেহনত-মোজাহাদায় হযরত কি নিজের কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পান? তিনি বললেন, এভাবে বলো না; আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, لاتزكُّوْا أنفسكم (অর্থ : তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না।)[১৭৯] আমি বললাম, আল্লাহ তা'আলা তো এও বলেছেন– وأمَّا بنعمة ربِّك فحدِّثْ (অর্থ : তুমি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের বর্ণনা কর)।[১৮০] তখন তিনি আত্মগর্ব পরিহার করতে নামপুরুষের ভাষ্যে বললেন, "কেউ যদি একথা বলে যে, আমার এই দু'চোখ তাঁর মত কোন ব্যক্তি দেখেনি তবে–তার কথা অসত্য হবে না।

এরপর আবুল মাওয়াহেব বলেন, অন্তত আমি একথা দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি যে, তাঁর মত এত গুণের আধার-আমি আর কাউকে দেখিনি। এত বৈশিষ্ট্যের সমাহার আমি আর কারো মাঝে পাইনি। তিনি একাধারে চল্লিশ বছর পর্যন্ত একই ধারায়, একই পন্থায় জীবন কাটিয়েছেন– প্রথম কাতারে নামায পড়েছেন, প্রতি রমযান ও জিলহজ্বের দশ দিন ই'তিকা'ফ করেছেন, ধন-সম্পদ অর্জন বা গৃহনির্মাণের আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকে দূরে থেকেছেন, ইমামত ও খিতাবাতের দায়িত্বকে এড়িয়ে চলেছেন। প্রস্তাব করা হলে সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আর শুধু 'আমর বিল মা'রুফ ও নাহি আনিল মুনকার'-এর মাঝেই নিজের কাজ-কর্ম, চিন্তা-ভাবনা, মগ্নতা-ব্যস্ততাকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। এহেন পন্থায় জীবন যাপনে এবং আল্লাহর ব্যাপারে কোনরূপ নিন্দা ও তিরস্কারের পরোয়া তিনি কখনো করেন নি।

---

১৭৯. সূরা নাজম : ৩২।
১৮০. সূরা দুহা : ১১।

www.QuranerAlo.net

Contents

‘তাবাকাতুশ্ শাফিইয়্যাহ’ ‘আল-কুবরা’ থেকে

৩. তৃতীয় কিতাবটি হল (ইমাম তাজউদ্দীন সুবকী র. এর লেখা)- طبقات الشافعية الكبرى যা থেকে আমরা ইবন আসাকির র. এর জীবনীর অংশ বিশেষ উল্লেখ করতে চাচ্ছি। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে[১৮১]- “হাদীছ শাস্ত্রের এক মহান ইমাম ও হাফেয হলেন আবুল কাসেম। যিনি ইবন আসাকির নামে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ। যদিও আমরা ইতিহাসে অনুসন্ধান করে তাঁর পূর্বপুরুষগণের কারো নাম “আসাকির” পাইনি।

তিনি ছিলেন সুন্নাহ তথা হাদীছের প্রকৃত একজন সেবক এবং তাঁর যুগে এ শাস্ত্রের ইমাম। তাঁকে শাস্ত্র-পণ্ডিতগণের ‘সারনির্যাসও’ বলা যায়। দূর-দূরান্ত থেকে তালেবে ইলমরা তাদের জ্ঞান-পিপাসা নিবারণে তাঁর কাছে আসতো।

এছাড়াও তিনি বিভিন্ন শাস্ত্রে পর্যাপ্ত জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। ইলম ও আমলকেই তিনি ‘একান্ত সহচর ও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে’ গ্রহণ করেছিলেন। এদু'টোই ছিল তাঁর চূড়ান্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

তাঁর স্মৃতিশক্তি এত প্রখর ছিল যে, অপ্রচলিত ও ব্যতিক্রমী কোন কিছুই তাঁর স্মৃতি থেকে বিস্তৃত হত না। সবকিছু তাঁর স্মৃতিতে এমনভাবে সংরক্ষিত হয়ে যেত যে, সেখানে নতুন-পুরাতন, দুর্লভ ও সুলভ কোন কিছুতেই পার্থক্য থাকতো না।

হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে নির্ভরতা ও বিশ্বস্ততায় পূর্বসূরীদের ছাড়িয়ে যাননি, কিন্তু তিনি তাঁদের থেকে খুব পিছেয়েও নন। আর ইলমের গভীরতা ও ব্যাপকতায় তিনি ছিলেন এতটাই সমৃদ্ধ যে, পরবর্তী প্রজন্মের জন্য তিনি অনিবার্য ও অপরিহার্য অনুসৃত ব্যক্তিত্ব।

বহু জন থেকে তিনি হাদীছ শুনেছেন এবং সংগ্রহ করেছেন। তাঁর শায়খগণের তালিকায় রয়েছেন প্রায় এক হাজার তিনশ’ পুরুষ এবং আশিজনের মত নারী। আর এসকল হাদীছ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সফর করেছেন বহুদেশ, বহু এলাকা। বহু দূর-দূরান্তে ও জনশূন্য মরু প্রান্তরে তিনি বাহন চালিয়েছেন একাকী-নিঃসঙ্গ অবস্থায়। তাঁর সঙ্গী ছিল শুধু

১৮১. ৭ : ২১৫।

www.QuranerAlo.net

তাকওয়া ও খোদাভীতি, যা তিনি একান্ত গভীর ও নিবিড়ভাবে ধারণ করেছিলেন এবং 'যাকে' সার্বক্ষণিক সহচররূপে গ্রহণ করেছিলেন।

যে কোন কল্যাণক্ষেত্রে তাঁর ছিল দৃঢ় সংকল্প এবং দুর্দমনীয় উদ্যম; শেষ গন্তব্যে ও অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছা ছাড়া যা ক্ষান্ত হতো না। তাঁর শায়খ খতীব আবুল ফযল আত-তুসী র. বলেন, বর্তমান যুগে ইবন আসাকির ছাড়া "হাফেয" উপাধি পাওয়ার যোগ্য আর কেউ আছে বলে আমার জানা নেই। ইবন নাজ্জার র. বলেন, তিনি ছিলেন তাঁর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ আর হিফয ও ইতকানে, নির্ভরতা ও স্মৃতির প্রখরতায় এবং হাদীছ শাস্ত্রে জ্ঞানের পূর্ণতায় তিনি ছিলেন অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব এবং চমকপ্রদ ও অভিনব সব বিষয়ে কলম চালনায় সিদ্ধহস্ত। তাঁর যুগে কিংবা পরবর্তীকালে এ শাস্ত্রে আর কেউ এরূপ জ্ঞান ও এমন অবস্থান অর্জন করতে পারেনি।

ইবন নাজ্জার র. বলেন, আমি আমার শায়খ– আবদুল ওয়াহহাব ইবন আমীন র.কে বলতে শুনেছি যে, একদিন আমি হাফেয আবুল কাসেম ইবন আসাকির ও আবু সাঈদ বিন সাম'আনীর সাথে ছিলাম। এসময় আমরা জনৈক শায়খের সাক্ষাতে এবং তাঁর থেকে হাদীছ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলাম, যখন শায়খের সাথে সাক্ষাত হল, ইবন সামআনী তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে কিছু পড়তে চাইলেন। তাই তার হাদীছের পাণ্ডুলিপির সূচীপত্রে এই শায়খ থেকে শ্রুত একটি জুয বা খণ্ডের সন্ধান করতে লাগলেন। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ খোঁজা-খুঁজির পরও তিনি তা পেলেন না। ফলে তাঁর মন খারাপ হয়ে গেল। তখন ইবন আসাকির (দ্বিধাহীন কণ্ঠে) জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর থেকে শ্রুত কোন খণ্ডটি তুমি খুঁজছ? তিনি বললেন, ইবন আবু দাউদের البعث والنشور খণ্ডটি, যা তিনি আবু নাসের যায়নাবী থেকে শুনেছেন। ইবন আসাকির বললেন, ঠিক আছে, ঐ খণ্ডটি আমি তোমাকে পড়ে শুনাচ্ছি। একথা বলে তিনি গোটা কিতাবটিই তাঁকে মুখস্থ শুনিয়ে দিলেন।

শায়খ মুহয়ুদ্দীন নববী র. তো ইবন আসাকির র. সম্পর্কে এই মন্তব্য করেছেন–

هو حافظُ الشامِ، بل هو حافظُ الدنيَا، الإمامُ مطلقًا، الثقةُ والثبتُ

অর্থ : তিনি হলেন (হাদীছ শাস্ত্রে) শাম দেশের শ্রেষ্ঠ হাফেয, বরং পৃথিবীর অন্যতম হাফেযে হাদীছ ও শীর্ষ মুহাদ্দিছ এবং নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি।

www.QuranerAlo.net

হাদীছের জন্য তাঁর অস্থিরতা

স্মৃতিশক্তির এত প্রখরতা সত্ত্বেও হাদীছের হেফাযত ও সংরক্ষণের জন্য এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তা অবিকৃতরূপে পৌঁছে দেয়ার জন্য তিনি অত্যন্ত সজাগ ও সতর্ক ছিলেন। তাই তাঁর শ্রুত হাদীছগুলোর অনুলিপি তাঁর কাছে পৌঁছতে দেরী হওয়ায় তিনি অস্থির হয়ে পড়েছিলেন এবং তা হাতে পাওয়া পর্যন্ত অস্থির-উদ্বিগ্ন ছিলেন। এ সম্পর্কিত একটি ঘটনা বর্ণনা করে তাঁর পুত্র হাফেজ আবু মুহাম্মাদ আল-কাসেম বলেন, আমার আব্বা এমন বহু হাদীছ ও এমন অনেক কিতাব শুনেছেন যেগুলো তিনি নিজে লিখে রাখেননি এবং সেগুলোর কোন অনুলিপিও সংগ্রহ করেননি। সে ক্ষেত্রে তিনি নিজ সফরসঙ্গী আবু আলী ইবন ওযীরের অনুলিপির উপর নির্ভর করতেন। কারণ তাদের দু'জনের মাঝে এমন একটা সমঝোতা ছিল যে, ইবন ওযীর যা নকল করতেন সেগুলো আব্বা করতেন না। আর যেগুলো আব্বা নকল করতেন সেগুলো ইবন ওযীর করতেন না।

একবার আমি কোন এক চাঁদনী রাতে জামে মসজিদে বসে আব্বার কথা শুনতে পেলাম, তিনি তাঁর এক সাথীকে আফসোসের সাথে বলছেন, আমার অনেক সফর তো এমন, যেগুলো আমি করেও যেন করিনি। অনেক হাদীছ ও হাদীছের গ্রন্থ এমন, যেগুলো আমি শুনেও যেন শুনিনি। কেননা, সেগুলোর কোন অনুলিপি বা কপি আমার সংগ্রহে নেই। আমি ভেবেছিলাম, আমার সফরসঙ্গী ইবন ওযীর বুখারী, মুসলিম, বায়হাকী ইত্যাদি কিতাব ও বিভিন্ন কিতাবের অংশ বিশেষসহ আমার শ্রুত অন্যান্য হাদীছের অনুলিপি আমার কাছে নিয়ে আসবেন। কিন্তু আফসোস, ঘটনাক্রমে তিনি 'মারভে' বসবাস করতে লাগলেন এবং সেখানের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেলেন।

এরপর আমি অনেক আশা করছিলাম একজন নতুন সফরসঙ্গী– যার নাম ইউসুফ বিন ফারওয়া আল-জিয়ানী এবং পুরোনো এক সফরসঙ্গী আবুল হাসান আল-মুরাদীর সাক্ষাত লাভের। কেননা, ইলম ও হাদীছ অর্জন ও সংরক্ষণে তাঁর আগ্রহ ছিল প্রবল। একবার তিনি আমাকে বলেছিলেন, "আমি একবার দামেস্কে সফর করলাম। পরে নিজের দেশ আন্দালুসে ফিরে দেখলাম, এ এলাকার কেউ দামেস্কে সফর করে না। অথচ সেখানে যেমনি রয়েছে হাদীছের ব্যাপক চর্চা, তেমনি রয়েছে ইলমের বিশাল বিশাল ভাণ্ডার। তখন আমার মনে হলো, আবার আমাকে দামেস্কে সফর

www.QuranerAlo.net

Contents

করতে হবে, অর্জন করতে হবে বড় বড় কিতাব এবং দামেস্কের মূল্যবান ও বিরল জ্ঞান।”

আব্বাজীর এমন আফসোস ও ব্যথিত মনের এসব কথা বলার কিছু দিন পরই তাঁর এক সাথী আমাদের এলাকায় এলেন। খবর পাওয়া মাত্র আব্বা ছুটে গেলেন তাঁর কাছে। তাকে আমাদের ঘরে নিয়ে এলেন। তিনি আমাদের কাছে তাঁর শ্রুত হাদীছের চার থলে ভর্তি কিতাব নিয়ে এলেন, আব্বা এতে অত্যন্ত প্রীত হলেন। কষ্ট-ক্লেশহীনভাবে আল্লাহ এ সম্পদ তাঁর হাতে এনে দিয়েছেন বলে তিনি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন এবং তাঁর সে সাথীর সফরের পূর্ণ ব্যয়ভার নিজেই বহন করলেন। সেগুলো থেকে নিজের শ্রুত হাদীছগুলো অনুলিপি করতে শুরু করলেন। একেকটি খণ্ড যখন হাতে নিতেন, তিনি এতটাই আনন্দিত ও পুলকিত হতেন, এতই তৃপ্ত ও পরিতৃপ্ত হতেন, মনে হত যেন তিনি সারা দুনিয়ার রাজত্ব হাতে পেয়ে গেছেন। (এ পর্যন্তই হল তিনটি কিতাব থেকে উদ্ধৃত হাফেয ইবন আসাকির র. এর সংক্ষিপ্ত জীবনী।)

প্রিয় পাঠক!

এ জীবনীতে তুমি আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর যা কিছু পেয়েছো, হতবুদ্ধিকর ও প্রায় অসম্ভব যে কর্মযজ্ঞের কথা জেনেছো, তার কিছুই সম্ভবপর হত না এবং কোন কিছুই ঘটত না যদি তিনি সময়ের সদ্ব্যবহার না করতেন, প্রতিটি ক্ষণ ও মুহূর্তের মূল্যায়ন না করতেন। না হতো এতো সব হাদীছের সংরক্ষণ, আর না হতো এমন বিশাল বিশাল গ্রন্থ সংকলন, যার বিশালতাই বলে দেয়– বর্তমান যুগের কোন ইলমী একাডেমীও তা ছাপতে হিমশিম খাবে, এক বা একাধিক ব্যক্তির পক্ষেও সংকলন তো অনেক দূরের কথা!

সুতরাং হে বন্ধু! সময়ের সদ্ব্যবহার কর, জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের যথার্থ মূল্যায়ন কর। কেননা, এই সময়ই তো হল কল্যাণ ও প্রাচুর্যের উৎস। তুমি যত পার তা থেকে প্রাচুর্য অর্জন কর, যত পার কল্যাণ সংগ্রহ কর।

www.QuranerAlo.net

সময়ের সংরক্ষণে হস্তলিপি সৌন্দর্যেও অমনোযোগ

সময়ের সংরক্ষণ ও তার যথার্থ মূল্যায়নের কারণে আলেমদের অনেকের লেখা সুন্দর করণের প্রতিও মনোযোগ কম ছিল। সেদিকে তারা তেমন গুরুত্বারোপও করেননি।

লেখা বোঝা ও তার অর্থ উপলব্ধির ক্ষেত্রে সাধারণত যে বিষয়টি বাধার সৃষ্টি করে তা হল হস্তলিপির অসৌন্দর্যতা। এ ব্যাপারে ইমাম আবুল হাছান মাওয়ারদী রহ. অতি মূল্যবান এক আশ্চর্য গ্রন্থ أدب الدنيا والدين-এ[১৮২] লিখেন– "হস্তাক্ষরের সৌন্দর্যের বিষয়কে আরবগণ অনেক মূল্যায়ন করে এবং অতি উপকারী বিষয় বলে গণ্য করে। এমনকি তারা বলে, লেখা হল এক প্রকার 'যবান'। সুতরাং এর সৌন্দর্যও এক ধরনের বিশুদ্ধতা ও বাগ্মিতা। তবে আলেমগণের অনেকেই এর প্রতি মনোনিবেশ করেননি। কারণ এর জন্য ইলমের প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধি অর্জনের সময় অন্যখাতে ব্যয় হবে, মনোযোগ অন্যদিকে নিবিষ্ট হবে।

এ কারণে অনেক বিশিষ্ট আলেমের লেখা-ই সুন্দর পরিলক্ষিত হয় না। তবে আল্লাহ যাকে বিশেষভাবে এ বৈশিষ্ট্য দান করেন তার কথা ভিন্ন।

বাদশাহ মামুনের মন্ত্রী ফযল ইবন সাহল– যিনি বাদশাহর পরিকল্পনা-সহযোগীও ছিলেন এবং ছিলেন সমরনীতি ও রাজনীতি উভয় ক্ষেত্রে নেতৃত্বের উপাধিতে ভূষিত ব্যক্তিত্ব– তিনি বলেন, লেখা সুন্দর না হওয়া একটি সৌভাগ্যের বিষয়। কেননা যে সময়টুকু লেখা সুন্দর করণে ব্যয় করা হত তা তখন যে কোন বিষয় মুখস্থকরণ, অধ্যয়ন বা কোন ইলমী আলোচনায় কাটে।

লক্ষ্য করার বিষয়, আসলে হস্তাক্ষর অসুন্দর হওয়া তো সৌভাগ্যের কোনো বিষয় হতে পারে না। সৌভাগ্যের বিষয় হল, ইলমী মগ্নতা থেকে মনোযোগ হরণকারী কিছু না থাকা। আর সুন্দর লেখার অধিকারীদের সাধারণত ইলম থেকে বিমুখ হয়ে অনেকটা সময়ই লেখার চর্চায় ব্যয় হয়। এই বিবেচনায়ই বলা হয়েছে, অসুন্দর লেখার অধিকারীরা সৌভাগ্যবান। যদিও লেখা সুন্দর না হওয়া সৌভাগ্যের কোনো বিষয় নয়।

---

১৮২. পৃ. ৮২-৮৫।

www.QuranerAlo.net

শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ. বলেন, এই যে বলা হল–'অধিকাংশ বড় বড় আলেমের লেখা অসুন্দর' এর সুস্পষ্ট প্রমাণ হল, হাফেয ইবন হাজার ও হাফেয সুয়ূতীর লেখা। এ দুই 'ব্যক্তি' বহু বিষয়ে বহু কিতাব রচনা করেছেন। কিন্তু তাঁদের লেখা খুব একটা সুন্দর ছিল না।

লেখা সুন্দর না হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের মত এমন দৃষ্টান্ত উলামায়ে কেরামের মাঝে খুব একটা কম নয়।

এক গ্রন্থ বহুবার অধ্যয়ন

সময়ের প্রতি সদ্ব্যবহার ও প্রতিটি মুহূর্তের প্রতি যথাযথ মূল্যায়ন চিন্তার কারণেই পূর্ববর্তী আলেমগণ কোনো কোনো কিতাব এত অধিকবার পড়তে সক্ষম হয়েছেন, যা শুনে ও পড়ে এখনও মানুষ আশ্চর্য বিস্মিত হয়। তাছাড়া এটা তো সর্বস্বীকৃত বিষয় যে, অব্যাহত প্রচেষ্টা ও বারংবার অধ্যয়ন ছাড়া ইলমে গভীরতা ও ব্যুৎপত্তি অর্জিত হয় না। কয়েক ঘণ্টা ও মিনিটের সীমিত প্রচেষ্টায় তা কখনো আয়ত্তে আসে না।

পূর্ববর্তী মনীষীগণ তো গোটা দিন এবং রাতেরও একটা বড় অংশ ইলমী সাধনায় মগ্ন থাকতেন। আর তাঁদের উল্লেখযোগ্য একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, এক কিতাব বহুবার পড়া। যেন পঠিত কিতাব ও এর বিষয়বস্তু ভালভাবে আয়ত্ত হয়ে যায় এবং তাতে বিদ্যমান মণিমানিক্য যেন হৃদয়ে প্রোথিত হয়ে যায়।

ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, ইমাম নববী রহ. الوسيط গ্রন্থটি চারশ বার অধ্যয়ন করেছেন। এ জাতীয় আর ও কিছু তথ্য ও বিবরণ নিম্নে উল্লিখিত হল–

এক. আবুল আরাব কায়রাওয়ানী রহ. طبقات علماء أفريقية وتونس গ্রন্থে[১৮৩] বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও পর্যটক আব্বাস ইবনুল ওলীদ ফারেসী রহ.– যিনি ছিলেন সুফয়ান ইবন উয়াইনাহ ও ফুযাইল ইবন ইয়ায রহ. এর অন্যতম শাগরেদ– এর জীবনী আলোচনা করতঃ লিখেন, "আমার আব্বা আহমদ ইবন তামীম রহ. আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা আব্বাস ইবন ফারেসীর কোনো কোনো কিতাবের পিছনে লেখা পেয়েছেন– "আমি এটি হাজার বার অধ্যয়ন করেছি।"

---

১৮৩. পৃ. ২২৪।

www.QuranerAlo.net

এ মহান সাধকপুরুষ ২১৮ হিজরীতে নিহত হন।

দুই. ঐতিহাসিক ও ভাষাবিদ কাযী ইবন খাল্লিকান রহ. وفيات الأعيان গ্রন্থে[১৮৪] প্রখ্যাত দার্শনিক আবু নসর ফারাবী মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন তারখান রহ. (২৬০-৩৩৯ হি.) এর জীবনীতে লিখেন, তিনি দর্শন শাস্ত্রকে খুব ভালভাবে অধ্যয়ন করেছেন। এমনকি এরিস্টটলের সকল গ্রন্থ তিনি এমনভাবে পড়েছেন যে, সেগুলোর তথ্য ও তত্ত্ব উদ্ঘাটনে এবং প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুধাবনে তিনি যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেন।

বলা হয়ে থাকে, এরিস্টটলের النفس গ্রন্থের উপর আবু নসর ফারাবীর হস্তাক্ষরে লেখা পাওয়া গেছে যে, "এ কিতাবটি আমি একশবার অধ্যয়ন করেছি।"

আরও বর্ণিত আছে যে, তিনি বলতেন, এরিস্টটলের السماع الطبيعى গ্রন্থটি আমি চল্লিশ বার পড়েছি। এরপরও মনে হচ্ছে, সেটি আবারও আমার পড়া দরকার।

তিন. ইবন মাখলুফ রহ. شجرة النور الزكية في طبقات المالكية গ্রন্থে[১৮৫] ফিকহবিদ (আইনশাস্ত্রবিদ) আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবন ইসহাক রহ.– যিনি 'ইবনুত্ তাব্বান' নামে পরিচিত (৩১১-৩৭১ হি.)– তাঁর জীবনীতে লিখেন, "তিনি ইবনুল লাব্বাদ ও অন্যান্য মনীষী থেকে ইলম হাছিল করেন। আর المدوَّنة গ্রন্থটি প্রায় হাজার বার অধ্যয় করেন।

চার. মালিকী মাযহাবের ইমাম, হাদীস বিশারদ কাযী আবু বকর আবহারী (২৮৯-৩৭৫ হি.)– যাঁর পুরো নাম মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ তামীমী রহ.– তিনি বলেন, আমি مختصر ابن عبد الحكيم পাঁচশ বার, الأسدية সত্তর বার, الموطأ পঁয়তাল্লিশ বার এবং مختصر البرق সত্তর বার অধ্যয়ন করেছি।[১৮৬]

✪ ✪ ✪ ✪ ✪

---

১৮৪. খণ্ড. ২, পৃ. ৭৬।
১৮৫. পৃ. ৯৫।
১৮৬. ترتيب المدارك কাযী ইয়ায, খণ্ড. ৬, পৃ. ১৮৩-১৯২।

www.QuranerAlo.net

এখানে আমি এমন একটি ঘটনা উল্লেখ করছি যা আমি দামেস্কে উসতায আহমদ উবাইদ রহ. থেকে শুনেছি, যিনি সেখানে একটি বিশাল আরবী গ্রন্থশালার অধিকারী– তিনি বলেন, আমি সমসাময়িক এক ইলমের সাধকপুরুষকে একটি মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম এবং মাসআলাটি তিনি দেখে নেয়ার জন্য গ্রন্থশালা থেকে একটি গ্রন্থ নিয়ে এলাম। তারপর তাকে সহযোগিতার উদ্দেশ্যে মাসআলাটি বের করতে সূচী খুঁজতে লাগলাম। তখন শায়খ আমার এই কাজে আশ্চর্য প্রকাশ করে বললেন– সূচী খোঁজার কী প্রয়োজন! তারপর অল্প কয়েক পৃষ্ঠা উল্টেই উদ্দিষ্ট মাসআলাটি বের করে দেখিয়ে দিলেন।

এ ঘটনা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কিতাবটি নিশ্চয়ই তিনি বহুবার অধ্যয়ন করেছেন, এমন কি কোন মাসআলা কোথায় আছে তাও তার দৃষ্টি ও মস্তিষ্কে অঙ্কিত হয়ে আছে। তাই তো তিনি সূচী দেখারও প্রয়োজন বোধ করেন নি।

তাছাড়া পূর্বে তো বলাই হল, আবু বকর আবহারী রহ. مختصرابن عبد الحكيم। পাঁচশ বার, الأسدية। সত্তর বার, الموطأ। পঁয়তাল্লিশ বার এবং مختصر البرق। সত্তর বার অধ্যয়ন করেছেন। সুতরাং পাঠক! আপনিই বলুন, যে ব্যক্তি এতবার বা এর এক চতুর্থাংশ বারও একটি কিতাব পড়বে তার কী সূচীর প্রয়োজন পড়তে পারে!

আর এভাবে একটি কিতাবকে এত অধিক সংখ্যক বার যারা পড়বে তারা কীভাবেই বা যুগশ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ, সাহিত্যিক, ফকীহ ও মুহাদ্দিস না হয়ে পারে!

ভাবার বিষয় হল, পূর্ববর্তী মনীষীগণের তুলনায় বর্তমান 'ফারেগীন ও মাওলানাদের কী অবস্থা! এখনকার ছাত্ররা তো سبل السلام থেকে বাছাইকৃত পঞ্চাশটি হাদীস বছরে একবার পড়েই দাবী করছে যে, সে হাদীস পড়ে ফেলেছে! নাহব-এর কয়েকটি অধ্যায় কোনো রকম পড়েই দাবী করছে, নাহব শাস্ত্র অধ্যয়ন হয়ে গেছে। এমনই অবস্থা অন্যান্য শাস্ত্র-শিক্ষার্থীদেরও। এ অবস্থায় "ইন্নালিল্লাহ.." ছাড়া আমাদের কী-ই বা বলার আছে!

لا تَعرضنَّ لذكرنا مع ذكرهم ✪ ليس الصحيحُ إذا مشى كالْمُقْعَدِ!

অর্থ : তাঁদের সাথে আমাদের কথা উল্লেখ করো না। কারণ বিকলাঙ্গের মত হেঁটে তো কেউ সুস্থতার দাবীদার হতে পারে না।

www.QuranerAlo.net

পাঁচ. ইমাম ইবনুস সালাহ صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط গ্রন্থে[১৮৭] মুসলিম শরীফে নিজ সনদ উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেন যে, আবু আহমদ মুহাম্মাদ আল জুলূদী রহ. থেকে আবুল হাসান আবদুল গাফের ফারেসী রহ.- যিনি ৪৪৮ হিজরীতে পঁচানব্বই বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন- সহীহ মুসলিম রেওয়ায়েত করেন।

سياق تاريخ نيسابور গ্রন্থে তাঁর পৌত্র আবদুল গাফের ইবন ইসমাঈল ইবন আবদুল গাফের স্বীয় পিতামহ সম্পর্কে লিখেন, তিনি ছিলেন খোদাভীরু, সনদে রক্ষণশীল ও হাদীছ রেওয়ায়েতে বিশ্বস্ত ব্যক্তিত্ব এবং ছিলেন দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ক্ষেত্রে সমৃদ্ধির অধিকারী। তাঁর শ্রুত হাদীস সংখ্যা কম হলেও রেওয়ায়েত-সৌভাগ্য তিনি যথেষ্ট পরিমাণ লাভ করেন এবং জগৎজোড়া প্রসিদ্ধিও অর্জন করেন।

বড় বড় ইমাম ও ইলমী 'পুরোধা'গণ তাঁর থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। হাফেয হাসান সমরকন্দী রহ. ত্রিশ বারেরও অধিক এবং আবু সাঈদ বাহিরী রহ. বিশ বারেরও অধিক তাঁর কাছে 'সহীহ মুসলিম' পড়েন।

ছয়. ইমাম আবু ইসহাক সিরাজী (ইবরাহীম ইবন আলী) রহ. (৩৯৩-৪৭৬ হি.) ছিলেন বড় বড় আলেমদের অন্যতম। তিনি বলেন, আমি প্রতিটি কিয়াস হাজার বার দোহরাতাম। তারপর এটিকে রেখে অন্যটি নিতাম এবং সেটিও হাজার বার...।

এমনিভাবে একেকটি অধ্যায়কেও হাজার বার পড়তাম। যদি কোনো মাসআলায় দলীল হিসেবে কোনো পঙক্তি আনা হতো তবে আমি সম্পূর্ণ কবিতাটিই মুখস্থ করে ফেলতাম।[১৮৮]

সাত. ইমাম সুবকী রহ. এর طبقات الشافعية الكبرى গ্রন্থে[১৮৯] ইমাম আলী ইবন মুহাম্মাদ ইবন আলী নিশাপুরী (৪৫০-৫০৫ হি.)- যিনি ছিলেন ইমামুল হারামাইনের শাগরেদ ও তাঁর দরছে নিয়মিত আগমনকারী- তাঁর সম্পর্কে বলা হয়, ইমামুল হারামাইনের বিশিষ্ট শিষ্যদের তালিকায় ইমাম গাযালীর পরই ছিল তাঁর অবস্থান। তাঁর জীবনীতে উল্লিখিত রয়েছে যে, তিনি বলেন, নিশাপুরের সারহাঙ্গ মাদরাসায় একটি সিঁড়ি ছিল, যাতে

---

১৮৭. পৃ. ১০৫-১০৬।
১৮৮. العلماء العزاب : ১৩ নং জীবনী।
১৮৯. ৭ : ২৩২।

সত্তরটি ধাপ ছিল। যখনই আমি কোনো সবক মুখস্থ করতাম তখন ঐ সিঁড়ি দিয়ে নামতাম এবং প্রতি ধাপে একবার করে সবকটি আওড়াতাম। আবার উঠার সময়ও এমনই করতাম। এভাবেই আমি প্রতিটি পাঠ মুখস্থ করতাম।

আট. ইবন বাশকুয়াল আন্দালুসী রহ. الصلة গ্রন্থে[১৯০] تفسير الكتاب العزيز في المحرر الوجيز গ্রন্থপ্রণেতা তাফসীরবিদ ইমাম ইবন আতিয়্যাহ রহ. এর পিতা বিশিষ্ট হাদীসবিদ হাফেয আবু বকর গালেব ইবন আবদুর রহমান ইবন আতিয়্যা আন্দালুসী রহ. (৪৪১-৫১৮ হি.) এর জীবনীতে উল্লেখ করা হয়, তিনি ছিলেন হাদীস ও রিজাল শাস্ত্র এবং এর সকল শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে সুবিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব। আর ছিলেন ভাষাবিদ, কবি ও সাহিত্যিক। আমি তাঁর কোনো কোনো সাথীর লেখায় পেয়েছি, তিনি আবু বকর ইবন আতিয়্যাকে বলতে শুনেছেন যে, তিনি বুখারী শরীফ সাতশ'বার পড়েছেন।

নয়. ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনুল ফযল ইবন আহমাদ ফারাবী নিশাপুরী রহ. (৪৪১-৫৩০ হি.) এর জীবনী আলোচনা করতঃ طبقات الشافعية الكبرى গ্রন্থে[১৯১] ইমাম ʼসুবকী রহ. লিখেন– ইমাম ফারাবীর শাগরেদ আবু সাদ সামআনী বলেন, আমি আবদুর রাযযাক ইবন আবু নছর তাবাসীকে বলতে শুনেছি যে, আমি ফারাবীর কাছে সতের বার সহীহ মুসলিম পড়েছি। শেষ দিকে তিনি আমাকে বললেন, আমি তোমাকে অসিয়ত করছি, যখন আমার মৃত্যু ঘটবে তখন তুমি আমাকে গোসল করাবে, আমার জানাযা পড়াবে এবং তোমার জিহ্বাটি আমার মুখের ভেতর দেবে। কারণ এই জিহ্বা বহুবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে সিক্ত হয়েছে।

দশ. সাহিত্যিক ও সাহিত্য সমালোচক যিয়াউদ্দীন নাছরুল্লাহ ইবন আবুল কারাম মুহাম্মাদ ইবনুল আছীল রহ. (৫৮৮-৬৩৭ হি.) এক উপভোগ্য গ্রন্থ المثل السائر এ[১৯২] লিখেন, "আমি আল্লাহর রাসূলের তিন হাজার হাদীস সম্বলিত একটি কিতাব রচনা করেছি। যার প্রতিটি হাদীসই ব্যবহারিক জীবনের সাথে সম্পৃক্ত। আর সে গ্রন্থটি আমি একনাগারে দশ বছর অধ্যয়ন অব্যাহত রাখি এবং প্রতি সপ্তাহে একবার শেষ করি। আমার মনে হয়,

---

১৯০. পৃ. ৪৩৩।
১৯১. ৬ : ১৬৯।
১৯২. ১ : ২২৩।

www.QuranerAlo.net

এভাবে আমি প্রায় পাঁচশ বারেরও অধিক এ কিতাবটি পড়েছি এবং গোটা কিতাবটিই আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল।"

এগার. হাফেয ইবন শিহনাহ আল হাজ্জার রহ.– যাঁর আলোচনা ইতোপূর্বে গত হয়েছে– একনাগারে ষাট বছরেরও অধিক সময় ধরে হাদীসের দরস প্রদান করেছেন।

বার. শায়খ হাফেয আবদুল হাই কাতানী রহ. فهرس الفهارس والأثبات গ্রন্থে[১৯৩] এবং মুহাদ্দিস সায়্যিদ জামালুদ্দীন রহ. الحطة গ্রন্থে স্বীয় উস্তায সায়্যিদ আছীল উদ্দীনের সূত্রে মুহাম্মাদ ইবন আলী সানুসী রহ. এর জীবনী বর্ণনা করতঃ বলেন– "তিনি বলেছেন, আমি প্রায় একশ বিশবারের মত বুখারী শরীফ অধ্যয়ন করেছি।"

তের. ইমাম সাখাভী রহ. এর الضوء اللامع গ্রন্থে[১৯৪] হাফেয বুরহানুদ্দীন হালাভীর জীবনীতে উল্লিখিত আছে যে, তিনি বুখারী শরীফ ষাট বার এবং মুসলিম শরীফ বিশবার অধ্যয়ন করেছেন। আর এ সংখ্যা এ দু'টি কিতাবের শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা প্রদানকালের পঠন গণনা ছাড়াই।

চৌদ্দ. হাফেয সাখাভী রহ. বলেন, হাফেয যাহাবী রহ. হাফেয শরফুদ্দীন আবুল হাসান ইউনানীর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি তাঁকে বলতে শুনেছেন, "তিনি নিজের ছহীহ বুখারী নুছখাটি নিয়ে তাঁর কাছে যান এবং এক বছরে এগারবার তাকে শোনান।"

পনের. শিহাব আহমদ শারজী ইয়ামানী রহ. طبقات الخواص গ্রন্থে সুলাইমান ইবন ইবরাহীম আলাভী রহ. এর জীবনীতে লিখেন, "তিনি ইমাম বুখারীর কাছে দু'শ আশিবার এসেছেন। কখনো হাদীস পড়তে, কখনো শুনতে, কখনো শোনাতে।"

ষোল. ثبت الشهاب أحمد بن قاسم البونى গ্রন্থে আমি পেয়েছি যে, (লেখক বলেন) আমি সহীহ বুখারীর শেষ খণ্ডে ফিরোযাবাদী রহ. এর হস্তাক্ষরে লেখা পেয়েছি যে, তিনি সহীহ বুখারী পঞ্চাশ বারেরও অধিক পড়েছেন।

ইলম হাসিলের পথে পূর্ববর্তী মনীষীগণের এমনই ছিল স্থৈর্য ও সাধনা। তাই তো তাঁরা প্রকৃত পক্ষেই হয়ে গেছেন জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যুগশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। জীবনের প্রতিটি ক্ষণ, প্রতিটি শ্বাস ও প্রতিটি মুহূর্তকে যথার্থ

---

১৯৩. খ. ২. পৃ. ১০৪৫-১০৪৬।
১৯৪. খ. ১, পৃ. ১৪১।

www.QuranerAlo.net

মূল্যায়ন ও সংরক্ষণ স্পৃহার কারণেই এসব কিছু তাদের জন্য সহজ হয়েছে।

তাই আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, সময়ের যথাযথ সদ্ব্যবহার এবং প্রতিটি মিনিট ও সেকেন্ডের গুরুত্ব অনুধাবনে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণের তাওফীক আল্লাহ আমাদেরকেও দান করুন। আমীন।

উপযুক্ত সময়ের প্রতি গুরুত্ব প্রদান

সময়ের সদ্ব্যবহার ও তার যথাযথ মূল্যায়নকারী মনীষীগণের খণ্ড জীবনীর আলোচনায় কিতাবটি এখানেই সমাপ্ত হতে পারতো। কিন্তু আমি চাচ্ছি এর 'পরিসমাপ্তি' খানিকটা বিলম্বিত করতে; সময় সংরক্ষণের কিছু কার্যকর পথ ও পন্থার আলোচনার পরে।

সময় ব্যয়ের ক্ষেত্রে যেদিকে দৃষ্টি দেয়া বিশেষ প্রয়োজন তা হল, ইলমী কাজগুলোকে গুরুত্ব ও মর্যাদা বিবেচনায় উপযোগী সময়ে আঞ্জাম দেয়ার চেষ্টা করা।

কিছু ইলমী কাজ রয়েছে যে কোন সময়ে, যে কোন পরিস্থিতিতে সেগুলো আদায় করা যায়। সেগুলোর জন্য খুব বেশী মনোযোগ ও সতর্কতার প্রয়োজন হয় না। যেমন, কোন কিছুর অনুলিপিকরণ কিংবা সাধারণ মুতালা'আ ও অধ্যয়ন। এসব কাজে সজাগ মস্তিষ্ক, পূর্ণ সতর্কতা কিংবা সূক্ষ্ম ও গভীর চিন্তা-ভাবনার দরকার হয় না।

পক্ষান্তরে কিছু কাজ এমন রয়েছে, যেগুলো এমন সময় ছাড়া পূর্ণ আঞ্জাম দেয়া যায় না, যখন মস্তিষ্ক সজাগ ও সক্রিয় থাকে, মেধা ও মন প্রফুল্ল থাকে; যখন মৃদুমন্দ সমীরণ প্রবাহিত হয় আর আসমান থেকে বরকত নাযিল হয়। যেমন, খুব ভোরে, রাতের শেষ প্রহরে, কিংবা সকালে ও রাতে যখন সময়ের নীরবতা ও স্থানের নির্জনতা একাকার হয়ে যায়। কোন কিছু মুখস্থ করার জন্য, কঠিন ও জটিল বিষয় বোঝার জন্য, সূক্ষ্ম ও জটিল সমস্যার সমাধানের জন্য কিংবা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভুল ও বিকৃতির সংশোধনের জন্য এসকল সময়ের সদ্ব্যবহার করা প্রয়োজন।

এক বিচক্ষণ ব্যক্তিত্ব– খলীল ইবন আহমদ ফারাহীদী রহ. বলেন, মানুষের মস্তিষ্ক সবচে' বেশী স্বচ্ছ থাকে ভোরে।

www.QuranerAlo.net

Contents

أساس البلاغة গ্রন্থে যামাখশারী রহ. লিখেন– “বিজ্ঞদের কেউ কেউ বলেন, প্রভাতের আভা যখন দেখা দেবে তখন তুমি আমার দরজায় কড়া নেড়ো, তাহলে তুমি যে কোন বিষয়ে আমার সঠিক মত জানতে পারবে।

আবদুল ফাত্তাহ রহ. বলেন, খলীল ও যামাখশারী রহ. ‘ভোর’ বলে বুঝিয়েছেন শেষ রাত, তথা ফজর বা তার পূর্ব সময়। যা হল মস্তিষ্কের সজীবতা ও শারীরিক স্বস্তির সর্বাধিক উপযুক্ত মুহূর্ত।

পক্ষান্তরে বর্তমান কালের অবস্থা তো সম্পূর্ণ বিপরীত। ঘুম ও শৈথিল্যের কারণে অধিকাংশ মানুষের কাছেই এটি অনেক ভারী সময়। হায়, শুধু অলসতার কারণে তাদের থেকে স্বস্তি ও স্বচ্ছতার বরকতময় মুহূর্তগুলো এবং প্রভাত সমীরণ ও পুণ্যাত্মাদের উপহারগুলোও হাতছাড়া হয়ে যায়।

সুসাহিত্যিক ইমাম আবু আলী আল-হাছান ইবন রাশীক কায়রাওয়ানী রহ. العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده গ্রন্থের باب عمل الشعر وشحذ القريحة له অধ্যায়ে[১৯৫] এমন কিছু লিখেন– যা জটিল বিষয়ের সমাধানে এবং রুদ্ধ বিষয়ের উন্মোচনে তালেবে ইলমের জন্য যথেষ্ট উপকারী হবে। তিনি লিখেন– “বিছানায় গা এলিয়ে দেয়া চিন্তা-ভাবনাকে স্থবির করে দেয়। তবে জাগ্রত সময়টুকুর মাঝে প্রভাতকালের মত দিনের অন্যান্য অংশে চিন্তা-ভাবনা এতটা উন্মীলিত হয় না এবং হৃদয়ের বন্ধ দ্বার উন্মোচিত হয় না। কেননা তখন হৃদয়-মন সব একীভূত হয়ে থাকে; খেল-তামাশা, জীবিকার্জন বা অন্যান্য ক্লান্তিকর কাজের কারণে মন বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে না। বরং দীর্ঘ বিশ্রামের পর যেন তা নতুনভাবে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। তাছাড়া প্রভাতের বাতাস অতি কোমল ও মৃদুময় হয়ে থাকে এবং আবহাওয়াও হয়ে থাকে রাত-দিনের মাঝামাঝি ‘নাতিশীতোষ্ণ’ পর্যায়ের।

তবে সন্ধ্যাকাল কিন্তু প্রভাতের মত নয়। যদিও তা দিনের দু’প্রান্তের (অর্থাৎ– দিবস ও রজনীর) মিলনক্ষণ; তবুও তা প্রভাতের সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ তাতে আলোর উপর অন্ধকার প্রাধান্য পায় আর প্রভাতে আঁধারের উপর আলোর বিস্তার ঘটে।

তাছাড়া সন্ধ্যায় দেহ-মন থাকে বিভিন্ন কাজের কারণে ক্লান্ত-শ্রান্ত এবং নিদ্রা ও বিশ্রামের প্রতি আকৃষ্ট।

---

১৯৫. ১ : ২০৮ বা ১ : ৩৩৪।

www.QuranerAlo.net

তাই আমরা বলতে পারি, যদি কেউ কোনো কবিতা বা গ্রন্থ রচনা কিংবা সংকলন কর্ম আঞ্জাম দিতে চায় অথবা কোনো সূক্ষ্ম-কঠিন ও জটিল বিষয় অধ্যয়ন করতে চায় তার জন্য ভোর-ই হল সর্বোত্তম সময়। পক্ষান্তরে যে কোনো কিছু মুখস্থ করতে চায় বা গভীর অধ্যয়ন করতে চায় রাত হল তার জন্য উপযোগী সময়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন–

إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا ۝٦

অর্থ : নিশ্চয়ই ইবাদতের জন্য রাত্রিতে জাগ্রত হওয়া প্রবৃত্তি দলনে সহায়ক এবং স্পষ্ট উচ্চারণের অনুকূল। –সূরা মুযযাম্মিল : ৬

সুতরাং জটিল ও কঠিন বিষয়গুলোর সমাধানে, দুর্বোধ্য মাসআলার উদ্ঘাটনে, অস্পষ্ট ইবারাতের মর্মোদ্ধারে এবং গুরুত্বপূর্ণ কোনো কিছুর সম্পাদনায় আমাদেরকে এই স্বচ্ছ, নির্মল ও বরকতপূর্ণ সময়ের মূল্যায়ন করা উচিত।

শীতের রাতের দীর্ঘতার প্রশংসা

শীতের রাত্রিগুলোকে যথাসাধ্য মূল্যায়ন করা উচিত। কেননা তা দীর্ঘ ও প্রলম্বিত হয়ে থাকে। তাই আবেদ ও আলেমগণের নিকট এর যথেষ্ট মর্যাদা রয়েছে। বলা যায়, তা তাদের কাছে অমূল্য রত্নতুল্য।

আবেদগণ কুরআন তেলাওয়াত, নামায ও ইস্তেগফারের মাধ্যমে তা কাজে লাগান, আর আলেমগণ জ্ঞানার্জন, রচনা ও মুযাকারার মাধ্যমে তা অতিবাহিত করেন।

معجم الأدباء গ্রন্থে[১৯৬] ভাষাবিদ আল্লামা আবু হিলাল আসকারী হাসান ইবন আবদুল্লাহ রহ. (মৃত্যু ৩৯৫ হিজরীর পর) এর একটি কবিতার কিছু পঙ্ক্তি উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে তিনি অন্যান্য সময়ের তুলনায় শীতের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছেন এবং শীতের রাত্রির দীর্ঘতার প্রশংসা করেছেন।

وليالٍ أطلْن مَدّةَ درسى ✪ مثلَما قد مدَدْنَ فى عمرِ لهوى

مرَّ لى بعضُها بفقهٍ، وبعضٌ ✪ بينَ شعرٍ أخذتُ فيه ونحوِ

১৯৬. ৮ : ২৬৭।

www.QuranerAlo.net

অর্থ : কতক রজনী দীর্ঘ করেছে আমার অধ্যয়ন, যেমনি বিস্তৃত করেছে জীবনের বিনোদন। যার কতক কেটেছে আমার ফিকহের 'আলিঙ্গনে' আর কতক ব্যাকরণ চর্চা ও কবিতার চরণে।

হাফেয খতীব বাগদাদী র. তাঁর الفقيه والمتفقه নামক গ্রন্থে[১৯৭] হেফয (মুখস্থ) করার সর্বোত্তম সময় ও তার জন্য উপযোগী স্থানের ব্যাপারে আলোচনা করতঃ উল্লেখ করেন, "জেনে রাখ! কোন কিছু মুখস্থ ও আয়ত্ত করার কতক নির্ধারিত সময় ও নির্দিষ্ট স্থান রয়েছে। যারা কোন কিছু হিফয বা মুখস্থ করতে চায় এবং অল্প সময়ে বেশী কিছু আয়ত্ত করতে চায়, তাদের উচিৎ উল্লিখিত সময়গুলোকে সর্বোচ্চ মূল্যায়ন করা এবং সে স্থানগুলোতে সর্বদা অবস্থানের চেষ্টা করা।

হেফযের উপযুক্ত সময়গুলো হল, রাতের শেষ প্রহর বা সাহরীর সময়। অতঃপর দিনের প্রথম ভাগ, তারপর দিনের অন্যান্য সময়। তবে দিনের চেয়ে রাত এবং পরিতৃপ্তির মুহূর্ত থেকে ক্ষুধার মুহূর্ত হিফযের জন্য অধিক উপযোগী। তাই হেফযকারী বা হেফয প্রত্যাশীর জন্য ক্ষুধার সময়গুলোর খোঁজে থাকা এবং সে অবস্থাকে নিজের মাঝে ধরে রাখায় সচেষ্ট থাকা উচিৎ। তবে তা হতে হবে অবশ্যই বিবেক চালিত; আবেগ-তাড়িত নয়। এ কথাটুকু বলার কারণ হল, কোন কোন মানুষ যখন তীব্র ক্ষুধাক্রান্ত হয় এবং তার পাকস্থলী শূন্য হয়ে পড়ে তখন সে পড়ার শক্তি ও মুখস্থ করার সাহস হারিয়ে ফেলে। তখন না হয় কোনকিছু তার মুখস্থ, আর না পড়ায় বসে তার মন। সে সময় সামান্য কিছু খেয়ে শুধু ক্ষুধার যন্ত্রণা দূর করবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে, কিছুটা ক্ষিধা যেন বাকী থাকে। কিন্তু যদি ক্ষুধার জ্বালায় পেট পুরে খায় তবে তো তার কাঙ্ক্ষিত মুহূর্ত, প্রত্যাশিত সময় দীর্ঘক্ষণের জন্য হাতছাড়া হয়ে যাবে।

আর সবচে' উপযোগী স্থান হল, নিরিবিলি ও নির্জন স্থান। যেমন– বাড়ীর উপরের তলার একক কোন কামরা বা কুঠুরী, লোকালয় থেকে দূরবর্তী কোন নির্জন স্থান, যেখানে মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটানোর মত কিছু নেই; যেখানে হৃদয় সবরকম অন্যমনস্কতা থেকে মুক্ত হবে। তাই বৃক্ষপূর্ণ সবুজ স্থানে বা নদীর পাড়ে কিংবা পথের ধারে কোন কিছু মুখস্থ করার জন্য বসা অনুচিত। কারণ এসব স্থানগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে নীরব ও নির্ঝঞ্ঝাট হয় না।[৩১]

১৯৭. ২ : ২০৭-২০৮।

www.QuranerAlo.net

তবে এক্ষেত্রে মুসলিম দার্শনিক আবু নছর আল ফারাবী র. এর ছিল ভিন্ন পথ ও ভিন্ন মত, ভিন্ন চিন্তা ও ভিন্ন দর্শন। وفيات الأعيان গ্রন্থে[১৯৮] ইবন খাল্লিকান এই মহান দার্শনিকের জীবনী আলোচনা করে বলেন যে, "তিনি ছিলেন আত্মসমাহিত মানুষ। জনতার মাঝেও তিনি নির্জনতা খুঁজে পেতেন। নিজে সাধারণত কারও সাথে তেমন একটা মিশতেন না, বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া আলাপচারিতায় লিপ্ত হতেন না। তাছাড়াও রচনা ও সংকলনের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজেও তাঁর নির্জন স্থানের প্রয়োজন হতো না। দীর্ঘকাল দামেস্কে অবস্থানের সময় প্রবহমান ঝরনার পাশে বা কোন বাগানে বসে কিতাব রচনা করতেন, অথচ মানুষ একের পর এক সেখানে যাওয়া-আসা করত এবং ছাত্ররাও পালাক্রমে তাঁর কাছে পড়তে যেত।

আর ফারাবী তা এ জন্য করতেন যে, অন্য রঙ এর তুলনায় সবুজ রং এর মাঝে হৃদয় অধিক উন্মোচিত হয়। তাছাড়া পূর্ববর্তীদের ধারণানুযায়ী সবুজ রং দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করে।

ইবন মানযুরের مختصر تاريخ دمشق কিতাবে[১৯৯] "সুনানে নাসায়ীর" লেখক ইমাম নাসায়ী রহ. এর জীবনীতে এসেছে যে, আবু বকর মুহাম্মাদ ইবন মূসা রহ. বলেন, আবু আবদুর রহমান নাসায়ী রহ. সবুজ এর কাছাকাছি নকশীকৃত/ ডোরাকাটা কাপড়কে প্রাধান্য দিতেন, আর বলতেন, তা হলো সবুজ গাছপালার প্রতি দৃষ্টিপাতেরই স্থলাভিষিক্ত। তাঁর এ উক্তির উদ্দেশ্য হলো, এতেও দৃষ্টিশক্তি প্রখর হয়ে থাকে।

আর ইমাম ইবন জামাআ তাঁর تذكرة السامع والمتكلم নামক কিতাবে[২০০] শিক্ষার্থীদের আদবের আলোচনা করতঃ লিখেন, পঞ্চম নাম্বার হলো, ছাত্রের জন্য উচিৎ, বাকী জীবনটা গণিমত হিসাবে গ্রহণ করা এবং রাত দিনের সময়গুলোকে গুরুত্বপূর্ণ কাজের মাঝে বণ্টন করে নেয়া। কারণ মর্যাদা ও উৎকৃষ্টতার বিবেচনায় তার বাকী জীবনটা এক অমূল্য সম্পদ। কোনো বস্তু দ্বারা এর মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব নয়।

---

১৯৮. ৫ : ১৫৬।
১৯৯. ৩ : ১০১।
২০০. পৃ. ৭২।

www.QuranerAlo.net

আর হিফযের জন্য উৎকৃষ্ট সময় হলো সেহরীর সময়, গবেষণার জন্য ভোরবেলা তথা দিনের শুরুভাগ, লেখালেখির জন্য দিনের মধ্যভাগ আর মুতালাআ ও মুযাকারার জন্য রাত্রিবেলা।

পাপ বর্জন মুখস্থ শক্তিকে বৃদ্ধি করে

মুখস্থ শক্তিটা আল্লাহর এক বিশেষ দান। তিনি যাকে ইচ্ছা তার মাধ্যমে বিশেষায়িত করেন। সুতরাং তুমি যদি এই দান ও অনুগ্রহ লাভ করতে চাও তাহলে পাপ ও গুনাহ পরিহার করে আল্লাহর ক্রোধ থেকে বেঁচে থাকো। যাতে তোমার হৃদয়টা হয় স্বচ্ছ-নির্মল আর যেহেনটা থাকে গুনাহের পঙ্কিলতামুক্ত।

হাফেজ ইবন হাজার রহ. এর تهذيب التهذيب গ্রন্থে[২০১] ও অন্যান্য গ্রন্থে ইমাম ওয়াকী ইবন জাররাহ রহ.– যিনি ছিলেন ইমাম শাফী ও আহমদ ইবন হাম্বল রহ. এর উসতায– এর জীবনীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আলী ইবন খাশরাম বলেন, আমি ইমাম ওয়াকী ইবন জাররাহ আল-কুফিকে বহুবার দেখেছি, কিন্তু তাঁর হাতে কখনো কোনো কিতাব দেখিনি। কারণ তিনি সবকিছু মুখস্থ করে নিতেন।

একবার আমি তাঁকে এই শক্তি ও ক্ষমতার দাওয়াই সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, মুখস্থ শক্তির মূল ঔষধ হচ্ছে গুনাহ ত্যাগ করা। এ ব্যাপারে এর অনুরূপ কার্যকারী আর কোনো কিছু সম্পর্কে আমার জানা নেই।

আর এখান থেকেই ঐ কাসিদার উদ্ভব ঘটে, যার নিসবাত করা হয় ইমাম শাফেয়ী রহ. এর দিকে :

شكوت إلى وقيع سوء حفظى ✪ فأرشدنى إلى ترك المعاصى

وأخبر نى بأنَّ العلم نور ✪ ونور الله لا يُهدى لعاصى

অর্থ : ওয়াকী রহ. এর কাছে আমি স্মৃতিশক্তি দুর্বলতার অনুযোগ করলাম। তখন তিনি আমাকে গোনাহ বর্জনের পরামর্শ দিলেন। আর বললেন, ইলম হল আল্লাহর নূর, আর আল্লাহর নূর কোন পাপীকে দেয়া হয় না।

---

২০১. ১১ : ১২৯।

www.QuranerAlo.net

মুওয়াফফাক মাক্কী[২০২] ও কারদারী[২০৩] রহ.-এর مناقب الإمام أبي حنيفة গ্রন্থে মুখস্থ শক্তির আলোচনায় বর্ণিত আছে যে, "ওয়াকী ইবন জাররাহ বলেন, আমি এক লোককে শুনেছি যে, সে ইমাম আবু হানিফা রহ. কে প্রশ্ন করছে, কিসের সাহায্যে ফিকহ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করা যায় এবং তা আয়ত্ত করা যায়? ইমাম আবু হানিফা রহ. বললেন, সুদৃঢ় মনোবলের মাধ্যমে।

তারপর সে বললো, কিসের মাধ্যমে সুদৃঢ় মনোবল তৈরি করা সম্ভব?

তিনি বললেন, ব্যক্তি ও বস্তুর সাথে সম্পৃক্ততা হ্রাসের মাধ্যমে।

সে বলল, তা কীভাবে অর্জিত হতে পারে?

তখন তিনি বললেন, যে কোনো কিছু প্রয়োজনাতিরিক্ত গ্রহণ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে।

ইমামে আ'জমের এ কথার দিকে ইঙ্গিত করেই মুহাম্মাদ ইবন খুশনাম হারাভী রহ. ছন্দে ছন্দে বলেন–

لئن رُمتَ تحصيلًا بصادق نية ✪ فأكثرله درسًا وفرِّغ له قلبًا

وصدِّق له قولًا وشمِّر لحفظه ✪ وجرِّد له وهمًا ونقِّح له لبًّا

وإن شئت أن تحظى بمكنون سرِّه ✪ فعظِّم له قدرًا وأخلص له حبًّا"[২০৪]

অর্থ : তুমি যদি সত্যিকারার্থেই কিছু অর্জন করতে চাও তবে হৃদয়কে পরিচ্ছন্ন করে অধিকহারে অধ্যয়নে মগ্ন হও এবং বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে মুখস্থকরণে তৎপর হও। ভয়-সংশয় ও ধারণা-কল্পনা থেকে মুক্ত হয়ে মস্তিষ্ককে পরিচ্ছন্ন কর।

আর যদি তুমি তার লুক্কায়িত ও সুরক্ষিত ভেদ অর্জন করতে চাও তবে ভালবাসাকে নিষ্ঠ করে তাকে যথার্থ মূল্যায়নের সাথে গ্রহণ কর।

سير أعلام النبلاء কিতাবে[২০৫] ইমাম বুখারী রহ. এর জীবনীতে এসেছে যে, "নাজম ইবন ফুযাইল রহ. বলেন, আমার কাছে এ সংবাদ পৌছল যে, আবু আবদুল্লাহ মুখস্থ শক্তি বৃদ্ধির জন্য 'বালাযুর' নামক এক প্রকার ওষুধ সেবন

---

২০২. খ. ১, পৃ. ৩৫২।
২০৩. খ. ২, পৃ. ৩৫০।
২০৪. কিফতী রহ. রচিত المحمدون من الشعراء পৃ. ৪১২
২০৫. খ. ১২. পৃ. ৪০৬।

www.QuranerAlo.net

করছেন। তাই আমি একদিন তাঁকে সম্মানের সাথে বললাম, এমনকি কোনো ওষুধ আছে, মুখস্থ শক্তি বৃদ্ধির জন্য যা সেবন করে উপকৃত হওয়া যায়? তখন তিনি বললেন, আমার জানা নেই।

কিছুক্ষণ পর তিনি আমার কাছে এসে বললেন, মুখস্থের জন্য প্রবল ইচ্ছা ও নিরবচ্ছিন্ন সাধনার চেয়ে অধিক উপকারী কোনো কিছু আছে বলে আমার জানা নেই।"

কোনো কিছু মুখস্থ রাখা ও যেহেনে তা সংরক্ষিত রাখার ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের পদ্ধতি ছিল 'তাকরার' তথা বারংবার পঠন ও অধ্যয়ন। যার আলোচনা একটু পূর্বে "এক গ্রন্থ বহুবার অধ্যয়ন" শিরোনামে গত হয়েছে।

ইলমের মুযাকারা মুখস্থ বিষয়কে সুদৃঢ় করে

হে পাঠক! شرح صحيح المسلم গ্রন্থে[২০৬] ইমাম নববী রহ. এর সোনালী উপদেশগুলোর প্রতি মনোনিবেশ করো। তিনি বলেন, "এই ইলম, তথা ইলমুল হাদীসের উদ্দেশ্য শুধু পঠন-পাঠন ও লিপিবদ্ধকরণ নয়; বরং উদ্দেশ্য হল, এর তাহকীক ও বিশ্লেষণের প্রতি মনোযোগী হওয়া এবং মতন ও সনদের সূক্ষ্ম ও দুর্বোধ্য অর্থ ও মর্মের অনুসন্ধান করা। আর এ সব বিষয়ে চিন্তা-ফিকির করা এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে পূর্ণ মনোযোগের সাথে এই শাস্ত্রে জ্ঞানী ব্যক্তিদের জীবনী বার বার পাঠ করা। এছাড়াও মুহাক্কিক মনীষীগণের কিতাবাদি মুতালাআ করে তা থেকে অর্জিত উৎকৃষ্ট ও অনন্য সাধারণ বিষয়াবলী খাতার পাতায় লিপিবদ্ধ করার সাথে সাথে হৃদয়ের পাতায়ও সংরক্ষণ করে রাখাই হল এই শাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য।

তারপর লিখিত বিষয়গুলো নিয়মিত মুতালাআ করতে থাকা এবং ধীরে ধীরে সেগুলো তাহকীক করতে চেষ্টা করা। এরপরই সেগুলো নির্ভরযোগ্যতার মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হবে।

তারপর সংরক্ষিত বিষয়গুলো নিয়ে এই শাস্ত্রে বিজ্ঞজনদের সাথে মুযাকারা করা। চাই সে ব্যক্তি মর্যাদায় তার বরাবর হোক কিংবা হোক উঁচু বা নীচু।

কেননা মুযাকারার মাধ্যমেই সংরক্ষিত বিষয়গুলো দৃঢ় ও পরিমার্জিত হয় এবং মুখস্থ বিষয়গুলো স্থায়ী ও মজবুত হয়। আর মুযাকারার পরিমাণ যত বাড়তে থাকবে সংরক্ষিত বিষয়ে এ সকল গুণাবলীর পরিমাণও তত বাড়তে থাকবে।

---

২০৬. খণ্ড ১, পৃ. ৪৭-৪৮।

www.QuranerAlo.net

Contents

শাস্ত্র পণ্ডিতের সাথে অল্পক্ষণ মুযাকারা কয়েক দিনের পঠন ও মুখস্থকরণের চেয়ে অধিক উপকারী

মুযাকারার ক্ষেত্রে সে যেন অবশ্যই ইনসাফ ও নিরপেক্ষতার প্রতি মনোযোগী হয় এবং ইফাদা ও ইস্তেফাদার উদ্দেশ্যেই তা করে। তবে খুব খেয়াল রাখতে হবে, কথাবার্তা ও ভাব-ভঙ্গিমা বা এ জাতীয় কোনো কিছুর মাধ্যমে সাথীদের সাথে গর্ব বা অহঙ্কার যেন প্রকাশ না করা হয়।

কোমল ও হৃদয়গ্রাহী ভাষার মাধ্যমে তাকে সম্বোধন করবে এবং আলোচনার প্রতি আকৃষ্ট করবে। এর দ্বারা তার ইলমও বৃদ্ধি পাবে, আর বৃদ্ধি পাবে মাহফুযাত বা সংরক্ষিত জ্ঞানও।

سير أعلام النبلاء এর মাঝে[২০৭] ইমাম মুহাম্মাদ ইবন শিহাব আয-যুহরী রহ. এর জীবনীতে এসেছে–

“তিনি একজন শীর্ষ তাবেঈ ও হাফেযে হাদীস ছিলেন। নিজের সম্পর্কে তিনি বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন এমন কাউকে আমি কখনো বলিনি যে, হাদীসটি আবার শোনান এবং কোনো আলেমের কাছেও আমি কোনো কিছু দ্বিতীয় বার বুঝতে চাইনি। আর কখনো এমনও হয়নি যে, আমি কোনো কিছু মুখস্থ করেছি এবং পরবর্তীতে ভুলে গেছি।

ইমাম আওযায়ী রহ. যুহরী রহ. থেকে বর্ণনা করে বলেন, ভুলে যাওয়া আর মুযাকারা ছেড়ে দেওয়া– এ দু'টি বিষয়ই ইলমকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

উপযোগী স্থান নির্বাচন

পূর্ববর্তী মনীষীগণ ইলম অন্বেষণের জন্য নির্জন ও কোলাহলমুক্ত স্থান ও পরিবেশ নির্বাচন করতেন। কেননা নীরবতা ও নির্জনতা চিন্তায় স্বচ্ছতা আনয়ন করে। আর চিন্তা-ভাবনা যখন স্বচ্ছ হয় তখন ইলমের তলবে ও জ্ঞানের অন্বেষণে বোধশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি যথার্থ ও একাগ্র হয়।

তারা তো জ্ঞান অর্জন করে বোধশক্তির মানদণ্ডে। আর তা এমনই সূক্ষ্ম ও স্পর্শকাতর যে, সামান্য একটু অন্যমনস্কতা ও প্রতিবন্ধকতায় তা প্রভাবিত ও বিকৃত হয়ে যায়। তখন তো তাদের ইস্তেকামাত ও অবিচলতা এবং ইখলাছ ও নিষ্ঠা বজায় থাকবে না। তাই মনীষীগণ সূক্ষ্ম-জটিল বিষয়াদির

---

২০৭. ৫ : ৩৩৭।

www.QuranerAlo.net

Contents

ক্ষেত্রে সময় ও স্থানের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতেন। যেন তাঁদের চিন্তা ও ভাবনা এবং বোধ উপলব্ধি পূর্ণ ও যথার্থ হয় আর সিদ্ধান্ত গ্রহণ সঠিক হয়।

ইমাম, মুহাদ্দিস, ফকীহ ও আদীব আবু সুলায়মান হামদ বিন মুহাম্মাদ আল-খাত্তাবী র. (৩১৯-৩৮৮) ছন্দে ছন্দে বলেন–

إذا ما خلوتُ صفا ذهنى وعارضَنى ✪ خواطرُ كَطِرازِ البرْقِ فى الظُّلَمِ

وإن تَوالى صياحُ الناعقينَ على ✪ أذْنِي عَرتْنى منه حُكلَةُ العجَمِ

অর্থ : যখন আমি নির্জনে থাকি, অন্ধকারে বিদ্যুৎ চমকের মত বহু ভাবনা আমার মনন জগতকে আলোকিত করে।

পক্ষান্তরে যদি শোরগোল, হৈ চৈ ক্রমাগত কানে আসতেই থাকে, তবে যেন নির্বাকতা ও চিন্তার বন্ধ্যাত্ব আমাকে পেয়ে বসে।

প্রয়োজনে আত্মপ্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ

এক কথায় বলা যায়, প্রতিটি মানুষের, বিশেষত যারা বড় হতে চায়, জীবনকে গড়তে ও সাজাতে চায়, শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন হতে চায়, তাদের উচিৎ বিচার-বিবেচনার মাধ্যমে, বুদ্ধি ও বিবেককে কাজে লাগিয়ে সময়-সম্পদকে ব্যয় করা-সুস্থতা বা অসুস্থতা, প্রসন্নতা বা অপ্রসন্নতা, সন্তুষ্টি কিংবা অসন্তুষ্টি যে কোন অবস্থায়, যে কোন মুহূর্তে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে বাহ্যিক আত্মপ্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করাও নিন্দনীয় নয়, বরং প্রশংসনীয়। আবু হেলাল আসকারী র. রচিত الحثُّ على طلب العلم গ্রন্থে বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও নাহব-বিদ ইবন জারউ আল-মাওছিলি র. এর একটি উক্তি উল্লেখ করা হয়, তিনি বলেন–

ينبغى أن يؤخِّر الإنسانُ درسَه للأخبار والأشعار لوقت مَلله-

অর্থ : মানুষে উচিৎ ইতিহাস ও কাব্যের অধ্যয়নকে ক্লান্তি ও বিরক্তির মুহূর্তের জন্য রেখে দেয়া।

আরেকজন সাহিত্যিক ও ভাষাবিদ ইবনুল মারাগী র. বলেন–

ينبغى أن يُخادع الإنسانُ نفسَه فى الدرس-

অর্থ : মানুষের উচিৎ অধ্যয়নের স্বার্থে (প্রয়োজনে) আত্ম-প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করা।

www.QuranerAlo.net

(শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ র. বলেন) সম্ভবত এ কথার ব্যাখ্যা এই হতে পারে যে, মানুষ যখন ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে পড়ে, দুর্বলতা ও অবসন্নতা তাকে পেয়ে বসে তখন তাকে (অর্থাৎ, ক্লান্তি ও বিরক্তিকে) প্রশ্রয় দিতে নেই, তার আহ্বানে দেহ মনকে সাড়া দেয়ার সুযোগ দিতে নেই; বরং অবসন্নতার প্রতিবিধান করা উচিৎ। ক্লান্তি ও বিরক্তির সাথে দ্বন্দ্ব ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামা এবং যে কোন উপায়ে বিজয়ী হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। যেন সেগুলো দূরীভূত হয়ে যায় এবং দেহ-মনে প্রফুল্লতা ও উদ্যম ফিরে আসে।

شرح شرح النخبة গ্রন্থে[২০৮] আল্লামা শায়খ আলী কারী রহ. লিখেন, অলসতা মানুষের মাঝে 'ঘাটতি' সৃষ্টি করে দেয়, আর কর্মবিমুখতা অর্জিত জ্ঞানকেও বিলুপ্ত করে দেয়।

অলসতা ও বিরক্তি দূর করার পদ্ধতি

যখন তোমার তন্দ্রা ও ঝিমুনি আসবে এবং অবসাদ তোমাকে হাতছানি দিতে থাকবে তখন তুমি ঘুমের প্রস্তুতির মাধ্যমে তাকে 'স্বাগত' জানিও না, অথবা ঘুমিয়ে পড়ো না। বরং যে কাজে ঘুম এসেছে তা বাদ দিয়ে অন্য কাজ করো, আর সামান্য পায়চারী করো তাহলে দেখবে, অবসন্নতা কেটে যাবে, তুমি উদ্যমী হয়ে উঠবে এবং যে ঘুমের ভাব তোমাকে পেয়ে বসেছিল তা দূর হয়ে যাবে।

এ ধরনের কাজের মাধ্যমে ঝিমুনি ও অলসতা দূর হয়ে থাকে এবং অল্পক্ষণের মাঝেই মন-মস্তিষ্ক নতুনভাবে উদ্যমী হয়ে উঠে এবং আল্লাহর মেহেরবানীতে প্রফুল্ল মস্তিষ্কে ইলম অর্জন করার স্পৃহা জাগ্রত হয়ে উঠে।

এই ক্লান্তি ও বিরক্তি দূর করার এবং তন্দ্রা ও অলসতার প্রতিবিধান করার বিভিন্ন উপায় হতে পারে। যেমন, লোবান বা চুইংগাম জাতীয় কিছু চিবানো। ছাদের নীচ ছেড়ে খোলা ময়দানে, উন্মুক্ত পরিবেশে বের হওয়া, বিভিন্ন কামরায় সামান্য পায়চারী করা, ঠাণ্ডা বা গরম পানিতে গোসল করা কিংবা হাত-মুখ ধুয়ে নেয়া, সামান্য কিছু পানাহার করা বা বন্ধু ও সহপাঠীর সাথে অল্পক্ষণ কথাবার্তা বলা, উচ্চস্বরে কোরআন তেলাওয়াত বা কবিতা আবৃত্তি করা ইত্যাদি।

---

২০৮. পৃ. ১২।

www.QuranerAlo.net

আবার কখনো বসার অবস্থা বা অবস্থান পরিবর্তন করা, একটু ওঠাবসা বা উঁচুতে আরোহণ করা কিংবা পঠিত কিতাব বা বিষয় পরিবর্তন করা ইত্যাদি মাধ্যমেও উপকার পাওয়া যেতে পারে।

প্রতিটি দেহেরই সংশোধন এবং দেহের প্রতিটি অবস্থা ও প্রতিটি শূন্যতারই পরিবর্তক ও পরিপূরক রয়েছে। জ্ঞান অন্বেষণে আগ্রহী, মেধাবী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রই সেগুলো জানেন। সবগুলোর আলোচনা বোধ হয় এখানে নিষ্প্রয়োজন।[২০৯]

সুতরাং ইলম তলবের এই মূল্যবান সময়ে তন্দ্রা ও ঘুম দূর করাটা একজন তালিবুল ইলমের জন্য কাঙ্ক্ষিত ও অপরিহার্য বিষয়। যদি তুমি কোনো দিন তন্দ্রাকে সুযোগ করে দাও, অর্থাৎ তন্দ্রা এলেই ঘুমিয়ে যাও, তাহলে আগামীকাল ও পরশু আবার এ সময়ে 'সে' তোমার 'কড়া নাড়বে'। এভাবে দিনের পর দিন সে তোমাতে বিস্তার লাভ করবে। এমন কি তা নির্ধারিত অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাবে। আর তুমি এ সময়টাতে পরিণত হবে তন্দ্রা ও নিদ্রার বন্দি ও শিকারে।

সুতরাং তুমি ঘরে হাঁটা-চলা বা বাইরে বের হওয়া কিংবা বন্ধু-বান্ধবের সাথে শিক্ষামূলক কোনো আলোচনার মাধ্যমে তন্দ্রা দূর করার চেষ্টা করো। কিংবা এমন কোনো মাধ্যম গ্রহণ করো যাতে তন্দ্রার প্রভাবটা দূর হয়ে যায় এবং ইলম তলবের প্রভাবটা প্রাধান্য পায়। এভাবে চলতে থাকলে নিঃসন্দেহে তুমি একদিন সফল হবে।

---

২০৯. সালমান বলেন, তন্দ্রা প্রতিরোধকারী যে সব কাজের কথা এখানে উল্লিখিত হয়েছে আমার মহামান্য পিতা তন্দ্রাচ্ছন্নতা প্রতিরোধে এরচেয়ে অনেক বেশী পন্থা অবলম্বন করতেন এবং এ সবের মাধ্যমে দেহ ও মন-মস্তিষ্ককে নতুনভাবে উজ্জীবিত করে তোলার প্রয়াস চালাতেন। তাই তাঁকে কখনো দেখা যেত, লেখালেখি বা মুতালাআ থামিয়ে দিয়ে উচ্চ আওয়াজে কোরআন তিলাওয়াত বা কবিতা আবৃত্তি করছেন, অথবা কখনো কফি বা কমলার রস পান করছেন বা সামান্য পায়চারী করছেন। অথবা লোবান (চুয়িংগাম জাতীয় কিছু) চিবাচ্ছেন, কিংবা বীজ বা এ জাতীয় কিছু চুষছেন।

আল্লাহ তাঁকে ইলম ও আমল, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা এবং ইলমের প্রতি অনুরাগ ও পরিজনের প্রতি কল্যাণকামিতাসহ কত গুণই না দিয়েছেন!

ছাত্র ও মুহিব্বিনদের জন্য তিনি অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সারনির্যাস তুলে ধরতেন। তারপর লোকেরা এসে স্বচ্ছন্দ্যে তা গ্রহণ করত এবং অন্যায়ভাবে নিজেদের নামে চালিয়ে দিত।

www.QuranerAlo.net

কবি আবুল আতাহিয়া রহ. বলেন :

لَنْ يُصلح النفس إذ كانت مدبرة ✪ إلا التنقُّل من حال إلى حال

অর্থ : মন যখন পশ্চাদপদ হয়ে পড়ে তখন নিজের অবস্থার পরিবর্তন ছাড়া তার সংশোধন কিছুতেই সম্ভব হয় না।

আর ইতোপূর্বে তো ইমাম মুহাম্মাদ ইবন হাসান ও ঘুমের সাথে তাঁর সংগ্রাম সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। তবুও পূর্ণ মুনাসাবাত তথা বিষয় সম্পৃক্ততার কারণে এখানে আবার বর্ণনা করছি।

আল্লামা হাফেজুদ্দীন কারদারী রহ. مناقب الإمام أبي حنيفة গ্রন্থে[২১০] ইমাম মুহাম্মাদ ইবন হাসান 'আশ শায়বানী' রহ. এর জীবনীতে বর্ণনা করেন যে, তাঁর শাগরেদ মুহাম্মাদ ইবন সামাআ বলেন, মুহাম্মাদ ইবন হাসান রাত্রিকে তিনভাগে বিভক্ত করতেন। একভাগে ঘুমাতেন, একভাগে নামায পড়তেন, আর একভাগে পড়ালেখা করতেন।

আর তিনি ইলম অর্জনে এত ব্যস্ত থাকতেন যে, কাপড় ময়লা হয়ে যেত কিন্তু তা পরিবর্তনের সময়টুকু তাঁর হতো না। এমন কি অন্য একটি কাপড় এনে না দিলে তিনি তা পরিবর্তন করতেন না।

আর তিনি জামা খুলে বসতেন এবং তাঁর পাশে অনেক পুস্তিকা থাকতো, একটি নিয়ে কিছুক্ষণ পড়ে রেখে দিতেন, তারপর আরেকটি নিতেন।

আর (ঘুম তাড়াতে) তাঁর সামনে থাকতো পানির পাত্র। তিনি অতি সামান্য ঘুমাতেন।

একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, আপনি ঘুমান না কেন? তিনি বললেন, কীভাবে আমরা ঘুমাতে পারি? আমাদের উপর ভরসা করে যে, মুসলমানরা ঘুমিয়ে আছে! আর তারা তো বলে থাকে, যখনই আমাদের সামনে কোনো সমস্যা আসে তখন আমরা তা তাঁর সামনে পেশ করি। আর তিনি এর সমাধান করে দেন। তবে বলো তো দেখি, আমিই যদি ঘুমিয়ে যাই তাহলে তা কি দ্বীনের ক্ষতির কারণ হবে না?

তারপর তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি জামা খুলে ফেলেন কেন? তিনি বলেন, ঘুমের সৃষ্টি উষ্ণতা থেকে। আর উষ্ণতা আসে কাপড় থেকে। তাই

---

২১০. ২ : ৪৩৫।

www.QuranerAlo.net

Contents

যখন আমার ঘুম পায় তখন কাপড় খুলে নেই এবং শরীরে পানি ছিটিয়ে দেই।

আর অধিক পুস্তিকা নিয়ে বসার কারণ বর্ণনা করতঃ তিনি বলেন, ইলম গুরুভার, এক প্রকার ইলম অধ্যয়ন করতে করতে ভারী মনে হলে নবউদ্যমের আশায় প্রকার পরিবর্তন করে নিই।

ইমাম ফাকীহ আল্লামা কাযী আহমাদ ইবন উমরুল মুযাজ্জাদ ইয়ামানী আযযুবাইদী রহ. এর যখন পড়ালেখা ও অধ্যয়ন করতে করতে বিরক্তি এসে যেত তখন "মাকামাতে হারীরী" আনতে বলতেন এবং (কিছুটা বিনোদনের উদ্দেশ্যে) তা মুতালাআ করতে থাকতেন। এমনকি তিনি এ কিতাবটিকে 'মিঠাই-পাত্র' বলে অবহিত করতেন। এমনই উল্লিখিত রয়েছে— النورُ السافرُ عن أخبارِ القرنِ العاشِر গ্রন্থে তাঁর জীবনীতে।[২১১]

শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্টের জন্যই নিয়োজিত হও

এমন কিছু ইলম ও জ্ঞান রয়েছে যেগুলোর উপকারিতা ৎ. নির্ভরতা এবং গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা খুব অল্প। সেগুলোর অর্জনে হয়তো জ্ঞান-জগতে পূর্ণতা আসে, সমৃদ্ধি ঘটে, তবে অর্জন না করলে তেমন লোকসান বা ঘাটতি হয় না কিংবা খুব একটা কমতি রয়ে যায় না। এ জাতীয় বিষয়ে দীর্ঘ সময় ব্যয় না করা এবং মেধা ও মস্তিষ্ককে বেশী ব্যস্ত না করা উচিৎ। কেননা অশ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্টে মগ্নতা তো উৎকৃষ্ট ও অত্যুৎকৃষ্টে পৌছার পথে বাধা ও প্রতিবন্ধক বৈ কিছু নয়। তা ছাড়া এতে সময়ও যথেষ্ট ব্যয় হয় এবং শারীরিক উদ্যম ও মানসিক আগ্রহও কখনও কখনও স্তিমিত হয়ে যায়। ফলে মানুষ কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে ও চূড়ান্ত শিখরে পৌছতে অক্ষম হয়ে পড়ে। কখনও কখনও এদিকে ইঙ্গিত করেই আরব কবি ছালেহ বিন আবদুল কুদ্দুছ র. বলেছেন—

و إذا طلبتَ العلمَ فاعلمْ أنه ✪ حملٌ فأبصرْ أيَّ شئ تحمِلُ

وإذا علمتَ بأنه متُفاضلٌ ✪ فاشغلْ فؤادَك بالذى هو أفضلُ

অর্থ : জ্ঞান যদি অন্বেষণ করতে চাও তবে জেনে রাখ, তা কিন্তু একটি বোঝা। সুতরাং ভেবে দেখ, কিসের বোঝা তুমি বহন করছ। আর যখন

---

২১১. পৃ. ১৩০।

www.QuranerAlo.net

তুমি বুঝতে পারছ তার মাঝে মর্যাদায় তারতম্য রয়েছে তখন তোমার উচিৎ সর্বোৎকৃষ্টের জন্যই তোমার কলবকে মশগুল করা।

সুতরাং প্রতিটি মানুষের এবং প্রত্যেক জ্ঞানীর উচিৎ তার মন ও মস্তিষ্ককে, মেধা, মনন ও চিন্তা-ভাবনাকে এবং মূল্যবান সম্পদ– সময়কে শ্রেষ্ঠতর কর্ম এবং উৎকৃষ্টতর উপার্জনে ব্যয় করা। তাহলেই সে পেতে পারে শ্রেষ্ঠত্বের সন্ধান।

আর এজন্যই মাশায়েখগণ বলেছেন : ইলম কীভাবে শিখবে তাও তোমরা শিখে নাও। কারণ এর কোনো অন্ত নেই।

ইমাম আবদুর রহমান ইবন মাহদী রহ. বলেন, ইলমের (ইলমুল হাদীসের) ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি ইমাম হতে পারবে না, যে 'শায' তথা বিরল ও অপ্রচলিত ইলম গ্রহণ করে এবং যা শোনে ও যার থেকে শোনে– যাচাই-বাছাই ছাড়া তা-ই বর্ণনা করে।[২১২]

ইমাম আবদুর রহমান ইবন মাহদী আরো বলেন, জয়ীফ রাবী বা অনির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের হাদীস লেখায় ব্যস্ত হওয়া কারো জন্য উচিৎ নয়। কারণ এর দ্বারা দুর্বল বর্ণনাকারীদের হাদীস যে পরিমাণ তার লেখা হয় তার চেয়ে বেশী বিশ্বস্ত রাবীদের বর্ণনা থেকে সে বঞ্চিত হয়।[২১৩]

যারা গুরুত্বপূর্ণ হাদীস ছেড়ে গুরুত্বহীন হাদীসের প্রতি মনোনিবেশ করে তাদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম আহমদ রহ. সুস্পষ্টভাবে বলেন, যারা সহীহ ও মশহুর হাদীস ছেড়ে গরীব ও শায হাদীসের প্রতি মনোনিবেশ করে, তাদের বোধশক্তি কতই না স্বল্প ও দুর্বল![২১৪]

আর আবু উবাইদা মা'মার ইবন মুছান্না রহ. বলেন, যে গুরুত্বহীন কাজে নিজেকে ব্যস্ত করে রাখলো গুরুত্বপূর্ণ কাজের ক্ষেত্রে নিশ্চিত সে ক্ষতির শিকার হল।[২১৫]

ইবন শিরিন বলেন : ইলম এত অধিক যে, তা কোনোভাবেই তার পূর্ণাঙ্গ অর্জন সম্ভব নয়। তাই তোমরা প্রত্যেক বিষয়ের সর্বোত্তমটা গ্রহণ করো।[২১৬]

---

২১২. ইবন আবি শামা রচিত المرشدُ الوجيزالى علوم تتعلق بالكتاب العزيز : পৃ. ১৭৯

২১৩. খতীব বাগদাদী রচিত– الكفاية পৃ. ১৩৩।

২১৪. الكفاية পৃ. ১৪২।

২১৫. توجيه النظر : ২ : ৭২০।

www.QuranerAlo.net

কবি বলেন,

لنْ يبلغَ العلمَ جميعًا أحدٌ ✪ لا ولو حاوَلَه ألفَ سنةِ

إنما العلمُ عميقٌ بحرُهُ ✪ فخذوا من كل شيءٍ أحسنَه

অর্থ : হাজার বছরের সাধনায়ও ইলমের সবটুকু অর্জন কারো পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ তা যে এক সুগভীর সমুদ্র। সুতরাং তুমি প্রতিটি শাখার সর্বোত্তমটুকুই গ্রহণে সচেষ্ট হও।

আর হাফেজ খতিব বাগদাদী রহ. বলেন, ইলম হলো সুবিশাল সমুদ্রতুল্য; যার পরিমাপ করা যায় না এবং এমন খনিতুল্য যার মূল্যবান দ্রব্যাদি কখনো শেষ হয় না। তাই তুমি তার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি অর্জনেই মনোনিবেশ করো। কারণ যে গুরুত্বহীন বস্তুতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি তার হাতছাড়া হবেই।

আর এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন সুবিজ্ঞ ও বিচক্ষণ আলেম এবং বিশিষ্ট কবি ও বাগ্মী আব্বাস ইবন হাসানুল আ'লাবী রহ.। তিনি ছিলেন খলিফা হারুনুর রশীদ এবং তাঁর পরবর্তী খলিফা মামুনের ঘনিষ্ঠ সঙ্গীদের অন্যতম।[২১৭] তাঁর

---

২১৬. কোনো কোনো বর্ণনায় এ বক্তব্যটি ইবন আব্বাস মুযাসসার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। مختار العقد الفريد : পৃ. ১১

২১৭. খতীব রহ. تاريخ بغداد কিতাবের ১২ : ১২৬ পৃষ্ঠায় বলেন, আব্বাস ইবন হাসান মদীনার অধিবাসী ছিলেন। খলীফা হারুনুর রশিদের সময়ে তিনি বাগদাদ আগমন করেন এবং তাঁর সঙ্গী হিসাবে সেখানে অবস্থান করেন। পরবর্তিতে তিনি খলীফা মামুনেরও সঙ্গ লাভ করেন। তিনি একজন সুবিজ্ঞ আলিম ও সুস্পষ্টভাষী কবি ছিলেন। তাঁর মৃত্যু সন সম্পর্কে জানা যায়নি।

আবদুল্লাহ ইবন মুসলিম রহ. বলেন, আব্বাস ইবন হাসান একবার খলীফা মামুনের ফটকের সামনে উপস্থিত হলেন। তখন দারোয়ান তাঁর দিকে তাকিয়ে দৃষ্টি আনত করল। তখন তিনি তাকে বললেন,

لو أُذِنَ لنا لَدخلْنا، ولو اعتُذر إلينا لَقَبلنا، ولوصُرِفْنا

لانصرفْنا، فأما اللفتة بعد النظرة فلا أعرفها

অর্থ : যদি অনুমতি হয় তাহলে আমরা প্রবেশ করবো। আর যদি ওজর পেশ করা হয় তবে তা মেনে নেব। আর যদি ফিরিয়ে দেয়া হয় তাহলে ফিরে যাব। দৃষ্টি দেয়ার পর তা ফিরিয়ে নেয়ার অর্থ তো আমি বুঝি না।

এরপর তিনি কবিতা আবৃত্তি করেন :

وما عن رضا كان الحمار مطيقى ✪ ولكن من يمشى سيرضى بما ركب

www.QuranerAlo.net

মূল্যবান উপদেশ এখানে পূর্ণরূপে উল্লেখ করাটাকে আমি ভালো মনে করছি। কারণ তা বহু গভীর চিন্তা-চেতনা ও মার্জিত ভাষাশৈলীর স্মারক।

ইলমের গুরুত্বপূর্ণ শাখাগুলোতেই মগ্ন হও

আব্বাস আলভী রহ. বলেন, "জেনে রাখ, তোমার মেধা ও মস্তিষ্ক জ্ঞানের সকল শাখা, এমনকি কোন একটি শাখার সকল প্রশাখাকেও পরিবেষ্টন করতে পারবে না। তাই তাকে গুরুত্বপূর্ণ ও অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়েই ব্যস্ত রাখ। কেননা, গুরুত্বহীন ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে মস্তিষ্ককে তুমি যতটা সক্রিয় করবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ততই অবজ্ঞা ও অবহেলার শিকার হবে।

তেমনিভাবে তোমার ধন-সম্পদ সকল মানুষকে অভাবমুক্ত করে দিতে পারবে না। তাই শুধু হক্কপন্থীদের জন্যই তা ব্যয় কর। কেননা, যখন তুমি সম্পদকে অন্যায় পথে ও অসৎ জনে ব্যয় করবে, তখন সৎপথে ও সৎজনের জন্য ব্যয় করতে চাইলেও তুমি তা পাবে না।

আর তোমার সম্মান-মর্যাদা সাধারণ-অসাধারণ নির্বিশেষে সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়বে না। শাব্দিক অর্থেই সবাই তোমার মর্যাদা বুঝবে না এবং তোমাকে সম্মান করবে না। সুতরাং তুমি শুধু গুণবান ও মর্যাদাবানদের থেকেই তা কামনা কর। কেননা যখন তুমি হীন ও নীচ লোকদের থেকে সম্মান ও মর্যাদা কামনা করবে তখন গুণবান ও মর্যাদাবানদের কাছে তোমার অবস্থান হারাবে।

আর দিন-রাত্রিতে তুমি যদি অবিরাম পরিশ্রম করে চল, অধ্যবসায়ী হয়ে কাজে আত্মনিয়োগ কর তবুও তোমার প্রয়োজন পূর্ণ হবে না, কাজ ফুরোবে না। তাই সহনীয় পর্যায়ে মেহনত-মোজাহাদা এবং প্রয়োজনমত বিশ্রামের মাঝেই দিন-রাতকে ভাগ করে নাও এবং শুধু প্রয়োজনীয় কাজেই মশগুল

অর্থ : না চাইতেও গাধাই এখন আমার বাহন। মূলত যে সর্বদা হেঁটেই চলে সে আরোহণের যা-ই পায় তাতেই তুষ্ট হয়।

এরপর খতীব রহ. তাঁর এই নছীহত ও ওসীয়ত তাঁর জীবনীতে উল্লেখ করেছেন। আর বলেছেন তা ছিল অত্যন্ত সাহিত্যপূর্ণ ও উপকারী নছীহত।

সালমান বলেন, আমি অনুরূপ নছীহত ইবন মুকাফফা'আর الأدب الكبير কিতাবের প্রথম দিকে পেয়েছি। আর তিনি তো আব্বাস আল আলাবীর পূর্বেকার মানুষ ছিলেন। সুতরাং বাণীটির প্রবক্তা সম্পৃক্ততার বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধ।

www.QuranerAlo.net

Contents

থাক। কেননা, যখন তুমি অপ্রয়োজনীয় কাজে মশগুল হবে তখন স্বভাবতই প্রয়োজনীয় কাজ তোমার হাতছাড়া হতে বাধ্য।"[২১৮]

---

২১৮ এরপর আমরা দেখি, পরীক্ষার দিনগুলোতে তালিবে ইলমের কাছে এমন সকল কাজ ও এমন বিষয়ের অধ্যয়ন সুখকর হয়ে উঠে, যেগুলো পরীক্ষায় উদ্দিষ্ট নয়। তখন তার মাঝে দেখা যায় উদ্দিষ্ট বিষয়ের প্রতি অনিহা ও অনাগ্রহ। এটি মূলত মনের রোগ এবং উদ্যম ও মনোবলের দুর্বলতার প্রমাণ। কারণ উদ্দিষ্ট জ্ঞানচর্চায় যেমন রয়েছে কষ্ট ও চাপ, তেমনি রয়েছে আদায়ের আবশ্যকতার বিড়ম্বনা। ফলে তা দুর্বল চিত্ত ব্যক্তির জন্য ভারী হয়ে দাঁড়ায়।

আর অনুদ্দিষ্ট জ্ঞানচর্চায় তেমন কোনো কষ্ট নেই। কারণ তা মানসিকভাবে কোনো চাপ সৃষ্টি করে না। তাই তা হালকা মনে হয়। সুতরাং বুদ্ধিমান যেন এই ক্ষেত্রে প্রবৃত্তি বা মনের চাহিদার ডাকে সাড়া দেয়া থেকে সতর্ক ও বিরত থাকে। কারণ তা শয়তানের ছল-চাতুরী এবং সঠিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকে দূরে সরে থাকার ভ্রান্তি। (আল্লাহই সঠিক পথ প্রদর্শনকারী।)

সালমান বলেন, আমি কিছু কিছু ছাত্রের মাঝে– বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়াদের মাঝে অন্য একটি আপদ লক্ষ্য করেছি, তা হলো পাঠ্যসূচীর প্রতি অনাগ্রহ। আর তা তাদের এই ভ্রান্ত ধারণা ও খোঁড়া যুক্তির কারণে যে, তাতে (পাঠ্যসূচিতে) বিশেষ কোনো ইলম নেই।

তাদেরকে দেখা যায় পাঠ্যসূচীভিন্ন কিতাবাদি এবং মাশায়েখদের বক্তৃতা ও লেকচারের প্রতি বেশী আগ্রহী। বলা যায়, তাদের অবস্থা হলো ঐ ব্যক্তির মতো, যে ফরয ছেড়ে নফল এর প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠে। নীতিকথা রয়েছে যে, প্রবৃত্তির অনুসরণের অন্যতম আলামত হলো, ওয়াজিব আদায়ে অলসতা করে নফলের প্রতি তৎপর হওয়া।

আর তাদের এই যে দাবী, পাঠ্যসূচিতে তেমন কোনো ইলম নেই, তা বিভ্রান্তি ও খোঁড়াযুক্তি। কারণ যদি তাদের মাঝে প্রেরণা ও সাধনার মানসিকতা থাকতো তাহলে তারা পাঠ পূর্ণ করে তারপর ভিন্ন কোন অধ্যয়নে ও মাশায়েখদের ভাষণ ও লেকচারের প্রতি মনোনিবেশ করতে পারত। কিন্তু তা না করে যখন পাঠ্যগ্রন্থাদি তাদের কাছে ভারী মনে হয় তখন অলস মনোবৃত্তির কারণে সেগুলোর প্রতি তারা অমনোযোগী হয়ে ওঠে এবং আত্মপ্রতারণার আশ্রয় নিয়ে এই ভ্রান্ত যুক্তি দাঁড় করায় যে, সেসব গ্রন্থে তেমন গুরুত্বপূর্ণ ইলম নেই।

হ্যাঁ এ কথা সত্য যে, পাঠ্যসূচীতে সকল প্রকার ইলম নেই এবং তা-ই পূর্ণাঙ্গ ইলম নয়। বরং এগুলো হল ইলমের ভাণ্ডারের চাবি-কাঠি।

সুতরাং হে বন্ধু! সঠিকভাবে 'চাবিগুচ্ছ' ধারণ করো এবং দরজা খুলে ভাণ্ডারে প্রবেশ করো।

আর এও সত্য যে, প্রকৃত ইলম রয়েছে উলামাদের উদ্দেশ্যে সফর করা, তাঁদের দরবারে দীর্ঘ সময় ব্যয় করা, তাদের সামনে কিতাবের পর কিতাব পড়া ও প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যে কোন বিষয় স্পষ্টরূপে বোঝার মাঝেই। তবে একথা মনে-প্রাণে

www.QuranerAlo.net

সালাফের জীবনী অধ্যয়ন কর

এ হল পূর্ববর্তী ইমাম ও আলিমদের চিন্তা ও চেতনা, ভাব ও ভাবনা এবং সময়ের ব্যাপারে তাঁদের মূল্য ও মূল্যায়নের কতক খণ্ডচিত্র। বরং বলা ভাল, তাঁদের অল্প ক'জনের জীবনের সামান্য অংশের উপর একটি ত্বরিত দৃষ্টি মাত্র। সবার কৃতিত্ব ও গুণাবলীর উল্লেখ করা হলে তো এটি শত খণ্ডের বিশাল গ্রন্থে পরিণত হবে এবং এর রচনায় একাধিক জীবনকালের প্রয়োজন হবে। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা তো ছিলেন ইসলামের গৌরব, বরং সমগ্র মানবজাতি ও মানবতার গর্ব ও অহংকার।

কবি কত সুন্দর করে বলেছেন,

أولئك قومٌ شيَّد الله فخرَهم ✪ فما فوقَه فخرٌ وإن عَظُم الفخرُ

অর্থ : আল্লাহ তাঁদের গৌরবকে করেছেন সুদৃঢ় ও সমুন্নত
এর উর্ধ্বে নেই কোন গৌরব, হোক না তা বিশাল ব্যাপ্ত।

هكذا هكذا تكونُ المعالِي ✪ طُرقُ الجدِّ غيرطرقِ المزاح

فأكرمْ بفرعٍ هؤلاء أصوله ✪ وأعظمْ ببيتٍ هؤلاء قواعده

অর্থ : উচ্চতা ও আভিজাত্য তো এমনই হয়। তা সাধনা ও মোজাহাদার পথ; আনন্দ-রসিকতার নয়। সুতরাং ঐ শাখা (অধঃস্তনপুরুষ) কত সম্মানার্হ, এরা যাদের শিকড় (উর্ধ্বঃস্তন)! আর ঐ বাড়ী কত মর্যাদাপূর্ণ এরা যার খুঁটি!!

✪ ✪ ✪ ✪ ✪

বিশ্বাস রাখতে হবে যে, বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী যুগের চাহিদা পূরণ এবং প্রকৃত ইলম অর্জনের মাধ্যম বিশেষ আর তোমার জন্য আবশ্যকীয় অর্জনীয় বিষয়।
আর তাতে অবহেলা করা তোমার ক্ষতি ও পিছিয়ে পড়ার কারণ। সুতরাং সর্বোত্তম পন্থা– তথা মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর। এবং বিদ্যালয়ের পাঠ এবং বাইরের অধ্যয়ন ও মাশায়েখদের মজলিস ইত্যাদির মাঝে সমন্বয়-সাধন কর। আর প্রতিটি বিষয়ে গুরুত্ব ও প্রয়োজন উপলব্ধি করে চলো। (আল্লাহই উত্তম পথের দিশারী এবং তৌফিকদাতা)
আরেকটি বিষয় গুরুত্বের সাথে স্মরণ রাখা দরকার– পাঠ্যপুস্তক বহির্ভূত অধ্যয়ন যেন অবশ্যই শিক্ষকের নির্দেশনায় হয়। অন্যথায় এলোপাথাড়ি পড়া লেখায় লাভের চে'- অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতিই বেশী হওয়ার আশঙ্কা থাকে। আল্লাহ তা'আলা হেফাযত করুন। (অনুবাদক)

www.QuranerAlo.net

এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে যা কিছু উল্লেখ করা হল তা পাঠের পর তো আর পাঠকের আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, যদি তিনি শোনেন যে, অমুক আলেম শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন বা অমুকের রচনা-সম্ভার জ্ঞানের সকল বিষয়ের আলোচনায় যথেষ্ট সমৃদ্ধ, কিংবা এ জাতীয় কিছু। এ ধরনের কর্ম-কীর্তি বা বক্তব্যকে অসম্ভব মনে করারও কিছু নেই। কেননা, এর হেতু বা কারণ, উপায় ও উপকরণ তো আমাদের জানা হয়ে গেছে– তাঁরা সময়ের সদ্ব্যবহার করেছেন, অহেতুক অনর্থক কাজ থেকে বিরত থেকেছেন, জীবনের সংক্ষিপ্ততা ও সময়ের গতিধারা সম্পর্কেও সজাগ থেকেছেন। প্রতিটি ঘণ্টা-মিনিট, এমনকি প্রতিটি মুহূর্তের ক্ষেত্রে তাঁরা প্রতিযোগিতা করেছেন। ফলে এ সকল মহা কীর্তি ও স্মরণীয় কর্ম তাঁরা আঞ্জাম দিতে পেরেছেন।

✪ ✪ ✪ ✪ ✪

হৃদয়ের বিনোদন

যেমনিভাবে তাঁরা (পূর্ববর্তী মনীষীগণ ইলমকে ভালোবাসতেন, তার সাধনায় সদা ব্যস্ত থাকতেন এবং এর তলবে আত্মনিবেদন করতেন তেমনিভাবে তাঁরা ইলমের চর্চায় হৃদয়ের বিনোদন এবং কিতাবের মুতালাআয় আত্মার প্রশান্তি অনুভব করতেন।

আল্লামা ইয়াকুত হামাভী রহ. معجم الأدباء গ্রন্থে[২১৯] ভাষাবিদ আবু মুহাম্মাদ ইবন হাসান ইবন দুরাইদ রহ. এর জীবনীতে লিখেন, "আমি আবু সাদ সামআনীর التحبير কিতাবে একটি ঘটনা পড়েছিলাম যে, আবু সাদ সামআনী বলেন, আমি আমীর আবু নাছের আহমাদ ইবন হাসান মিকালীকে বলতে শুনেছি, একদিন আমরা ইবন দুরাইদের উপস্থিতিতে বিনোদন কেন্দ্র ও দর্শনীয় স্থানগুলোর ব্যাপারে আলোচনা করছিলাম। তখন একজন বললো, সবচে' সুন্দর ও মনোরম বিনোদন কেন্দ্র হল, দামেশকের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ উর্বর মরুদ্যান। আরেকজন বলল, 'সমরকন্দের যুগদ'। আরেকজন বললো, বাদগাদের 'নাহরা-ওয়ান'। অন্য একজন বললো, পারস্যের 'বাওয়ান' উপত্যকা। তখন আরেকজন বললো, বলখের নৌবিহার।

২১৯. খ. ১৮, পৃ. ১৪২।

www.QuranerAlo.net

Contents

এসব কথা শুনে ইবন দুরাইদ বলেন, এগুলো তো সব চোখের বিনোদন, কিন্তু তোমরা হৃদয় ও মনের বিনোদনের কথা ভাবছো না কেন? তখন আমরা বললাম, হে আবু বকর! তা আবার কী? তিনি বলেন, কুতাবী রহ.[২২০] এর 'عيون الأخبار' ইবন দাউদের 'الزهرة' এবং ইবন আবু তাহেরের 'قلق المشتاق' কিতাবসমূহ। এগুলোতে যে চিত্তবিনোদন ও আত্মার প্রশান্তি রয়েছে তা আর কোথায় খুঁজে পাবে তোমরা!

তারপর আবৃত্তি করেন–

ومنْ تكُ نزهتَه قينةٌ ✪ وكأسٌ تُحثُّ وَكأسٌ تُصَبُّ

فنُزهتُنا واستراحتُنا ✪ تلاقِ العيونِ ودرسُ الكتبْ

অর্থ : যাদের বিনোদন হয় রূপসী গায়িকার সুরছন্দে আর পেয়ালার পর পেয়ালা সুরা পানে– তা হোক, তবে আমাদের বিনোদন ও আত্মার প্রশান্তি হল চোখের মিলনে ও কিতাবের অধ্যয়নে।

কোন আলেমকে জিজ্ঞাসা করা হলো, সাহিত্যচর্চা ও গ্রন্থাদি অধ্যয়নে আপনার আনন্দ কোন পর্যায়ের? তখন তিনি বললেন, তা নিয়ে একান্ত হওয়াই আমার প্রকৃত তৃপ্তি, আর তাতে মনোনিবেশ করাই আমার প্রকৃত বিনোদন।

আর তুমি যদি বল, বাগানের ফুলকলি ও পুষ্পরাজি দৃষ্টিশক্তিকে প্রখর করে আর তার সৌন্দর্য দৃষ্টিকে পুলকিত করে, তাহলে আমি বলব, কিতাবের 'বাগান' জ্ঞানকে দীপ্তিময়, মেধাকে ক্ষুরধার, হৃদয়কে উজ্জীবিত এবং স্বভাবকে তৎপর করে। আর মস্তিষ্কের সুপ্ত নির্যাসকে বের করে এবং হৃদয়ে সমাহিত বিষয়কে উদ্ধার করে। তাছাড়াও তা একাকীত্বকে বিদূরিত করে ও নিঃসঙ্গতায় সঙ্গদান করে। আর তার বিরল জ্ঞানগম্যি তৃপ্তিদান করে এবং অভিনব শিক্ষাদীক্ষা আনন্দ দান করে।

---

২২০. তিনি হলেন, আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবন মুসলিম ইবন কুতাইবীয়া দিনাওরী। তিনি বহুশাস্ত্রবিদ ও বিশেষজ্ঞ লেখক। তাঁর দাদা কুতাইবীর দিকে নিসবত করে তাকে 'কুতাবী' বলা হয়। যেমনটি– সামআনীর الأنساب কিতাবে (১০ : ৩৪০) এসেছে।

www.QuranerAlo.net

সে নিজের স্বার্থ না দেখে অন্যকে উপকার করে, গ্রহণ না করে সর্বদাই দান করে। আর কোনো কষ্ট-ক্লেশ ও কোনোরূপ বিরক্তি ছাড়াই তার স্বাদ তোমার হৃদয়কে তৃপ্ত ও পরিতৃপ্ত করে।[২২১]

জামীলুল আ'জম দামেস্কীর আশ্চর্য কিতাব

উস্তায জামীলুল আ'জম দামেস্কী র. (মৃত্যু-১৩৫২ হিজরী) একটি কিতাব লিখেন, যার নাম عقود الجوهر في تراجم من لهم خمسون تصنيفا فمئة فأكثر এতে তিনি এমন বহু ওলামায়ে কেরামের কথা উল্লেখ করেন যাঁরা বহু গ্রন্থ রচয়িতা হিসেবে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ। যেমন ইবন জারীর তাবারী, ইবনুল জাওযী, ইমাম নববী, ইবন সীনা, ইমাম গাযালী, ইবন হাজার আসকালানী, বদরুল আইনী, সুয়ূতী, ইবন তাইমিয়া, ইবনুল কায়্যিম, আলী ক্বারী, শায়খ মুনাভী, আবদুল গণী নাবলুসী, আবদুল হাই লাখনুভীসহ আরও অনেকের– যাদের প্রত্যেকেরই গ্রন্থ সংখ্যা পঞ্চাশ বা একশ'র উপরে– তাঁদের জীবনী বা জীবনীর অংশ বিশেষ উল্লেখ করেন।

এ ধরনের গ্রন্থ ও এ জাতীয় মনীষীদের জীবনী যখন কেউ পড়বে তখন স্বভাবতই তা তাকে উদ্বুদ্ধ করবে সময়ের মূল্য উপলব্ধি করণে এবং তার যথাযথ মূল্যায়নে।

পাঠক যদি দৃঢ় মনোবল ও কঠিন সংকল্পের অধিকারী হন তবে– আল্লাহ চান তো– তিনিও তাঁদের কাতারে গিয়ে দাঁড়াতে পারেন, তাঁদের দলে শামিল হতে পারেন। তিনিও রেখে যেতে পারেন ত্রিশ, চল্লিশ বা পঞ্চাশের অধিক গ্রন্থ।

ويزيد الله في الخلق ما يشاء، ويختصّ برحمته مَنْ يشاء والله واسع عليم-

(তরজমা : আল্লাহ সৃষ্টির মাঝে যা ইচ্ছা বৃদ্ধি ঘটান এবং যাকে ইচ্ছা স্বীয় রহমত দ্বারা বিশেষিত করেন। আর তিনি তো মহা দানশীল ও মহাজ্ঞানী।)[২২২]

---

২২১. আবু ইসহাক হুছরী রহ. লিখিত زهر الآداب وثمر الألباب গ্রন্থের ১ : ১৮৪ থেকে নেয়া।

২২২. সালমান বলেন, আমার সম্মানিত পিতার জীবনে এবং তাঁর ইলম ও কর্মের মাঝে আল্লাহ তা'য়ালা ভরপুর বরকত দিয়েছেন। আমি তাঁর রচিত ষাটোর্ধ্ব কিতাব দেখেছি। আর এই সংখ্যাটি ঐ সকল কিতাবের গণনা ব্যতীত যেগুলো তিনি

www.QuranerAlo.net

Contents

সময় ও জীবনের প্রবাহ সম্পর্কে সচেতন হও

হে তালিবুল ইলম! জীবনের গতি ও প্রবাহ সম্পর্কে এবং সময়ের গুরুত্ব ও মূল্য সম্পর্কে সজাগ এবং সতর্ক হও। কারণ হৃদয় ও দৃষ্টির ব্যাপারে (তথা চিন্তা ও দর্শন থেকে শিক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে) উদাসীনতার ফলাফল বড়ই তিক্ত ও বিস্বাদ।

অথচ অবস্থাদৃষ্টে তো মনে হয়, মানুষ যেন মৃত্যু থেকে বহু দূরে। কিন্তু হায়, তারা কি প্রতিনিয়ত খাঁটিয়া বহন ও জানাযার দৃশ্য দেখছে না! গতকালের বন্ধু ও প্রিয়জনকে কি তারা আজ সমাহিত করছে না!

বিশিষ্ট আলেম ও প্রখ্যাত আবেদ শিহাবুদ্দীন আবু আব্বাস আহমদ ইবন সুলাইমান ছিকীল্লী রহ. (মৃত্যু ৭৭৮ হিজরী) এর প্রতি আল্লাহ করুণার বারিধারা বর্ষণ করুন। (আমীন)। কারণ কবিতার সুরে সুরে তিনি কত সুন্দর কথা বলতেন :

يا غفلةً شاملةً للقوم ✪ كأنما يرونها في النوم

ميتُ غدٍ يحمل ميتَ اليوم[২২৩]

অর্থ : হায় আফসোস! গোটা জাতিকে ছেয়ে ফেলা উদাসীনতার কারণে। যেন তারা মৃত্যুকে ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন মনে করছে!! অথচ আগামীকালের 'মরহুম' যে আজকের 'মরহুমের' খাঁটিয়া বয়ে নিয়ে চলছে!!!

প্রকাশ করবেন ভেবে রেখেছিলেন। (আল্লাহ সেগুলো প্রকাশ করা সহজ করে দিন। আমীন) এবং ঐ সকল কিতাবেরও গণনা ব্যতীত যেগুলো তিনি প্রকাশ করতে চেয়েও বিশেষ উদ্দেশ্যে তা থেকে বিরত থেকেছেন।

আর এসব কিছু সম্ভব হয়েছিল তাঁর উচ্চ মনোবল, সময়ানুবর্তিতা এবং তা সংরক্ষণে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবের কারণে।

আর তিনি বলতেন যে, তাঁর রচিত কিতাব ও গবেষণাগ্রন্থ এই পরিমাণ হওয়ার কল্পনাও কখনো তিনি করতেন না। এটা ছিল তাঁর প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ। আল্লাহ ইলম ও আহলে ইলমের পক্ষ থেকে তাঁকে পূর্ণ জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমীন।

২২৩. الدرر الكامنة হাফেজ ইবন হাজার, খ. ১, পৃ. ১৬২।

www.QuranerAlo.net

আযান জীবনের অবসান ঘোষণা করে

জেনে রাখ হে প্রিয় তালিবুল ইলম! দৈনিক পাঁচবার আযান শোনার মাধ্যমে জীবনের অতিক্রমণ এবং মৃত্যুক্ষণের ও কবরের দ্রুত নৈকট্যের ব্যাপারে তোমার সজাগ-সতর্ক হওয়া উচিত। কারণ ফজরের আযান ঘোষণা করে জীবনের একটি অংশ তথা একটি রাতের অতিক্রমণের। যোহরের আযান ঘোষণা করে জীবনের আরেকটি অংশ তথা দিবসের একটি বৃহদাংশ ফুরিয়ে যাওয়ার। আর আসরের আযান ঘোষণা করে দিবস সমাপ্তি ঘনিয়ে আসার। মাগরিব ঘোষণা করে গোটা একটি দিন তোমার জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়ার এবং নতুন একটি দিনের রাত্রির আগমন ও সূচনার। আর ইশা...! তা ঘোষণা দেয় আগামী দিনের রাতের একাংশ ফুরিয়ে যাওয়ার এবং অতীতের পাতায় হারিয়ে যাওয়ার।

এমনিভাবে তোমার শ্রুত প্রতিটি আযানই তোমাকে শোনাচ্ছে সীমাবদ্ধ জীবনের একেকটি অংশ হাতছাড়া হয়ে যাওয়া এবং একটু একটু করে কাছে আসা মৃত্যুর ঘোষণা।

তাই বলি বন্ধু! আযানের এই ঘোষণা ও শিক্ষা থেকে এবং এর প্রভাব থেকে তুমি গাফেল ও উদাসীন থেকো না। আহা! জীবন অতিক্রমণের কতই না উত্তম স্মারক এই আযান! যদি তুমি আযানের শেষে দুআ পড় তারপর এই অনুভূতি হৃদয়ে জাগ্রত করো তবে আশা করা যায়– তুমি গাফেল ও উদাসীন হবে না, সদা সজাগ ও সতর্ক থাকতে পারবে।

উচ্চমর্যাদা অন্বেষীর গুণাগুণ

সময় সংরক্ষণে, তার সদ্ব্যবহারে এবং তা থেকে যথাযথ উপকার লাভের দিক-নির্দেশনা প্রদানের উদ্দেশ্যে পূর্ববর্তীগণ আদর্শ তালিবে ইলমের-যে নিজেকে ইলম অর্জনের যোগ্য করে গড়ে তুলতে চায় এবং তাতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে চায়– কিছু অবস্থা ও কতক গুণাগুণ উল্লেখ করত বলেন :

إنه ينبغي أن يكون سريعَ الكتابةِ، سريعَ القراءة ، سريعَ المشي

প্রকৃত তালিবে ইলম লেখায়,
পড়ায় ও চলায় দ্রুত গতি সম্পন্ন হওয়া উচিৎ।

হাফেয ইবন রজব হাম্বলী রহ. রচিত নামক গ্রন্থে শায়খুল ইসলাম আবু ইসমাঈল হারাভী (মৃত্যু : ৪৮১ হি.) রহ. এর জীবনীতে এসেছে, হাফেয

www.QuranerAlo.net

মুহাম্মদ ইবন তাহের মাকদিসী বলেন, আমি আবু ইসমাঈলকে বলতে শুনেছি, মুহাদ্দিসকে অবশ্যই দ্রুত হাঁটা, দ্রুত লেখা ও পাঠে অভ্যস্ত হতে হবে।

দ্রুত চলার উপকারিতা হল, সে অল্প সময়ে বিভিন্ন শায়েখের কাছে যেতে পারবে এবং তাঁদের দরবারে হাজির হতে পারবে।[২২৪] আর দ্রুত লেখা ও পড়া তো হল সময়ের হিফাযতের জন্য এবং অল্প সময়ে বেশী কাজ করা ও অধিক জ্ঞান অর্জন করার জন্য। নিঃসন্দেহে এই গুণগুলো একজন তালিবে ইলমকে অল্প সময়ে অধিক 'পাথেয়' অর্জনে সহযোগিতা করবে।[২২৫]

---

২২৪. ইমাম ইবনুল জাওযী রহ. এর مناقب الإمام أحمد নামক গ্রন্থের ৩২ পৃষ্ঠায় এসেছে, মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল আছ-ছায়েগ রহ. বলেন, একবার আমি বাগদাদের এক সফরে ছিলাম। তখন আহমদ ইবন হাম্বল তার জুতা হাতে নিয়ে আমাদের পাশ দিয়ে দ্রুত যাচ্ছিলেন। মনে হচ্ছিল, যেন তিনি দৌড়াচ্ছেন। তখন আমার পিতা তাঁর মত নিজের কাপড়ের ভাঁজে ধরে বললেন, হে আবু আবদুল্লাহ! তোমার লজ্জা হয় না? কতদিন আর এভাবে এ সকল বালকদের সাথে দৌড়াবে? তখন তাঁর সাদামাটা উত্তর, মৃত্যু পর্যন্ত।
(সালমান বলেন, প্রসঙ্গত বলতে হয়, আবু হুরায়রা, ইবন উমর ও ইবন আব্বাস রা. থেকে মারফু' সূত্রে যে হাদীস বর্ণিত আছে, তথা :

سرعةُ المشي تذهبُ بهاءَ المؤمن

(অর্থ : দ্রুত হাঁটা-চলা মুমিনের দীপ্তি ও ঔজ্জ্বল্য দূর করে দেয়।)
এ হাদীসটি সহীহ নয়। (ইমাম মানাবী রহ. এর فيض القدير গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডের ১০৪ ও ১৪০ পৃষ্ঠায় এমনই উল্লিখিত আছে।)

২২৫. ইসলাম ধর্মের সমুজ্জ্বল বিধানাবলীতে 'দ্রুততা' সম্পর্কে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তার অন্যতম হল যা ইমাম আল-ইয্ ইবনে আবদুস সালাম তাঁর القواعد الكبرى গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৮৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, দ্রুততা কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিন্দনীয় হলেও শরীয়ত অনেক ক্ষেত্রে এর প্রশংসাও করেছে। যেমন জবাই, নহর, কিছাছ তথা হন্তারককে হত্যা ইত্যাদি ক্ষেত্রে মৃত্যুকে সহজকরণের লক্ষ্যে দ্রুততার প্রশংসা করা হয়েছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা সবকিছুর উপর ইহছান (তথা দয়া ও অনুগ্রহ) আবশ্যক করেছেন এবং জবাই ও হত্যার ব্যাপারে কোমল পন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন। এমনিভাবে শাস্তিস্বরূপ অঙ্গকর্তনের ক্ষেত্রেও দ্রুততাই প্রশংসনীয়।
যদি কোনো মুসলমানের জান-মাল বা ইজ্জতের উপর হামলা হয়, তখন যদি আমরা শুধু প্রতিহতই করতে চাই তবুও বিশৃঙ্খলা বাঁধবেই। এ জাতীয় প্রতিহত করণের ক্ষেত্রে এবং লড়াই ও মোকাবেলার ক্ষেত্রেও দ্রুততা শুধু প্রশংসনীয়ই নয়; আবশ্যকীয়ও।

www.QuranerAlo.net

Contents

শায়খ আবদুল ফাত্তাহ বলেন, আমি তার সাথে চতুর্থ একটি গুণ যোগ করতে চাই। আর তা হল, পানাহারে দ্রুততা। কেননা যদি সে দ্রুত খাবার গ্রহণ না করে, বরং তাতে প্রবল আসক্তি রাখে এবং দীর্ঘ সময় ব্যয় করে, তবে দ্রুত পড়ে, লিখে ও চলে যে সময় সে সঞ্চয় করবে তার সব বা অধিকাংশই তো খাবার আয়োজন ও তা গ্রহণেই চলে যাবে। তখন পূর্বের নসীহতের উপর আমলও তার জন্য তেমন ফলপ্রসূ হবে না।

কাযী ইয়ায র. তাঁর الشفاء بتعريف حُقُوْق المصطفى গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে উল্লেখ করেন, পূর্ববর্তী আরবগণ এবং প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ খাবার ও ঘুমের স্বল্পতা নিয়ে পরস্পর গর্ব ও বড়াই করতেন। আর সে দু'টির আধিক্যকে নিন্দা ও ঘৃণা করতেন। কেননা পানাহারের আধিক্য অতিলোভ ও লালসার প্রমাণ বহন করে এবং মন-মানসিকতায় স্থবিরতা ও দেহে বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি সৃষ্টি করে। পক্ষান্তরে পরিমিত আহার অল্পেতুষ্টি ও আত্মসংযম প্রমাণ করে এবং তা দেহে সুস্থতা, চিন্তা-ভাবনায় স্বচ্ছতা ও মেধায় প্রখরতা দান করে।

তেমনিভাবে ঘুমের আধিক্যও দুর্বলতা, নির্জীবতা, উদাসীনতা এবং বিভিন্ন রোগ ব্যাধির কারণ। আর জীবন ও সময় তো কর্মহীনতায় নষ্ট হয়ই। এ দু'টো মন্দ গুণের মাঝে একটি মিলও রয়েছে যে, অধিক ঘুম ও পানাহারের কারণেই হয়ে থাকে।

লোকমান হাকীমের হিকমতপূর্ণ কথার একটি এটিও যে,

يا بنيّ إذا امتلأتْ المعدةُ نامتْ الفكرةُ وخرستْ الحكمةُ وقعدتْ الأعضاءُ عن العبادة

তেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা সকল সৎকর্মের দিকে এবং কল্যাণের দিকে দ্রুত ধাবিত হওয়ার প্রশংসা করেছেন।

তাছাড়া মুসা আ.ও তো আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় দ্রুততা অবলম্বন করেছেন। যেমনটা এসেছে কুরআনে–

وَعَجِلْتُ اِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضٰى.

অর্থ : আপনার সন্তুষ্টি কামনায় আপনার সাক্ষাতে আমি দ্রুত এসেছি।

–সূরা ত্বহা : ৮৪

হাদীস শরীফে এসেছে, গিরগিটিকে এক আঘাতে হত্যা করলে একশ ছওয়াব আর দু'আঘাতে করলে সত্তর সওয়াব। এক আঘাতে মারার মাঝে ক্ষতি দূরীকরণ ও হত্যার ক্ষেত্রে ইহছানের কারণে– তথা দ্রুততা অবলম্বনের কারণেই সওয়াবের বৃদ্ধি ঘোষণা দেয়া হয়েছে। সুতরাং দ্রুততা সর্বক্ষেত্রে নিন্দনীয় নয়।

www.QuranerAlo.net

অর্থ ঃ হে বৎস, যখন উদর পূর্ণ হয়ে থাকে তখন চিন্তা-ভাবনা স্থবির হয়ে যায়। হিকমত বিদায় নেয় এবং শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ইবাদত-বন্দেগীতে অক্ষম হয়ে পড়ে।

✪ ✪ ✪ ✪ ✪

আল্লামা সুয়ূতী র. এর জীবনীতে দেখা যায়, তিনিও সময়ের হেফাযতের লক্ষ্যে তালেবে ইলমের জন্য দ্রুত লেখা, পড়া ও চলার সাথে দ্রুত খাওয়ার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেছেন– কবিতার দু'টি পঙ্‌ক্তিতে তিনি সে কথাই বলেছেন,

حَدَّثنا شيخُنا الكنانيُّ ✪ عن أبيه صاحب الخطابة

أسرعْ أخا العلمِ فى ثلاثٍ ✪ الأكل والمشْى والكتابة[২২৬]

আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, শায়খ কিনানী
তাঁর খতীব পিতা হতে এক উপদেশবাণী
ওহে জ্ঞান-অন্বেষী
খাওয়া, চলা ও কলম চালনা।
এই তিন কাজে হও তুমি দ্রুতগামী।

সুতরাং বন্ধু! তোমার নিজের কল্যাণেই প্রতিটি মুহূর্ত নষ্ট ও নিষ্ফল হওয়া থেকে তোমার হেফাযত করতে হবে। কারণ তোমার জীবনের প্রতিটি ক্ষণ, প্রতিটি মুহূর্ত হল একেকটি পাত্র, তাতে যা তুমি রাখবে তা-ই তোমার জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

বন্ধু! সময়ের ব্যাপারে একটু সজাগ হও। তা তো সদা বহমান ও ক্ষণস্থায়ী, চলে যাচ্ছে এবং যাবে; কখনো ফিরে আসবে না।

কবি কত সুন্দর বলেছেন,

ما مضى فاتَ، وَالمؤمَّل غيبٌ ✪ ولك الساعةُ التى أنتَ فيها

অর্থ : (জীবনের) যা অতীত হয়ে গেছে তা তো হাতছাড়া হয়ে গেছে, আর ভবিষ্যৎ! সে তো অদৃশ্য, সুতরাং তোমার জন্য রইল শুধুই বর্তমান।

সুতরাং বন্ধু, সময় সম্পদের হেফাযতে তুমি আগ্রহী হও, বরং অত্যাগ্রহী হও। নিজেকে সুবিন্যস্ত এবং নিজের কাজগুলোকে সুশৃঙ্খল করার মাধ্যমে

২২৬.নাজমুদ্দীন গায্‌যী রচিত : الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة : ১ : ২২৯।

www.QuranerAlo.net

তার সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারে সচেষ্ট হও। চাই তুমি ছাত্র হও কিংবা শিক্ষক, পাঠক হও বা লেখক, কিংবা হও তুমি আবেদ ও সাধক। সময় সম্পদকে নষ্ট ও অপচয় করে তুমি নিজের প্রতি জুলুম করো না। প্রতিটি ক্ষণ ও মুহূর্তকে বধ করে তুমি নিজেকে নিঃশেষ করে দিও না। অলসতা ও আরাম আয়েশে আসক্ত হয়ে নিজের সাথে প্রতারণা করো না। মান-মর্যাদা ও উত্তম গুণাবলী থেকে উদাসীন হয়ে জীবনের ক্ষেত্রে প্রতারিত হয়ো না।

তালিবুল ইলমের বৈশিষ্ট্য

মাশায়েখদের থেকে ও গ্রন্থভাণ্ডার থেকে ইলমী পাথেয় সংগ্রহ ও বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহযোগী কয়েকটি বিষয় الفقيه والمتفقه গ্রন্থে[২২৭] খতীব বাগদাদী রহ. ইমাম শাফী রহ.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন– (তিনি বলেন) আল্লাহর পক্ষ থেকে তালিবুল ইলমের বিশেষ তিনটি বৈশিষ্ট্য লাভ করা প্রয়োজন। এক. দীর্ঘ হায়াত, দুই. সচ্ছলতা, তিন. মেধা।

একথার ব্যাখ্যায় খতীব বাগদাদী রহ. বলেন, দীর্ঘ হায়াতের উদ্দেশ্য হল, সর্বদা ইলমের চর্চায় মশগুল থাকা। আর সচ্ছলতা দ্বারা উদ্দেশ্য হল, জীবিকা ও উপার্জন-চিন্তা থেকে ফারেগ থাকা। হ্যাঁ, যদি অল্পেতুষ্টি গ্রহণ করতে পারে তবে তা অনেকাংশেই সচ্ছলতার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। এ ক্ষেত্রে ইমাম শাফী রহ. এর দিকে একটি কবিতার নিছবত করা হয়। তা হল–

أخی لَنْ تنالَ العلَمَ إلا بستة ✪ سأنبيك عن تفصيلها ببيانِ

ذكاءٌ وحرصٌ واجتهادٌ وبلغةٌ ✪ وصحبةُ أستاذٍ وطولُ زمانِ

অর্থ : ভাই! ছয়টি বিষয় ছাড়া কিছুতেই তুমি ইলম অর্জন করতে পারবে না। (শোন) আমি তোমাকে সেগুলো বিস্তারিতভাবে বলছি। সেগুলো হল– মেধা, আগ্রহ, সাধনা ও প্রয়োজন পরিমাণ সম্পদ। আর উস্তাদের ছোহবত ও দীর্ঘজীবন।

আমাদের শায়খ আল্লামা মুহাম্মাদ রাগেব আত্তাব্বাখ রহ. বলতেন, ইলমের সমৃদ্ধির জন্য তিনটি জিনিস প্রয়োজন। কারুনের সম্পদ, নূহের হায়াত ও আইয়ুবের ধৈর্য।

---

২২৭. ২ : ১৮৭।

www.QuranerAlo.net

লেখক আবদুল ফাত্তাহ রহ. বলেন, আমি চতুর্থ আরেকটি জিনিস সংযুক্ত করছি। তা হল, শাহী প্রাসাদ। অর্থাৎ কিতাবাদি সংকুলানযোগ্য প্রশস্ত গৃহ।

তালিবুল ইলমের ঘুম, খাবার, বিশ্রাম সবই হবে প্রয়োজন পরিমাণে

بداية الهداية গ্রন্থ[২২৮] ইমাম গাযালী রহ. লিখেন, মনে রেখো, দিন-রাত সর্বসাকুল্যে চব্বিশ ঘণ্টা। তাতে তোমার ঘুম যেন আট ঘণ্টার বেশী না হয়। কারণ যদি তুমি ষাট বছর বেঁচে থাক তবে এর এক-তৃতীয়াংশ তথা বিশ বছরের বেশী ঘুমে নষ্ট করা কিছুতেই উচিত নয়।

আর ইমাম নববী রহ. তাঁর সুবৃহৎ গ্রন্থ المجموع এর[২২৯] ভূমিকায় লিখেন, তালিবুল ইলমের উচিত হল, ইলম অর্জনে সদা আগ্রহী হওয়া। 'সফরে ও আবাসে-প্রবাসে' এবং দিনে ও রাতে তথা প্রতিটি মুহূর্তে নিরবচ্ছিন্ন সাধনায় লেগে থাকা। খাওয়া, ঘুমের মত আবশ্যকীয় প্রয়োজনগুলোও আবশ্যকীয় পরিমাণই গ্রহণ করা। তবে তোমার বিশ্রামটুকুও যেন আরামের স্বার্থে না হয়; হয় বিরক্তি ও একগুয়েমি দূরীকরণের লক্ষ্যে। এছাড়া গোটা সময়ই যেন কাটে ইলমের চর্চা ও সাধনায়।

খাবারের সময় সংক্ষেপণে সাধ্যাতীত চেষ্টা

ইমাম আবুল অফা ইবনুল আকীল রহ. এর জীবনীতে তো ইতোপূর্বে গত হয়েছে যে, তিনি বলেন, আমি খাদ্যগ্রহণের সময়টা সংক্ষিপ্তকরণে যারপরনাই চেষ্টা করি। এমন কি আমি রুটি চিবিয়ে খাওয়ার পরিবর্তে পানিতে ভিজিয়ে খেয়ে নিই। কারণ এতে চিবানোর সময়টুকু বেঁচে যায়। আর এটা করি আমি অধিক মুতালাআ ও অধিক ইলমী ফায়দা হাসিলের লক্ষ্যে।

সর্বসম্মতভাবেই জ্ঞানী ও গুণীজনদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বের বিষয় হল সময়। কারণ তা এমন গণীমত যাতে কাজে লাগানোর মত বহু সুযোগ রয়েছে।

---

২২৮. পৃষ্ঠা : ১২৬।
২২৯. ১ : ৬৮।

www.QuranerAlo.net

Contents

তাই বলছি হে পাঠক! মনে রেখ, কাজ ও দায়িত্ব অনেক কিন্তু সময় খুবই স্বল্প। তাও আবার ক্ষণে ক্ষণে তোমার থেকে ছিনিয়ে নেয়া হচ্ছে।

কলম-কাগজ সঙ্গে রাখা সময় সংরক্ষণের জন্য আবশ্যক

আর সব সময় তোমার সাথে কাগজ-কলম থাকা উচিৎ, যেন মনের হঠাৎ-আসা চিন্তা ও বিক্ষিপ্ত ভাবনাগুলোকে বন্দি করতে পার বা শ্রুত যে কোনো জ্ঞানগর্ভ বাণী সাথে সাথে লিখে রাখতে পার। এতে তোমার বহু মূল্যবান সময় বেঁচে যাবে। পরবর্তীতে যে কোন বিষয় ভাবতে বা মনে করতে গিয়ে অনর্থক সময় ব্যয় হবে না। আর প্রয়োজন-মুহূর্তে নিরর্থক ধারণা-কল্পনায়ও ঘুরপাক খেতে হবে না।

তাই তো পূর্ববর্তীদের এই উক্তি প্রবাদে পরিণত হয়েছে যে,

العلمُ صيدٌ والكتابةُ قيدٌ

অর্থ : ইলম হল শ্বাপদতুল্য আর লেখা হল তার বন্ধন।

আল্লামা বুরহানুদ্দীন যারনূজী রহ. বলেন, একজন তালিবুল-ইলমকে প্রতিটি মুহূর্ত থেকে উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করা উচিৎ। যেন (দুনিয়া ও আখেরাতে) তার শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হয়। আর প্রতিটি মুহূর্ত থেকে উপকৃত হওয়ার অন্যতম পদ্ধতি হল, সর্বদাই সাথে কাগজ-কলম থাকা, যেন উপকারী যে কোনো বিষয় শোনামাত্রই লিখে ফেলা যায়।

কেননা, বলা হয়ে থাকে–

ماحِفظ فرَّ وماكتِبَ قرَّ

অর্থ : যা মুখস্থ করা হয় তা হারিয়ে যায়,

কিন্তু যা লিখে ফেলা হয় তা তো হৃদয়ে স্থির হয়ে যায়।

আরও বলা হয়, প্রকৃত ইলম হল যা উলামায়ে কেরামের মুখ থেকে সংগৃহীত হয়। কারণ তাঁরা যা কিছু শোনেন তার উত্তমাংশই মুখস্থ করেন এবং যা কিছু মুখস্থ করেন তার সর্বোত্তম অংশই বলে থাকেন। ... আর ঐ সকল মণি-মানিক্য সংরক্ষণের লক্ষ্যেই সর্বদা সাথে খাতা কলম থাকা উচিৎ। (আর সুযোগ পেলেই লিখিত বিষয়গুলো মুতালাআ করা উচিৎ।)

www.QuranerAlo.net

আরও বলা হয়, যার আস্তিনে (বা পকেটে) খাতা থাকে না তার হৃদয়েও হিকমত ও প্রজ্ঞা স্থিতিশীল হতে পারে না। আর সে খাতাও যেন সর্বদা কিছু (লেখার উপযোগী পরিমাণ) খালি থাকে।[২৩০]

আমাদের শায়খ ও উস্তায আল্লামা মুহাম্মাদ নূর সাঈফ মাক্কী রহ.[২৩১] (পূর্ববর্তীদের থেকে প্রাপ্ত) কবিতার একটি পঙ্‌ক্তি বারবার আবৃত্তি করতেন– যাতে বিধৃত হয়েছে উপকারী যে কোন জ্ঞান দ্রুত কাগজের পাতায় বন্দি করে রাখার নির্দেশবাণী।

لا بد للطالبِ من كُنَّاشِ ✪ يكتب فيه قائما أو ماشيا

অর্থ : তালিবুল ইলমের সাথে সর্বদা খাতা কলম থাকা আবশ্যক, যাতে সে দাঁড়িয়ে বসে (যে কোনো অবস্থায়) লিখতে পারে।[২৩২]

السير গ্রন্থে[২৩৩] হাফেয হামযাহ বিন মুহাম্মাদ কিনানী রহ. এর জীবনীর শেষাংশে ইবন মাঈন রহ. থেকে বর্ণিত এই উদ্ধৃতিটি পেশ করা হয়–

"হাদীস তলবের উদ্দেশ্যে যদি কোনো লোককে কাগজ-কলম ছাড়া বাড়ী থেকে বের হতে দেখ তবে বুঝে নিও, নিশ্চিত সে মিথ্যের ভিত্তিতে লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। (কারণ এ তো অস্ত্রছাড়া যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হওয়ারই নামান্তর।)

ইলম অর্জনের কিছু পন্থা ও স্তর

জেনে রাখ বন্ধু! ইলম অর্জন ও তাতে উন্নতি সাধনের কিছু পন্থা রয়েছে– যা অবলম্বন করা এবং কিছু স্তর রয়েছে– যা অতিক্রম করা তোমার জন্য আবশ্যক। এভাবেই একটি একটি ইটে ভবন নির্মিত হয়। সুতরাং যথাযথ সময়ের পূর্বে তুমি অর্জন থেকে সম্পর্কচ্ছেদও করো না এবং তাড়াহুড়োও করো না। তাহলে তোমার ভাগ্যে বঞ্চনাই শুধু জুটবে।

---

২৩০. تعليم المتعلم পৃষ্ঠা ৮৯ ও ৯৫।

২৩১. তাঁর জন্ম ১৩২৪ হিজরী এবং মৃত্যু ১৪০৩ হিজরী। তিনি অতি খোদাভীরু ও বিশিষ্ট আলেম ছিলেন। তিনি দুসন্তান রেখে যান– তারাও বড় আলেম। একজন শায়খ আহমাদ, আরেকজন শায়খ ইবরাহীম।

২৩২. সালমান বলেন, আব্বাজান রহ. এর অবস্থাও এমনই ছিল। তিনি বাড়ীতে হোক বা সফরে, দাঁড়িয়ে হোক বা বসে– সর্বদাই ইলমী 'রত্ন-রাজি' সংগ্রহ করে চলতেন।

২৩৩. ১৬ : ১৮১

www.QuranerAlo.net

ইবন আবদুল বার রহ. جامع بيان العلم গ্রন্থে[২৩৪] ইউনুস ইবন য়াযীদের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ইবন শিহাব যুহরী রহ. আমাকে বলেন, হে ইউনুস! ইলম অর্জনের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করো না। কেননা ইলমের দিগন্তবিস্তৃত বহু উপত্যকা রয়েছে। যার কোন একটিকেও তুমি পাড়ি দিতে চাইলে গন্তব্যে পৌছার আগেই ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়বে কিংবা তোমার জীবনই ফুরিয়ে যাবে। তাই দিনে-রাতে আস্তে-ধীরে, চিন্তার সাথে এবং গুরুত্ব উপলব্ধি করে ইলম অর্জন করতে থাকো।

একসাথে সব অর্জনের ইচ্ছায় ব্রতী হয়ো না। কারণ যে এক সাথে সব অর্জন করতে চায় তার থেকে সব এক সাথেই হাতছাড়া হয়ে যায়। তাই দিনে দিনে একটু একটু করে তুমি অর্জন করে যাও।

আর ইতোপূর্বে তো বাহাউদ্দীন ইবন নাহাছ হালাবী রহ. এর পঙক্তিদ্বয় উল্লেখ করা হয়েছেই। যাতে তিনি বলেন–

اليوم شيء وغدًا مثله ✪ من نُخَب العلم التي تُلتقط

يحصل المرء بها حكمة ✪ وإنما السيل اجتماع النقط

অর্থ : আজ অল্প, কাল অল্প, তা থেকে যা,
নির্বাচিত জ্ঞানের অনন্য।
যা দ্বারা হয় প্রজ্ঞা অর্জন,
বহু বিন্দুর সমষ্টিই যে সিন্ধু অসামান্য।

ইবন আবদুল বার جامع بيان العلم গ্রন্থে[২৩৫] ফুযাইল ইবন ইয়াজ, ইবনুল মুবারাক, মুহাম্মাদ ইবন নযর হারেছী, সুফয়ান ছাওরী রহ. সহ অন্যান্য বুযুর্গ থেকে বর্ণনা করেন যে, ইলমের প্রথম ধাপ হল, মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করা। দ্বিতীয় ধাপ হল, চুপ থাকা। আর তৃতীয় হল মুখস্থ করা। চতুর্থ : আমল করা আর পঞ্চম হল প্রচার করা।

২৩৪. খণ্ড : ১ পৃষ্ঠা : ১০৪
২৩৫. খ. ১, পৃ. ১১৮

www.QuranerAlo.net

গতদিন তো আর ফিরে আসবে না আর আগামীকাল তো তোমার নিয়ন্ত্রণে নয়

হে ভাই! তোমার জন্য অপরিহার্য হল, বেফায়দা ও অনর্থক কেটে যাওয়া থেকে সময়কে হেফাযত ও সংরক্ষণ করা। কারণ যে সময়টা তুমি কাটাচ্ছ তা একটি 'চলমান পাত্র'। তা কখনো ফিরে আসবে না এবং কখনো নবায়িতও হবে না। কবি বলেন–

ما مضى فات والمؤمل غيبٌ ✪ ولك الساعة التي أنت فيها

অর্থ : অতীত তো হাতছাড়া হয়ে গেছে, আর কাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যত তো অনুপস্থিত। সুতরাং তোমার শুধু সেই সময়টুকুই, যাতে তুমি রয়েছ।

আর মাহমুদ ইবন হাসান আল-ওয়াররাক রহ. বলেন :

مضى أمسك الماضى شهيدًا معدلا ✪ وأعقبه يوم عليك جديد

فإن كنت بالأمس اقترفت إساءة ✪ فثن بإحسان وأنت حميدُ

فيومك إن أعقبته عاد نفعه ✪ عليك وماضى الأمس ليس يعود

ولا تُرجِ فعل الخير يوما إلى غد ✪ لعل غدًا يأتى وأنت فقيدُ

অর্থ : গত দিনটিতো তোমার (কর্ম ও জীবনের) ন্যায়নিষ্ঠ সাক্ষীরূপে বিগত হয়েছে। তারপর তোমার সামনে এসেছে এক নতুন দিবস। তাই গতকাল যদি তুমি কোন নিন্দনীয় কাজ করে থাক, তবে আজ ভাল কাজ করে প্রশংসিত হও। আজকের দিনটিতে যদি তুমি কোন উত্তম কর্ম সাধন কর তবে তার সুফল তো তোমার কাছে ফিরে আসবে ঠিকই, কিন্তু দিনটিতো আর কখনো ফিরে আসবে না। আর উত্তম কর্মের সুযোগ এলে কখনো তা আগামীকালের জন্য রেখে দিও না। কারণ হতে পারে আগামী দিনটি আসবে, কিন্তু তুমি থাকবে না।

হাসান বসরী রহ. কে বলা হয়েছিল, দুনিয়ার বাস্তবতার ব্যাখ্যা প্রদান করুন। তখন তিনি বললেন–

أمس أجل واليوم عمل وغدا أمل

অর্থ : গতকাল তো কেটে গেল, আজ হল কাজের দিন, আর কাল! সে তো আশা মাত্র।

www.QuranerAlo.net

আর খলীল ইবন আহমদ ফারাহীদী রহ. বলেন, জীবনের দিনগুলো তিনভাগে বিভক্ত। যথা : معهود ، مشهود ، موعود (পরিচিত, বিরাজিত ও প্রতিশ্রুত)। পরিচিত দিন তো যা গত হল, বিরাজিত হল আজকের দিন, আর প্রতিশ্রুত হল আগামী তথা ভবিষ্যত।[২৩৬]

আর উমর ইবন যার বলেন, চিন্তার গভীরতা দিয়ে নির্ণয় করলে বলা যায়, দিন মূলত তিন প্রকার। এক. কেটে যাওয়া দিন, যাতে আর কিছু আশা করার নেই। দুই. বর্তমান দিন– যাকে তোমার যথাযথ মূল্যায়ন করা উচিত। তিন. ভবিষ্যত– আগত দিন, যার ব্যাপারে তুমি শুধু আশাই করতে পার।

সুতরাং শুধু আশার উপর ভিত্তি করে কোনো কাজ ছেড়ে রেখো না, এবং তুমি 'আশা'র মাধ্যমে ধোঁকা খেয়ো না, তাহলে বহু কাজ তোমার হাতছাড়া হয়ে যাবে।

আর গতকাল ও আজ হল দু'ভায়ের মত; যাদের একজন তোমার অতিথি হয়েছে কিন্তু তুমি তার আতিথ্যে ত্রুটি করেছ। তাই সে তোমার নিন্দা করতে করতে গত হয়েছে। তারপর আজ তার ভাই তোমার অতিথি হয়ে বলল, গতকাল আমার ভাইয়ের প্রতি যেমন মন্দ আচরণ করেছ আজ যদি আমার সাথে তা কর তবে– তুমিই আমাদের সাক্ষ্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার সর্বাধিক উপযুক্ত বিবেচিত হবে।

আর ইমাম ইবনুল জাওযী রহ. বলেন, ও ভাই! দিন হল তিন প্রকার। এক. গতকাল, যা তার মধ্যকার সকল কল্যাণ-অকল্যাণ নিয়ে অতিবাহিত হয়ে গেছে। দুই. আগামীকাল– হয়তো তুমি তা নাও পেতে পারো। আর তিন. আজকের দিন– যাতে তুমি যত ইচ্ছা সাধনা করতে পার।

আর তার সুকুমারত্ব তো আল্লাহরই প্রদত্ত যে নিজ স্বার্থেই সজাগ-সতর্ক হয়েছে, ভবিষ্যতের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করেছে এবং বেশী দেরী হয়ে যাওয়ার পূর্বেই গতকালের ছুটে যাওয়া কাজের ক্ষতিপূরণ করতে পেরেছে।[২৩৭]

---

২৩৬. ইবন আবিদ দুনিয়া রচিত كلام الليالى والأيام لابن آدم পৃ. ১৭ ও ১৮।

২৩৭. التبصرة খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৫৩। মূলত এ উক্তিটি ইবনুল জাওযির تنبيه النائم الغمر على مواسم العمر গ্রন্থের বন্ধুবর শায়খ মুহাম্মাদ আল-আজমী রহ. এর মুখবন্ধ থেকে সংগৃহীত।

www.QuranerAlo.net

আর সাহল ইবন আবদুল্লাহ তুসতারী রহ. বলেন–

أمس قد مات ، واليوم فى النزع ، وغدا لم يولد ـ

অর্থ : গতকালের তো মৃত্যু ঘটেছে, আর আগামীকাল তো ভূমিষ্ঠই হয়নি। বাকী রইল আজকের দিনটি। তা রয়েছে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে।

আর আবু হাসেম সালামা ইবন দীনার বলেন–

مامضى من الدنيا فحلم ، ومابقى فأمانى ـ

অর্থ : দুনিয়ার জিন্দেগী যা কেটে গেল তা তো স্বপ্নতুল্য, আর যা অবশিষ্ট তা তো আশা-আকাঙ্ক্ষা মাত্র।

একথাটিই কবির ভাষায়–

ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب ✪ وإن غدا للناظرين قريب

অর্থ : তুমি কি দেখনি, আজকের দিনটি কত দ্রুত কেটে গেল? আর কাল তো অতি নিকটে।[২৩৮]

---

২৩৮. বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও সুসাহিত্যিক উসতায সায়্যিদ আহমদ হাশেমী রহ. ديوان الإنشاء অথবা أسلوب الحكيم فى منهج الإنشاء القويم গ্রন্থের ৩৮ (আটত্রিশ) পৃষ্ঠায় লিখন– الغدُ ليسَ باليد (আগামীকাল তো তোমার হাতে {নিয়ন্ত্রণে} নয়।)
আর ৪৮ (আটচল্লিশ) পৃষ্ঠায় লিখেন– আগামী কাল! সে তো নির্দিষ্ট কিছু ভাগ্য ও অদৃশ্য বিষয়ের সমষ্টি– যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। তা তোমার কাল্পনিক জীবনকাল, যা ছিনিয়ে নেয়াও হতে পারে। তা তে তুমি নির্ধারিত রিযিক পেতেও পার, আবার বঞ্চিতও হতে পার।
আগামীকাল হল, যার প্রতিশ্রুতি তুমি প্রাপ্ত হবে প্রভাতকালে, সেহেরীর পূর্বে। তারপর তাতে তুমি দেখতে পাবে আকস্মিক বহু ঘটনা এবং শুনতে পাবে বহু নতুন সংবাদ। তাতে অবধারিত বিষয়ের নিষ্পত্তি ঘটবে, গোপন বিষয়ের প্রকাশ ঘটবে এবং সমাপ্ত বিষয়ের নতুনভাবে সূচনা হবে। তা আশা-আকাঙ্ক্ষার উৎস, আমলের প্রকাশ ক্ষেত্র, সম্পদ হস্তান্তরের ক্ষেত্র এবং পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী ব্যক্তিদের প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র। সুতরাং আগামীকাল আজকেরই ভিন্ন একটি রূপ; তাতে রয়েছে বহু গোপন রহস্য। তাই তো আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ

অর্থ : কেউ জানে না, আগামীকাল সে কী করবে। –সূরা লুকমান : ৩৪
আর কবি যুহাইর ইবন আবু সুলমা রহ. বলেন–

وأعلم علم اليوم والأمس قبله ✪ ولكننى عن علم ما فى غد عم

www.QuranerAlo.net

Contents

তাই বলি বন্ধু! সময় কখনো ফিরে আসে না; নবায়িতও হয় না। তাই সদা সজাগ-সতর্ক থাকা ও তা স্মরণ রাখা উচিত। সময়ের সংরক্ষণ ও সদ্ব্যবহারে তা-ই তোমাকে উদ্বুদ্ধ করবে।

"পরে করব" হল লঘুচিত্ততার আলামত

আজকের কাজ কালকের জন্য রেখে দেয়া এবং 'পরে করব' জাতীয় আত্মপ্রতারণার আশ্রয় খোঁজা গোটা রাজত্বকে পর্যন্ত ধ্বংস করে দিতে পারে। আর এ অবহেলা এক সময় কাজ না করার অজুহাত হয়ে যায়– যা অবশেষে কষ্ট ও আফসোসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। উসামা ইবন মুনকিয রহ. এর لباب الآداب গ্রন্থের (৩৯ পৃষ্ঠায়) এ বিষয়টির দিকে ইঙ্গিত করেই একটি ঘটনা বিধৃত হয়েছে যে,

রাজত্ব হারানো এক বাদশাকে জিজ্ঞেস করা হল, আপনার এত শান-শওকত, এত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব কীভাবে হাতছাড়া হল? উত্তরে তিনি বললেন, আজকের কাজ কালকের জন্য রেখে দেয়া এবং কাজ না করার কোনো কবি ইবনুল খাতীব কত সুন্দর বলেছেন–[২৩৯]

تشاغلت بالدنيا ، ونِمْتُ مفرَّطا ✪ وفى شغلى أو نومتى سرق العمر

অর্থ : দুনিয়ার কাজকর্মে আমি ব্যস্ত হই বা অবহেলায় ঘুমিয়ে পড়ি, সর্বদাই তো আমার জীবন অল্প অল্প করে ছিনিয়ে নেয়া হচ্ছে।

বিষয় সম্পৃক্ততার কারণে আবু মুসা আশআরী রা. কে সম্বোধন করে বলা উমর রা. এর মূল্যবান উক্তিটি আবার এখানে উল্লেখ সঙ্গত মনে করছি। তিনি বলেন– সময়নিষ্ঠার মাঝেই কাজের শক্তি নিহিত। আর দীর্ঘসূত্রিতা কাজকে দুর্বল বা নিশ্চিহ্ন করে দেয়। যদি তোমরা এমন কর তবে তো অনেক কাজ জমা হয়ে যাবে। তখন তোমরা বুঝে উঠতে পারবে না– কোনটি করবে আর কোনটি ছাড়বে। শেষ পর্যন্ত কোনোটিই করা হয়ে উঠবে না।

অর্থ : আজ ও গতদিনের জ্ঞান তো আমার আছে, কিন্তু আগামী দিন যে কী হবে, সে ব্যাপারে তো আমি অন্ধ।

২৩৯. السحر و الشعر ইবন খতীব, পৃষ্ঠা : ২৭০।

www.QuranerAlo.net

Contents

সাধক ইবন আতাউল্লাহ সিকান্দারী তাঁর এক বাণীতে বলেন, সময়-সুযোগে করব বা পরে করব হল রঙিন আত্মপ্রতারণা।

আবু আলী ইবনুশ শিবল বলেন–[২৪০]

خذما تعجل واترك ماوعدت به ✪ وكن لبيبا فللتأ خير آفات

وللسعادة أوقات مقدرة ✪ فيها السرور وللأحزان أوقات

অর্থ : যা নগদ তা গ্রহণ কর, প্রতিশ্রুতকে বর্জন কর। আর বুদ্ধিমত্তার পথ অবলম্বন কর। কেননা বিলম্বের মাঝে থাকে অনেক ক্ষতি ও আপদ।

আর সুখ-সৌভাগ্যের রয়েছে নির্ধারিত কিছু সময়, যাতে থাকে খুশী ও আনন্দ। আর দুঃখ-বেদনারও রয়েছে নির্দিষ্ট কিছু সময়।[২৪১]

---

২৪০. معجم والأدباء গ্রন্থের ১০ম খণ্ডের ৩৩ পৃষ্ঠায় তাঁর জীবনীতে এই পঙক্তিদ্বয় উল্লিখিত রয়েছে।

২৪১. বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদ সায়্যিদ আহমদ হাশেমী রহ. ديوان الإنشاء গ্রন্থের ৯৭ পৃষ্ঠায় বলেন, কখনো আজকের কাজ কালকের জন্য রেখে দিও না। কেননা প্রত্যেক দিনেরই তো নির্ধারিত কাজ রয়েছে।

আর ১০৩ পৃষ্ঠায় লিখেন, প্রতিটি মানুষের উচিত এমন অনেক কাজে লেগে থাব দিন পরিক্রমায় যেগুলো নবায়িত হতে থাকবে এবং যতদিন দেহে প্রাণ আছে সেগুলো তার কাজে আসবে।

আর জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ব্যক্তির জন্য আবশ্যক হল, প্রতিটি কাজ উপযুক্ত সময়ে আঞ্জাম দেয়া। যখন মানুষ এমন করবে তখন কাজের সমাপ্তিতে সে এক অভূতপূর্ব তৃপ্তি ও অনিন্দ্য আনন্দ লাভ করবে এবং সে তার কষ্টের যথাযথ ফলও লাভ করবে। আর সময় মত বিশ্রামও নিতে পারবে।

পক্ষান্তরে যদি তার মনোবল দৃঢ় না হয়, ইচ্ছাশক্তি দুর্বল হয় তবে তো 'করছি-করব' করে করে বহু কাজ জমা হয়ে যাবে। তখন সে সময়ের অভাবে না একটি একটি করে আঞ্জাম দিতে পারবে, আর না সামর্থ্যের অভাবে সবগুলো একত্রে আঞ্জাম দিতে পারবে।

কবি কত সুন্দর বলেছেন–

ومن ضيَّعت الأوقات ضاعت حياته ✪ وعاش فقيرا جاهلا ليس يشكر

فدع غائبا من فائت ومؤمل ✪ فوقتك سيف قاطع ليس يَعْذر

অর্থ : একটু একটু করে যে সময়কে নষ্ট করে (পরিণতিতে) তার তো জীবনই ধ্বংস হয়ে যায়। অবশেষে সে (জ্ঞান-সম্পদ ও অর্থ সম্পদ উভয়টির অভাবে) মূর্খ ও দরিদ্ররূপে জীবন কাটায়। সুতরাং খুইয়ে বসা অতীত ও অনাগত ভবিষ্যতের

www.QuranerAlo.net

Contents

সময়োপযোগী কাজই উত্তম বিবেচিত

রিবাত শহরের পশ্চিমাঞ্চলে বসবাসরত শায়খ আল্লামা কাযী আবু বকর বান্নানী রহ. কে আমি একাধিক বার এ কথা বলতে শুনেছি,

من حصَّل وقت التعطيل ، عطَّل وقت التحصيل

অর্থ : যে অবসরকালে অর্জনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে সে অর্জনকালে সময় নষ্ট করে।

এ কথাটি পশ্চিমা শায়খগণ প্রায় প্রবাদের মত ব্যবহার করে থাকেন। এটি যেমন প্রজ্ঞাপূর্ণ বচন তেমনি পূর্ণাঙ্গ উপদেশও। কেননা যখন সময়কে অনুপযোগী কাজে ব্যয় করা হবে কিংবা অসময়ে দেহের উপর ভারী বোঝা চাপিয়ে দেয়া হবে তখন স্বভাবতই কাজের বা অর্জনের সময়ে ক্লান্তি ও অবসন্নতা পেয়ে বসবে। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, অসময়ে নিজেকে কষ্ট দিয়ে সে যা অর্জন করেছে তার চেয়ে কাজের সময়ে গাফলতিতে তার অধিক উপকারী বিষয় হাতছাড়া হয়ে গেছে।[২৪২]

চিন্তা বাদ দিয়ে বর্তমান জীবনকে কর্মমুখর করে রাখ। কেননা সময় হল কর্তনকারী তরবারি, (তোমার জীবন কর্তনে) যা কোনো অজুহাত গ্রহণ করে না।

নিঃসন্দেহে যে নিজেকে সময় মত কাজ আদায়ে অভ্যস্ত করে তুলবে উদ্যম ও পরিশ্রম তার অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাবে এবং কাজের জন্য তার হৃদয় উন্মুখ ও সদা আগ্রহী হয়ে থাকবে। অবশেষে যখন সে সেই কাজের ফল লাভ করবে তখন নতুন কাজে তার আগ্রহ আরও বৃদ্ধি পাবে।

আর যে অবহেলা ও শিথিলতা করবে সে ধীরে ধীরে অলসতা ও কর্মবিমুখতায় অভ্যস্ত ও আক্রান্ত হয়ে পড়বে এবং অন্যের উপর বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। জীবনে তার না থাকবে কোনো তৃপ্তি ও প্রাপ্তি, আর না থাকবে কোনো সুখ ও শান্তি।

যেমন কবি বলেন–

وعاجز الرأى مضياع لفرصته ✪ حتى إذا فات أمر عاتب القدرا

ولا أؤخر شغل اليوم عن كسل ✪ إلى غد إن يوم العاجزين غد

অর্থ : দুর্বলচিত্ত ব্যক্তি তার সুযোগকে খুইয়ে বসে। অবশেষে যখন কোনো কিছু হাতছাড়া হয়ে যায়, তখন ভাগ্যকে দোষারোপ করে।

তাই অলসতাবশত আমি আজকের কাজ কালকের জন্য রেখে দেই না। কেননা (এমন অভ্যাসহেতু) দুর্বলচিত্তদের আজই হয়ে যায় কাল।

২৪২. এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট দলীল হিসেবে পেশ করা যায় মুহাম্মাদ ইবনুল আযীয আন-নাছাফীর পঙ্ক্তিদ্বয়– যা তিনি এমন এক নেতার ব্যাপারে বলেছিলেন, যিনি দিনে ঘুমাতেন আর রাতে জাগ্রত থাকতেন।

www.QuranerAlo.net

Contents

আর আল্লামা মোল্লা কারী রহ. বলেন–

التعطيل يُنْسى التحصيل –

অর্থ : কর্মবিমুখতা অর্জিত জ্ঞানকেও বিস্মৃত করে দেয়।

তাই বলছি বন্ধুরা! কর্মব্যস্ততার জন্য দিবসে জাগ্রত থাক আর বিশ্রামের লক্ষ্যে রাতে ঘুমিয়ে থাক। পক্ষান্তরে যদি তুমি দিবসে কাজ ফেলে ঘুমিয়ে থাক তবে দুশ্চিন্তার কারণে নির্ঘুম রাত কাটিও।

ইবনুল জাওযী (রহ.) এর উপদেশ

ইমাম আবুল ফারায ইবনুল জাওযী র. لَفْتَةُ الكبِدِ فى نصِيْحةِ الولَدِ নামক গ্রন্থে– যা তিনি নিজ সন্তানকে উপদেশ প্রদানের উদ্দেশ্যে লিখেছেন– তাতে উল্লেখ করেন– “গুণ ও মর্যাদা অর্জনে অলসতা এবং সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ থেকে বিমুখতা কতই না নিকৃষ্ট সাথী, কতই না মন্দ সহচর। আরাম ও বিশ্রামপ্রিয়তা সর্বক্ষেত্রেই এমন অনুতাপ ও অনুশোচনা ডেকে আনে যার প্রচণ্ডতা সকল স্বাদ ও তৃপ্তিকে ছাড়িয়ে যায়, তুচ্ছ করে দেয়। সুতরাং তুমি সজাগ হও, সতর্ক হও এবং নিজের উপকারার্থে মেহনত ও মোজাহাদা করে যাও। ইতোপূর্বে যে শিথিলতা ও অবহেলা হয়েছে তার জন্য অনুতপ্ত হও এবং যতটুকু সাধ্যে কুলায়, সময় যেটুকু সহযোগিতা করে পুণ্যবান ও পূর্ণতাপ্রাপ্তদের সঙ্গ লাভের এবং তাঁদের দলে শামিল হওয়ার জন্য চেষ্টা ও সাধনা কর। তোমার ‘শাখা-প্রশাখায়’ পানি সিঞ্চন করতে থাক যতক্ষণ সেগুলো সজীব থাকে এবং সেগুলোর মাঝে সজীবতা বিরাজ করে। তুমি

কবিতা–

ينام إذا ما استيقظ الناس بالضحى ✪ فإنْ جنَّ ليل فهو يقظان حارسُ

وذاك كمثل الكلب يَسْهَرُ ليله ✪ فإن لاح صبح فهو وسنانٌ ناعسُ

অর্থ : প্রভাতে যখন মানুষের ঘুম ভাঙ্গে তখন তিনি ঘুমাতে যান আর রাত যখন গভীর হয় তখন তিনি জেগে পাহারা দেন। তার অবস্থা তো রাত জেগে থাকা কুকুরের মত, আলোকোজ্জ্বল ভোরে যে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে ঝিমুতে থাকে।

আর ছালাবী রহ. বিরচিত المنتحل নামক কিতাবের ১৯০ পৃষ্ঠায় এসেছে–

وإنَّ كلام المرء فى غير وقته ✪ لكا لنبل تهوى ليس فيها نصالها

অর্থ : অসময়ে মানুষের কথা ফলাহীন তীরের মত (যার কার্যকারী কোনো ভূমিকা থাকে না।)

www.QuranerAlo.net

তোমার হারিয়ে যাওয়া এবং নষ্ট হয়ে যাওয়া সময়গুলোর কথা স্মরণ কর, যার সাথে হারিয়ে গেছে তোমার অলসতা ও অবহেলার স্বাদ এবং যোগ্যতা ও মর্যাদা অর্জনের সুযোগ । নিজের শিক্ষার জন্য এবং উপদেশ গ্রহণের জন্য এটুকুই যথেষ্ট।

কখনো কখনো ইচ্ছা ও সংকল্প শিথিল হয়ে যায়, তখন যদি তাকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করা যায় তবে আবার তা জেগে ওঠে এবং অগ্রসর থাকে।

হিম্মত ও সাহসিকতায়, আযম ও দৃঢ় ইচ্ছায় স্থবিরতার কারণ হিসেবে অনেকেই নীচু চিন্তা ও নিকৃষ্ট মনোভাবকে উল্লেখ করেছেন। অন্যথায় মনোবল ও অভিপ্রায় যখন প্রবল ও উন্নত হবে তখন তা তুচ্ছ বা নিকৃষ্টে তুষ্ট ও তৃপ্ত হতে পারে না। যেমনটা কবি বলেছেন–

إذا ما عَلا المرءُ رامَ العُلا ✪ ويقنعُ بالدونِ من كان دُونا

উচ্চ মনোবলের অধিকারী ব্যক্তি তো উচ্চতারই প্রত্যাশী হয়,
আর যে নীচ, সেই নীচুতায় তুষ্ট রয়।

মর্যাদা লাভে উচ্চাভিলাসী হওয়া আত্মার আভিজাত্যের প্রতীক

এরপর জেনে রাখ হে বৎস! গুণ, মর্যাদা ও ফযিলতের রয়েছে বিভিন্ন স্তর। আর এ ক্ষেত্রে মানুষের বিচার-বিবেচনাও বিভিন্ন রকম। তাছাড়া যারা চেষ্টা-সাধনা ও মেহনত-মোজাহাদা করে তাদের সবার কামনা-বাসনা এক রকম নয়। কেউ ফযিলত মনে করে দুনিয়া বিমুখতায়, কেউ বা মনে করে ইবাদত মগ্নতায়। তবে প্রকৃতপক্ষে গুণ ও মর্যাদার পূর্ণতা হলো, ইলম ও আমলের সমন্বয়ে। উভয়টা যখন একই সাথে কারো অর্জিত হয় তখন সে উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে উন্নীত হয়। আর এটাই হওয়া উচিৎ একজন মুসলমানের– বিশেষত একজন তালিবে ইলমের– চূড়ান্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

আর জেনে রাখ, সংকল্প ও মনোবল যতটা দৃঢ় হয় মানুষের প্রাপ্তিও ততটা বেশী হয়। তাই তোমার মনোবল হওয়া দরকার অত্যুচ্চ, ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা হওয়া উচিৎ অত্যন্ত প্রবল।

আর এখন তো দেখা যায়, কেউ কেউ ইবাদত-বন্দেগী, যুহদ্ ও দুনিয়া বিমুখিতার মাঝেই মজে থাকে। আর কেউবা থাকে বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের অর্জন ও অনুশীলনে মগ্ন। কিন্তু ইল্‌মে-কামিল ও আমলে-কামিলের

www.QuranerAlo.net

ইজতেমা' এখন বড় দুষ্প্রাপ্য। অথচ এটাই প্রকৃত সফলতা। সে পথেই হওয়া উচিৎ তোমার চেষ্টা ও সাধনা এবং প্রার্থনা ও আরাধনা।

✪ ✪ ✪ ✪ ✪

মানুষ যা কিছু চায় তার সবই প্রকৃত উদ্দেশ্য ও অভীষ্ট লক্ষ্য হয় না। আর সবার চাওয়া সব সময় পাওয়ায় পরিণতও হয় না। এমন কি কাজের সূচনাকারীও সব সময় কাজ শেষ করতে পারে না। যেমন আরব কবি আবুত্তায়্যিব বলেছেন,

وما كلُّ هاوٍ للجميل بفاعلٍ ✪ ولا كلُّ فعّالٍ له بمتمِّمِ

ভাল কাজে আগ্রহী সকলে তা করতে পারে না, তদ্রূপ প্রত্যেক সূচনাকারীও তা সম্পন্ন করতে পারে না।

কিন্তু এরপরও বান্দার উচিৎ পরিশ্রম ও সাধনা করে যাওয়া। ভাগ্যের হাতে সব কিছু ছেড়ে দিয়ে হাল ছেড়ে বসে না থাকা। বরং হে বৎস! তুমি যথাযথ পরিশ্রম করে যাও, এবং নিরবচ্ছিন্ন সাধনা চালিয়ে যাও, তাহলে যা তোমার তাকদীরে আছে এবং তোমাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তা তোমার জন্য সহজ করে দেওয়া হবে।

(وكلٌّ ميسَّر لما خُلِق له، والله المستعانُ سبحانه)

(ইমাম আবুল ফারায ইবনুল জাওযীর বক্তব্য এখানে সমাপ্ত হল)

স্থিরতা হল অর্জনের মূলমন্ত্র

ফিকহ শাস্ত্রবিদ ইমাম বুরহানুল ইসলাম যারনূজী রহ. তাঁর এক মূল্যবান ও শিক্ষামূলক গ্রন্থ تعليم المتعلم طَرِيْق التعلم এর ৭৪ পৃষ্ঠায় লিখেন, জেনে রাখ, সকল বিষয়েই স্থৈর্য ও স্থিরতা হল মূলশক্তি ও সফলতার চাবিকাঠি। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা অবলম্বন যথেষ্ট কঠিন। যেমন কবি বলেন–

لكل إلي شأو العلى حركاتٌ ✪ ولكن عزيز في الرجال ثبات

অর্থ : উন্নতির শীর্ষে আরোহণে সবারই প্রচেষ্টা থাকে কিন্তু (সেক্ষেত্রে) স্থিরতা অবলম্বন 'মরদদের' জন্যও বড় কঠিন।

তাই তালিবুল ইলমের উচিৎ, এক উস্তাদের সাথে জুড়ে থাকা, তাঁর থেকে পূর্ণ ইস্তেফাদা হাসিল করা পর্যন্ত। এমনিভাবে ধৈর্য ও স্থিরতার সাথে এক

www.QuranerAlo.net

আমাকেও কিছুটা উচ্চ মনোবল দান করা হয়েছে। আর সে কারণে আমিও যথেষ্ট কষ্টের মাঝে রয়েছি। কিন্তু আমি বলতেও পারছি না যে, হায়! যদি আমাকে এই মনোবল না-ই দেয়া হতো!

কেননা জ্ঞান উপলব্ধি ও অনুভূতির ধার যার যত কম তার জীবন তত সুখকর। কিন্তু তাই বলে কোনো জ্ঞানীই সুখের আধিক্যের বিনিময়ে জ্ঞানের ঘাটতিকে মেনে নেবে না।

আমি এমন বহু লোককে দেখেছি যারা উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও সুদৃঢ় মনোবলের গুণে গুণান্বিত। তখন আমি তাদের ব্যাপারে চিন্তা করে দেখলাম, তাদের সবার একই অবস্থা। তাদের চূড়ান্ত আশা কোন একটি বিষয়ে।

আর এ স্বার্থ অর্জনের পথে এরচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ক্ষতির প্রতিও তারা ভ্রূক্ষেপ করে না।

কবি ও সাহিত্যিক রাযী রহ.[২৪৬] বলেন–

ولكل جسم فى النحول بلية ✪ وبلاء جسمى من تفاوت همتى

অর্থ : প্রত্যেক দেহের বিপদ হল শীর্ণতা ও রুগ্নতায়। আর আমার দেহের আপদ হল মনোবলের ব্যবধান ও পার্থক্যে।

আর আবু মুসলিম খোরাসানী রহ.[২৪৭] যৌবন ও তারুণ্যে একেবারেই ঘুমাতেন না। সে ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন,

---

ভাষাবিদ আবু তায়্যিব হালাভী রহ. مراتب النحويين গ্রন্থের (প্রথম মুদ্রণে) ৬৫ পৃষ্ঠায় লিখেন, নাহব শাস্ত্রে ইমাম সীবা-ওয়াইহ-র কিতাবের মত ইতোপূর্বে কোনো কিতাব লেখা হয়নি। আগের কালের মানুষ সে কিতাবটিকে قرآن النحو বলত। এই বিরল ব্যক্তিত্ব সিরাজ নগরীর এক অজপাড়াগাঁয়ে জন্মগ্রহণ করেন এবং কারও মতে ৩২ বছর, আর কারও মতে চল্লিশোর্ধ্ব বছর জীবন লাভ করেন।

২৪৬. তাঁর পূর্ণ নাম হল মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন আলাভী হুছাইনী বাগদাদী। আর উপনাম হল আবুল হাসান। তিনি ছিলেন কবি ও সাহিত্যিক এবং পিতার জীবদ্দশায়ই তিনি হয়ে গিয়েছিলেন সম্ভ্রান্তদের প্রধান ব্যক্তিত্ব। সাহিত্য ও কাব্যে তাঁর রয়েছে অনেক গ্রন্থ ও পুস্তিকা। ৪০৬ হিজরীতে তিনি বাগদাদে ইন্তেকাল করেন।

২৪৭. তিনি হলেন আবদুর রহমান ইবন মুসলিম। আব্বাসী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। ১০০ হিজরীতে বসরার নিকটে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। আর ১৯ বছর বয়সে দা'য়ীরূপে খোরাসানে প্রবেশ করেন এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করে তোলেন। তারপর নিশাপুরের গভর্নর আলী ইবনুল কারমানীকে হত্যা করে গভর্নরপদ দখল করেন।

www.QuranerAlo.net

Contents

নিম্নশ্রেণীর জীবন হওয়া সত্ত্বেও স্বচ্ছ মস্তিষ্ক, সুদূরপ্রসারী চিন্তা-ভাবনা ও সুউচ্চ চূড়ার দিকে ছুটে যাওয়ার মানসিকতার কারণে আমার ঘুম আসে না। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করা হল, আপনার এই 'তীব্র পিপাসা' কীসে মিটবে?

রাজত্ব ও বাদশাহী লাভ করার মাধ্যমে।

তাহলে তার সন্ধান করুন...!

ভয়ঙ্কর সব পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া ছাড়া তো সম্ভব নয়।

তাহলে সে সব পরিস্থিতির মোকাবেলা করুন!

তারপর সাফফাহ আব্বাসীর নামে বক্তৃতা প্রদান করেন এবং বনী উমাইয়ার শেষ বাদশাহ মারওয়ান ইবন মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করেন এবং মুসিল ও ইরবিলের মাঝে 'যাব' নামক এলাকায় তার সাথে লড়াই করেন ও তাকে পরাজিত করে বিজয়মুকুট ছিনিয়ে নেন। আর মারওয়ান পালিয়ে মিসর চলে যান। এমনিভাবে ১৩২ হিজরীতে প্রথমবারের মতো উমাভী সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

এরপর বাদশাহ সাফফাহের মৃত্যুর পর তার ভাই আবু জাফর মানছুর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি আবু মুসলিমের পক্ষ থেকে রাজত্বের প্রতি লোভের আশঙ্কা করেন। আর তাদের দু'জনের মাঝে বিদ্বেষও ছিল। তাই তিনি ১৩৭ হিজরীতে তাকে হত্যা করেন।

এই অল্প সময়েই তিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মহানায়কদের মর্যাদায় উন্নীত হন। এমন কি মামুন তার ব্যাপারে বলেন, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বাদশাহ তিনজন; যারা রাজত্ব পরিবর্তনের দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন। এক. ইসকান্দার; দুই. আযদাশির; তিন. আবু মুসলিম খোরাসানী।

তিনি আরবী ও ফারসী ভাষায় বাগ্মী ছিলেন এবং ছিলেন অতি কুশলী, প্রত্যয়ী ও দুঃসাহসী। কখনো কখনো তিনি কবিতা চর্চাও করতেন।

কখনো তাকে অতি ফূর্তিতেও দেখা যেত না, আবার মলিনমুখও দেখা যেত না। বড় বড় বিজয়ের সংবাদ এলেও তাঁর চেহারায় বিশেষ কোনো খুশির আভাস দেখা যেত না। আর কষ্ট পেলেও গোমড়ামুখ হয়ে থাকতেন না।

তিনি ছিলেন নীচু স্বরের, তবে কঠিন হৃদয়ের অধিকারী। তাঁর চাবুকই তরবারির কাজ দিত। তবে তিনি অতি নির্লোভ ব্যক্তি ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর না ছিল কোনো স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি, আর না ছিল কোনো গোলাম-বাঁদী।

ঐতিহাসিক যাহাবী রহ. লিখেন, তিনি এক রাজ্যকে পাল্টে দিয়ে নতুন রাজ্য গঠন করেছেন। বহু জাতি তার অনুগত ছিল। আর অধীনস্থ ছিল প্রায় ছয় লক্ষ বা তারও অধিক প্রজা।

(যারকালী রহ. এর الأعلام গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ৩৩৭ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত তাঁর জীবনী সমাপ্ত হল।)

www.QuranerAlo.net

এমনিভাবে আমি দেহের জন্য উপযোগী খাদ্য ও পানীয় কামনা করলাম। কেননা দেহ তো কিছুটা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসিতায় অভ্যস্ত। কিন্তু এখানেও সম্পদ স্বল্পতা বাধা দান করল।

আহা! আমার সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা আর বাস্তবতা যে পরস্পর সাংঘর্ষিক! হায়! দুনিয়া অর্জনই যাদের মূল লক্ষ্য, উদ্দেশ্য সাধনে কোথায় তাদের অবস্থা! আর কোথায় আমার!!

তাছাড়া দুনিয়া অর্জনে কোনো কারণে দ্বীনের উপর সামান্য আঁচড় পড়ুক কিংবা আমার ইলম ও আমল এর দ্বারা প্রভাবিত হোক– আমি তো তা চাইতে পারি না।

সুতরাং কী যে উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা আমার রাত্রি জাগরণের জন্য, ইলমী উৎকর্ষের সাথে সাথে পরহেযগারি অর্জনের জন্য, রচনা ও সংকলনে হৃদয়কে মগ্ন রাখার জন্য এবং দেহের উপযোগী খাদ্য সংগ্রহের জন্য!

আর কী যে আফসোস ও হাহাকার মানুষের সাক্ষাৎ ও শিক্ষাপ্রদানের ব্যস্ততার কারণে ছুটে যাওয়া নির্জন প্রার্থনার জন্য এবং পরিবার পরিজনের জন্য উপার্জনের ব্যস্ততার কারণে ছুটে যাওয়া ধার্মিকতা ও পরহেযগারির জন্য![২৫০]

তবে আমি এই আযাব ও কষ্ট প্রাপ্তিকে মেনে নিয়েছি। হয়তো এর মাঝেই আমার শিক্ষা ও দীক্ষা রয়েছে। কারণ সুউচ্চ মনোবল সদা এমন সমুন্নত বিষয়াবলীকেই কামনা করে যা আল্লাহর নৈকট্যের মাধ্যম বা উপকরণ। আর কখনো কখনো সেই উন্নতি-সন্ধানের ব্যাকুলতা ও মর্মপীড়া কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছার পথ দেখায়।

---

২৫০. ইমাম ইবনুল জাওযী রহ. (মৃত্যু ৫৯৭ হিজরী) صيد الخاطر গ্রন্থে العائلة শব্দটিকে কয়েক স্থানে ব্যবহার করেছেন। ২৪ অধ্যায়ের ৪২ পৃষ্ঠায়, ১৭০ অধ্যায়ের ২৪০ পৃষ্ঠায় এবং ৩৫২ অধ্যায়ের ৪৫৭ পৃষ্ঠায়। তবে এটি খাঁটি আরবী নয়; উদ্ভূত শব্দ। এর অর্থ হল, পোষ্য পরিজন মানুষ যার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে।
এ অর্থে এ শব্দের ব্যবহার তাঁর পূর্ববর্তীদের কথার মাঝেও বিদ্যমান। যেমন ইমাম গাযালী রহ.ও (মৃত্যু : ৫০৫ হিজরী) المستصفى من علم الأصول নামক গ্রন্থের কয়েক স্থানে এ শব্দটি ব্যবহার করেন।
সুতরাং বলা যায়, মূল আরবী শব্দ না হলেও তা প্রাচীনকাল থেকেই আরবীতে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

www.QuranerAlo.net

Contents

আর আমি তো শুধু প্রতিটি মুহূর্ত ও প্রতিটি শ্বাসকে সংরক্ষণের চেষ্টা করি– যেন একটি শ্বাসও বেফায়দা নষ্ট না হয়; একটি মুহূর্তও অনর্থক খরচ না হয়। যদি আমার চাওয়া ও কামনা পূর্ণ হয় তবে তো আলহামদুলিল্লাহ। অন্যথায় এতটুকু তো সান্ত্বনা যে, মুমিনের নিয়ত তার আমলের চেয়ে উত্তম।"

নিজের প্রতি কোমলতা অব্যাহত কর্মের সোপান স্বরূপ

এরপর ইমাম ইবনুল জাওযী রহ. নিজের প্রতি নম্রতা ও কোমলতার ব্যাপারে আলোচনা করতঃ বলেন, যখন আমি বিগত অধ্যায়টি লিখলাম তখন জীবন চলার পথে নিজের জন্য একটি আবশ্যকীয় বিষয়ের কথা মনে হয়। আর তা হল, নিজের প্রতি কোমলতা ও সহানুভূতি।

কেননা দু'মনযিল অতিক্রমণের ইচ্ছাকারী ব্যক্তি এক মনযিল অতিক্রম করার পর খানিক যাত্রাবিরতি ও বিশ্রামের প্রয়োজন বোধ করে। তাই (সফর অব্যাহত রাখার স্বার্থেই) তাকে সেই বিশ্রামটুকু নেয়া উচিত এবং যথাসম্ভব কোমলতার সাথে পথচলা উচিত।

কারণ, ক্লান্ত উটকে রাখাল হুদি গান গেয়েই দাঁড় করায়।[২৫১]

তাই বলি, চেষ্টা-সাধনার নবায়নের জন্য বিশ্রাম করাও মূলত সাধনারই শামিল। তেমনিভাবে মুক্তার সন্ধানে ডুবুরির নিম্নেগমনও মূলত ঊর্ধ্বগমনেরই নামান্তর।

আর লক্ষ্য রাখা উচিত যে, অবিরত সফর বাহনকে ক্লান্ত ও দুর্বল করে ফেলে। তখন সফলতা লাভ করা ও গন্তব্যে পৌছা কঠিন হয়ে পড়ে।

যে নিজের প্রতি কোমলতার দলীল বা দৃষ্টান্ত দেখতে চায় সে যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনচরিত দেখে নেয়। কেননা তিনি নিজের প্রতি কোমল আচরণ করতেন, মৃদু রসিকতাও করতেন, স্ত্রীদের সাথে মেলামেশাও করতেন, সুপেয় ঠাণ্ডা পানি, উত্তম খাদ্য বকরির গোশত

২৫১. উটকে পরিচালনা করতে যে গান গাওয়া হয় তাকে বলে الحداء। যেমন কবি বলেন–

وغنّها وهى لك الفداء ✪ إن غناء الإبل الحداء

অর্থ : তুমি তার (বাহনের) জন্য গান গাও, সে যে তোমার জন্য জান-কোরবান। আর উটের গান তো 'হুদি' ছাড়া কিছু নয়।

www.QuranerAlo.net

যত্ন নাও। কিন্তু যখন তা করবে তখন খেয়াল রেখো, তা যেন হয় খাবারে লবণের পরিমাণ মত।[২৫৬]

আর কবি আবু আলী ইবনুশ শিবল রহ. বলেন[২৫৭]–

وإذا هَمَمْتَ فناج نفسك بالمنى ✪ وعدا، فخيرات الجنان عدات

واجعل رجاءك دون يأسك جُنَّة ✪ حتى تزول بهمِّك الأوقات

واستر عن الجلساء بثَّك، إنما ✪ جلساؤك الحُسَّاد والشمَّات

ودع التوقُّع للحوادث إنه ✪ للحى من قبل الممات ممات!

فالهمُّ ليس له ثبات مثل ما ✪ فى أهله ما للسرور ثبات

لولا مغالطة النفوس عقولها ✪ لم تَصفُ للمتيقظين حياة

অর্থ : যদি তুমি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হও তবে মনকে আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দুশ্চিন্তামুক্ত কর। কারণ মনের জন্য এ জাতীয় প্রতিশ্রুতিগুলোই কল্যাণকর। আর তোমার আশাগুলোকে হতাশার সামনে ঢালরূপে দাঁড় করিয়ে দাও তবে দেখবে তোমার দুশ্চিন্তা দূর করে দিবে।

আর নিজ দুঃখ-বেদনার কথা সাথী-সঙ্গীদের থেকে আড়ালে রাখ, কেননা তারা অন্যের বিপদে আনন্দিত ও হিংসুক প্রকৃতির হয়। আর দৈব-দুর্বিপাকের অপেক্ষা ছেড়ে দাও, কেননা সে ভাবনা মৃত্যুর পূর্বেই বহুবার মৃত্যু ঘটায়।

---

২৫৬. আরেক কবি বলেন,

أعلِّل النفسَ ببعض الهزل ✪ تجاهلا منى بغير جهلِ

أفزح فيه مزح أهل الفضل ✪ والمزح أحيانًا جلاء العقلِ

অর্থ : মূর্খতা হেতু নয়, বরং মূর্খতার ভান করে কখনো কখনো আমি মৃদু রসিকতার মাধ্যমে মনের চিকিৎসা করি। তবে তা-ও হয় সম্ভ্রান্তজনদের রসিকতা (নিম্নশ্রেণীর নয়)। আর কখনো রসিকতা যে হয় আকল-বুদ্ধির স্বচ্ছতার কারণ।

২৫৭. তিনি হলেন আবু আলী মুহাম্মাদ ইবনুল হুছাইন ইবনুশ শিবল বাগদাদী রহ.। তিনি ছিলেন বিজ্ঞ কবি। তাছাড়াও তিনি সাহিত্য ও দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপকও ছিলেন। আর ছিলেন অতি রসিক ও অন্তরঙ্গ মানুষ। তাঁর রয়েছে এক বিশাল কাব্যগ্রন্থ। ৪৭৩ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। طبقات الأطباء গ্রন্থে ইবন আবী উছাইবিয়াহ রহ. তাঁর জীবনী রচনা করেন।

www.QuranerAlo.net

দুঃখ-দুশ্চিন্তা কখনোই মানুষের মাঝে স্থায়ী হয় না। যেমনি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য হয় না স্থায়ী।

সুতরাং মন যদি বিবেকের কথা কখনো কখনো ভুলে না যায় তবে তো সজাগ-সতর্ক ব্যক্তিদের জীবন নির্মল হবে না।

তিনি আরও বলেন–

بحفظ الجسم تبقى النفس فيه ✪ بقاء النار تُحفَظ بالوعاء

فباليأس الممضِ فلا تُمتها ✪ ولا تمدد لها طول الرجاء

وعدها فى شدائدها رخاء ✪ وذكِّرها الشدائد فى الرخاء

يُعَدُّر صلاحها هذا وهذا ✪ وبالتركيب منفعة الدواء

অর্থ : দেহের সংরক্ষণের মাধ্যমে প্রাণ সংরক্ষিত থাকে, যেমনি আগুন সংরক্ষিত থাকে আধারে। সুতরাং যন্ত্রণাদায়ক হতাশার দ্বারা মনকে তুমি মেরে ফেলো না। আবার তার জন্য তুমি আশার ডোর অতি প্রলম্বিতও করো না।[২৫৮]

কষ্টের সময় তুমি তাকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিশ্রুতি দাও, আর সুখের কালে স্মরণ করিয়ে দাও কষ্টের দিনগুলোর কথা। উভয়টিতেই নিহিত আছে তার (মনের) উপকারিতা। কারণ ওষুধের প্রকৃত কার্যকারিতা বিকশিত হয় সংমিশ্রণেরই মাধ্যমে।

পূর্ববর্তী অধিকাংশ মনীষী বার্ধক্যের আবরণে খেযাব ব্যবহার করতেন। যদিও খেযাব মন থেকে তার বার্ধক্যের বার্তা ভুলিয়ে দেয় না, তবুও মনকে একরকম ধোঁকা (প্রবোধ) দেয়া যায়।[২৫৯]

---

২৫৮. অর্থাৎ, তার (মনের) সকল দাবি তুমি পূর্ণ করতে যেও না। অন্যথায় পরিমিত অবস্থায়ও মধ্যপন্থায় তাকে নিয়ন্ত্রণ তোমার জন্য কষ্টসাধ্য হবে।

২৫৯. প্রসিদ্ধ সাহাবী সা'দ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রা. কালো রংয়ের খেযাব ব্যবহার করতেন। আর বলতেন,

أسوِّد أعلاها و تأبى أصولها ✪ فليت مايسوُّد منها هو الأصل

অর্থ : আমি তো চুলের উপরিভাগ কালো করছি, কিন্তু তার মূল তো এর বিপরীত। হায়! এই কৃষ্ণতা যদি নকল না হয়ে আসল হতো!

সংগৃহীত : উসতায সায়ীদ কামেলের الشيب গ্রন্থ থেকে (৬৪ পৃষ্ঠা)।

www.QuranerAlo.net

গবেষণা ও রচনার ব্যস্ততার কারণে হেফয ও পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন ফুরোয় না

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে ইবনুল জাওযী রহ. রচনা ও সংকলন মগ্নতার ব্যাপারে আলোচনা করতঃ আরও লিখেন : তালেবে ইলমের উচিত তার সর্বোচ্চ মনোযোগ ও মনোবল মুখস্থকরণ ও পুনরাবৃত্তিতে ব্যয় করা।

আর তার অধিকাংশ সময় তাতে ব্যয় হওয়াই উত্তম। তবে সাথে সাথে এটাও মনে রাখা উচিত যে, দেহটা হল জীবন সফরে একটি বাহনতুল্য; সাধ্যাতীত কষ্ট ও অবিরত চলনে সফর ক্ষান্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। শক্তিশালী ব্যক্তিও যখন ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়ে তখন তার কর্মক্ষমতা নবায়নের প্রয়োজন দেখা দেয়। আর কাজের ক্ষেত্রে তো অধ্যয়ন, সংকলন, অনুলিপিকরণ সবই আঞ্জাম দেয়া আবশ্যক। তবে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হল মুখস্থকরণ। তাই দিনের সময়টাকে ভাগ করে নেয়া উচিত। রাত-দিনের শুরু ও শেষভাগ হবে হেফজ বা মুখস্থকরণের জন্য। আর বাকী সময়টুকু হবে অনুলিপিকরণ, অধ্যয়ন ও শারীরিক বিশ্রামসহ অন্যান্য কাজের।

তবে এই সময় বিভক্তির ক্ষেত্রে প্রত্যেক বিষয়ের প্রতি ইনসাফ করা উচিত। যেন প্রতিটি বিষয় যথাযথ 'মর্যাদা' লাভ করে। কেননা আবেগবশত একটিকে প্রাধান্য দিলে বা সেজন্য বেশী সময় নিলে অন্যটি স্বভাবতই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

তাছাড়া মন সর্বদাই অনুলিপিকরণ বা কোন হাল্কা অধ্যয়নে ব্যস্ত থাকতে চায়; তাকরার বা পুনঃপঠন ও পুনঃগবেষণায় ব্যস্ত হতে চায় না। কেননা এটি তুলনামূলক একটু কঠিন। আর মন তো সাধারণত সহজ কাজেই আগ্রহী হয়ে থাকে।

তাই 'আরোহীর' উচিত সর্বদিক বিবেচনায় রাখা। 'বাহনকে' অবহেলাও না করা, আবার সাধ্যাতীত বোঝাও চাপিয়ে না দেয়া। কারণ ইনসাফ ও ন্যায়-নিষ্ঠার মাধ্যমেই মানুষ পৌছতে পারে কাঙ্ক্ষিত ও অভীষ্ট লক্ষে।

কিন্তু যে ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করবে ও মূল সড়ক থেকে সরে পড়বে কিংবা একসাথে সবকিছুই পেয়ে যেতে চাইবে তার উদ্দেশ্য সাধিত না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী।

তবে মানুষ সর্বদা উৎসাহ প্রদানেরই অধিক মুখাপেক্ষী। কারণ কর্মব্যস্ততার চেয়ে অবসন্নতাই মানুষকে বেশী পেয়ে থাকে।

www.QuranerAlo.net

যাই হোক, ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকেই প্রাধান্য দেয়া উচিত। কেননা স্বল্প গুরুত্বের বিষয়কে মূল্যায়ন করার দ্বারা অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও হাতছাড়া হয়ে যায়। উদাহরণত বলা যায়, একজন তালেব من أتى الجمعة فليغتسل (যে জুমার নামাযে আসে, সে যেন গোসল করে আসে) হাদীসটির বিশটি সনদ বা সূত্র মুখস্থ করল। অথচ একটি হাদীস 'ছাবেত' হওয়ার জন্য একটি সূত্রই যথেষ্ট। অধিক সূত্র শিখায় ব্যয়িত সময়টুকু সে চাইলে অন্যকিছু শিক্ষার্জন, তথা গোসলের সুন্নত, আদাব ইত্যাদি ইলম অর্জনেও ব্যয় করতে পারত। কিন্তু সেটি তার হাতছাড়া হয়ে গেল।

তাই বলি বন্ধু! জীবন অতি সংক্ষিপ্ত ও অতি মূল্যবান। তার একটি মুহূর্তও যেন অনর্থক ও অবহেলায় না কাটে। কাটে যেন কর্মমুখর এবং জ্ঞান ও বিবেক নিয়ন্ত্রিত অবস্থায়।

সময় সংরক্ষণে সহযোগী বিষয়াবলী

প্রিয় পাঠক! সময়ের সদ্ব্যবহারে যে বিষয়গুলো তোমার সহযোগী হতে পারে সেগুলো সম্পর্কে তোমার অবগত থাকা দরকার। তাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় এখানে উল্লেখ করছি,

- দিনের কাজগুলো সুশৃঙ্খলভাবে ও প্রাত্যহিকসূচী মাফিক সম্পন্ন করা।
- অর্থহীন ও বেফায়দা মজলিস থেকে বিরত থাকা।
- যে কোন ক্ষেত্রে অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় বিষয় পরিহার করা।
- যারা পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী, বিচক্ষণ ও মেধাবী এবং সময়ের ব্যাপারে সাবধানী ও দূরদর্শী তাদের সঙ্গ ও সাহচর্য লাভে সচেষ্ট হওয়া।
- পূর্ববর্তী মনীষীগণের, বিশেষত অনন্য সাধারণ আলেম উলামার জীবনী অধ্যয়ন করা যা তোমার মাঝে উদ্দীপনা ও প্রেরণা যোগাবে।
- ইলমী কোন বিষয়ের উদ্ভাবন ও কোন কাজ আঞ্জামের মাধ্যমে সময় হেফাযতের স্বাদ লাভে সচেষ্ট থাকা।
- জ্ঞানের সমৃদ্ধি ও জানার পরিধির সম্প্রসারণে এবং বিভিন্ন বিষয়ের পঠন ও অধ্যয়নে যথাসম্ভব নিমগ্ন থাকা।

এসব বিষয়গুলো তোমাকে সময়ের মূল্য ও মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন করে তুলবে, তোমার মাঝে সময়ের সদ্ব্যবহারের ব্যাকুলতা সৃষ্টি করবে

www.QuranerAlo.net

Contents

এবং তোমার মানসিকতা এভাবে গড়ে দেবে যে, তুমি শুধু এর সদ্ব্যবহারই করবে, নষ্ট করবে না। এর থেকে উপকৃত হবে, কিন্তু কখনো এর অপচয় করবে না।

সময় বিন্যাসের ব্যাপারে ইমাম গাযালী

সময় বিন্যাসের ব্যাপারে সতর্ক করে ইমাম গাযালী রহ. بداية الهداية গ্রন্থের ১২০ পৃষ্ঠায় এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। তিনি বলেন, তোমার জীবনের সময়গুলো অবহেলায় যেন না কাটে। প্রতিটি মুহূর্তের জন্য যা উপযোগী এবং যেভাবে উপযোগী তাতে সেভাবেই মশগুল থাকা উচিত। বরং আমি তো এটুকু পর্যন্ত বলতে চাই, এ ব্যাপারে তুমি নিজের সাথে বোঝাপড়া করবে। তার থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হিসেব নেবে এবং রাত দিনের প্রতিটি দায়িত্বকে বিন্যস্ত করে রাখবে। আর প্রতিটি সময়ের নির্ধারিত কাজে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ বা অন্যকর্মের অনুপ্রবেশ ঘটাবে না। তাহলেই সময়ের প্রকৃত বরকত পাওয়া সম্ভব।

আর যে নিজেকে অলস-অকর্মণ্য অবস্থায় ছেড়ে রাখে, জীবন ও সময়ের প্রতি পশুর মত অবিচার ও অবহেলা করে– জানে না কখন কী করবে তার তো অধিকাংশ সময়ই নষ্ট ও বরবাদ হয়ে যায়।”

সময়ের বিন্যাসে ইবন বারহান

ইমাম তাজ উদ্দীন সুবকী রহ. এর সুবিখ্যাত গ্রন্থ طبقات الشافعية الكبرى য়[২৬১] ইমাম আবুল ফাতহ ইবন বারহান (আহমদ ইবন আলী) রহ.– যিনি ছিলেন উসূলবিদ ও হাম্বলী মাযহাবালম্বী এবং পরবর্তীতে শাফী মাযহাবের অনুসারী (৪৭৯-৫১৮ হিজরী)-এর জীবনী আলোচনা করত লিখেন–

“তিনি প্রথমত হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন এবং পরবর্তীতে শাফী মাযহাবে মুনতাকিল হন। তিনি আর শাশী, গাযালী ও ইলকীয়া হাররাছীর কাছে ফিকহশাস্ত্র শিক্ষালাভ করেন।

তিনি ছিলেন প্রবল ধী-শক্তির অধিকারী। যাই শুনতেন সাথে সাথে মুখস্থ করে নিতেন। আর তিনি একনিষ্ঠভাবে ইলম চর্চায় এতটা অধ্যবসায়ী ছিলেন যে, প্রবাদপুরুষে পরিণত হয়ে গিয়েছিলেন।

---

২৬১. ৬ : ৩০।

www.QuranerAlo.net

দূর-দূরান্ত থেকে শিক্ষানবিসরা তাঁর উদ্দেশ্যে সফর করত এবং তাঁর দরবারে ভীড় জমাত। ফলে তাঁর গোটা দিন, এমন কি রাতেরও একটা বড় অংশ দরসদানের ব্যস্ততায় কাটত। শেষরাত থেকে শুরু করে এশা পর্যন্ত, আবার কখনো এরপরও দরস দান করতেন।

বর্ণিত আছে যে, ছাত্রদের একটি জামাত তাঁর কাছে ইমাম গাযালী রহ. এর الإحياء গ্রন্থের একটি দরস দানের আবেদন জানালে তিনি বললেন, তোমাদেরকে দেয়ার মত সময় আমার কাছে নেই। তখন তারা একের পর এক সময়ের কথা উল্লেখ করতে লাগল। আর তিনিও বলতে লাগলেন– এ সময়ে অমুক দরস, সে সময়ে তমুক দরস। এভাবে চলতে চলতে অবশেষে মধ্যরাতে দরস দানের সময় নির্ধারিত হল।

এ থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তিনি নিজের সময়গুলোকে ইবাদাত, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, ঘুম ও আহারে কতটা বিন্যস্ত করে রেখেছিলেন।

সত্যিকার অর্থেই এটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং আলেম ও তালেবে ইলমদের জন্য জ্ঞানের কাঙ্ক্ষিত স্তরে পৌঁছার উত্তম মাধ্যম ও উন্নতির যথার্থ সোপান।

✪ ✪ ✪ ✪ ✪

হাসানুল বান্না র. তো এভাবে বলেছেন,

مَن عرَف حقَّ الوقتِ فقدْ أدركَ الحياةَ، فالوقتُ هو الحياةُ ـ

অর্থ ঃ যে সময়ের প্রাপ্য বুঝল সে জীবনকে উপলব্ধি করতে শিখল। কেননা, সময়ই তো জীবন।[২৬২]

ইসলামী আইনবিদ, কবি ও সাহিত্যিক উমারাতুল ইউম্‌না র. (মৃত্যু ৫৬৯ হিজরী) তাঁর এক কবিতায় লিখেন,

إذا كان رأسُ المالِ عمرَك فاحترزْ ✪ عليه من الإنفاق فى غيرِ واجب

فبيْنَ اختلافِ الليلِ والصبحِ معركٌ ✪ يكرُّ علينا جيشُه بالعجائب

---

২৬২. (১) কেননা সময় হল পথের দূরত্ব– যে পথের সূচনা হয় জন্মের মাধ্যমে আর সমাপ্ত হয় মৃত্যুতে।

সময়/জীবন

জন্ম ——— মৃত্যু

জীবন/সময়

এ বিষয়টি আমি ড. সালাহ উদ্দীন মাহমুদ লিখিত كيف تدير وقتك নামক পুস্তিকা থেকে সংগ্রহ করেছি। যা ছোট ও সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও যথেষ্ট সুন্দর ও উপকারী।

www.QuranerAlo.net

Contents

অর্থ : সর্বসাকুল্যে মূলধন যেহেতু তোমার এই জীবনকাল। সুতরাং তুমি অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন ব্যতীত তা ব্যয় করো না। (আর জেনে রাখ) দিন-রাতের আবর্তনের মাঝে রয়েছে এক যুদ্ধক্ষেত্র, যার যোদ্ধারা প্রতিনিয়ত আমাদের উপর আশ্চর্যজনক 'অস্ত্র' নিয়ে হামলে পড়ছে।

আর মিসরীয় কবি আহমদ শাওকী র. বলেন–

دقَّاتُ قلبِ المرء قائلةٌ له ✪ إنَّ الحياةَ دقائقٌ وثوان

فارفعْ لنفسِكَ بعد موتك ذكرَها ✪ فالذكر للانسانِ عمرٌ ثان

অর্থ : হৃদস্পন্দনগুলো মানুষকে প্রতিনিয়ত বলে চলেছে, জীবনকাল তো কতক স্পন্দন-মুহূর্তের সমষ্টি। সুতরাং এর মধ্যেই এমন কাজ করে যাও যেন মৃত্যুর পরেও তুমি স্মরণীয় হয়ে থাক। কারণ, মৃত্যু-পরবর্তী স্মরণ যেন (স্মরণীয় ব্যক্তির) দ্বিতীয় জীবন।[২৬৩]

---

২৬৩. মানুষের আলোচনা ও প্রশংসা বাকী থাকা তার জীবন বাকী থাকারই নামান্তর। এ ব্যাপারে কবি মুতানাব্বি বলেন–

ذكر الفتى عمره الثانى، وحاجته * مافاته، وفضول العيش أشغال

অর্থ : মৃত্যুপরবর্তী আলোচনা দ্বিতীয় জীবনেরই নামান্তর। (সংগৃহীত : হুছরি রহ. এর زهر الآداب থেকে। খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩১২)

আর আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনুল খাতীব আন্দালুসী রহ. বলেন–

وما العمر إلا زينة مستعارة ✪ تردُّ، ولكن الثناء هو العمر

ومن باع ما يفنى بباقٍ مخلَّدٍ ✪ فقد أنجَحَ المسعى وقد ربح التَّجرُ

অর্থ : এই জীবন তো ধার করা/রূপক সৌন্দর্য, যা ফিরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু মৃত্যু পরবর্তী প্রশংসাই হল প্রকৃত জীবন। আর যে অস্থায়ী জিনিসের বিনিময়ে চিরস্থায়ী জিনিস ক্রয় করে তার চেষ্টা তো সফল আর ব্যবসাও লাভজনক।

(সংগৃহীত : মাকরিযী রহ. এর العقود الفريدة فى تراجم الأعيان المفيدة থেকে। খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১২০।)

আবার কোনো কোনো কবিতা পঙক্তি রয়েছে এমন–

اصرف حياتك فى جدّ وفى عمل ✪ تُعدُّ حيا ولا تركن إلى الكسل–

অর্থ : কর্মোদ্যমতায় তুমি জীবন অতিবাহিত কর তাহলেই তো জীবিত বলে গণ্য হবে (কাজই তো জীবনের পরিচায়ক) আর কখনো অলসতার প্রতি ঝুঁকে পড়ো না।

www.QuranerAlo.net

বিশিষ্ট কবি ও সুসাহিত্যিক ছফিয়্যুদ্দিন হিল্লী আল বাগদাদী আবদুল আযীম ইবন সারায়া রহ. (৬৭৭-৭৫০ হিজরী) সময়ের মূল্যায়ন ও সে ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি রচনা করেন।

حياتك رأس المال والعلم رِبْحُه ✪ وأخلاق أشرافٍ بهِنَّ تصدَّرُ

وموسمُك الأيام فلْتَكُ حازمًا ✪ وإلاَّ فذو التفريط لا شك يخسَرُ

ومن ضيَّع الأوقات ضاعت حياته ✪ وعاشَ فقيرًا جاهلًا ليس يشكر

ودعْ غائبًا من فائتٍ ومؤمَّل ✪ فوقتك سيف قاطع ليس يَعْذُر

অর্থ : জীবন হলো তোমার মূলধন। আর ইলম হল তার লভ্যাংশ। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা তো চরিত্রগুণেই নেতৃত্ব লাভ করে। আর তোমার (ব্যবসা) মওসুম হল (জীবনের) দিনগুলো। তাই তুমি প্রত্যয়ী ও বিচক্ষণ হও। কেননা অবহেলা ও শৈথিল্যকারী নিশ্চিত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর যে সময়কে নষ্ট করে তার জীবনটাই নষ্ট হয়ে যায়। ফলে সে মূর্খ, দরিদ্র ও নিন্দিত অবস্থায় বেঁচে থাকে। তাই বলি বন্ধু! অতীত ও অনাগত সময়ের চিন্তা ছেড়ে (বর্তমানকে কর্মমুখর করে রাখ।) কেননা সময় হল এক তরবারি, যা (তোমার জীবনকে) কেটে চলছে; কখনো সে অজুহাত গ্রহণ করে না।

তারুণ্যে অর্জিত জ্ঞানই সুদৃঢ় হয়।

الفقيه والمتفقه গ্রন্থে হাফেয আবু বকর খতীব বাগদাদী রহ. باب التفقه في الحداثة وزمن الشبيهة (অর্থ : যুবাবয়সে ইলম অর্জন) নামে একটি অধ্যায় রচনা করেন এবং এর অধীনে তিনি ইবন আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখ করেন– যাতে তিনি বলেন–

ما بعث الله نبيا إلا شابا ، وما أوتى العلم عالمٌ خيرٌ له منه وهوشاب

আর কোনো কবিতায় এসেছে–

إن المآثر في الورى ذرية ✪ يفنى مؤثِّر ها ويبقى ذكرها

فترى الكريم كشمعة من عنبر ✪ ضاءت فإن طُفئت تضوَّع نشرُها

অর্থ : সৃষ্টির মাঝে সুকীর্তি বংশধরের মত হয়ে থাকে, যার কর্তা/মূল ব্যক্তি শেষ হয়ে যায় কিন্তু তার স্মরণ বাকী রয়ে যায়। তাই তুমি মহৎ ব্যক্তিদের দেখবে আম্বর প্রদীপের মত দ্যুতিময়। কিন্তু যখন তা নিভিয়ে দেয়া হয় তখন চারদিকে তার সুবাস ছড়িয়ে পড়ে। (সংগৃহীত : সায়্যিদ আহমদ হাশেমী রহ. এর ديوان الإنشاء পৃষ্ঠা : ১৭২)

www.QuranerAlo.net

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক নবীকেই শক্ত-সমর্থ অবস্থায় নবুওয়াত দান করেছেন। আর একজন জ্ঞানীর জন্য শক্ত-সমর্থ অবস্থায় অর্জিত জ্ঞানের চেয়ে উত্তম আর কিছু হতে পারে না।

কাবূস ইবন আবু যাবইয়ান রহ. থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, একদিন আমরা আবু যাবইয়ানের পিছনে ফজরের নামায পড়ছিলাম। মুসল্লিগণ সকলেই ছিলেন আমাদের মহল্লার এবং সকলেই ছিলেন যুবক। শুধু মুয়াযযিন ছিলেন বৃদ্ধ। নামায শেষে সালাম ফিরিয়ে তিনি আমাদের দিকে ঘুরে বসলেন এবং যুবকদেরকে তাদের পরিচয় জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। অবশেষে তিনি বললেন, সকল নবী যুবা বয়সেই প্রেরিত হয়েছেন। আর যুবা বয়সে অর্জিত ইলমই সর্বোত্তম ইলম।

মূসা ইবন আলী ইবন হুসাইন ইবন আলী ইবন আবু তালেব রা. তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, লুকমান হাকীম নিজ সন্তানকে উপদেশ দিয়ে বলেন, হে বৎস! শৈশবেই জ্ঞান অন্বেষণ কর। কেননা বার্ধক্যে তা যথেষ্ট কঠিন।

হে বৎস! নির্বোধের জন্য উপদেশ বড় পীড়াদায়ক। যেমন দুর্গমগিরিতে চলা বয়োবৃদ্ধের জন্য (কষ্টসাধ্য)।

হিশাম ইবন উরওয়া রহ. বলেন, আব্বাজান বলতেন, আমরা এক সময় ছোট ছিলাম, এখন আল্লাহ আমাদেরকে বড় বানিয়েছেন। আর আজ তোমরা ছোট, আল্লাহ চাইলে অচিরেই তোমরাও বড় হবে। সুতরাং এই ছোটকাল থেকেই তোমরা ইলম অর্জনে মনোনিবেশ কর, তাহলে এর মাধ্যমে জাতির নেতৃত্ব তোমরা লাভ করবে এবং জাতি তোমাদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে।

আহমদ ইবন য়াহয়া রহ. সালামার সূত্রে এবং তিনি ফাররা এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, সর্বোত্তম ইলম হল الْقَبَلِيُّ আর নিকৃষ্ট ইলম হল الدبرِيُّ।

তারপর ফাররা রহ. এ শব্দদ্বয়ের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, الدبرِيُّ হল ঐ জ্ঞান যা যৌবন কেটে গিয়ে বার্ধক্য আসার পর, তথা শেষ জীবনে অর্জিত হয়। আর الْقَبَلِيُّ তার বিপরীত।

আহমদ ইবন য়াহয়া রহ. বলেন, আরেকজন তার ব্যাখ্যায় বলেন, الفقه الْقَبَلِيُّ হল ঐ জ্ঞান যা তোমার মুখস্থ, অর্থাৎ প্রয়োজন হলেই পেশ করতে পার। আর الفقه الدبرِيُّ হল যা কিতাবের পাতায় আছে কিন্তু তোমার স্মৃতির পাতায় নেই।

www.QuranerAlo.net

আবু বকর রহ.– যিনি 'খতীব বাগদাদী' উপাধিতে ভূষিত ছিলেন– তিনি বলেন, জীবনের প্রারম্ভে, কৈশোর ও যৌবনে যখন ব্যস্ততা থাকে স্বল্প, মেধা স্বচ্ছ ও স্বভাব-প্রকৃতি শান্ত তখনকার জ্ঞানার্জন হৃদয়ে দৃঢ়, স্থির ও প্রোথিত হয়। তারপর আল্লাহর তাওফীক হলে তার মাধ্যমে সে যথেষ্ট উপকৃত হয় এবং বরকত লাভ করে।

পক্ষান্তরে যদি সেই বয়সে এর প্রতি অবহেলা করা হয় তবে বার্ধক্যে– যা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে দুর্বল ও জরাগ্রস্ত এবং স্বভাব-চরিত্রকে বিরূপ ও অসহিষ্ণু করে দেয়– তাতে তার অবস্থা তেমনই হবে যেমনটা কবি বলেছেন–

إذا أنت أعياك التعلم ناشئًا ✪ فمطلبه شيخًا عليك شديد

অর্থ : কৈশোরে যদি জ্ঞানার্জনে তুমি ব্যর্থ হও তবে বার্ধক্যে তা অর্জন তোমার জন্য বড়ই কঠিন ও দুষ্কর হবে।

আর হাসান বসরী রহ. বলেন–

الحفظ فى الصغر كالنَّقش فى الحجر-

তাঁর থেকে এ উক্তিও বর্ণিত আছে, التعلُّم فى الصغر كالنقش فى الحجر

অর্থ : ছোট বেলার জ্ঞানার্জন বা মুখস্থকরণ হল পাথরে খোদাইকৃত লেখার মত (যা কখনো মুছে যায় না)।

অনুরূপ উক্তি কাসেম ইবন আবু বররাহ রহ. থেকেও বর্ণিত আছে।

আর কবি বলেন–

وما الحلم إلا بالتحلُّم فى الكبر ✪ وماالعلم ألا بالتعلُّم فى الصغر-

ولو ثُقب القلب المعلَّم فى الصِبا ✪ لألفيت فيه العلم كالنقش فى الحجر

অর্থ : প্রকৃত প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা তাই যা পরিণত বয়সে সহনশীলতা প্রদর্শনের মাধ্যমে লাভ হয়। আর প্রকৃত ইলম ও জ্ঞান তা-ই যা শৈশবে চর্চা ও সাধনা দ্বারা অর্জিত হয়। শৈশবে যদি তুমি শিক্ষানবিশ হৃদয়কে 'বিদ্ধ' করতে পার তবে সে হৃদয়ে ইলম ও জ্ঞানকে পাথরে খোদাইকৃত লেখার মত স্থির ও স্থায়ী পাবে।

আর আলকামা রহ. বলেন, কৈশোরে আমি যা কিছু মুখস্থ করেছি তা আমার মন মস্তিষ্কে এতটাই ভাস্বর থাকে যেন আমি সে পৃষ্ঠাগুলোর দিকে তাকিয়ে আছি।

www.QuranerAlo.net

Contents

আর মা'ম'র রহ. বলেন, আমি চৌদ্দ বছর বয়সে আলকামা রহ. এর মজলিসে উপস্থিত হয়েছি। সে বয়সে তাঁর থেকে আমি যা কিছু শুনেছি তা এখনও আমার হৃদয়ে অঙ্কিত হয়ে আছে।

কাজের প্রকৃত সময় হল যৌবনকাল

প্রকৃত জীবন ও কর্মময় জীবন হল জীবনের মধ্যভাগ– অর্থাৎ যৌবন কাল। কেননা এই কালটিই অর্জন ও কর্মের বিস্তৃত ময়দান, সৃষ্টি ও উদ্ভাবনের এবং দান ও অবদানের বিশাল ক্ষেত্র। এসময় শক্তি থাকে পরিপূর্ণ, মনোবল থাকে সুউচ্চ। আর অসুস্থতা, দুর্বলতা বা কোন প্রতিবন্ধকতা...! তা তো নয় এ বয়সের ধর্ম।

প্রসিদ্ধ ইমাম ও তাবেয়ী মুহাম্মাদ ইবন সীরীন র. এর বোন হাফছা বিনতে সীরীন র.– তিনিও ছিলেন এক মহান তাবেয়ীয়াহ্– তিনি বলেন,

يا معشرَ الشبابِ، خُذوا من أنفسكم و أنتم شباب

فإنِّي مارأيتُ العمل إلا فى الشَّباب

অর্থ : হে যুব সম্প্রদায়! যৌবন থাকা অবস্থায় তোমরা নিজেদের থেকে কাজ আদায় করে নাও। কেননা, আমি তো শুধু যুবকদেরকেই কর্মমুখর দেখতে পাই।[২৬৪]

ইমাম নববী র. তাঁর সুবিশাল গ্রন্থ المجموع এর ভূমিকায়[২৬৫] লিখেছেন, "প্রত্যেক তালিবে ইলমের কর্তব্য হল, তারুণ্য ও যৌবনে ইলম অর্জনে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা- যখন তার মাঝে উদ্যম, দেহে শক্তি এবং অন্তরে সচেতনতা থাকে পূর্ণাঙ্গ। আর সে থাকে বাড়তি ব্যস্ততা ও ঝামেলা থেকে এবং বার্ধক্য ও অক্ষমতার আক্রমণ থেকে একেবারেই মুক্ত।"

ইমাম বদরুদ্দীন ইবন জামাআহ মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহিম রহ. তাঁর খুবই উপকারী গ্রন্থ تذكرة السامع والمتكلم فى أدب العالم والمتعلم এ[২৬৬] তালিবুল ইলমদের আদাব সম্পর্কে আলোচনা করতঃ লিখেন–

---

২৬৪. ইবনুল জাওযী রহ. রচিত صفة الصفوة : ৪ : ২৪
২৬৫. ১ : ৬৯।
২৬৬. পৃষ্ঠা : ৭০

www.QuranerAlo.net

"...তৃতীয় হল, জীবনের সূচনাকাল তথা তারুণ্য ও যৌবনে সে দ্রুত ইলম অর্জনের প্রতি মনোনিবেশ করবে। দীর্ঘসূত্রিতা ও কালক্ষেপণের ধোঁকা থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করবে। কারণ তার জীবন থেকে একে একে প্রতিটি ক্ষণ হারিয়ে যাচ্ছে– যার কোনো বদলা বা বিকল্প হতে পারে না।

আর পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান-সাধনার পথে বাধাদানকারী বিভিন্ন সম্পর্ক ও প্রতিবন্ধক বিষয়াদি থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকবে। কেননা এ সকল বিষয় হল ইলমী পথে ডাকাততুল্য।

এজন্যই পূর্ববর্তী মনীষীগণ স্বদেশ ও পরিবার থেকে দূরে সরে প্রবাস জীবন যাপন করতে পছন্দ করতেন। কারণ চিন্তা-ভাবনা যদি বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে তবে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়াদি অনুধাবনে এবং তার গভীর জ্ঞান অর্জনে ত্রুটি থেকে যাবে। এ জন্যই তো বলা হয়ে থাকে–

العلمُ لا يُعطيكَ بعضَه حتى تُعطيَه كلَّك ـ

অর্থ : ইলম তোমাকে সামান্যও দেবে না যতক্ষণ না তুমি তাকে তোমার পূর্ণাঙ্গ (সর্বস্ব) দেবে।

যুবাকালে জ্ঞানার্জন ও তাতে সমৃদ্ধি আনয়নে সচেষ্ট হওয়ার প্রতি এবং অর্জন পথের প্রতিবন্ধকতাগুলোকে উপেক্ষা করার প্রতি তালিবুল ইলমকে উদ্বুদ্ধ করতঃ তিনি আরও বলেন–[২৬৭]

ইলমের তলবে শিক্ষার্থীর মনোবল যেন হয় সমুচ্চ। বেশী অর্জনের সম্ভাবনা থাকলে অল্প জ্ঞানে কখনোই যেন সে ক্ষান্ত না হয় এবং নবীগণের মিরাছ অর্জনে সে যেন অল্পতেই তুষ্ট হয়ে বসে না থাকে। উপকারী কোনো জ্ঞান অর্জনের সুযোগ এলে কখনো যেন তা অর্জনে সে বিলম্ব না করে এবং দীর্ঘসূত্রিতা ও কালক্ষেপণের ধোঁকায় না পড়ে। তাহলে তো তা হাতছাড়া হয়ে যাওয়ারই সম্ভাবনা বেশী। তাছাড়া সুযোগ পেলেই তা অর্জন করে নিলে পরবর্তী সময়ে ভিন্ন কিছু অর্জন করার তো সুযোগ হবে– ইনশাআল্লাহ।

আর তার উচিত বিভিন্ন অক্ষমতা এবং দায়িত্ব ও ব্যস্ততার প্রতিবন্ধকতা আসার পূর্বেই উদ্যম ও সুস্থতা, যৌবন ও তারুণ্যের উচ্ছলতা, চিন্তা-ভাবনার পরিশুদ্ধতা এবং ব্যস্ততার স্বল্পতাকে মূল্যায়ন করা।

---

২৬৭. প্রাগুক্ত : পৃ. ১১২।

www.QuranerAlo.net

Contents

হযরত উমর রা. তো বলেছেনই–

تفقّهوا قبل أن تُسوَّدوا ـ

অর্থ : নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব লাভের পূর্বেই জ্ঞানার্জন করে নাও।

আর শাফী রহ. বলেন–

تَفَقَّهْ قبل أن ترأسَ ، فإذا رأستَ فلا سبيلَ إلى التفقُّه ،

অর্থ : দায়িত্ব কাঁধে আসার পূর্বেই জ্ঞানার্জন করে নাও। কেননা তা কাঁধে এসে গেলে জ্ঞানার্জনের পথ (অনেকাংশেই) রুদ্ধ হয়ে যাবে।

আর শাফী মাযহাবালম্বী প্রসিদ্ধ ফকীহ ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন রহ. (মৃত্যু : ৫০৭ হিজরী) ছন্দে ছন্দে বলেন–

تعلَّمْ يا فتى والعودُ رطبٌ ✪ وطينُك لينٌ والطبعُ قابلٌ

অর্থ : হে তরুণ! শাখা যখন সজীব, মাটি নরম ও স্বভাব-প্রকৃতি গ্রহণোপযোগী থাকে তখন জ্ঞানার্জনে মশগুল থাক।

✪ ✪ ✪ ✪ ✪

জীবন অতি সংক্ষিপ্ত

আমাদের জীবন প্রতিনিয়ত সংক্ষিপ্ত থেকে সংক্ষিপ্ততর হয়ে আসছে। একটি একটি করে দিন আমাদের জীবন থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। আর বয়স কমে আসছে ধীরে ধীরে। কিন্তু অনেক মানুষ তা বুঝতেই পারছে না। উপলব্ধিই করতে পারছে না যে, তার জীবন খুব দ্রুত কেটে যাচ্ছে, তা আর ফিরে আসবে না।

ফলে সে তার মূল্যায়ন এবং তার প্রতি গুরুত্ব দানে অবহেলা করছে। কোন কিছু অর্জনে বা তা থেকে উপকার গ্রহণে উদাসীন রয়ে যাচ্ছে। যেন সে ভাবছে, জীবন তো অনেক দীর্ঘ, অনেক বিস্তৃত। তা তো চিরস্থায়ী কিংবা অতি ধীরগামী। অথচ বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র. (১৬৪-২৪১) বলেছেন,

ما شبَّهتُ الشبابَ إلا بشيءٍ كان في كمِّي فسقطَ ـ

www.QuranerAlo.net

অর্থ : আমি তো যৌবনকালকে শুধু উপমা দিতে পারি এমন কোন বস্তুর সাথে, যা আমার আস্তিনে ছিল, তারপর তা খোয়া গেল।[২৬৮]

যৌবনকালকে, তথা কাজের প্রকৃত সময়কে তাঁর কাছে এত সংক্ষিপ্ত ও এত সামান্য মনে হয়েছে। অথচ তিনি প্রায় সাতাত্তর বছর হায়াত পেয়েছিলেন।

সত্যি বন্ধু! জীবন যতই দীর্ঘ হোক তবু তা ক্রমহ্রাসমান। যৌবন কাল যতই বিস্তৃত হোক তবু তা দ্রুত অপসৃয়মান।

আল্লাহ তাঁর প্রতি দয়া করুন, যিনি এই পরম সত্য তুলে ধরেছেন কবিতার ভাষায়,

أذانُ المرءِ حينَ الطِّفلُ يأتِي ✪ وتأخيرُ الصلاةِ إلى الممات

دليلٌ أن محياه يَسِيرٌ ✪ كما بين الأذانِ إلى الصلاةِ

অর্থ : মানবশিশুর জন্মকালে আযান দেয়া,
আর (জানাযার) নামাযকে মৃত্যু পর্যন্ত বিলম্বিত করা
একথারই প্রমাণ যে, জীবনকাল তার অতি সংক্ষিপ্ত,
আযান থেকে নামায, যেন এর মধ্যবর্তী সময়কাল যত!

ইমাম আহমদ রহ. এর পূর্বোল্লিখিত উক্তির দিকে লক্ষ্য করেই এক কবি বলেন–

لله أيامُ الشبابِ وعصرِه ✪ لو يُستعارُ جديدُه فيُعارُ

ماكان أقصرَ ليلَه ونهارَهَ ✪ وكذاك أيامُ السرورِ قصارُ

অর্থ : যৌবন কাল ও তার দিনগুলো একমাত্র আল্লাহরই বিশেষ দান। হায়, যদি নতুনভাবে তা ধার নেয়া যেতো তবে তাই নেয়া হতো। কত না সংক্ষিপ্ত তার দিন রাত, যেমনটা সংক্ষিপ্ত হয় সুখের দিনকাল।

আরেক কবি বলেন–

وما بينَ ميلادِ الفتَى ووفاته ✪ إذا نصحَ الأقوام أنفسَهم عمرُ

لأنَّ الذى يأتى شبيبةُ الذى مضى ✪ وما هو إلا وقتُك الضِّيقُ النزْرُ

---

২৬৮. ইবনুল জাওযী রচিত مناقب الإمام أحمد : পৃ. ১৯৮ (প্রথম মুদ্রণ) পৃ. ২৫৭ (দ্বিতীয় মুদ্রণ) প্রসঙ্গত, ইমাম আহমদ রহ. এর জীবনকাল (১৬৪-২৪১ হি.)

www.QuranerAlo.net

Contents

অর্থ : মানুষ যদি নিজেদের কল্যাণকামী হয় তবে তাদের উপলব্ধি করা উচিত, তারুণ্যের জন্ম ও মৃত্যুর মাঝের সময়টুকুই তাদের জীবন। কেননা যা আহুত তা তো অতীত দিনগুলোর মতই দ্রুত হারিয়ে যাবে। আর তাও তো অতি সংক্ষিপ্ত সময় বৈ কিছুই নয়।

অন্য কবি বলেন–

أَلا إنما الإنسانُ ضيفٌ لأهله ✪ يُقيم قليلًا عندهم ثم يرحلُ

অর্থ : জেনে রাখ বন্ধু! মানুষ তার পরিবারের কাছে আগত এক মেহমান মাত্র। অল্প কিছুদিন তাদের কাছে অবস্থান করে, তারপর পাড়ি জমায় অন্য জগতে।

আর প্রসিদ্ধ কবি মুতানাব্বী বলেন–

وما ماضى الشبابِ بمستردٍّ ✪ ولا يوم يمرُّ بمستعاد

অর্থ : হারিয়ে যাওয়া যৌবনকে কখনো ফিরে পাওয়া যায় না। আর কেটে অতিক্রান্ত দিনকে কখনো ফিরিয়ে আনা যায় না।

আর আপন সন্তানের মৃত্যুতে বলা শোকগাঁথায় প্রসিদ্ধ কবি আবুল হাসান আলী ইবন মুহাম্মাদ আত-তহিমী রহ. (জন্ম : ৩৬০ হিজরীর শেষ দিকে আর মৃত্যু : ৪১৬ হিজরীতে) কিছু পঙক্তি আবৃত্তি করেন– যেগুলো ছিল খুবই প্রজ্ঞাপূর্ণ এবং সময়ের সদ্ব্যবহার ও বিশেষত যৌবনকালের মূল্যায়ন সম্পৃক্ত।

فاقضوا مآربكم عجالا إنما ✪ أعماركم سفرٌ من الأسفارِ

وتراكضوا خيلَ الشبابِ وبادروا ✪ أن تستردَّ فإنهنَّ عواري

অর্থ : তোমরা নিজেদের প্রয়োজনাদি দ্রুত পূর্ণ করে নাও, কারণ তোমাদের জীবনকাল তো একটি সংক্ষিপ্ত সফর মাত্র। আর যৌবনের অশ্বকে তোমরা প্রতিযোগিতায় নামিয়ে দাও এবং তাকে পুনরুদ্ধারের চেষ্টা কর। কেননা তা তোমাদের জিম্মায় (আল্লাহ প্রদত্ত) ঋণস্বরূপ।

ছাত্রদের অলস মানসিকতা

আফসোস ও পরিতাপের বিষয় যে, বর্তমান যুগে ছাত্রদের মাঝে মানসিক দুর্বলতা ও আলস্য মনস্কতা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। তারা আরাম-আয়েশকে সাধনা ও পরিশ্রমের উপর প্রাধান্য দিতে শুরু করেছে। গল্পগুজব,

www.QuranerAlo.net

বিলাসিতা ও অন্যান্য অনর্থক কাজকর্মকে জীবনের লক্ষ্য মনে করছে। ভোগ বিলাসকে প্রকৃত উদ্দেশ্য বানিয়ে নিয়েছে। যার ফল হচ্ছে এই, অধ্যয়ন ও জ্ঞানার্জনে ব্যয় করার মত সময় তাদের হচ্ছে না। এমনকি এর প্রতি আগ্রহও তাদের মাঝে বাকী থাকছে না। ইলম অর্জনে এখন তাদের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে বছর পার করা ও সার্টিফিকেট অর্জন করা। কিন্তু পূর্বযুগের তালিবে ইলমের উদ্দেশ্য ছিল ইলমের গভীরতা ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। তাদের অবস্থাই হয়ত ছন্দে ছন্দে প্রকাশ করেছেন ইমাম আহমদ বিন ফারিস র. (৩২৯-৩৯৫ হিজরী)

إذا كان يُؤذيك حرُّ المَصيفِ ✪ ويُبس الخريفِ وبردُ الشتا

وُيلهيكَ حسنُ زمانِ الربيع ✪ فأخذُك للعلم قلْ لى : متى

অর্থ : গ্রীষ্মের উষ্ণতা, শরতের রুক্ষতা ও শীতের তীব্রতা/ এসব যদি—
হয় তোমার কষ্টের কারণ, আর বসন্তের সৌন্দর্য ও সুবাস যদি হয়
উদাসীনতার কারণ,
তবে বল ভাই, ইলম অর্জন তোমার দ্বারা হবে কখন!

আলুসী : সময়নিষ্ঠ এক ব্যক্তিত্ব

আল্লামা আবুল মাআ'লী মাহমুদ আলূছী র. (মৃত্যু ১৩৪২ হিজরী) ছিলেন অতি কঠোর পরিশ্রমী ও সময়নিষ্ঠ একজন ব্যক্তি। গরমের তীব্রতা ও গ্রীষ্মের তাপদাহও তাঁকে দরস থেকে বিরত রাখতো না। আর শীতের প্রচণ্ডতা ও ঠাণ্ডার অসহনীয়তায়ও কখনো দরসে আসতে তাঁর দেরী হত না। এমন তো বহু বার হয়েছে যে, নির্দিষ্ট সময় থেকে দেরী করে আসার কারণে তাঁর অনেক শাগরেদ জিজ্ঞাসাবাদ ও তিরস্কারের মুখোমুখি হয়েছে। কিন্তু এমনটি কখনো হয়নি যে, তিনি দেরী করে এসেছেন।

তাঁর শাগরেদ আল্লামা শায়খ বাহজাতুল আসরী একদিনের ঘটনা উল্লেখ করতঃ বলেন, একবার প্রচণ্ড বৃষ্টির দিনে, যে-দিন ঝড়ো হাওয়া ছিল যেমন, তেমনি ছিল প্রবল বৃষ্টি— আমি তাঁর দরসে উপস্থিত হতে পরিনি। কারণ, আমি ভেবেছিলাম, হয়ত এমন দিনে তিনি দরসে আসবেন না। কিন্তু ঘটল তার বিপরীত। পরদিন আমি দরসে উপস্থিত হতেই তিনি ক্রুদ্ধস্বরে একটি পঙ্‌ক্তি আবৃত্তি করতে লাগলেন—

www.QuranerAlo.net

Contents

ولا خيرَ فيمَنْ عاقَه الحرُّ والبردُ ....

তার মাঝে কোন কল্যাণ কি থাকতে পারে,
শীত গ্রীষ্ম যার প্রতিবন্ধক হয়!

ভবিষ্যতের আশায় ধোঁকা খেয়ো না

অনেকে ধারণা করে, আগামীতে হয়ত অবসর সময় পাওয়া যাবে, ভবিষ্যতে হয়ত ব্যস্ততা ও ঝামেলা থেকে সে মুক্ত হবে, তখন সে যুবাবয়সের তুলনায় অনেক বেশী অবকাশ পাবে। কিন্তু বাস্তবতা হয় এর সম্পূর্ণ বিপরীত।

হে প্রিয় ভাই! শোন, আমি তোমাকে এমন ব্যক্তির কথা বলছি যিনি ঐ বয়সে পৌঁছেছেন এবং তখনকার পরিস্থিতি ও বাস্তবতা উপলব্ধি করেছেন। তিনি[২৬৯] বলেন– "তোমার বয়স যতই বাড়বে ততই তোমার দায়িত্ব বাড়তে থাকবে। বিষয় ও ব্যক্তি সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। কিন্তু তখন তোমার সময়ও কমে আসবে, সামর্থ্যও ক্ষীণ হয়ে আসবে।

প্রকৃতপক্ষে বাধ্যর্ক্যে সময় আরও সংকীর্ণ হয়ে যায়। দেহ আরও দুর্বল হয়ে যায় এবং সুস্থতার সম্ভাবনা আরও ক্ষীণ হয়ে যায়। উদ্যম হ্রাস পায়, কিংবা প্রায় হারিয়েই যায়। অথচ দায়িত্ব ও ব্যস্ততা অনেক বেড়ে যায় এবং আঞ্জাম দেয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

সুতরাং তুমি তোমার এই সময়টাকেই (অর্থাৎ) যুবা বয়সটাকেই কাজে লাগাও। এটাই সুযোগ। অনাগত ও অজ্ঞাত ভবিষ্যতের আশায় বসে থেকো না, তার জন্য সব কাজ ঝুলিয়ে রেখো না। কারণ জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই, সময়ের প্রতিটি পাত্রই কোন না কোন ব্যস্ততা, কাজ বা অপ্রত্যাশিত বিপদ-আপদে পূর্ণ হয়ে যায়।"

---

২৬৯ তিনি হলেন মুহাদ্দিছ আবু মুহাম্মাদ জাফর বিন মুহাম্মাদ আব্বাসী র. (মৃত্যু ৫৬৮ হিজরীতে) তিনি তাঁর কবরের উপর এ বাক্যটি লিখে রাখতে অছিয়ত করে যান,

حوائجُ لم تُقض، وآمال لم تُنل، وأنفس ماتت بحسراتها

অর্থ ঃ বহু প্রয়োজন অপূর্ণ রয়ে গেল, অনেক আকাঙ্ক্ষা অপ্রাপ্ত রয়ে গেল! আর আক্ষেপ যাতনা নিয়েই বহু জনের জীবনাবসান ঘটল!

www.QuranerAlo.net

Contents

ভবিষ্যতের আশায় কিংবা যৌবনের উচ্ছলতায় ধোঁকা খেয়ো না

যৌবনের উচ্ছলতা যেন তোমায় ধোঁকায় না ফেলে তাহলে কিন্তু কালক্ষেপণ ও দীর্ঘসূত্রিতার বেড়াজালে আটকে পড়বে। বরং তুমি বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনকে এবং অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে মূল্যায়নে সদা সচেষ্ট থাক।

আর প্রখ্যাত ভাষাবিদ ইবদ দুরাইদ রহ.[২৭০] এর কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তিদ্বয় শোন ও হৃদয়ঙ্গম কর– যা তিনি মাত্র বিশ বছর বয়সে রচনা করেন।

ثوبُ الشبابِ عليَّ اليومَ بهجتُه ✪ فسوف تنزِعهُ عنّي يدُ الكِبَرِ

أنا ابن عشرين، مازادتْ ولا نقصتْ ✪ إن ابنَ عشرين مِنْ شيبٍ على خطَرِ

অর্থ : যৌবনের চাদর আজ আমার দেহের উপর সৌন্দর্য বিস্তার করে রেখেছে। অচিরেই বার্ধক্য আমার থেকে তা ছিনিয়ে নেবে। আমি এখন ঠিক বিশ বছরের যুবক। আর বিশ বছরের যুবকই যে রয়েছে বার্ধক্য ঝুঁকিতে।[২৭১]

আর ইমাম ইবন মুফলিহ হাম্বলী রহ. তার মূল্যবান গ্রন্থ الآداب الشرعية তে[২৭২] জনৈক দার্শনিকের কতক পঙ্‌ক্তি বর্ণনা করেন।

بادرْ إذا الحاجاتُ يومًا أمكنتْ ✪ بورودِهنَّ مواردَ الآفاتِ

كم من مؤخِّر حاجةٍ قد أمكنتْ ✪ لغدٍ وليس غدٌ له بِمُوَاتِ

تأتي الحوادثُ حينَ تأتي جمّةً ✪ ونرى السرور يجئ في الفلتات

অর্থ : প্রয়োজন যখন কোন দিন সামনে আসে তখন তা বিপদে রূপায়িত হওয়ার আগেই দ্রুত মিটিয়ে নাও। কারণ বহু লোক প্রয়োজনকে আগামীর জন্য রেখে দেয়, কিন্তু সেই আগামী যে তার অনুকূল হয় না।

অভিজ্ঞতা তো বলে, বিপদাপদ যখন আসে তখন দল বেঁধে আসে আর সুখ-আনন্দের আগমন ঘটে কখনো কখনো।

---

২৭০. তিনি হলেন মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান ইবন দুরাইদ রহ.। ভাষাবিদ ও সুসাহিত্যিক। জন্ম : ২২৩ হিজরী এবং মৃত্যু ৯৮ বছর বয়সে ৩২১ হিজরীতে।

২৭১. معجم الأدباء ১৮ : ১২৭

২৭২ খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৪৪ (১৩৪৮ হিজরীতে 'আল মানার' কর্তৃক মুদ্রিত)

www.QuranerAlo.net

তাই তো প্রাজ্ঞজনদের কেউ কেউ সুখ-শান্তির দিনের স্বল্পতা এবং দুঃখ-কষ্টের দিনের আধিক্যের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন–

يقولون إنَّ الدهرَ يومانِ كلُّه ✪ فيومُ مسراتٍ ويومُ مكاره

وما صدقُوا والدهرُيومُ مسرةٍ ✪ وأيامُ مكروهٍ كثيرُ البدائه

অর্থ : লোকজন বলে, মহাকাল দুভাগে বিভক্ত, খুশি-আনন্দের দিন ও দুঃখ-কষ্টের দিন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের বক্তব্য সঠিক ও যথার্থ নয়। বরং গোটা যুগ মূলত সুখের একদিন আর দুঃখের বহুদিনে বিভক্ত।

তারপর বন্ধু! তুমি যে দীর্ঘজীবন লাভ করবে তার কী নিশ্চয়তা আছে? কত যুবক মৃত্যুসুধা পান করছে! আবার কত বৃদ্ধ 'অতিবৃদ্ধ' হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে!

কবি আবুল ফাতহ বুছতী রহ. তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ قصيدةُ عنوانِ الحكمِ এ সেদিকেই ইঙ্গিত করে বলেন–

لا تغترَرْ بشبابٍ رائقٍ نضرٍ ✪ فكم تقدَّم قبل الشَّيبِ شبَّان

অর্থ : সুন্দর ও উচ্ছল যৌবনের ধোঁকায় তুমি পড়ো না, কেননা কত যুবক যে বার্ধক্যের পূর্বেই আখেরাতে পাড়ি জমিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

সুতরাং জেনে রাখ বন্ধু! মৃত্যু থেকে কারও নিস্তার নেই এবং এর আগমনের সময়ও কারো জানা নেই। তাই ইলম ও আমলের পথে যা কিছু অর্জন করার তা হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার আগেই দ্রুত করে নাও। কেননা সবকিছুরই একটা ইতি ও সমাপ্তি আছে– এ জীবনেরও, যৌবনেরও।

কৈশোরেই জ্ঞানার্জনে ব্রতী হও

জীবনের প্রারম্ভেই তথা কৈশোর ও যৌবনেই জ্ঞানার্জনে ব্রতী হও– যখন তুমি থাক সুস্থ ও শক্ত-সমর্থ। কারণ দুর্বলতা হল বার্ধক্যের নিত্যসঙ্গী। কিন্তু উচ্ছলতা হল তরুণের অন্তরঙ্গ বন্ধু। আর বন্ধু তো অবশ্যই সফরসঙ্গী থেকে বেশী ওফাদার ও আমানতদার হয়ে থাকে।

তাছাড়া বার্ধক্যে তো মানুষ নিজ দেশে আপন মানুষদের মাঝে থেকেও ভিনদেশী হয়ে যায়। কারণ তার সমবয়সীরা পরপারে চলে যায়। তাকে বেঁচে থাকতে হয় এমন মানুষদের মাঝে; যাদের জন্ম ভিন্ন যুগে, বেড়ে ওঠা ভিন্ন পরিবেশ, ভিন্ন ভাবধারায়। না তারা তার সমসাময়িক, আর না তারা

www.QuranerAlo.net

তার সাথী-সঙ্গী। ফলে তার ও তাদের মাঝে আড়াল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সময়, বয়স, পরিচয় ও মানসিকতার পার্থক্যের পাঁচিল।

তাই বলছি বন্ধু! যখন তুমি বার্ধক্যে উপনীত হবে তখন তুমি এমন লোকদের মাঝে বেঁচে থাকবে যারা শক্ত-সমর্থ যুবক। আর তুমি হবে অক্ষমতা ও দুর্বলতার শিকার এক জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ। না তোমার প্রত্যয় হবে দৃঢ়, দৃষ্টি হবে তীক্ষ্ণ, কান হবে সুস্থ। আর না তোমার দেহে থাকবে বল, আর না হাতে থাকবে সুন্দর হস্তাক্ষরের কলম সচল।

সুতরাং তোমার যৌবন ও উদ্যমের কর্মগুলোকে শেষ জীবনের বার্ধক্যের 'অবসরের' জন্য ফেলে রেখো না। কারণ তখন সকল প্রকার শক্তি ও ক্ষমতাই স্বল্প-বিস্তর ভারসাম্যহীন হয়ে পড়বে। না থাকবে চোখ-কানের সুস্থতা, আর না থাকবে উঠাবসা, কিতাব ধরা ও কলম চালনার ক্ষমতা। আর না থাকবে সূক্ষ্ম-কঠিন বিষয়ের সমাধান ও বিক্ষিপ্ত বিষয়াদির একত্রকরণের ধৈর্য ও স্থৈর্য।

তাই সন্তানকে পিতার উপদেশ দেয়ার মত একটি উপদেশ তোমাকে আমি দিচ্ছি, উপরোল্লিখিত বিষয়টি ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করে নাও এবং নিজের সাথে মিলিয়ে নাও। কখনো এমনটা ভেবো না যে, আমি এমন হবো না। আমি তো এটুকু বলতে চাই যে, সত্যিকারার্থে উপরে 'তোমারই' অবস্থা বর্ণনা করেছি আমি।

এক বৃদ্ধকে তার অবশিষ্ট জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, সামনে যারা ছিল তারা গত হয়ে গেছে, পিছনে যারা ছিল তারা আমার নাগাল পেয়ে গেছে। অনেক পুরনো বিষয় কখনো কখনো আমার মনে পড়ে যায় কিন্তু নতুন নতুন বিষয় স্মৃতি থেকে হারিয়ে যায়। জনতার মাঝে আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে যাই, আর নির্জনতায় জেগে থাকি। দাঁড়ালে জমিন আমার কাছে চলে আসে আর বসলে তা দূরে চলে যায়।[২৭৩]

سلْنى أنبئْك بآيات الكِبرْ ✪ نومُ العشاءِ وسعالٌ بالسحرْ

وقلَّةُ النوم إذا الليلُ اعتَكَرْ ✪ وقلَّةُ الطَّعْمِ إذا الزاد حضرْ

وحذَرا ازداده إلى حَذَرْ ✪ والناس يَبلَون كما تبلى الشجرْ

---

২৭৩. আবদুল ইলাহ আছ-ছায়েগ রচিত الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام গ্রন্থের ১৫৮ পৃষ্ঠা।

www.QuranerAlo.net

Contents

অর্থ : আমাকে জিজ্ঞেস করে দেখ, আমি তোমাকে বার্ধক্যের নিদর্শনগুলো বলে দেব। এর নিদর্শন হল, সন্ধ্যা বেলার ঘুম আর শেষ রাতের অবিরত কাশি। গভীর রাত্রিতে অনিদ্রা আর খাবারের উপস্থিতিতে অরুচি। সুতরাং সতর্ক হও বন্ধু! সতর্ক হও, মানুষ যে দিন দিন বৃক্ষের মত জীর্ণ ও ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে।[২৭৪]

হে আমার প্রিয় ভাই! হে ইলমে দ্বীনের অনুরাগী! তোমার জন্য উচিত হল, প্রতিটি মুহূর্ত এমনকি প্রতিটি শ্বাস পর্যন্ত ইলমের অর্জন, সংরক্ষণ ও প্রচারে ব্যয় করতে সদাসচেষ্ট থাকা। কেননা সময় অতি দ্রুত কেটে যাচ্ছে। বছর হয়ে যাচ্ছে কয়েক মুহূর্তের মত।

তাছাড়া তোমার তো জানা নেই, কখন যে তোমার মাঝে ও ইলম চর্চার মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে দেয়া হবে! কখন যে তুমি এর চর্চা থেকে বঞ্চিত ও অবসন্ন হয়ে বসে পড়বে!

আর হে ভাই! পূর্ববর্তীগণের মাঝেই তোমার জন্য রয়েছে শিক্ষা, রয়েছে সতর্কবাণী। তাছাড়া তাঁরা তো কাব্যে এই ইলমী বিচ্ছেদের দুঃখগাঁথা বর্ণনা করেই গেছেন।

ولم يَتفقْ حتى مضى لسبيله ✪ وكمْ حسراتٍ فى بُطونِ المقابِر

অর্থ : আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের আগেই যে সে পরপারে পাড়ি জমিয়েছে। হায়, কত আক্ষেপ-অনুশোচনা যে ভূ-গর্ভে সমাহিত হয়ে আছে![২৭৫]

---

২৭৪. ড. ফাতেমা মাহজুব রচিত فضيَّة الزمن فى الشعر العربِى পৃষ্ঠা : ১১২

২৭৫. হাফেয ইবনুস সালাহ রহ. معرفة أنواع علم الحديث নামক গ্রন্থের ২২৮ পৃষ্ঠায় হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়নকারীদের আদাব শিরোনামের অধীনে লিখেন, হাফেয সূরী রহ.–যার পুরো নাম হল মুহাম্মাদ ইবন আলী (মৃত্যু ৪৪১ হিজরী) বলেন– হাফেয আবু মুহাম্মাদ আবদুল গণী ইবন সাঈদ আল-আযদী রহ. এর মৃত্যুর পর একবার আমি তাঁকে স্বপ্নে দেখি যে, তিনি আমাকে বলছেন, হে আবু আবদুল্লাহ! তুমি রচনা-সংকলনের কাজ অব্যাহত রাখ। এর মাঝে ও তোমার মাঝে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্ট হওয়ার পূর্বেই এতে যথাসাধ্য তৎপর থাক। এই যে আমকে দেখছ, তার মাঝে ও আমার মাঝে এখন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়ে আছে।
প্রসিদ্ধ ও বরেণ্য মুহাদ্দিস ও পর্যটক আবু মুহাম্মাদ জাফর ইবন মুহাম্মাদ আব্বাসী– যার জন্ম বাগদাদে, আর মৃত্যু ৫৯৮ হিজরীতে হামা শহরে– মৃত্যুর পূর্বে তিনি অসিয়ত করে যান তাঁর কবরের উপর এ বাক্যটি লিখে রাখতে–

حوائجُ لم تُقضَ !وآمالٌ لم تنلْ ! وأنفسٌ ماتتْ بحسراتها ـ

www.QuranerAlo.net

ও আমার প্রিয় ভাই! এই ধারণা থেকে বেঁচে থেকো যে, ভবিষ্যতে হয়ত পূর্ণ অবসর কোনো বছর, মাস বা সপ্তাহ আসবে। তাতে হয়ত তোমার পূর্ণ উদ্যম ও মুক্ত মন থাকবে এবং থাকবে পূর্ণাঙ্গ সুস্থতাও। যেখানে থাকবে না কোনো ক্লান্তি, বিষণ্নতা; থাকবে না দুঃখ-যাতনা ও কোনোরূপ বাঁধা ও প্রতিবন্ধকতা... ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সবই তোমার দিবাস্বপ্ন ও গোলকধাঁধা বৈ কিছু নয়।

যৌবন ও বার্ধক্য

প্রকৃতপক্ষে শক্তি ও কর্মের এবং মেহনত ও মুজাহাদার কাঙ্ক্ষিত সময়ই হল যৌবন ও তারুণ্য। তখনই উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন এবং লক্ষ্য অর্জনের পথে প্রচেষ্টার সময়। ভোগ ও প্রাপ্তির স্বচ্ছতা ও তৃপ্তি নিশ্চিত করার সময়।

তবে বার্ধক্য...! তা তো হল বিভিন্ন রোগ-শোক, বিপদ-আপদ ও বাধা বিপত্তির সময়। তখন আগ্রহ যদিও বা থাকে কিন্তু উপায় থাকে না, সুযোগ মিলে না, সাহসে কুলায় না।[২৭৬] কবির এ কথা, কে বলতে পারে, তা মিথ্যা!

অর্থ : কত প্রয়োজন অসম্পূর্ণ রয়ে গেল! কত আশা-আকাঙ্ক্ষা অনর্জিতই থেকে গেল! আর এই ব্যথা-যাতনা নিয়েই কত প্রাণের অবসান ঘটে গেল!

২৭৬. বার্ধক্যের উপসর্গসমূহ :
বার্ধক্য শুরু হয় সাধারণত বয়স পঞ্চাশ পূর্তির পর থেকে। বিজ্ঞজনেরা বলেন, পঞ্চাশ তো হল জীবনাবসানের ঘণ্টা বাজার সময়। কারণ এ তো এমন একটি বয়স যেখান থেকে মানুষ বিভিন্ন প্রকার দুর্বলতা, রোগ-ব্যাধি ও বার্ধক্যজনিত উপসর্গগুলোর শিকার হয়। দেহ ভেঙ্গে পড়ে, আর স্বভাব শিশুসুলভ হয়ে পড়ে। বলা যেতে পারে, পঞ্চাশ সীমার পরবর্তী বয়সটা হল রোগ-ব্যাধির বিস্তার ও শক্তি ও সামর্থ্যের অবনতির এক বিস্তৃত অঙ্গন। এর মাঝে কোনো কোনো ব্যাধি তো আমৃত্যু সঙ্গী হয়ে থাকে। আর কোনোটা হয় অতি দীর্ঘ বা নাতিদীর্ঘ। তবে সেটিও যাবার আগে হয়তো এরচেয়ে তীব্র কোনো ব্যাধিকে 'স্থলাভিষিক্ত' করে যায়। এককথায় দেহ হয়ে যায় বিভিন্ন প্রকার রোগের এক উর্বর ক্ষেত্র। তাই তো দেহ সেসব রোগবালাকে কারণে বা অকারণেই বিভিন্নভাবে গ্রহণ করে নেয়।
এখানে আমি সে সকল রোগের একটি তালিকা পেশ করছি। তবে বিশেষ কোনো ধারাবাহিকতা এখানে রক্ষিত হয়নি। সুতরাং পাঠক যেন এটাকে রোগ-ব্যাধি আগমনের কোনো ধারাবাহিক বর্ণনা মনে না করেন। বরং আমি এ টীকা লিখার সময় যেটা যখন স্মরণ হয়েছে তখনই লিখেছি। উদ্দেশ্য হল, শুধু সতর্ককরণ ও উপদেশ প্রদান।

www.QuranerAlo.net

১. জোড়াব্যথা। এর কারণে কখনো স্বাভাবিক হাঁটাচলা পর্যন্ত ব্যহত হয়ে পড়ে। আবার কখনো বিভিন্ন অঙ্গ– তথা, হাত, পা, হাঁটু, কব্জি ইত্যাদির স্বাভাবিক নড়াচড়া ভীষণ পীড়াদায়ক হয়ে পড়ে।
যেমনটা কবি বলেন–

وجعُ المفاصِل وهو أيـ ✪ سرُ مالقيتُ من الأذى

جعلَ الذى استحسنته ✪ والناسُ من حظى كذا

والعمرُ مثلُ الكأسِ ير ✪ سبُ فى أواخرِها القذى

অর্থ : আমি যে কষ্ট-যন্ত্রণা ভোগ করছি এরচে' তো জোড়াব্যথা রোগ অনেকটাই সহনীয়।... আর জীবনকাল তো শরাবপাত্রের মত, যার শেষাংশে গাদ/তলানী জমা হয়।
২. বিষণ্নতা রোগ। তা এমন ব্যাধি যা হৃদয় ও মন-মানসিকতাকে খুশি-আনন্দ থেকে এবং স্বাভাবিক ঠাট্টা-রসিকতা থেকেও অসার করে রাখে। এমনকি সে ভারসাম্যপূর্ণ স্বভাব-প্রকৃতিতেও থাকে না। ফলে সে অন্যমনস্ক ও স্থায়ী দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সে না পারে মানুষের দুঃখ-সুখে শরীক হতে, আর না পারে তাদের সাথে মিলে মিশে থাকতে। তা এমন এক দীর্ঘস্থায়ী দুরারোগ্য ব্যাধি, যা মানুষের স্বাভাবিক অস্তিত্ব ও জীবনধারাকে অকেজো করে দেয়।
৩. কম শোনা বা শ্রবণ-ক্ষমতার স্বল্পতা। কখনো কখনো তো শ্রবণেন্দ্রিয় একেবারেই নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। পঞ্চাশোর্ধ্ব মানুষের মাঝে তো এই ব্যাধি একেবারে মহামারির মত ছড়িয়ে আছে। কানের ডাক্তারের চেম্বার বা হাসপাতালগুলোতে গেলে তো আশ্চর্য হতে হয়। ভাবাই যায় না, এত অধিক সংখ্যক মানুষ স্বল্পশ্রোতি রোগে ভুগছে! অথচ কান তো অনেক বড় নেয়ামত। এমনকি উপকারিতার দিক থেকে অনেকাংশে তো তা দৃষ্টিশক্তি ও চোখ থেকেও বড় নেয়ামত বলে পরিগণিত হয়। হয়ত এ জন্যই কোরআন-হাদীসে বহুবার চোখের পূর্বে কানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন–

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا ○

অর্থ : নিশ্চয়ই কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় সম্পর্কে তাদের প্রত্যেকে জিজ্ঞাসিত হবে।
–সূরা বনী ইসরাঈল : ৩৬

তিনি আরও বলেন–

خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ○

অর্থ : আল্লাহ তাদের হৃদয় ও কান মোহর করে দিয়েছেন। আর তাদের চোখের উপর রয়েছে আবরণ। –সূরা বাকারা : ৭
আর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

اللّٰهُمَّ عافنى فى بدنى ، اللّٰهُمَّ عافنى فى سمعى ، اللّٰهُمَّ عافنى فى بصرى ، لا إلٰه إلا أنت ـ

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি আমার দেহ, কর্ণ ও চক্ষুকে রক্ষা করুন ও সুস্থ রাখুন। আপনি ছাড়াতো কোনো উপাস্য নেই।

www.QuranerAlo.net

Contents

৪. দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতায় আক্রান্ত হয়ে কেউ কেউ তো প্রায় অন্ধ বা পূর্ণ অন্ধই হয়ে পড়ে। (আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন, আমীন।)

তবে কিছুটা আনন্দের বিষয়তো এই যে, এই যুগে দৃষ্টি ও শ্রবণক্ষমতা বৃদ্ধির কিছু আধুনিক যন্ত্র-উপকরণ পাওয়া যায় এবং সেগুলো যথেষ্ট উপকারী ও সাহায্যকারীও বটে।

তারপরও বাস্তবতা এই যে, সে তখন দেখা-শোনার ক্ষেত্রে পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ে। সেই উপকরণের অনুপস্থিতিতে ইন্দ্রিয়দ্বয় একেবারেই অক্ষম ও অকার্যকর হয়ে পড়ে।

৫. রক্তচাপ 'উচ্চ বা নিম্ন' হয়ে যাওয়া। আর উভয়টিই একজন মানুষকে মানবীয় সকল নেয়ামত ভোগে বাধাগ্রস্ত করে।

৬. বিভিন্ন প্রকার হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়া। এটি এমন ব্যাধি যা বর্তমানকালে নারী-পুরুষ সকলের শেষ জীবনের অবিচ্ছেদ্য জীবনসঙ্গী হয়ে পড়ে।

৭. দন্ত রোগ : তথা দাঁত ক্ষয় হয়ে যাওয়া বা ভেঙ্গে যাওয়া অথবা ভীষণ ব্যথা-যন্ত্রণার শিকার হওয়া।

৮. নাকের রক্তক্ষরণ : যা প্রতিদিন বা একদিন পর পর হতেই থাকে।

৯. ঘাড়ব্যথা : যা ডানে-বামে ঘাড় ঘোরাতে বাধা দান করে এবং এক অবস্থায় স্থির থাকতে বাধ্য করে।

১০. মাথা ঘোরানো। যা মানুষকে কোনো কাজে, এমনকি চিন্তা-ভাবনায়ও স্বস্তি দেয় না।

১১. স্মৃতিভ্রম : একে ভুলে যাওয়া রোগও বলা যায়। এটিও বার্ধক্যজনিত রোগের একটি। এ বয়সের প্রায় সকল মানুষই এতে আক্রান্ত হয়। তাই তো নিজের অবস্থা বর্ণনায় এক কবি বলেন–

فصِرْتُ أنسى الطرسَ في راحتي ✪ وصرتُ أنسى أنني أنسى

অর্থ : আমি তো এমন হয়ে গেছি যে, হাতে থাকা কাগজটির কথাও ভুলে যাই। শুধু তা-ই নয়, বরং ভুলে যে গেছি সেটিও ভুলে যাই।

আর পাশ্চাত্য চিকিৎসক ইবনুল জাযযার আল আশশাব রহ. الأدوية المفردة নামক কিতাবের শুরুতে লিখেন, গ্রীক দার্শনিক প্লেটো বার্ধক্যের নাম দিয়েছিলেন أم النسيان তথা স্মৃতিভ্রমের উৎস।

১২. ইচ্ছাশক্তির দুর্বলতা এবং নিজের ইচ্ছা ও আগ্রহের বিপরীতে ঘটমান পরিস্থিতির সামনে আত্মসমর্পণ প্রবণতা। এর ফলে ধীরে ধীরে মানুষ স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলে এবং ইচ্ছাশক্তির দুর্বলতা তার মাঝে প্রশ্রয় পেয়ে পেয়ে প্রবল হয়ে ওঠে।

কবি শরীফ রযী রহ. বলেন–

وقد كنتُ أبّاءً على كل جاذبٍ ✪ فلمّا علاني الشيبُ لانتْ شكائمي

অর্থ : যে কোনো প্রকার আকর্ষণকেই আমি দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করে চলতাম। কিন্তু যখন বার্ধক্য আমাকে পেয়ে বসল তখন আমার জিদ দুর্বল হয়ে এল।

www.QuranerAlo.net

Contents

إن الشبابَ الذى مجدٌ عواقبه ✪ فيه نلذّ ولا لذّات للشيب

অর্থ ঃ যৌবন, তার পরিণাম তো হল মর্যাদা ও গৌরব।
তাতে আমরা ভোগ করি, তৃপ্তি লাভ করি।
আর বার্ধক্যে না আছে কোন তৃপ্তি, না আছে প্রাপ্তি।

প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক আবু উছমান জাহিয যখন বার্ধক্য ও তার উপসর্গসমূহে আক্রান্ত হলেন তখন দুর্বলতা, আর রোগ যন্ত্রণায় কাতর হয়ে আফসোসের সাথে বলতে লাগলেন,

أَتَرْجُوْ أن تكونَ وأنت شيخٌ ✪ كما قد كنتَ أيامَ الشَّبابِ

لقد كذبتْك نفسُك ليس ثوبٌ ✪ دريسٌ كالجديدِ من الثيابِ

অর্থ : তুমি কি আশা করছ, বার্ধক্যে যৌবনের শক্তি ও উদ্যম লাভ করবে? মন তোমায় মিথ্যে আশ্বাস দিচ্ছে। জীর্ণ কাপড় তো নতুন কাপড়ের মত হতে পারে না।

আবার কারো কারো মাঝে ঠিক উল্টোটা দেখা দেয়। অর্থাৎ তারা ছোট-বড় বিভিন্ন বিষয়ে– এমন কি কখনো অতি তুচ্ছ বিষয়েও– 'নাক গলাতে' থাকে এবং ঝগড়া-বিবাদ ও বিতর্কে লিপ্ত হয়ে পড়ে। ফলে জীবন ধারণ ও বেঁচে থাকা তার কাছে দুর্বিষহ হয়ে ওঠে।

১৩. ভীমরতি বা মানসিক বিকৃতি। যদিও উল্লিখিত অন্যান্য রোগগুলোর তুলনায় মানুষের মাঝে এর বিস্তৃতি কম দেখা যায়। কিন্তু কখনো কখনো তা কম বয়সী মানুষের মাঝেও দেখা দেয়। তখন তো তার ও আশপাশে থাকা লোকদের জীবন একেবারে বিষিয়ে ওঠে।

১৪. নিদ্রাস্বল্পতা বা নিদ্রাহীনতা। এটি দেহের জন্য বঞ্চনা এবং তার সুস্থতা ও সজীবতার জন্য ধ্বংসের কারণ। কেননা ঘুম প্রাণী জীবনের খোরাক ও মহৌষধ।

১৫. সামান্য থেকে সামান্য কারণে তীব্র হঠকারিতা ও অপরিণামদর্শিতা। এই হঠকারিতার কখনো কখনো অন্যের সাথে তীব্র ক্রোধ বা নির্বুদ্ধিতার আকারে প্রকাশ ঘটে।

১৬. একাকিত্ব ও নির্জনতাপ্রিয় হয়ে ওঠা এবং শোরগোল ও কোলাহল অপছন্দ করা। এমন কি শিশুদের দুষ্টুমি ও যুবকদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডেও সামান্যতেই অধৈর্য হয়ে পড়া।

১৭. মাতালতা : যাতে দেহ ও শক্তিমত্তা একেবারেই ভেঙ্গে পড়ে।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের চোখ, কান ও দেহকে আমৃত্যু সুস্থ রাখুন এবং আমাদের উত্তরসূরীদেরকেও। আর আমাদেরকে রক্ষা করুন পাগলামি, কুষ্ঠ, গোদরোগসহ অন্যান্য সকল কঠিন রোগ থেকে। আমীন।

www.QuranerAlo.net

আরেক কবি বলেন–

ولذةُ عيشِ المرءِ قبلَ مشيبِهِ ✪ وقدْ فنيتْ نفسٌ تولّى شبابُها

অর্থ : মানব জীবনের স্বাদ ও মজা বার্ধক্যের পূর্বেই। কারণ যৌবন চলে গেল মানে জীবনই ফুরিয়ে গেল।

বার্ধক্যে শক্তির অধঃপতন

আল্লাহ তা'আলা সূরা রুমের ৫৪ নং আয়াতে বলেন–

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَّشَيْبَةً ـ

অর্থ : আল্লাহ দুর্বল অবস্থায় তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর দুর্বলতার পর শক্তি দান করেছেন। তারপর শক্তির পর দান করেছেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য।

তিনি আরও বলেন–

وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِى الْخَلْقِ ـ

অর্থ : আমি যাকে দীর্ঘজীবন দান করি তাকে সৃষ্টিগতভাবে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেই। –সূরা ইয়াসীন : ৬৮

(এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কেউ কেউ লিখেন,) অর্থাৎ, যাকে আমি দীর্ঘ জীবন দান করি তাকে আমি শক্তি ও উদ্যম থেকে দুর্বলতা ও অক্ষমতায় নিয়ে যাই। যতই তার বয়স বাড়তে থাকে ততই তার দুর্বলতা ও অক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে থাকে।[২৭৭]

---

২৭৭. যামাখশারী রহ. তাঁর সুবিখ্যাত তাফসীরগ্রন্থ الكشاف এ (খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২৯১) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেন, ننكسه অর্থ উল্টে দেয়া বা ফিরিয়ে নেয়া। অর্থাৎ পূর্বে তাকে যে অবস্থায় সৃষ্টি করা হয়েছিল সে অবস্থায় ফিরিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাই। তাকে তো আমি সৃষ্টি করেছিলাম দুর্বলদেহী ও জ্ঞানশূন্য অবস্থায়। তারপর আমি তার সবকিছু ধীরে ধীরে বৃদ্ধি ঘটাতে থাকলাম এবং এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় উন্নিত করতে লাগলাম। ফলে এক সময় সে পূর্ণ শক্তি-সামর্থ্য ও যৌবনে পদার্পণ করল এবং তার বোধশক্তিও পূর্ণতা লাভ করল এবং উপকারী-অনোপকারী সব জ্ঞানও তার অর্জিত হল।

এমনিভাবে সে যখন সৃষ্টিক্ষেত্রে চূড়ান্তে পৌছে গেল তখন আমি ধীরে ধীরে তার সবকিছু হ্রাস করতে লাগলাম। অবশেষে সে শৈশবের মত দৈহিক দুর্বলতা, জ্ঞানের

www.QuranerAlo.net

বার্ধক্যে পৌছার পর শক্তি ধীরে ধীরে ক্ষয় হতে থাকে এবং সকল প্রকার ক্ষমতা তথা শ্রবণ, দর্শন, স্মৃতি ও উপলব্ধি জ্ঞান এমনকি যৌবন ও তারুণ্যে প্রাপ্ত সকল যোগ্যতা ও নিঅমাত হ্রাস পেতে থাকে এবং লীন হতে থাকে। কখনো কখনো তো মানুষ এ সকল ইন্দ্রীয়শক্তি ও যোগ্যতার কোনো কোনোটি একেবারেই হারিয়ে ফেলে।

সুতরাং কাজ যা হবে বার্ধক্য ও তার উপসর্গগুলোর আক্রমণের আগে, যুবাকালেই হবে। হ্যাঁ, তবে আল্লাহ যদি কাউকে বার্ধক্যেও নিরাপত্তা ও সুস্থতা দান করেন এবং শক্তি ও সামর্থ্য বাকী রাখেন তবে তা ভিন্ন কথা। এটি আল্লাহর বিশেষ দয়া ও করুণা; সাধারণ অবস্থা নয়।

এখন যদি তুমি যুবক হয়ে থাক তবে তো এ চোখ দিয়ে যখন যা ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা– চশমা ছাড়া বিনা কষ্টেই– দেখতে পাচ্ছ। কিন্তু বার্ধক্যে পৌছার পর তোমার চোখ হয়ে যাবে কাচের। তুমি হয়ে পড়বে দু'টুকরো কাচের উপর নির্ভরশীল। যেমন কবি বলেন–

أتى بعدَ الصِبا شيبي ، وظهري ✪ رُمِيَ بعد اعتدالٍ باعوِجَاج!

كفى أن كان لي بصرٌ حديدٌ ✪ وقد صارتْ عيونِي من زُجاج!!

অর্থ : যৌবনের পর এল আমার বার্ধক্য। আর আমার সোজা পিঠ বেঁকে গেল ধনুকের মত। আমার সতর্কতার জন্য তো এটুকুই যথেষ্ট যে, আমার চোখ ছিল সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ, আর এখন তা হয়ে গেল কাচনির্মিত!

স্বল্পতা ও ইলমের শূন্যতার অবস্থায় ফিরে আসে। এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ـ

অর্থ : তোমাদের মধ্য থেকে কাউকে নিষ্কর্মা বয়স পর্যন্ত পৌছানো হয়, যাতে সে জানার পরও জ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে সজ্ঞান থাকে না। –সূরা হজ্জ : ৫

وفيات الأعيان গ্রন্থে (খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৭৩) ইমাম খলীল ইবন আহমদ ফরাহীদী রহ. (জন্ম : ১০০ হিজরী আর ওফাত : ১৭০ বা ১৭৫ হিজরী) এর জীবনীতে উল্লিখিত আছে যে, তিনি বলেন, জ্ঞান ও উপলব্ধির দিক থেকে মানুষ পূর্ণাঙ্গে পৌছে চল্লিশ বছর বয়সে। আর এটি হল ঐ বয়স যাতে আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবুওয়াত দান করেছেন। আর তেষট্টি বছর বয়স থেকে জ্ঞান ও উপলব্ধি পরিবর্তিত হতে থাকে ও হ্রাস পেতে থাকে। আর তা হল ঐ বয়স যাতে নবীজী ওফাতপ্রাপ্ত হয়েছেন।

www.QuranerAlo.net

বার্ধক্যে আমার অবস্থা

হে সম্মানিত পাঠক! এখন তোমাকে অবহিত করছি আমার ও আমার সাথী-সঙ্গীদের সম্পর্কে।

যৌবনে আমি ছিলাম সাধনাব্যস্ত মৌমাছির চেয়েও অধিক উদ্যমী ও অধ্যবসায়ী। আর এখন আশির দশকে (তথা ৭৪ বছর বয়সে) আমি নিজেকে দেখছি বহুবিদ দুর্বলতার ভাণ্ডার। স্বাভাবিকভাবে গোটা দেহেই তো দুর্বলতা ছড়িয়ে আছে, চোখ ও কানের অবস্থা তো আরও জটিল। হৃদয়ের অবস্থাও...।

আর ব্যথার কথা কী বলব! ঘাড়, হাত, পা, দাঁতসহ প্রতিটি জোড়ায় জোড়ায়ই সার্বক্ষণিক ব্যথা। তাছাড়া স্মরণশক্তিও দুর্বল হয়ে এসেছে, এমনকি বিস্মৃতি ও স্মৃতিভ্রম রোগও পেয়ে বসেছে। আর ধৈর্যশক্তি একেবারেই হারিয়ে গেছে। তো এখন জীবনের আর কী-ই-বা বাকী আছে বল!

কিন্তু আল্লাহর মেহেরবানী, এখনও আমি সুস্থভাবে হাঁটতে পারছি, সোজা হয়ে বসতে পারছি, আহার গ্রহণ ও হজমও করতে পারছি। তাই এই নেয়ামতের জন্য সকাল-সন্ধ্যা তাঁরই শোকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

আমার সাথী-সঙ্গীদেরও একই অবস্থা। তারাও বহুবিধ দুর্বলতার শিকার। তাদের কারো দৃষ্টি হয়তো আমার চেয়ে সুস্থ, কিন্তু সে চলাফেরা করতে অক্ষম। কারো কান হয়ত কর্মক্ষম কিন্তু হাঁটু-ব্যথা এতটাই তীব্র যে দাঁড়াতেও পারে না। কিংবা হাতের কম্পন এতটাই বেশী যে, কিতাবের পাতা উল্টাতে বা কলম চালাতেও পারে না।

আরেকজন হয়ত চিৎকার করে না বললে শুনতেও পাচ্ছে না এবং লাঠি ছাড়া চলতেও পারছে না। এমনিভাবে অন্যজনের পেটে ব্যথা, মাথা ঘোরানো বা উচ্চ রক্তচাপ ইত্যাদি।

এমনিভাবে যারা ষাটের কোঠা পেরোচ্ছে তারাই কোনো না কোনোভাবে দুর্বলতার শিকার হয়ে প্রায় পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। আর এ কষ্টে ধৈর্য প্রায় হারাতে বসেছে।

তাই তো আল্লাহ বলেন–

وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِى الْخَلْقِ ۗ اَفَلَا يَعْقِلُوْنَ-

www.QuranerAlo.net

Contents

অর্থ : যাকে আমি অধিক বয়স দান করি সৃষ্টিগতভাবে তাকে আমি পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিই। তবুও কি তারা বুঝে না? –সূরা ইয়াসীন : ৬৮

ষাটের পুল পেরিয়েছ মানেই তুমি সত্তর ও আশির অন্ধকার ফটকে প্রবেশ করেছ। আর এ অন্ধকার হল, ক্লান্তি, অবসাদ ও পক্ষাঘাত ইত্যাদির অন্ধকার।

আর এই দুর্বলতা ও দুর্যোগের সাথে সাথে তোমার উপর এসে পড়বে জীবনের বহু সঙ্কট ও সমস্যা এবং সন্তান-সন্ততির জীবন গঠনের দায়িত্বভার। ফলে তোমার দেহও দ্রুত দুর্বল হয়ে আসবে আর সময়ও দ্রুত ফুরিয়ে যেতে থাকবে। (আল্লাহ সবাইকে সাহায্য করুন।)

কাজে প্রতিবন্ধকতা

ইমাম ও নাহববিদ ইবন য়াঈশ রহ.[২৭৮] এর নিম্নে বর্ণিত উক্তিটির দিকে লক্ষ্য কর এবং শিক্ষা লাভের চেষ্টা কর।

"আমি এই গ্রন্থটির রচনা শুরু করার পর তা পূর্ণ করার মাঝে বহুবিধ প্রতিবন্ধকতা দেখা দিল। একে তো বিভিন্ন প্রকার ব্যস্ততার বাধা। তার উপর সাত ও আটের দশক কলম ও আঙ্গুলের মাঝে যে আড়াল ও দূরত্ব সৃষ্টি করে তার বাধা এবং যামানার প্রতিকূলতার বাধা– যার কারণে নিকৃষ্ট লোকেরা পৌঁছে গেছে বিশপ ও যাজকের স্তরে আর বিশপ অধঃপতিত হয়ে এসেছে তুচ্ছদের পর্যায়ে।"

শায়খ আহমদ দায়রাভী গুনাইমী রহ. (মৃত্যু : ১১৫১ হি.) তাঁর غاية المقصود لمن يتعاطى العقود গ্রন্থের শেষ দিকে[২৭৯] লিখেন–

"এই গ্রন্থের সংকলনকর্ম আমি শুরু করি ১১০৬ হিজরীতে। কিন্তু জীবন ও পরিবেশের কিছু প্রতিবন্ধকতা তা পূর্ণ করণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যেমন– সে বছরই বিবাহ করা এবং জীবিকার সন্ধানে ব্যস্ত হওয়া। তাছাড়া সে বছর দ্রব্যমূল্যের এত উর্ধ্বগতি ছিল যা পরবর্তী কোনো বছর দেখা

---

২৭৮. তাঁর পুরো নাম হল, মুওয়াফফাকুদ্দীন য়াঈশ ইবন আলী ইবন ইয়াঈশ আল-হালাভী। মৃত্যু ৬৪৩ হিজরীতে প্রায় ৯০ (নব্বই) বছর বয়সে।
এ উক্তিটি নেয়া হয়েছে যামাখশারী রহ. এর المفصل في النحو গ্রন্থের ইবন য়াঈশ রচিত ব্যাখ্যাগ্রন্থের ভূমিকা থেকে।

২৭৯. পৃষ্ঠা-১৯২ ও ১৯৩।

www.QuranerAlo.net

যায়নি। এমনকি ক্ষুধার তাড়নায় বহু মানুষের প্রাণ সংহার হয়। এক কথায় ব্যাপক দুর্ভিক্ষের আকার ধারণ করেছিল। (আল্লাহ এমন অবস্থা আর ফিরিয়ে না আনুক। আমীন)।

এর কয়েক বছর পর আবার গ্রন্থটি সম্পন্ন করার লক্ষ্যে হাত দিলাম। কিন্তু কিছুদূর চলার পর আবার কতক বাধা সামনে এসে দাঁড়াল। এই কিতাব সংকলন শুরু করার পূর্বে করা বিবাহের স্ত্রী ও অধিকাংশ সন্তান-সন্ততি মৃত্যুবরণ করল। তখন আবারও থেমে গেল লেখা।

কয়েক বছর পর আবারও শুরু করলাম এবং মালিকী মাযহাবের ওলীগণের আলোচনায় পৌঁছলাম। কিন্তু বাধা যে আমার পিছু ছাড়ে না! একদিকে আমার দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা, অন্যদিকে নেতৃত্বের লোভে মালিকী মাযহাবালম্বীদের মাঝে সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা– যার অনিষ্ট শাফী ও অন্যান্য মাযহাবের অনুসারীদের মাঝেও প্রভাব বিস্তার করেছিল। এমনকি মিশরের জামেয়া আল-আযহারে তরবারি-বন্দুক পর্যন্ত চলেছিল এবং বহু লোকের প্রাণহানী ঘটেছিল।

এসব কিছুর কারণে সে লেখা বন্ধ হয়ে রইল আরও কয়েক বছর। তারপর আল্লাহ তা'আলা আমার চোখে কিছুটা জ্যোতি দান করলেন এবং কিছু লোক সে কিতাবটির অনুলিপি করে দিলেন। ফলে আল্লাহর অনুগ্রহে তা শেষ করার তাওফীক হল। আলহামদুলিল্লাহ।

তা শেষ হয় ১১২৩ হিজরীর সফর মাসের ১৮ তারিখ রোজ শুক্রবার।"

এমনিভাবে মুহাদ্দিসগণের জীবনীতে উল্লিখিত বার্ধক্যের অনুসঙ্গ ও উপসর্গগুলো অনুসন্ধান করে যদি উল্লেখ করা হয় তবে তো নিশ্চিত তুমি হতভম্ব হয়ে পড়বে।

পঙ্‌ক্তিমালায় বার্ধক্য

সুপ্রসিদ্ধ কবি ও সাহিত্যিক আবু উসমান আল জাহেয যখন বার্ধক্য ও তার রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হল তখন তিনি দুর্বলতা ও অক্ষমতার কারণে ব্যথিত হয়ে আফসোস করতে করতে দু'টি পঙক্তি আবৃত্তি করলেন :

أترجو أن تكونَ وأنتَ شيخٌ ✪ كما قدْ كنتَ أيامَ الشبابِ

لقدْ كذبتْك نفسُك ليس ثوبٌ ✪ دريسٌ كالجديدِ من الشيابِ"[২৮০]

---

২৮০. খতীব বাগদাদী রহ. এর تاريخ بغداد গ্রন্থে (খণ্ড : ১২, পৃষ্ঠা : ২১৯) উল্লিখিত আবু উসমান রহ. এর জীবনী থেকে সংগৃহীত।

www.QuranerAlo.net

অর্থ : তুমি কি আশা করছ, বার্ধক্যে তুমি যৌবনের দিনগুলোর মত উচ্ছল ও তারুণ্যদীপ্ত থাকবে? না বন্ধু! মন তোমাকে মিথ্যে বলছে। পুরনো জীর্ণ কাপড় কখনো নতুনের মত হতে পারে না।

ভাষাবিদ, সুসাহিত্যিক ইবন মাককী বলেন–

أيَرُومُ مَنْ نزلَ المشيبُ برأسِه ✪ ماقدْ تعوَّد قبلَه من فعله

من لمْ يميِّزْ نقصُه فى جسمِه ✪ فى الأربعين فإنه فى عقلِه"[২৮১]

অর্থ : যার মাথার চুলে বার্ধক্যের প্রকাশ ঘটেছে সে কি ইতোপূর্বে অভ্যস্ত কাজ স্বাচ্ছন্দে করতে চায়। (না না, তা তো সম্ভব নয়)। চল্লিশ বছর বয়সে যে দেহের ঘাটতি উপলব্ধি করতে না পারে তার জ্ঞানের ব্যাপারে তো প্রশ্ন ওঠবেই!

আর কবি আবুল ফাতহ বুসতী রহ. বলেন–

خمسين عاما كنتُ أمَّلتُها ✪ كانتْ أمامي ثم خلَّفتُها

كنزُ حياةٍ لى أنفقتُه ✪ على تصاريفَ تصرَّفتُها

لو كان عمري مئةً هدَّني ✪ تذكرُّي أني تنصَّفتُها"[২৮২]

অর্থ : জীবনের পঞ্চাশতম বছরের কথা আমি ভাবতাম যে, তাতো সামনে রয়েছে। আর এখন তো তা অতিবাহিত করে ফেলেছি। আহা! জীবনের এক বিরাট ধনভাণ্ডার আমার হাতে ছিল, আমি তা খরচ করে ফেলেছি এবং বিভিন্ন খাতে অপব্যয় করেছি। এখন এই চিন্তা আমাকে দুর্বল করে দিচ্ছে এবং কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে যে, একশ বছর হায়াত থেকে থাকলে তার অর্ধেক তো আমি পেরিয়ে এসেছি।

আর সুবিখ্যাত গ্রন্থ الأنسابُ প্রণেতা আবু সাদ সামআনী রহ. এর একটি গ্রন্থ রয়েছে– যৌবন পেরিয়ে বার্ধক্যে উপনীত হওয়া সম্পর্কে রচিত। তিনি যার নাম রাখেন– ذكرى حبيبٍ رَحَلَ وبُشرى مشيبٍ نَزَل

যে নামের অর্থ দাঁড়ায়, বিগত প্রিয়তমের (অর্থাৎ–যৌবনের) স্মরণ আর আপতিত বার্ধক্যের সুসংবাদ।

---

২৮১. ড. ফাতেমা মাহজুব রচিত قضية الزمن فى الشعر العربي গ্রন্থের ১০০ পৃষ্ঠা থেকে সংগৃহীত।

২৮২. ديوان أبي الفتح البستي পৃষ্ঠা : ৪৭

www.QuranerAlo.net

আর শায়খ ইমাম সালেহ বিন আবু শরীফ আন্দালুসী জীবনের বিভিন্ন অবস্থা ও অবস্থানের বর্ণনায় এক দীর্ঘ কাব্য রচনা করেন।

ابنُ عشرٍ من السنين غلامُ ✪ رُفعتْ عن نظيرِه الأقلامُ

وابنُ عشرين للصِبا والتصابي ✪ ليس يُثنيه عن هواه سلام

والثلاثون قوةٌ وشبابٌ ✪ وهُيامٌ ولوعةٌ وغرامُ

فإذا زاد بعد ذلك عشرٌ ✪ فكمالٌ وشدَّة وتمامُ

وابنُ خمسين مرَّ عنه صباه ✪ فيراه كأنَّه أحلامُ

وابنُ ستين صيَّرته الليالي ✪ هدفًا للمنون وهي سهامُ

وابنُ سبعين لاتسلني عنه ✪ فَابن سبعين ما عليه كلامُ

فإذا زاد بعد ذلك عشرا ✪ بلغَ الغايةَ التى لا تُرام

وابنُ تسعين عاشَ ماقدْ كفاه ✪ واعترتْه وساوسُ وسقامُ

فإذا زاد بعد ذلك عشرا ✪ فهو حيٌّ كميِّتٍ والسلامُ[২৮৩]

অর্থ : দশ বছরের বালক তো হিসাব-নিকাশের ঊর্ধ্বে। আর বিশ তো হল শৈশব, তারুণ্য ও বালকসুলভ আচরণের জন্য– সুস্থ বিবেক যার খেয়াল-কল্পনার প্রশংসা করতে পারে না। আর ত্রিশ হল যৌবনের শক্তি, সামর্থ্য, প্রেম-ভালবাসা ও জ্বালা-যন্ত্রণার। আরও দশ যখন বৃদ্ধি পায় তা হয় পূর্ণাঙ্গতা ও পরিপূর্ণতা। পঞ্চাশে তো শৈশব ও বাল্যকালকে দেখা যায় স্বপ্নের মত। আর ষাটে তো হয়ে যায় মানুষ মৃত্যু তীরের নিশানা। সত্তরের কথা ভাই! কিছু জিজ্ঞেস করো না, সে ব্যাপারে তো আমি কিছু বলব না। এরপরও যদি বৃদ্ধি পায় দশ, তবে তো সে পৌঁছে চূড়ান্তে, যে বয়স প্রাপ্তির খুব একটা আশা করা যায় না। আর নব্বই হলে তো হায়াত যথেষ্ট হল, তখন তো অকারণ বিষণ্নতা ও রোগ-যন্ত্রণা। যদি আরও বাড়ে দশ তবে তো জীবিত থেকেও যেন মৃত। এই তো হল জীবনের বর্ণনা।

---

২৮৩. সায়্যিদ শরীফ মাসউদ কানাভী রহ. রচিত فتح الرحيم الرحمن فى شرح نصيحة الإخوان নামক গ্রন্থের ১৯ পৃষ্ঠা থেকে সংগৃহীত।

www.QuranerAlo.net

দীর্ঘসূত্রিতা থেকে সতর্ককরণে ইমাম গাযালী

পরকালের আমলে দীর্ঘসূত্রিতা ও কালক্ষেপণের ব্যাপারে মনকে সতর্ককরণ সম্পর্কে الإحياء গ্রন্থে[২৮৪] ইমাম গাযালী রহ. এর অতি মূল্যবান একটি বক্তব্য রয়েছে। ইলম অর্জন ও বিস্তার এবং সে ব্যাপারে কষ্ট সহ্যকরণ ও ধৈর্য ধারণের ক্ষেত্রে বর্তমান আলেম ও তালিবে ইলমগণের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায় বক্তব্যটি এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে। কেননা তাতে রয়েছে যথাযথ শিক্ষা ও উপদেশ।

"তিনি দীর্ঘসূত্রী মনকে সম্বোধন করে বলেন, হে মন! তুমি কি এমন দিনের প্রতীক্ষায় আছ, যেদিন প্রবৃত্তির বিরোধিতা কষ্টের কারণ হবে না? এমন কোন দিন তো আল্লাহ সৃষ্টি করেননি; আর করবেনও না। কারণ জান্নাতকে কষ্টদায়ক ও ৭অপছন্দনীয় জিনিস দিয়েই বেষ্টন করে রাখা হয়েছে। আর অপছন্দনীয় ও কষ্টদায়ক জিনিস কখনো নফস বা মনের জন্য সহজসাধ্য হয় না; হতে পারে না।

তুমি কি ভেবে দেখেছ, কতশত বার তুমি মনকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছ– আগামীকাল বা আগামীদিন করব? কিন্তু কী হল! আগামীকাল এসে আজ হয়ে গেল কিন্তু তোমার কি তা করা হল! তুমি কি জান না বন্ধু! আগামীকাল তো ঐ দিন যা একটু পর এসে আজ হয়ে যাবে, তারও একটু পর গতকালের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

না, বন্ধু! তুমি ভুল করছ। বরং আজ যা করতে তুমি অক্ষম কাল তাতে তোমার আরও বেশী অক্ষমতা থাকবে।

কারণ প্রবৃত্তি হল দৃঢ়মূল বৃক্ষের মত, যাকে উপড়ে ফেলে বশীভূত করতে হয়। যদি কেউ দুর্বলতা হেতু তাকে উপড়াতে না পারে এবং তাকে ছাড় ও অবকাশ দেয় তবে তার অবস্থা হবে ঐ লোকের মত, যে শক্তসমর্থ যুবক হওয়া সত্ত্বেও কোনো গাছকে উপড়ে ফেলতে অক্ষমতা প্রকাশ করে পরবর্তী বছর পর্যন্ত ছেড়ে রাখল। অথচ তার জানা আছে, সময়ের অতিক্রমণ ধীরে ধীরে গাছটির শক্তি ও দৃঢ়তা বৃদ্ধি করবে, আর তার বৃদ্ধি করবে দুর্বলতা ও অক্ষমতা।

---

২৮৪. খণ্ড : ১৫, পৃষ্ঠা : ৪৮ (دار الثقافة الإسلامية এর মুদ্রণে)।

www.QuranerAlo.net

Contents

সুতরাং যৌবনে যা তুমি পারনি বার্ধক্যে নিশ্চিত তা পারবে না। কারণ বয়স্ক, জরাগ্রস্তকে ব্যায়াম ও শরীরচর্চা করানো আর নেকড়েকে ট্রেনিং করানো একই রকম কষ্টের কাজ। কেননা নরম-কচি ডাল বাঁকা করা যায় কিন্তু দীর্ঘ ও মজবুত হয়ে গেলে বা শুকিয়ে গেলে তা বাঁকানো যায় না।"

আর প্রসিদ্ধ তাবেঈ কাতাদাহ ইবন দিআমা সাদুসী রহ. বলেন– "যদি তুমি কল্যাণকর্মে উদ্যম ও স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে ব্রতী হতে না চাও তবে তোমার মন অলসতা-অকর্মণ্যতা ও বিরক্তিবোধের প্রতি ঝুঁকে পড়বে– এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু মুমিন তো এমন হতে পারে না। সে তো বারবার মনের বিরুদ্ধে লড়াই করে বিজয়ী হয়ে থাকবে।[২৮৫]

বার্ধক্যের অবস্থা বর্ণনায় উসামা বিন মুনকিয

বিচক্ষণ কবি ও সুসাহিত্যিক উসামা ইবন মুনকিয রহ.– যিনি ছিলেন দুঃসাহসী গেরিলা যোদ্ধা ও সিংহশিকারী এবং ছিলেন পারস্যের হামা নগরীর প্রাচীন দুর্গ[২৮৬] 'শাইযার কেল্লা' এর আমীর। তাঁর জন্ম ৪৮৮ হিজরী এবং ওফাত ৫৮৪ হিজরীতে ৯৬ বছর বয়সে। তিনি যখন নব্বই বছর বয়সে উপনীত হলেন তখন বললেন, আমার জানা ছিল না, "বার্ধক্য ব্যাধি এতটা ব্যাপক ও বিস্তৃত। নিয়তি যাদেরকে উদাসীন করে রাখে তাদের পর্যন্ত তা সংক্রমিত হয়।

অবশেষে যখন আমি নব্বইয়ের চূড়ায় পৌঁছলাম এবং মাস ও বছরের অতিক্রমণ আমাকে জীর্ণ-শীর্ণ ও দুর্বল করে ফেলল তখন আমি যেন দুর্বলতায় ভূমির সাথে লেগে গেলাম এবং আমার একাংশ যেন অন্য অংশে ঢুকে গেল। আমি নিজেই নিজের কাছে অপরিচিত হয়ে গেলাম। আর বিগত দিনগুলোর জন্য আফসোস করতে লাগলাম।

---

২৮৫. حلية الأولياء শায়খ সালেহ আ. মালিক কুলাইব রচিত : পৃ. ৫৩

২৮৬. পারস্যের হামা শহরে যার অস্তিত্ব এখনও বিদ্যমান। লেখক বলেন, আল্লাহর মেহেরবানীতে আমি কতক প্রিয়ভাজন ব্যক্তির সাথে ১৪১৭ হিজরীর শুরুর দিকে তথা ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দের গরমকালে তা যিয়ারত করেছি। দেখলাম, কালের বিবর্তনে তা প্রায় নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। শুধু বিরান ধ্বংসাবশেষ ছাড়া কিছুই বাকী নেই সেখানে।

www.QuranerAlo.net

তারপর নিজের অবস্থা বর্ণনা করলাম এভাবে–

لما بلغتُ من الحياة إلى مدى ✪ قدكنتُ أهواه تمنّيتُ الرَّدى

لم يُبق طول العمرِ منى مُنَّةً ✪ ألقى بها صرفَ الزمانِ إذا اعتدى

ضعُفتْ قُوايَ وخَانني الثِّقتا ✪ نِ من بصرى وسمعى حين شارفتُ المدى

فإذا نهضتُ حسِبتُ أنى حاملٌ ✪ جبلًا وأمشى إن مشيتُ مقيَّدًا

وأدبُّ فى كفى العصا وعهِدتُها ✪ فى الحرب تحملُ أسمرا ومهنَّدا

وأبيتُ فى لين المهاد مسهَّدًا ✪ قَلِقًا كأنني افترشت الجلمدا

والمر يُنكس فى الحياة وبينما ✪ بلَغَ الكمال وتمَّ عاد كما بدا

অর্থ : জীবনের শেষ সীমা– যেখানে পৌঁছা আমি কামনা করতাম– সেখানে যখন পৌঁছলাম তখন (নানাবিধ যন্ত্রণায়) আমি মৃত্যু কামনা করতে লাগলাম। জীবনের দীর্ঘতা আমার মাঝে সামান্য শক্তি ও ক্ষমতাও অবশিষ্ট রাখল না। কালের দুর্যোগ-দুর্বিপাক যখন আমার প্রতি অবিচার করল তখন আমি এ অবস্থার মুখোমুখি হলাম।

আর যখন জীবনের শেষসীমা আমি অবলোকন করলাম তখন আমার সকল শক্তিমত্তা নিস্প্রভ হয়ে গেল আর দু'বিশ্বস্ত বন্ধু– কর্ণ ও চক্ষুও আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল।

যখন আমি উঠে দাঁড়ালাম, মনে হল, আমি যেন সুবিশাল পাহাড় বহন করছি। আর যখন চলতে চাইলাম মনে হল, বেড়িবদ্ধ অবস্থায় চলছি। আর যখন লাঠি হাতে ধীর পদক্ষেপে চলছি তখন মনে হল যে, রণাঙ্গনে পিঙ্গল বর্ণের ধারালো তরবারি বহন করছি।

কোমল বিছানায়ও আমি অস্থিরতায় নির্ঘুম রাত কাটাই, যেন আমি পাথর-কংকরে শুয়ে আছি। প্রকৃতপক্ষে মানুষ জীবনের এক পর্যায়ে পূর্বাবস্থায় ফিরে যায় এবং সকল ক্ষেত্রে পূর্ণতা প্রাপ্তির পর আবার সূচনালগ্নের মতই হয়ে যায়।

ভরা যৌবনে আমার ধারণাও ছিল না যে, সময়ের আবর্তন নতুনকে পুরাতন করে দেয় আর সবলকে করে দেয় দুর্বল। কিন্তু আমার সেই ধারণা ছিল দূর থেকে দেখা চকচকে মরীচিকার মত।

www.QuranerAlo.net

তাই তো এখন দেখছি, দীর্ঘ জীবন আমার সকল প্রিয় বস্তু ও সুখ-ভোগ প্রত্যাহার করে নিয়েছে। আর দুর্দশা ও দুর্ভোগের পংকিলতা আমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনের স্বচ্ছতাকে কলুষিত করেছে। ফলে আশির দশকে আমার জীবন হয়ে পড়েছে এমন–

مع الثمانينَ عاثَ الدهرُ فى جَلَدي ✪ وساءني ضَعفُ رجلي واضطراب يدي

إذا كتبتُ فخطِّي جِدُّ مضطرب ✪ كخطِّ مُرتعش الكفَّين مُرتعد

فاعجبْ لضعفِ يدى عن حملِها قلمًا ✪ من بعدِ حطمِ القنا فى لَبَّةِ الأسدِ

وإن مشيتُ وفي كفي العصا ثقُلتْ ✪ رجلي كأني أخوضُ الوحل فى الجَلَدْ

فقلْ لمن يتمنَّى طولَ مدَّته ✪ هذى عواقبُ طولِ العمرِ والمدُدِ

অর্থ : আশিতে পদার্পণের সাথে সাথে যুগ আমার ধৈর্য ও দৃঢ়তায় ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে। আর পায়ের দুর্বলতা ও হাতের কম্পন আমাকে কষ্ট দিতে শুরু করেছে। যখন আমি লিখি তখন আমার হস্তলিপি কম্পমান হাতের লেখার মত এঁকেবেঁকে যায়। তুমি এতে আশ্চর্য হতে পার যে, সিংহের বুকে বল্লম বসিয়ে দেয়া হাত এখন কলম বহনে অক্ষম। আর যষ্ঠিহাতে হেঁটে-চলা-কালে পদযুগল আমার কাছে কাদায় দেবে যাওয়ার মত ভারী মনে হয়। সুতরাং যে দীর্ঘ জীবন কামনা করে তাকে বলে দাও, এ হল দীর্ঘ জীবনের পরিণাম ও পরিণতি।

কালের বিবর্তনে আমার শক্তিসামর্থ দুর্বল হয়ে এল এবং জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কমে গেল, বলা যায় প্রায় নিঃশেষ হয়ে এল। মানুষের মাঝে বসবাস আমার জন্য প্রতিকূল হয়ে উঠল এবং 'অন্ধকারের প্রজ্বলন' এই সত্তা ধীরে ধীরে নিষ্প্রভ হয়ে পড়ল। এখন আমার অবস্থা হল–

تناستْنى الآجالُ حتى كأننى ✪ دريئةُ سفرٍ بالفلاةِ حسيرُ

ولما تدعْ مني الشما نون مُنَّة ✪ كأني أذا رُمتُ القيامَ كسيرُ

أودِّي صلاتي قاعدا وسجودُها ✪ عليَّ إذا رمتُ السجودَ عسيرُ

وقد أنذرتْنِي هذه الحال أنني ✪ دنتْ رحلةٌ مني وحانَ مسيرُ

অর্থ : মৃত্যু যেন আমাকে ভুলেই গেছে। তাই আমি হয়ে গেছি নির্জন মরু সফরে ক্লান্ত-শ্রান্ত ও বিষণ্ন। জীবনের আশিতম বছর আমার মাঝে কোন

www.QuranerAlo.net

Contents

শক্তিই যে অবশিষ্ট রাখল না। ফলে যখন আমি দাঁড়াতে চাই তখন যেন ভেঙ্গে পড়ি। আর বসে বসে নামাযটুকু আদায় করি। তথাপি যখন সেজদা দিতে চাই– তা হয়ে পড়ে আমার জন্য বড়ই পীড়াদায়ক। মূলত এ সকল অবস্থা আমাকে সতর্ক করছে যে, আখেরাতের যাত্রা ও সফরকাল আমার ঘনিয়ে এসেছে।

বার্ধক্যের কবিতামালা

এই দুর্বলতা ও বার্ধক্যের পথে যারা তোমার আগে যাত্রা করেছেন এবং যৌবনের দিনগুলোতে হারিয়ে যাওয়া সময়গুলোর জন্য আফসোস করে গেছেন তাদের রচিত কিছু কবিতা এখন তোমার সামনে পেশ করছি।

এ বিষয়ে আমি একটু বেশিই আলোচনা করে ফেলেছি– এই আশায় যে, উদাসীনরা হয়ত সজাগ-সতর্ক হবে এবং কর্মোদ্যমিরা হয়ত নতুনভাবে চিন্তা-ভাবনা করবে। (আল্লাহই উত্তম তাওফিকদাতা ও পথ প্রদর্শক)।

ইবন কুযমান কুরতুবী রহ.– যাঁর পুরো নাম আবু বকর মুহাম্মাদ ইবন ঈসা (মৃত্যু : ৫৫৪ হিজরী) বলেন[২৮৭],

وعهدِي بالشبابِ وحُسنِ قدِّي ✪ حكى أَلِفَ ابن مُقلَة في الكتاب

فصرتُ اليوم منحنيًا كأني ✪ أفتِّش في التراب على شبابي!

অর্থ : আমার যৌবন ও দেহ কাঠামো সুঠাম থাকা অবস্থার বর্ণনা তো আলিফ ইবন মুকলা তাঁর কিতাবে করেছেনই। কিন্তু (আমি বার্ধক্যের অবস্থা বর্ণনা করতঃ বলছি) আজ আমি কুঁজো হয়ে ঝুঁকে পড়েছি, যেন আমি মাটিতে আমার যৌবনকে খুঁজে ফিরছি।

আর কবি রাবী'ই ইবন দুবাঈ আল-ফাযারী রহ. বলেন–

إذا عاش الفتى ستِّين عامًا ✪ فقدْ ذهبَ المسرَّةُ والفتاءُ

অর্থ : কারও যখন ষাট বছর পূর্ণ হয় তখন তার খুশি-আনন্দ ও যৌবন-তারুণ্য বিলীন হয়ে যায়।

---

২৮৭. ইবন ইসহাক রহ. এর নির্বাচিত المقتضب من كتاب تحفة القادم গ্রন্থের পৃষ্ঠা : ৯৫ থেকে সংগৃহীত।

www.QuranerAlo.net

বিশিষ্ট সাহিত্যিক আবু হেলাল আসকারী হাসান ইবন আবদুল্লাহ রহ. এর কবিতা–[২৮৮]

قد تخطَّاك شبابٌ ✪ تغشاكَ مشيبُ

فأتى ما ليس يمضي ✪ ومضى ما لا يؤوبُ

فتأهَّبْ لسَقامٍ ✪ ليس يشفيه طبيبُ

لا توهَّمْه بعيدا ✪ إنما الآتي قريب

অর্থ : যৌবন তোমাকে অতিক্রম করে গেছে আর বার্ধক্য তোমাকে আচ্ছন্ন করে নিয়েছে। ফলে তোমার ঐ অবস্থা এসে গেছে যা কখনো দূর হবে না, আর ঐ অবস্থা দূর হয়ে গেছে যা কখনো ফিরে আসবে না। তাই তুমি এমন সকল রোগ-ব্যাধির জন্য প্রস্তুত হও, কোন চিকিৎসক যা থেকে আরোগ্য দিতে পারে না। আর তাকে বেশী দূরে মনে করো না। কারণ নিশ্চিত আগত প্রতিটি জিনিসই অতি নিকটবর্তী।

ইমাম আবুল ওফা ইবন আকীল হাম্বলী রহ. "الفُنُوْنُ" নামক গ্রন্থে[২৮৯] বলেন–

الشيبُ مرضُ الموتِ لولا أنه مألوفٌ

অর্থ : বার্ধক্য মূলত মৃত্যুরোগ, যদিও তা প্রিয় ও কাম্য না হয়!

এমনই উক্তি বর্ণিত হয়েছে সাঈদ কামেল আল কূসা রহ. এর الشيب গ্রন্থে (১৬ ও ১৭ পৃষ্ঠায়)। তিনি বলেন, বার্ধক্য হল মৃত্যুর বাহন ও এর বার্তাবাহক, আর সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা তিরহিতকারী।[২৯০]

তিনি আরও বলেন, বার্ধক্য এমন মেঘখণ্ড যা অঝোর ধারায় রোগ-ব্যাধি বর্ষণ করে চলে।[২৯১]

আর ইমাম শা'বী রহ. বলেন, বার্ধক্য এমন রোগ, যা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না এবং এমন বিপদ যাতে কেউ সান্ত্বনাও দেয় না।[২৯২]

---

২৮৮. সাঈদ কামেল আল কূসা রচিত الشيب : পৃ. ১০৫।

২৮৯. খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫৩৯

২৯০. মূল ইবারতটি হল : الشيبُ مطيةُ الأجلِ ، مطردةُ الأملِ ، والشيبُ رسولُ المنية.

২৯১. মূল ইবারতটি হল : المشيبُ غمامةٌ تُمطرُ الأمراض ـ

২৯২. মূল ইবারতটি হল : الشيبُ علَّةٌ لا يُعاد منها، ومصيبةٌ لا يُعزَّى عليها

www.QuranerAlo.net

য়াহয়া ইবন খালেদ ইবন বারমাক রহ. বলেন–

والشيب إحدى الميتتين تقدّمتْ ✪ أوْلاهما وتأخّرتْ أخراهما

অর্থ : বার্ধক্য হল মৃত্যুতুল্য। যার আগমন ঘটে প্রকৃত মৃত্যুর আগে।

আবু তাম্মাম রহ. বলেন–

كُلّ داءٍ يُرجى الدواءُ له ✪ لا الفظيعين ميتةً ومشيبًا[২৯৩]

অর্থ : সকল রোগেরই ওষুধ ও চিকিৎসার আশা করা যায়, শুধু দু'টি ভয়ংকর 'রোগ' ছাড়া– মৃত্যু ও বার্ধক্য।

মাহমুদ আল-ওয়াররাক বলেন–

لا تطلُبَنْ أثرا بعينْ ✪ فالشيبُ إحدى المِيْتتين

অর্থ : তুমি সরাসরি তার (বার্ধক্যের) প্রভাব কামনা করো না। কারণ বার্ধক্য যে মূলত দু'মৃত্যুরই একটি।[২৯৪]

আবুল আতাহিয়্যা রহ. বলেন–

عَريتُ من الشَّباب وكان غضًّا ✪ كما يَعرى من الورقِ القضيبُ

ألا ليتَ الشبابَ يعودُ يوما ✪ فأخبره بما فعل المشيب

অর্থ : সজীব-সতেজ যৌবনে আমি ছিলাম সকল বাধামুক্ত, যেমন কর্তিত ডাল হয়ে থাকে পাতার 'ঝঞ্ঝাট' থেকে মুক্ত। হায়! যৌবন যদি কোনোদিন ফিরে আসতো তবে আমি তাকে অবহিত করতাম– বার্ধক্য আমার সাথে কী আচরণ করেছে!

হারেছ ইবন হাবীব বাহেলী রহ. বলেন–

ألا هل شبابٌ يُشترى بعجيب ✪ بألفِ قَلوصٍ أو بألفِ نجيبِ

وهل من شبابٍ يُشترى بعد كَبرةٍ ✪ يُدَلُّ عليه الحارثُ بن حبيب[২৯৫]

অর্থ : আহা! যৌবনকে কি কেনা যায় কোনো আশ্চর্য পরিমাণ, তথা হাজার শক্তিশালী উট বা হাজার উৎকৃষ্ট অশ্বের বিনিময়ে? ও ভাই! যে কোন মূল্যে

বি.দ্র. : অর্থটা এমনও হতে পারে, বার্ধক্য এমন ব্যাধি, যাতে কেউ শুশ্রূষা করে না...।

২৯৩. أمالى المرتضى খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫৭১-৫৭২।

২৯৪. ড. ফাতেমা মাহজুব রচিত قضية الزمن الشعر العزبي : পৃ. ৫৪

২৯৫. الوحشيات অথবা আবু তামামের الحماسة الصغرى পৃষ্ঠা : ২৯২।

www.QuranerAlo.net

Contents

বার্ধক্যের পর যদি যৌবনকে কেনা যায় তবে হারেছ ইবন হাবীবকে তা দেখিয়ে দিও।

১৩৯৮ হিজরীর ২০ শাবান শায়খ আল্লামা ছাবেত বাহরান ইয়ামানী রহ. থেকে সানআ শহরে তথাকার আমীর মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল রহ. (মৃত্যু : ১১৮২ হিজরী) এর যে পঙক্তিদ্বয় আমি শুনেছিলাম তা নিম্নরূপ :

عِلَّةٌ تسمَّى ثمانينَ عامًا ✪ منعتْني للأصدقاء القياما

فإذا عُمِّروا وصاروا مثلي ✪ صحَّ ما قلتُه لهم وقَامَا

অর্থ : এমন এক ব্যাধি আমাকে বন্ধু-বান্ধবের সাথে দেখা-সাক্ষাতে বাধা দিচ্ছে যার নাম– 'আশি বছর'। তারপর যখন তারাও এ বয়সে উপনীত হল এবং আমার মত হয়ে গেল তখন আমি তাদেরকে যা বলেছিলাম তাই সঠিক ও বাস্তব হল।

একদিন আমাদের এই শায়খ তথা আল্লামা সাবেত বাহরানকে দেখলাম বয়সের ভারে অতি দুর্বল ও জরাগ্রস্ত। তখন তাকে 'হাল পুরছি' করলে উত্তরে তিনি সেই আমিরের আরও কয়েকটি পঙক্তি আবৃত্তি করলেন–

وصديقٍ لى صَدُوقٍ ✪ جاء للخيرات يسعى

سمع الأَنَّةَ مِنِّي ✪ فامْتلتْ عيناه دمعا

قال : ما تشكوه بِنْ لي ✪ قلت : سبعين وسبعا!

অর্থ : আমার এক অন্তরঙ্গ বন্ধু– যে কল্যাণকর্মে সদা-ধাবমান– সে এসে যখন আমার রোদন শুনল, তারও দুচোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। সে জিজ্ঞেস করল– কী অনুযোগ তোমার খুলে বল আমায়। আমি বললাম, সাতাত্তর বছর বয়সই আমার অনুযোগের কেন্দ্রবিন্দু।

এ জাতীয় একটি কবিতা উল্লিখিত আছে ইবন খাল্লিকান রহ এর الوفيات গ্রন্থে[২৯৬] আবু যায়দ মুহাম্মাদ ইবন আহমদ মারওয়াযী রহ. এর জীবনীতে। যার শেষ দিকের একটি পঙক্তি হল–

قالوا : أنينُك طولَ الليل يُقلقنا ✪ فما الذى تشتكي ؟ قلت : الثمانينا

২৯৬. খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৬১।

www.QuranerAlo.net

অর্থ : তারা বলল, সারারাত তোমার ক্রন্দন-রোদন তো আমাদের বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কী সমস্যা তোমার? আমি বললাম– জীবনের অষ্টম দশক...।

إنباه الرواة على أنباه النحاة গ্রন্থে[২৯৭] ইমাম ইবন জারীর তাবারী রহ. এর এক সাথী আহমদ ইবন কামেল ইবন খালফ আবু বকর রহ.[২৯৮] এর জীবনীতে উল্লিখিত আছে– তিনি বলেন, আমি ২৬০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেছি। তারপর আবৃত্তি করেন–

عَقدُ الثمانين عَقدٌ ليس يبلغه ✪ إلا المؤخَّر للأخبار و العبر

অর্থ : আশির দশক এমন এক দশক যাতে পৌছতে পারে শুধু সে, যাকে সুদীর্ঘ সংবাদ ও অভিজ্ঞতা ভাণ্ডার অর্জনের সুযোগ দেয়া হয়।

বয়স বৃদ্ধি ও তার বিভিন্ন দুর্ভোগের সবচেয়ে সুন্দরতম যে কবিতাটি আমি জানি তা হল, বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও ব্যাকরণবিদ ইমাম তাজুদ্দীন আবুল ইউমন যায়দ ইবন হাসান ইবন যায়দ কিনদী বাগদাদী রহ. (যার জন্ম ৫২০ হিজরীতে দামেস্কে) এর কবিতা। যা ইবন খাল্লিকান রহ. তাঁর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ الوفيات এ[২৯৯] ইমাম তাজুদ্দীনের রহ. জীবনীতে উল্লেখ করেন।

أرى المرءَ يهوَى أن تطولَ حياتُه ✪ وفي طولها إرهاقُ ذُلٍّ وإزهاقُ

تمنَّيتُ في عصرِ الشبيبةِ أنني ✪ أعَمَّرُ والأعمارُ لاشكَّ أرزاقُ

فلما أتاني ماتمنَّيت ساءني ✪ من العمر ماقدكنتُ أهوى وأشتاقُ

অর্থ : মানুষকে দেখি, তারা দীর্ঘ জীবন লাভ করতে চায়। (কিন্তু তারা জানে না,) দীর্ঘ জীবনের মাঝে রয়েছে চাপিয়ে দেয়া কষ্ট ও নিশ্চিত ধ্বংস। যৌবনে আমিও কামনা করতাম দীর্ঘ জীবন লাভের। কেননা, তা-ও তো আল্লাহ প্রদত্ত রিযক (দান)। তারপর যখন আমার কাঙ্ক্ষিত বয়স আমি লাভ করলাম তখন সেই কাম্য ও ইপ্সিত বিষয় আমার প্রতি বড়ই মন্দ আচরণ করল।

---

২৯৭. খ. ১, পৃ. ৯৭, ৯৮।
২৯৮. জন্ম : ২৬০ হিজরী. মৃত্যু : ৩৫০ হিজরী।
২৯৯. খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৯৭।

www.QuranerAlo.net

আমাদের হালাব শহরে কিছু বরফ বিক্রেতা আছে, গ্রীষ্মকালে তারা ঝুড়িতে বরফের টুকরো নিয়ে বাজারে ও শহরের অলি-গলিতে বিক্রির উদ্দেশে হাঁটতে থাকে আর হাঁকতে থাকে–

ارحموني يا ناسُ رأسُ مالي يذوبُ

অর্থ : ও ভায়েরা! আমার প্রতি দয়া কর। আমার মূলধন যে গলে গলে শেষ হয়ে যাচ্ছে।

মানুষও যখন বার্ধক্যে ও জীবনের শেষভাগে পৌঁছে তখনও তার অবস্থা এমনই হয়। বরফ বিক্রেতার এ আহ্বান তার জীবনেও বাস্তবায়িত হয়। আল্লাহ আমাদেরকে উত্তম সমাপ্তি ও সম্মানজনক পরিণতি নছীব করুন। আমীন।

গোটা জীবনই কর্মের ময়দান

এতক্ষণ পর্যন্ত পদ্যে গদ্যে বয়স বৃদ্ধি ও বার্ধক্য সম্পর্কে যা কিছু আলোচনা হল এ সবের অর্থ এ নয় যে, বার্ধক্যে জ্ঞানান্বেষণ বা জ্ঞান বিস্তারের কোনো উপায় বা সুযোগ নেই। বরং ইতোপূর্বে তো অনেক জ্ঞানীজনের ও ইলমী ব্যক্তিত্বের আলোচনা হয়েছে যাঁরা দুনিয়ার জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত ইলমের অর্জন ও প্রচার-প্রসারের প্রতি আগ্রহী ছিলেন।

সুতরাং গোটা জীবনই হল কর্মের ময়দান এবং তার প্রতিটি স্তরই হল অর্জন ও বিস্তারের ক্ষেত্র। তাই তো কবি আবুল ফাতহ বুসতী রহ. ديوان أبي الفتح البستي নামক কাব্যগ্রন্থে (১৮৫ পৃষ্ঠায়) লিখেন–

بقيَّةُ العمر ما عندى لها ثمنٌ ✪ وإن غدا غيرَ محبوبٍ من الثمنِ

يستدرك المرءُ فيها ما أفاتَ ويحـ ✪ ـيِي ما أماتَ ويمحو السوءَ بالحسن

অর্থ : বাকী জীবনটার আমার কাছে তেমন কোন মূল্য নেই– যদি তা অপ্রিয় বিনিময়ে হাতছাড়া হয়ে যায়। অথচ মানুষ তাতে হারিয়ে ফেলা অনেক কিছুকে ফিরে পেতে পারে, ধ্বংস করে দেয়া অনেক কিছু পুনরুদ্ধার করতে পারে এবং মন্দ ও অকল্যাণকে ভাল ও কল্যাণ দিয়ে মুছে দিতে পারে।

তাছাড়া আল্লাহ তা'আলা অনেককে বিশেষ নেআমতও দান করেন এবং বার্ধক্যেও যৌবনের দৃঢ়তা, তারুণের উদ্যম-উচ্ছলতা এবং দৈহিক সুস্থতা বাকী রাখেন। ফলে বয়সের বৃদ্ধি তাঁদের উদ্যমকে বাধাগ্রস্ত করে না এবং

www.QuranerAlo.net

বছরের অতিক্রমণ তাদের মনোবলকে দুর্বল করে দেয় না।[৩০০] ইরাকী এক কবি এমনটিই বলেন তার কবিতায়–

عمري بِرُوحِي لا بِعَدِّ سنينَ ✪ فلأهز أنَّ غدا مِن الستينَ
العمرُ للستين يمشي مُسرعًا ✪ والروح باقيةٌ على العشرين

অর্থ : আমার বয়স বিবেচ্য হয় আত্মার শক্তির মাধ্যমে, বছর গণনার মাধ্যমে নয়। ষাটের বৃত্তেও আগামীতে আমি থাকব সক্রিয়। ষাটের দশক আমার দ্রুত ফুরিয়ে গেলেও আত্মা এখনও বাকী রয়ে গেছে বিশের তারুণ্যে।

আর তরীহ ইবন ইসমাঈল ছাকাফী রহ. বলেন–

والشيبُ إنْ يحلل فإنَّ وراءه ✪ عُمرا يكون خلاله مُتنفَّسُ
لم ينتقصْ منِّي المشيبُ قلامةً ✪ ولنحن حينَ بدا ألذُّ وأكيَسُ

অর্থ : যদিও বার্ধক্য এসে পড়েছে কিন্তু তার আড়ালে রয়েছে এমন একটা বয়স যার মাঝে শ্বাস নিশ্চিত সচল থাকে। আর এই বার্ধক্য আমার সামান্য কিছুও হ্রাস করতে পারেনি। যখন তা এল তখন তাতে আমরা আরও বেশী বুদ্ধিমত্তা ও উপভোগের সাথে কাজ আঞ্জাম দিচ্ছি।[৩০১]

বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ এবং সফল ও ভাগ্যবান তো সেই, যে তার বিদ্যমান প্রতিটি সেকেন্ডকে, বর্তমান প্রতিটি মুহূর্তকে বিভিন্ন উপকারী ও ফলদায়ক কর্ম ও কীর্তি দিয়ে পূর্ণ করে রাখে।

দ্বিতীয় খলীফা উমর বিন খাত্তাব রা. কর্মহীনতা ও বেকারত্বকে এবং সময়কে অনর্থক নষ্ট করাকে অত্যন্ত অপছন্দ করতেন।

---

৩০০. সংযোজক সালমান বলেন, এ কথাটি আমাকে সুবিজ্ঞ আলেম শুমাইত ইবন আজালান রহ. এর বাণী স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা মুমিনের শক্তি রেখেছেন তার অন্তরে; অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে নয়। তোমরা কি দেখ না, অনেক বয়োবৃদ্ধ দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও দ্বিপ্রহরে রোদের তীব্রতায়ও রোযা রাখছে এবং রাত জেগে তারাবীহ পড়ছে। অন্যদিকে অনেক যুবক তাতে অক্ষমতা প্রকাশ করছে। সংগৃহীত : (صفة الصفوة খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৩৪১)

৩০১. ড. ফাতেমা মাহজুব বিরচিত قضية الزمن الشعر العربي : পৃ. ৬৬

www.QuranerAlo.net

তিনি বলতেন–

إنى لأكرهُ أن أرى أحدَكم سبهللاً -أي فارغا - لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة -

অর্থ : তোমাদের কাউকে বেকার ও কর্মহীন দেখতে আমি খুব অপছন্দ করি, যখন না থাকে সে দুনিয়াবী কাজে, আর না আখেরাতের কাজে।

সময় সহজলভ্য, তবে অতি মূল্যবান

সময় সবচে' মূল্যবান, তবে সবচে' অবমূল্যায়িত। কেননা– যদি প্রশ্ন করা হয়, তোমার যা কিছু রয়েছে তার মধ্যে সবচে' দামী কী? উত্তর হবে : সময়! আবার যদি জিজ্ঞেস করা হয়, তুমি নষ্ট করতে পারো, এমন জিনিসের মধ্যে সবচে' সহজলভ্য কী? উত্তর হবে একই, তা হল– সময়।

তাই তো ফেকাহবিদ ও সাহিত্য বিশারদ আল্লামা য়াহয়া বিন হুবায়রা রা. (৪৪৯-৫৬০ হিজরী) যিনি ছিলেন ইমাম ইবনুল জাওযী র. এর শায়খ– তিনি বলেন,[৩০২]

والوقتُ أنفسُ ما عُنيتَ بحفظِه ✪ وأراه أسهلَ ما عليك يَضيعُ

অর্থ : যা কিছুর সংরক্ষণে তুমি সচেষ্ট হতে পার
তন্মধ্যে সময় হচ্ছে সবচে' মূল্যবান,
অথচ আমি দেখছি, যা কিছু তোমার দ্বারা বরবাদ হয়
তার মধ্যে সময় হচ্ছে সবচে' সহজলভ্য

অবসর সময়

মিশরীয় লেখক ও সাহিত্যিক উস্তায আহমদ আমীন র. (মৃত্যু- ১৩৭৩ হিজরী) এর أوقات الفراغ (অবসর সময়) শিরোনামে একটি প্রবন্ধ রয়েছে। প্রসঙ্গ ও বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্যের কারণে এখানে তা সংক্ষেপে উল্লেখ করা ভাল মনে করছি– এই আশায় যে, হয়ত কোন পাঠক তা থেকে উপকৃত হবেন– জ্ঞানের 'প্রাঙ্গণে' বা জীবনের অঙ্গনে।

---

৩০২. হাফেয ইবন রজব রচিত ذيل طبقات الحنابلة ১ : ২৮১

www.QuranerAlo.net

তিনি বলেন, "আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর হাজার হাজার ছাত্র বছরে চার-পাঁচ মাস গ্রীষ্মকালীন ছুটি কাটায়। তখন কি তাদের অভিভাবকগণ জিজ্ঞেস করেন, কীভাবে তারা এই দীর্ঘ সময়টা কাটাচ্ছে? শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দৈহিক, মানসিক ও চারিত্রিক গুণে সমৃদ্ধি লাভের পর এই দীর্ঘ ছুটিকে তারা কোন্ কাজে ব্যয় করেছে? তাছাড়া এ জাতির প্রায় অর্ধ-সংখ্যক মানুষ, আমাদের মেয়েরা– বাড়ী ঘরে তাদের অবসর সময়গুলো কীভাবে ব্যয় করে, তা কি জানতে চান কোন অভিভাবক?

সম্পদ ব্যবহার ও বিনিয়োগের, জ্ঞান অর্জন ও প্রচারের এবং দৈহিক ও মানসিক সুস্থতা লাভের মূল উপকরণ হল সময়, অথচ আমরা কীভাবে তা নষ্ট করে চলছি!

কীভাবে আমরা আমাদের জীবনকে অযথা ও অনর্থক কাজে ব্যয় করে চলছি! যাতে না হচ্ছে দুনিয়াবী কোন ফায়দা, আর না হচ্ছে 'উখরুবী' ফায়দা!!

কিন্তু এর মাধ্যমে আমরা কি শুধু সময়ই নষ্ট করছি, না অর্থ-সম্পদ, জ্ঞান, সুস্থতা সবকিছুই খোয়াচ্ছি? কখনো কি ভেবে দেখেছি?

সময় নষ্টের একেবারে নিকটতম পরিণতি তো এই যে, এর মাধ্যমে বহু সম্পদ হাতছাড়া হয়ে যায়, সম্পদের বহু উৎস নষ্ট হয়ে যায়। ভেবে দেখুন, সময় সম্পদকে যদি কেউ নষ্ট না করে এবং এর সঠিক ব্যবহারে অজ্ঞ না হয় তবে তো সে বহু পতিত ও অনাবাদি জমিকে আবাদ করতে পারে, বহু কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করতে পারে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান চালু করতে পারে এবং সেগুলো পরিচালনা করতে পারে– সময়ের মাত্র অংশবিশেষ ব্যয় করে।

আর যদি বর্তমান যুগে সময় নষ্টের ও তার অপচয়ের ফল দেখা হয় তবে তা হল, গ্রন্থবিমুখতা, জ্ঞানশূন্যতা, অধ্যয়নবিরূপতা ও মূর্খতাপ্রিয়তা। বর্তমানকালে তো এমন অনেকে রয়েছে যারা মূর্খতা ও জ্ঞান শূন্যতায় কোন মর্মপীড়া ও যাতনা অনুভব করে না। তাদের দেহ শুধু সুখ-শান্তি ও আরাম আয়েশ চায়, কষ্টের পথ মাড়াতে চায় না। অথচ তারা উপলব্ধি করতে পারছে না, যে পথে তারা চলছে তা প্রকৃত পক্ষেই কষ্টের পথ, দুনিয়া ও আখেরাতে অশান্তির পথ।

সময়ের ব্যাপারে মানুষের এমন মানসিকতা ও তার প্রতি এই 'অবিচারের' ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় দেখা দেয় অল্পেতুষ্টতা এবং শুধু সহজলভ্য

www.QuranerAlo.net

অংশটুকুতেই তৃপ্ততা। শুধু গদবাঁধা কিছু পড়া লেখা ও একঘেয়ে সামান্য কাজ– যাতে না আছে কোন শ্রম-সাধনা আর না আছে নতুন কোন চিন্তার উন্মেষ ও বিকাশের ভাবনা– এতেই পরিতৃপ্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়া। এরপর ধীরে ধীরে দেখা দেয় দুর্বল ও ক্লান্ত চিন্তা এবং কাজের ভার উদ্যমী কারও উপর ছেড়ে দিয়ে অলস বসে থাকা। ভাবখানা যেন এমন, তুমিই কর ভাই, আমার আর এ ভেজালে গিয়ে কী লাভ!

অবসর যেন বিবেক নিয়ন্ত্রিত হয়

সময়ের হেফাযত ও মূল্যায়ন বলতে আমি একথা বুঝাচ্ছিনা যে, তোমরা সব সময়ই কাজ আর কাজ করে যাবে, গোটা জীবনই শুধু মেহনত আর সাধনা করে যাবে, সেখানে না থাকবে কোন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আর না থাকবে কোন বিশ্রাম ও আনন্দ। তা হবে একেবারে শুষ্ক, কঠোর, যেন কোন গোমড়ামুখ, যাতে না আছে হাসির চিহ্ন, না আছে কোন খুশী-আনন্দ।

বরং আমি বলতে চাচ্ছি, তোমাদের জীবনে কাজের সময়ের চেয়ে যেন অবসর সময় বেশী হয়ে না যায়। আর কর্মশূন্য সময় যেন কর্মপূর্ণ সময়ের উপর প্রভাব বিস্তার করে না ফেলে এবং প্রাধান্য প্রাপ্ত হয়ে না যায়। এমন যেন না হয় যে, অবসর সময়টাই জীবনের মূল ও সারাংশে পরিণত হয়ে বসেছে আর কর্মময় সময় হয়ে গেছে প্রাসঙ্গিক বা পার্শ্ব বিষয়।

আমার তো মন চায় আরেকটু বাড়িয়ে এ পর্যন্ত বলি যে, তোমাদের অবসর সময়গুলো যেন কর্মময় সময়ের মত বিবেক নিয়ন্ত্রিত হয়, আকল-বুদ্ধি দিয়ে পরিচালিত হয়। উদাহরণ দিয়েই বিষয়টি সুস্পষ্ট করার চেষ্টা করছি। যেমন ধর, আমরা কাজের ক্ষেত্রে কোন না কোন লক্ষ্য নির্ধারণ করি এবং কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যেই কাজ করি। তেমনি ভাবে অবসর ও কর্মহীন সময়গুলোও যেন কোন না কোন লক্ষ্য অর্জনের জন্য, উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ব্যয় হয়। যেমন, শারীরিক সুস্থতা অর্জনের জন্য শরীরচর্চামূলক বৈধ খেলাধুলা বা মানসিক তৃপ্তির জন্য কোন ইলমী মুতালা'আ কিংবা রূহানী খোরাকের জন্য কুরআন তেলাওয়াত, হাদীছ অধ্যয়ন বা নফল ইবাদত বন্দেগী ইত্যাদিতে মগ্ন থাকা। অর্থাৎ কোন একটা উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যেন তোমার অবসর সময়টা কাটে। অবসর মানে একেবারেই হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা, এমনটা যেন না হয়। অবসরেই যেন মনের শান্তি ও দেহের

www.QuranerAlo.net

Contents

তৃপ্তির মত কোন কাজ করে ফেলা হয়। অবসর যেন একবারে ফায়দাশূন্য না হয়।

অন্যথায় তোমার অবসর যাপন হবে সময় নষ্ট করা; বরং বলা যায় সময়কে 'হত্যা' করা। আর সেটা তো কখনো বৈধ হতে পারে না। কেননা, এই সময়ই তো তোমার জীবন। তাহলে সময়কে হত্যা করা তো জীবন হত্যা, বরং আত্মহত্যারই নামান্তর।

রুচি ও অভ্যাসের পরিবর্তন সম্ভব

যারা দীর্ঘ সময় দাবা, পাশা ও অন্যান্য শরীয়ত নিষিদ্ধ ক্রীড়া বিনোদনে লিপ্ত থাকে, এমনিভাবে যারা চা-পানের দোকানে কিংবা এখানে-সেখানে অহেতুক সময় অতিবাহিত করে থাকে, তাদের এই কাজ তো কখনো বিবেক-সম্মত হতে পারে না। তাদের এসব অবস্থায় বিবেক তো কখনো অনুমোদন করতে পারে না। এসবের মাধ্যমে সময়কে বধ ও বরবাদ করা ছাড়া তো আর কোন উদ্দেশ্য হতে পারে না। হায়! মনে হয়, সময় যেন তাদের অন্যতম শত্রু।

এই সমস্যার সমাধান এবং এই রোগের চিকিৎসা এভাবে হতে পারে যে, প্রথমতঃ মনে এই বিশ্বাস সৃষ্টি করতে হবে এবং তাকে দৃঢ়ভাবে লালন করতে হবে যে, মানুষ সচেষ্ট হলে তার পছন্দ ও অপছন্দের পথ ও বিষয় যেভাবে ও যেদিকে ইচ্ছা পরিবর্তন করতে পারে এবং সে তার শওক ও আগ্রহকেও যে পথে খুশী চালাতে পারে।

এই বিশ্বাসের মাধ্যমে সে নিজেকে এমন সব বিষয়ে এবং কাজে অভ্যস্ত করে তুলতে পারে যার প্রতি ইতোপূর্বে সে আগ্রহী ছিল না। তেমনিভাবে এমন বিষয় ও কাজের প্রতি মনে অপছন্দ ও ঘৃণা সৃষ্টি করতে পারে, যাকে সে আগে পছন্দ করত এবং স্বাচ্ছন্দ্যে গ্রহণ করত।

তাই বলা যেতে পারে, যদি তার মনোবল দৃঢ় হয়, ইচ্ছা শক্তি প্রবল হয়, তবে সে অবসর সময়গুলোকে তার সুস্থতা, বুদ্ধিমত্তা বা ধার্মিকতার উৎকর্ষ সাধনের মত হিতকর কাজে ব্যয়ে অভ্যস্ত হতে পারে। যদিও সে ও তার মন ইতোপূর্বে এতে অভ্যস্ত ছিল না।

www.QuranerAlo.net

একটি ভ্রান্ত ধারণা

প্রসঙ্গতঃ একটি কথা বড় আফসোসের সাথে বলতে হয়, অধিকাংশ মানুষ এখন মনে করে, বরং বলা যায় বিশ্বাস করে যে, অসার গল্প-উপন্যাস এবং মানহীন পত্র-পত্রিকা ইত্যাদির পঠনই বিবেকের খোরাকের জন্য যথেষ্ট। ফলে শিক্ষানবিশরা সেগুলো অবাধে গলধঃকরণ করছে এবং বুদ্ধিবৃত্তিক তৃপ্তির জন্য সেগুলোকেই উপযোগী ও যথেষ্ট মনে করছে।

কিন্তু ফল হচ্ছে হিতে বিপরীত। কারণ এ সকল বিষয়বস্তু তো তাদের মন-মস্তিষ্ককে অবশ ও মাতাল করে দেয়ার এবং তাদের মাঝে যৌন সুড়সুড়ি সৃষ্টি করে দেয়ার উপকরণ। ফলে তারা হয়ে পড়ছে আরও অশান্ত ও উশৃঙ্খল।

ছাত্রকে ভাবতে হবে

আমার তো বিশ্বাস, সামান্য ধৈর্য ও সহনশীলতা এবং ইচ্ছাশক্তির একটু দৃঢ়তা একজন ছাত্রকে নিরবচ্ছিন্ন পঠন ও উপকারী অধ্যয়নে আগ্রহী করে তুলতে পারে। আর প্রতিটি শিক্ষার্থীই সক্ষম– নিজের ইচ্ছা শক্তিকে আন্দোলিত করতে, নিজের মাঝে আলোড়ন সৃষ্টি করতে এবং জ্ঞানের কোন শাখায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে। চাই তা সাহিত্য, প্রকৌশল বা প্রাণীবিদ্যা হোক, কিংবা হোক কোন যুগের ইতিহাস বা অন্য কোন শাস্ত্র।

ইচ্ছা শক্তি ও আভ্যন্তরীণ আন্দোলনে সে এসকল বিষয়ে ব্যাপক অধ্যয়নে ব্রতী হবে, তার গভীরে পৌঁছার চেষ্টা করবে এবং দিনের একটা নির্ধারিত অংশে নিয়মিত সে বিষয়ের সাধনায় আত্মনিয়োগ করবে। আর এসব কাজে সব সময় নিজেকে আগ্রহী ও উদ্দীপ্ত রাখার চেষ্টা করবে।

তাহলে দেখা যাবে, সে এক ভিন্ন সত্তায় রূপায়িত হয়েছে, এক বিশেষ শক্তি ও সম্মানিত ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে পড়েছে। আর নিজের জন্য, স্বজাতির জন্য এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য উপকারী ও কল্যাণকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে।

আর জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় জাতি নিজ সন্তানদের দ্বারা সমৃদ্ধ হবে। আর জীবনের যে শাখায় যে সন্তান পারদর্শিতা অর্জন করবে তার উপর জাতি নির্ভর করতে পারবে।

www.QuranerAlo.net

মানুষের সভা-সমাবেশে তাদের আলোচনা উন্নত হবে, চিন্তা-ভাবনা উৎকর্ষ লাভ করবে এবং তাদের জীবন হবে নির্মল ও সজীবতাপূর্ণ।

আর একে অন্য থেকে অর্জন করতে পারবে সাহিত্য-সংস্কৃতি, শিষ্টাচার এবং সময়ানুবর্তিতার মূল্যবান শিক্ষা ও দীক্ষা।

তখন সংস্কৃতি হবে উন্নত, জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিধি হবে বিস্তৃত, জীবন ও জীবন যাত্রার মান হবে উৎকৃষ্ট। আর জীবনোপকরণ হবে পর্যাপ্ত ও সহজলভ্য।

তখন মানুষ উপলব্ধি করতে পারবে পেটের খাদ্য যোগানো যেমনিভাবে তার জন্য আবশ্যক তেমনি আবশ্যক মস্তিষ্কেরও খোরাক সরবরাহ করা।

কারণ, খোরাক যেমন দেহ ও জীবনের অনিবার্য প্রয়োজন, তেমনি মন-মস্তিষ্কেরও। আর সময়ের যথার্থ মূল্যায়ন ও তার থেকে সর্বোচ্চ উপকার গ্রহণের চেষ্টা ছাড়া মস্তিষ্কের খোরাকের কল্পনাও করা যায় না।

তখন ধীরে ধীরে ব্যক্তি, তারপর সমাজ, তারপর দেশ উন্নত থেকে উন্নততর হতে থাকবে– সকল ক্ষেত্রে, সর্বদিক থেকে।

চেষ্টার অব্যাহততা জরুরি

প্রিয় পাঠক, আত্মজিজ্ঞাসা ও বিবেকের কাছে জবাবদিহিতাকে তুমি নিজের অভ্যাস বানিয়ে নাও। নিজেকে সব সময় প্রশ্ন কর, অবসর সময়ে আমি কী করছি? আমি কি তা নিজের বা অন্যের স্বাস্থ্য, অর্থ বা জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনে ব্যয় করছি?

আর সবসময় লক্ষ রাখ, তোমার কর্মশূন্য ও অবসর সময়টুকু বিবেক নিয়ন্ত্রিত থাকছে কি না? তাহলে নিশ্চয় তা কোন ভাল লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে ব্যয় হবে। যদি এমনটা হয়ে থাকে তবে তো তুমি সফল বা তোমার সফলতা অবশ্যম্ভাবী। অন্যথায় তুমি এসব গুণ ও অভ্যাস তোমার চরিত্রে গড়ে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যাও এবং নিরবচ্ছিন্ন সাধনা অব্যাহত রাখ। আর অব্যাহত চেষ্টার ফল তো সফলতা বৈ কিছু নয়।

আরবী ভাষার কবি কত সুন্দর বলেছেন[৩০৩]

أخلقْ بذى الصبر أن يَحظى بحاجته ✪ ومُدمنُ القرعِ للأبواب أن يلجا

৩০৩. شرح ديوان حماسة মারযূকী রহ. রচিত : ৩ : ১১৭৫ এ উল্লিখিত মুহাম্মাদ ইবন বশীর রহ. এর কবিতা।

www.QuranerAlo.net

অর্থ ঃ ধৈর্যশীল ব্যক্তি তার প্রয়োজন লাভের উপযুক্ত
আর অবিরাম দরজায় করাঘাতকারী গৃহে প্রবেশের দ্বারপ্রান্তে।

তবে এটাও আমাদের জেনে রাখা দরকার, দীর্ঘদিন যাবৎ কোন নির্দিষ্ট কাজে সময়কে বেঁধে রাখা যায় না। কেননা, জীবনের পট সদা পরিবর্তনশীল। কখনো এমনও হতে পারে যে, তা ধারণারও বহু উর্ধ্বে তোমাকে নিয়ে যাবে, কল্পনাতীত উৎকর্ষ দান করবে।

আবার কখনো হয় তার সম্পূর্ণ বিপরীত। তবে জীবনচক্র যেদিকেই আবর্তিত হোক তোমার চিন্তা-ভাবনা থাকবে সর্বদা উন্নতির। আর চেষ্টা-সাধনা থাকবে সদা উর্ধ্বগতির।

জীবনকে ধারণ নয় 'যাপন' কর

প্রকৃতপক্ষে মানুষ তার জীবনকে যে পরিমাণ ধারণ করে তার অতি সামান্যই সে 'যাপন' করে। বলা যায়, যেভাবে জীবনকে যাপন করা উচিৎ তার এক দশমাংশও সে করে না। না শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, আর না স্বাস্থ্য ও অর্থ-সম্পদের ক্ষেত্রে। বাকী অংশগুলো তারা অনর্থক ব্যয় করে। অবহেলা অলসতায়, খেল-তামাশা বা গাল-গল্পে নষ্ট করে।

আমার তো মনে হয়, যথাযথভাবে সময়কে (তাদের) মূল্যায়ন না করা এবং জীবনকে যেভাবে যাপন করা উচিৎ সেভাবে যাপন না করার কারণ হল– সময়ের সঠিক ব্যবহার ও তাকে ভালো কাজে পূর্ণ করে রাখার এবং শরীয়ত ও বিবেকের মাপকাঠিতে তাকে নিয়ন্ত্রণ করার পন্থা ও পদ্ধতি তাদের না জানা।

(উস্তায আহমদ আমীনের বক্তব্য সমাপ্ত হল)

সময়ই তো জীবন

উস্তায হাসানুল বান্না র. الوقتُ هو الحياةُ (সময়ই জীবন) শিরোনামের একটি প্রবন্ধে উল্লেখ করেন[৩০৪], "বলা হয়ে থাকে, সময় হল স্বর্ণখণ্ড কিংবা অমূল্য রত্ন। কিন্তু একথাটি তাদের জন্য বলা হয়ে থাকে, যারা বস্তুগত মূল্য ছাড়া কোন কিছুকে মূল্যায়ন করতে জানে না।

---

৩০৪. منير الجمعة للإمام الشهيد حسن البنا : পৃ. ৫৩

www.QuranerAlo.net

Contents

তবে যাদের দৃষ্টি এর চেয়েও দূরে, এর চেয়েও ভিন্ন তাদের জন্য বলা যায়, সময় তো তোমার জীবনকাল ছাড়া অন্য কিছু নয়। বলো তো ভাই! তোমার জীবনটা কী, শুধু জন্ম ও মৃত্যুর মাঝে কেটে যাওয়া সময়টুকু ছাড়া?

ধন-সম্পদ তো এই আসে, এই ফুরিয়ে যায়, এরপরও মানুষ যে ধন-সম্পদ হারায় তার বহুগুণ অর্জন করতে পারে। কিন্তু সময় সম্পদ থেকে যা ফুরিয়ে যায় এবং হারিয়ে যায়, তা কি কখনো ফিরে আসে? তার কি কখনো পুনরাবৃত্তি ঘটে? নিশ্চয় না। সুতরাং একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় সময় স্বর্ণের চেয়েও দামী, হীরার চেয়েও মূল্যবান। কেননা, সময়ের সীমিত পরিধিতেই বেষ্টিত মানবজীবন।

সফলতা শুধু সূক্ষ্ম পরিকল্পনা ও অনুকূল পরিস্থিতির মাধ্যমেই আসে না। বরং তা উপযোগী মুহূর্তের উপরও নির্ভর করে। তাই তো পূর্ববর্তী মনীষীগণের জীবনীতে আমরা দেখতে পাই, তাঁরা যেমন ত্বরিত ও তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত থেকে বিরত থাকতেন। তেমনি বিরত থাকতেন বিলম্বিত সিদ্ধান্ত থেকেও, বরং সঠিক ও উপযোগী সময়ের প্রতিই লক্ষ রাখতেন। আর সফলতা তো সঠিক ও উপযুক্ত মুহূর্তে কাজ করার মাঝেই নিহিত।

এই মুনাছিব ও উপযুক্ত মুহূর্তের প্রতি লক্ষ না রাখার এবং তা উদ্ঘাটনে গভীরভাবে চিন্তায় মনোনিবেশ না করার কারণেই মানুষ ব্যর্থতা, হাতাশা ও ক্ষতিগ্রস্ততার সম্মুখীন হয়। তাদেরকেই (কুরআনে) বলা হয়েছে, গাফেল ও উদাসীন। বলা হয়েছে, পশুর চেয়েও অধম।

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ○

অর্থ ঃ আমি তো বহু জিন ও মানবকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি; তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তাদ্বারা তারা উপলব্ধি করে না, তাদের চোখ আছে, কিন্তু তাদ্বারা দেখে না এবং তাদের কান আছে, তাদ্বারা শোনে না; এরা পশুর ন্যায়, বরং তারা অধিক বিভ্রান্ত। তারাই গাফিল। –সূরা আ'রাফ : ১৭৯

সময় সংরক্ষণের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতইনা সুন্দর বলেছেন–

www.QuranerAlo.net

ما منْ يومٍ ينشقُّ فجره إلا ويُنادى : يا ابنَ آدمَ! أنا خلقٌ جديد، وعلى عملك شهيدٌ، فتزوَّدْ منى، فإنى لا أعود إلى يوم القيامة-

অর্থ ঃ প্রতিদিন যখন প্রভাত উদিত হয় তখন সে আহ্বান করে বলে, হে আদম সন্তান! আমি এক নতুন সৃষ্টি এবং তোমার কর্মের সাক্ষী। সুতরাং তুমি আমার থেকে পাথেয় গ্রহণে ব্রতী হও। কেননা, কেয়ামত পর্যন্ত আমি আর কখনো ফিরে আসব না।[৩০৫]

প্রায় একই অর্থের আরেকটি হাদীছ–

ما منْ يومٍ طلعتْ شمسُه إلا يقولُ : من استطاعَ أن يعملَ فى خيرا فليعملْه، فإنى غيرُ مكرَّر عليكم أبدا ....-

অর্থ ঃ প্রতিদিন যখন সূর্য উদিত হয় তখন তা বলে, যে আমার মধ্যে কল্যাণকাজ করতে পারে, সে যেন তা করে নেয়। কেননা, তোমাদের কাছে আমার কখনো পুনরাগমন ঘটবে না।[৩০৬]

অবশেষে তোমাকে বলছি, বন্ধু!

আমাদের উল্লিখিত সব ঘটনা এবং সুদীর্ঘ আলোচনার পর এখন তো নিশ্চয় তুমি একথা স্বীকার করে নেবে যে সময়ের চেয়ে দামী, তার চেয়ে মূল্যবান আর কিছুই নেই; এবং কিছুই হতে পারে না।

আর জেনে রাখ-বন্ধু! সময় কিন্তু সর্বক্ষণ এক রকম হয় না, তার কল্যাণধারা ও দানপ্রবাহ এক রকম থাকে না। ফলে সুখ-সৌভাগ্যের তারতম্যেও পরিবর্তন ঘটে।

তাই তো দেখা যায়, কোন কোন সময় অন্য সময় থেকে অধিক কল্যাণপ্রসূ, কোন দিন অন্যদিনের চেয়ে বেশী মর্যাদাপূর্ণ এবং কোন মাস অন্য মাসের চে' অধিক সম্মানিত।

কবির ভাষায় :

هو الجَدُّ حتى تفضلُ العينُ أختَها ✪ وحتى يكون اليومُ لليومِ سيدًا

---

৩০৫. আবু নাঈমের সূত্রে বর্ণিত– حلية الأولياء : ২ : ৩০৩

৩০৬. বায়হাকী রচিত : شعبُ الإيمان : ৩ : ৩৮৬ হাদীছ নং : ৩৮৪০

Contents

অর্থ : আর তা হল ভাগ্য, এমন কি তোমার এক চোখ অন্য চোখের চেয়ে উৎকৃষ্ট এবং এক দিন আরেক দিনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।[৩০৭]

আর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো তাঁর উম্মতকে বার বার সতর্ক করেছেন এবং বহু হাদীছে উল্লেখ করেছেন সময়ের সদ্ব্যহারের কথা এবং তা থেকে যথাযথভাবে উপকৃত হওয়ার পন্থা। যেমন ইঙ্গিতার্থে এক হাদীছে বলেন,

المؤمنُ بين مخافتين : بينَ عاجلٍ قد مضى، لا يَدرِي ما الله صانعٌ فيه، وبين آجلٍ قد بقي لا يدري ما الله قاضٍ فيه -

অর্থ : মু'মিন দুই শঙ্কাকালের মাঝে থাকে। একটি হল, যা অতিবাহিত হয়ে গেছে (তথা, বিগতকাল), কিন্তু সে জানে না– সে ব্যাপারে আল্লাহ কী করবেন। অন্যটি হল যা আগত, (তথা ভবিষ্যতকাল), কিন্তু সে জানে না আল্লাহ তাতে কী ফায়সালা করবেন।[৩০৮]

তাই প্রত্যেকের উচিৎ নিজের উপকারার্থে নিজের থেকে কাজ আদায় করে নেয়া, এবং আখেরাতের ফসলের জন্যে দুনিয়ার শস্যক্ষেত্রে শ্রম দিয়ে যাওয়া। বার্ধক্যের পূর্বেই তারুণ্য ও যৌবন থেকে সাধনা-সম্পদ অর্জনে ব্রতী হওয়া এবং মৃত্যুর পূর্বেই জীবনকে, তথা জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ সময়কে মূল্যায়ন করা।

✪ ✪ ✪ ✪ ✪

সময় মূল্যবান সম্পদ এবং ধারালো তরবারি

প্রাজ্ঞ সাহিত্যিক, উস্তায সাইয়্যিদ আহমাদ হাশিমী রহ. ديوان الإنشاء নামক তাঁর এক মূল্যবান গ্রন্থে الوقت نقد (তথা 'সময় এক বিরাট সম্পদ')[৩০৯] শিরোনামের অধীনে বলেন,

"সময় এক মহা সম্পদ"– এটি এমন এক প্রাজ্ঞ ও গুরুত্বপূর্ণ বাণী যা আমাদেরকে নির্দেশ করে এই মহা সম্পদের প্রতি যত্নবান হতে। কেননা তা অতি দামী, মূল্যবান ও অতি গুরুত্বপূর্ণ বস্তু। সুতরাং তা যেন অনর্থক আনন্দ-বিনোদনে নষ্ট না হয়; বরং উচ্চমর্যাদা অন্বেষণ ও লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা-সাধনায় যেন ব্যয় হয়।

---

৩০৭. ديوان المتنبي ১ : ২৭৬
৩০৮. হাফেয ইরাকী রচিত : تخريج الإحياء ২ : ২০৪
৩০৯. পৃষ্ঠা : ৮৩।

www.QuranerAlo.net

জ্ঞানী ও বিচক্ষণ তো সেই, যে জীবন অতিক্রান্ত করে পুণ্য ও মহৎকর্মে এবং এমন অমর কীর্তি রচনায় যা তার জন্য যশ-খ্যাতি ও জনশ্রুতি বয়ে আনে।

আল্লাহর শপথ! সময় অতি মূল্যবান। তবে এরচেয়েও মূল্যবান হলো, সে সময়কে কর্মপূর্ণ ও স্বার্থক করে তোলা। অর্থাৎ যে কোনো কল্যাণ কর্ম সাধন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ ও বিস্তার করা কিংবা প্রচুর মুনাফা অর্জনের লক্ষে ব্যবসার প্রসার ঘটানো। বা কোনো শিল্পকর্মের উন্নয়ন ঘটানো অথবা বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা কিংবা বিভিন্ন জিনিস আবিষ্কার করা।

এক কথায়, এই সময়কে কাজে লাগিয়ে সম্মান ও মর্যাদার ময়দানে এবং গৌরবময় ঐতিহ্যের ময়দানে প্রতিযোগিতায় ব্রতী হওয়া।

সময়ের প্রতি যত্নবান হওয়া সততা ও বিশ্বস্ততা এবং আমানতদারি ও ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তার আলামত। কেননা এর প্রতি অবহেলাকারী তো দুর্বল সঙ্কল্প ও ক্ষীণ ইচ্ছাশক্তির অধিকারী হয়ে থাকে। অলসতা ও অবহেলার কারণে সে নিজের ও অন্যের ক্ষতিসাধন করে এবং নিষ্ফল সময় অতিক্রান্ত করে।

এছাড়াও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছে তার মর্যাদার অবনতি ঘটে, অধঃস্তন কর্মচারীদের কাছে ঘৃণার পাত্রে পরিণত হয় এবং মানুষের মাঝে অলস, কাপুরুষ ও প্রতারক হিসাবে গণ্য হয়। ফলে তার জীবন হয়ে ওঠে প্রাচুর্যহীন ও দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত। সর্বদাই তাকে দেখা যায় অস্থির, অশান্ত ও দুর্দশাগ্রস্ত।

পক্ষান্তরে যে সময়ের প্রতি যত্নবান সে হয়ে থাকে সুখী ও সদাপ্রসন্ন। আর তার জীবন হয়ে ওঠে সুখী, স্বচ্ছন্দ ও প্রাচুর্যময়।

✪ ✪ ✪ ✪ ✪

তারপর ২৫০ পৃষ্ঠায় الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك (তথা, সময় হলো তরবারির মত— তুমি তাকে না কাটলে সে তোমাকে কেটে দেবে) শিরোনামে সাইয়্যিদ আহমদ হাশিমী রহ. আরও বলেন,

ولا أؤخِر شُغلَ اليومِ عنْ كَسَلٍ ✪ إلى غدٍ إن يومَ العاجزِينَ غدُ

অর্থ : আমি অলসতাবশত আজকের কাজ আগামীদিনের জন্য রেখে দেই না। কেননা অলস-অক্ষমরাই আগামীদিনের অপেক্ষায় বসে থাকে।

হ্যাঁ, সত্যিই সময় হলো ধারালো তরবারি ও উজ্জ্বল বিদ্যুৎচমক। তাই অলসতা ও শিথিলতা ছেড়ে সুযোগের সদ্ব্যবহার করাই বিচক্ষণতার কাজ।

www.QuranerAlo.net

তাই তো কবি বলেন–

وانتهزْ الفُرصةَ إنَّ الفرصةَ ✪ تصير إن لمْ تنتهزها غُصَّةً

অর্থ : সুযোগের সদ্ব্যবহার করো।
অন্যথায় সেটা হয়ে দাঁড়াবে তোমার গলার কাঁটা।

আর সবচেয়ে বড় আপদ তো হলো অনর্থক ও ফায়দাহীন সময় ব্যয় হয়ে যাওয়া। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَأَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَّأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِيْ إِلَى أَجَلٍ قَرِيْبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِّنَ الصَّالِحِيْنَ ۝ (سورة المنافقون ـ ١٠)

অর্থ : আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে মৃত্যু আসার আগেই ব্যয় করো। অন্যথায় (মৃত্যু এসে গেলে) সে বলবে, হে আমার রব! আমাকে আরও কিছুকাল অবকাশ দিলেন না কেন? তাহলে তো আমি সদকা দিতাম এবং সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।

আর কোনো কোনো বিজ্ঞজন তো বলেছেন–

اغتنمْ بياضَ النهارِ قبلَ العشيةِ

অর্থ : সন্ধ্যার পূর্বেই দিবসের আলোকে তুমি কাজে লাগাও।

কবির ভাষায়–

إذا ضيَّعتَ أولَ كُلِّ أمرٍ ✪ أبتْ أعجازه إلا التواء

অর্থ : তুমি যদি কোনো কিছুর সূচনাই নষ্ট করে দাও, তাহলে তো তার সমাপ্তি বক্র হবেই।

তাই বলি বন্ধু! মানুষের জীবন অতি সংক্ষিপ্ত। কিন্তু সময়ের গোছালো ব্যবহার তাকে এক প্রলম্বিত জীবন দান করতে পারে। আফসোস! মানুষ দৃষ্টিসম্পন্ন হয়েও সময়ের মূল্যবোধে সে দৃষ্টিহীন-অন্ধের মত আচরণ করে।

কবি বলেন–

يسرُّ المرءُ ماذهبَ الليالي ✪ وكان ذهابُهن له ذهابًا

অর্থ : রাত্রি চলে যাওয়া মানুষকে আনন্দিত করে। অথচ রাত্রির চলে যাওয়া মানে যে, তারই চলে যাওয়া।

সুতরাং যে সতর্কতা ও সচেতনতাকে মশাল হিসেবে এবং সুযোগের সদ্ব্যবহারকে ভীত হিসাবে গ্রহণ করবে তার জন্য বড় বড় কঠিন বিষয়ও

www.QuranerAlo.net

সহজ হয়ে যাবে, মানুষের মাঝে তার মর্যাদা ও সমীহ বৃদ্ধি পাবে। আর কষ্টসাধ্য বিষয়ও তার কাছে সহজলভ্য হয়ে যাবে এবং আস্তে আস্তে তার সামনে কল্যাণের সকল দ্বার উন্মোচিত হয়ে যাবে।

আর যে সময় কাজে লাগানোর প্রতি কোনো ভ্রূক্ষেপ করে না নিঃসন্দেহে সময়ের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন একদিন তার কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াবে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সে এমন বিপদে পতিত হবে যে, তখন আপন কর্তব্য ও করণীয়ও খুঁজে পাবে না।

তাই বলি বন্ধু! সময়ের নির্দয় হস্ত তোমার উপর ভর্ৎসনার চাদর টেনে দেয়ার পূর্বেই তোমাকে সতর্ক হতে হবে। কেননা অতীত কখনো ফিরে আসবে না। আর ভবিষ্যৎ! তা তো তোমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে।

যেমন কবি বলেন–

وعاجزُ الرأى مضياعٌ لفرصتِه ✪ حتى إذا فات أمرٌ عاتبَ القدرا

অর্থ : দুর্বলমনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে অক্ষম ব্যক্তি তো সুযোগ হাতছাড়া করে ফেলে। আর যখন তা হাতছাড়া হয়ে যায় তখন সে ভাগ্যকে দোষারোপ করে।

সময় যখন কোনো ফল ও প্রাপ্তি ছাড়া অতিবাহিত হয়ে যায় তখন বিচক্ষ ও বিবেকবান ব্যক্তি সে সময়টাকে নিজের জীবনের অংশই মনে করে না আর অজ্ঞ ও মূর্খ তাকে মনে করে নিজের কল্যাণ ও সৌভাগ্য।

কবির ভাষায়–

إذا فاتَنِي يومٌ ولم أصطنع يدًا ✪ ولم أكتسبْ علمًا فما ذاك من عمري

অর্থ : একটি দিন আমার থেকে গত হয়ে গেল আর আমি তাতে কোনো অবদান রাখলাম না বা কোনো জ্ঞান আহরণ করতে পারলাম না তবে তো সেদিন আমার জীবনের অন্তর্ভুক্তই নয়।

জনৈক দার্শনিক বলেছিলেন, কোনো কাজকেই তুমি তার যথাসময় থেকে বিলম্বিত করো না। কেননা যে সময়ের জন্য তুমি তা রেখে দিবে সে সময়ের জন্যও তো অন্য কাজ নির্ধারিত আছে। আর পরবর্তীতে তো একই সময়ে একাধিক কাজের 'ভিড়' ও কয়েকটি কাজের চাপ তুমি সহ্য করতে পারবে না। কারণ যখন একাধিক কাজ জমা হয়ে যায় তখন সেগুলো এলোমেলো ও ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে।

মোটকথা, কোনো জিনিস নষ্ট করা– তা যতই মূল্যবান হোক– সময় নষ্টের মত নিন্দনীয় নয়। কেননা যদি কোনো অতিপ্রিয় বস্তু কিংবা বহুমূল্যের

উপঢৌকন হাতছাড়া হয়ে যায় তবে তা কোনো না কোনো উপায়ে ফিরিয়ে আনা সম্ভব। কিন্তু জীবনের কিছু সময় যদি তুমি নষ্ট করে ফেল এবং কোনো পুণ্যকর্ম বা প্রশংসনীয় কাজ তাতে সম্পাদন না কর তবে সে সময় ফিরিয়ে আনা তোমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। যদিও সেজন্য তুমি পৃথিবীপূর্ণ স্বর্ণ ব্যয় করো না কেন!

তাহলে বুঝা গেল, সময়-সম্পদ যে কোনো মূল্যবান জিনিস, এমনকি সোনা-রুপা ও রত্নরাজির চেয়েও বহু মূল্যবান।

সময়ের মাধ্যমে উপকার ও শিক্ষা লাভ সম্পর্কে উসতায গাযালী রহ. এর মূল্যবান বাণী

সম্মানিত উসতায ও বিশিষ্ট দাঈ মুহাম্মাদ আল গাযালী[৩১০]– আল্লাহ তাঁকে নিরাপদে রাখুন এবং জাতিকে তাঁর মাধ্যমে উপকৃত করুন– সময়ের মূল্য নির্ধারণ, তার মাধ্যমে উপকার অর্জন এবং তা নষ্ট হওয়া থেকে সতর্কতা অবলম্বন সম্পর্কে মূল্যবান নির্দেশনা সম্বলিত এক বহুমাত্রিক প্রবন্ধ রচনা করেন এবং এর মাধ্যমে তাঁর خلق المسلم নামক মূল্যবান গ্রন্থখানি সমাপ্ত করেন। এখানে উক্ত প্রবন্ধ থেকে কিছু তুলে ধরা ভালো মনে করছি।

সময়ের মাধ্যমে উপকার ও শিক্ষা লাভ

সকল হারিয়ে যাওয়া জিনিসই তুমি ফিরে পেতে পার, কিন্তু সময় ব্যতীত। কেননা তা একবার নষ্ট করে ফেললে আর ফিরে পাওয়ার কোনো আশা থাকে না। তাই সময় মানুষের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ।

আর প্রত্যেক বুদ্ধিমানেরই দায়িত্ব হলো সে তার দিনগুলো এমনভাবে গ্রহণ করবে যেভাবে একজন ব্যয়কুণ্ঠ– বলা যায় অতিকৃপণ ব্যক্তি– তার সম্পদকে গ্রহণ করে। সে তো তার অতি অল্প সম্পদও লাভ ছাড়া ছাড়তে রাজি নয় এবং যত ছোট ও ক্ষুদ্র জিনিসই হোক সে তা যথাযথ স্থানে প্রয়োগ ও ব্যয় করতে সচেষ্ট হয়।

একনিষ্ঠ মুসলিম সময়কে মহামূল্যবান মনে করে, এমনকি সে ব্যাপারে অতি সচেতনতা অবলম্বন করে। কেননা সময় হল তার জীবন। যদি সে তা নষ্ট

---

৩১০. সালমান বলেন, মরহুম আব্বাজান রহ. এই অংশটি রচনা করেন ২৮ রমযান ১৪১৩ হিজরীতে মক্কা মুকাররমায় উসতায গাযালী রহ. এর ওফাতের তিন বছর পূর্বে। তিনি মৃত্যুবরণ করেন রিয়াদে ১৪১৬ হিজরীতে। আর তাঁকে দাফন করা হয় জান্নাতুল বাকীতে।

www.QuranerAlo.net

হওয়াকে এবং অন্যায়ভাবে ব্যবহৃত হওয়াকে অনুমোদন করে তাহলে তো এই লক্ষ্যহীন পথে চলে সে নিজেকে আত্মহত্যার দিকেই ঠেলে দিল।

কক্ষপথে পৃথিবীর একেকটি প্রদক্ষিণ একেকটি নতুন সকালের জন্ম দেয়। একেকটি প্রদক্ষিণ তার চলার পথের একেকটি মানযিল। অথচ সেখানেও সে থেমে থাকে না। মানুষও এমনিভাবে তার প্রভুর দিকে প্রতিনিয়ত দ্রুত এগিয়ে চলছে। তাই বুদ্ধিমত্তার দাবি হল, এ বাস্তবতা উপলব্ধি করা এবং তাকে লক্ষ্য বানিয়ে নেয়া। আর তার অগ্র-পশ্চাত সবকিছু ভেবে-চিন্তে জীবন অতিবাহিত করা।

সময় নিজগতিতে চলছে। এ অবস্থায় কোন মানুষ নিজেকে স্থির মনে করা আত্মপ্রতারণার শামিল এবং চিন্তানৈতিক ভ্রম।

ট্রেনযাত্রীর কাছে যেমন মনে হয়, সে রয়েছে অনড়-স্থির, আর বাইরের সবকিছু ছুটে চলছে। কিন্তু বাস্তবতা তার সম্পূর্ণ বিপরীত। বাস্তবতা হলো, সময় দুরন্তর ছুটে চলছে এবং মানুষকেও নিয়ে চলছে তার চূড়ান্ত পরিণতির দিকে।

ইসলামও সময়ের মূল্যবোধের প্রতি গুরুত্বারোপ করে এবং 'সময় এক তরবারি, তুমি তাকে না কাটলে সে তোমাকে কেটে ফেলবে' এর মত মূল্যবান বাণীকে সমর্থন করে। আর মুসলিমকে এই বাস্তবতা স্মরণ রেখে জীবন পরিচালনা করাকে তার ঈমান ও খোদাভীরুতার নিদর্শন বলে আখ্যা দান করে।

ইসলাম তার বৃহৎ বৃহৎ ইবাদাতগুলোকে দিনের বিভিন্ন অংশে ও বছরের বিভিন্ন দিন ও মাসে বিন্যস্ত করে দিয়েছে। উদাহরণতঃ বলা যায়, পাঁচ ওয়াক্ত নামায পূর্ণ দিনকে বেষ্টন করে রেখেছে এবং নামাযের সময়গুলো দিনের গতির সাথেই আবর্তিত হচ্ছে। আর শরীয়তের এটি তো স্বতঃসিদ্ধ বিষয় যে, জিবরীল আ. আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়ে নামাযের ওয়াক্তগুলোর শুরু ও শেষ সময় চিহ্নিত করে দিয়েছেন। যেন এর মাধ্যমে মুসলিম জাতির মাঝে একটি সূক্ষ্ম, দৃঢ় ও সুশৃঙ্খল জীবনাচার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যেন সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ইসলামী জিন্দেগীর প্রতিটি কর্ম সুবিন্যস্ত ও সময়নিয়ন্ত্রিত হয়।

মহাকাশে বিরাজমান গ্রহ-নক্ষত্রের ঘূর্ণয়নের কারণে রাতের পর দিন আর দিনের পর আসে রাত। জগতস্রষ্টা এসব অনর্থক ও ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করেন নি।

এ জাতীয় সুবিন্যস্ত ধরায় আগমন ও জীবন-যাপনকে অনর্থক ও বেকার গণ্য করা মানুষের জন্য খুবই নিন্দনীয় বিষয়। মূলত এ ধরা তো এমন এক

www.QuranerAlo.net

Contents

ময়দান যাকে সৃষ্টিই করা হয়েছে দীর্ঘ প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্যে। আর ঐ প্রতিযোগিতায় শুধু সেই আগে বেড়ে যাবে ও বিজয় শিরোপা অর্জন করবে যে তার প্রভুকে পূর্ণরূপে চিনবে, তাঁর হকগুলোকে সংরক্ষণ করবে, নেয়ামতরাজির শোকর করবে এবং চূড়ান্ত শান্তি অর্জনের লক্ষে দিন-মাস ও বছরের অব্যাহতগতিকে নিজের পরিশ্রম ও সাধনার গতিধারা বানিয়ে নেবে।

তোমার জীবন হলো তোমার মূলধন। তাতে হস্তক্ষেপ ও তা থেকে খরচ করার ব্যাপারে অচিরেই তুমি জিজ্ঞাসিত হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী এরই প্রমাণ বহন করে। তিনি বলেন,

لا تزولُ قدما عبدٍ يومَ القيامةِ حتى يُسألَ عن أربعٍ ، عن عمرِه فيم أفناه ، وعنْ شبابِه فيم أبلاه ، وعنْ مالِه من أين اكتسبهَ وفيم أنفقَه ، وعن علمِه ماذا عمل فيه ـ (رواه الترمذى)

অর্থ : বিচার দিবসে কোনো বান্দা এক পা-ও নড়তে পারবে না যতক্ষণ না সে চারটি বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হয়।

১. কীসে তার জীবন অতিবাহিত করেছে?

২. যৌবন কীভাবে কাটিয়েছে?

৩. সম্পদ কীভাবে উপার্জন করেছে এবং কোথায় ব্যয় করেছে?

৪. ইলম অনুযায়ী কী আমল করেছে?

আদেশ-নিষেধের ক্ষেত্রে ইসলাম অনেক জায়গায় সময়ের মূল্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখেছে। অনর্থক কাজ ও কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা যেহেতু ঈমানের নিদর্শন ও মুমিনের বৈশিষ্ট্য সাব্যস্ত করা হয়েছে সেহেতু বলা যায়, ইসলাম কর্মহীন ভবঘুরে লোকদের– যারা আনন্দ-বিনোদনে সময়কে 'হত্যা' করতে একে অপরকে ডাকে– তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের এক প্রজ্ঞাপূর্ণ অবস্থান গ্রহণ করেছে।

বোকা ও নির্বোধদের তো এ উপলব্ধিই নেই যে, এসব বিনোদন মূলত নিজের জীবনকে নিয়ে খেল-তামাশার নামান্তর এবং এভাবে সময় নষ্ট করা ব্যক্তি ও সমাজ ধ্বংসের কারণ। তাই তো প্রবাদ হয়ে দাঁড়িয়েছে–

الواجباتُ أكثرُ من الأوقاتِ ، والزمن لا يقِفُ محُايدًا ، فهو إما صديقٌ ودودٌ أوعدوٌّ لدودٌ ـ

অর্থ : জীবনে সময়ের চেয়ে কর্তব্যের পরিমাণ অনেক বেশী। সময় কখনো নিরপেক্ষ থাকে না। সে হয়ত তোমার পরম বন্ধু; নয়ত চরম শত্রু।

www.QuranerAlo.net

আর সময়ের মূল্য সম্পর্কে সতর্ক করতে গিয়ে হাসান বসরী রহ. কত সুন্দর বলেছেন, প্রতিটি দিন প্রভাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে এক ঘোষক ঘোষণা করে, হে আদম সন্তান! আমি এক নতুন সৃষ্টি এবং তোমার কর্মের সাক্ষী। সুতরাং পুণ্যকর্মের মাধ্যমে আমার থেকে পাথেয় সংগ্রহ করো। কেননা বিচার দিবসাবধি আমি আর কখনো ফিরে আসব না।

এই সকল দর্শন ও প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী ইসলামের প্রাণ থেকে উৎসারিত এবং ক্ষণস্থায়ী জীবন থেকে চিরস্থায়ী জীবনের জন্য ফল ও ফসল সংগ্রহের ক্ষেত্রে ইসলামী মহান শিক্ষার উপলব্ধি থেকে উৎসারিত।

এ বিষয়টি আল্লাহ তা'আলার বিরাট অনুগ্রহ ও তাওফীকের প্রমাণবাহী যে, তিনি মানুষকে তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কাজে লাগানোর এবং পরকালীন প্রস্তুতির লক্ষ্যে চেষ্টা-সাধনায় পূর্ণ মনোযোগ নিবিষ্ট করার বুঝ দান করেছেন। আর আফসোস ও পরিতাপের বিষয় এই যে, অধিকাংশ লোক অনর্থক সময় অপচয় করে কিন্তু এর ক্ষতির দিকে ভ্রূক্ষেপও করে না। অধিকন্তু নিজেদের সময়ের সাথে সাথে অন্যের সময়ও নষ্ট করার জন্য 'ঝাঁপিয়ে পড়ে' এবং তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ে কর্মব্যস্ত লোকদের নির্জনতার সময়গুলোর উপর অন্যায় হস্তক্ষেপ করে।

এখানে এসে আমার মনে পড়ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে চিরসত্য এক বাণীর কথা। যাতে তিনি বলেছেন–

نعمتانِ مغبون فيهما كثيرٌ من الناسِ : الصحّةُ والفراغُ ،

অর্থ : দু'টি নিয়ামত এমন আছে যাতে অনেক মানুষ প্রতারিত হয়। ১. সুস্থতা, ২. অবসর।[৩১১]

সময়কে ইসলামের সর্বোচ্চ মূল্যায়নের একটি প্রমাণ হল, ইসলাম সর্বদা স্থায়ী আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে; যদিও তা অল্প হয়। আর বিচ্ছিন্ন অধিক আমলকেও অপছন্দ করে। তা এ কারণে যে, অল্প আমলের উপর অব্যাহততা ক্ষীণ-ক্ষুদ্র কাজকেও একসময় পাহাড়সম বানিয়ে দেয়– যা আমলকারী কল্পনাও করতে পারে না।

পক্ষান্তরে হঠাৎ কারো মাঝে এমন প্রবল কর্মস্পৃহা দেখা দিল যে, সে অনেক আমল করে ফেলল। কিন্তু পরক্ষণেই বিরাগ ও বিরক্তি তাকে ঘিরে ধরল। আর সে আমল ছেড়ে দিল এবং তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। এমন আবেগ ও এ জাতীয় আমল ইসলাম পছন্দ ও সমর্থন করে না।

---

৩১১. বুখারী ও মুসলিম।

www.QuranerAlo.net

Contents

সময়ের প্রতি ইসলামের যত্নবান হওয়ার আরেকটি প্রমাণ হলো, প্রথম ওয়াক্তেই কর্ম সম্পাদনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা। আর বিভিন্ন বিধান থেকে এ-ও বুঝা যায় যে, ইসলামের দাবী হল, প্রত্যেক মুসলিম খুশি ও উদ্যমী মনে এবং পূর্ণ প্রতিজ্ঞা ও প্রত্যয় নিয়ে দিনের কাজগুলো শুরু করবে। কেননা দিনের অগ্রভাগ থেকে উপকৃত হওয়ার আগ্রহ সারাটি দিন অনর্থক নষ্ট না হওয়ার ক্ষেত্রে শক্তিশালী ও অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ইসলামী জীবনব্যবস্থা দিনের সূচনা নির্ধারণ করেছে ফজর থেকে এবং সূর্যোদয়ের পূর্বেই জাগ্রত হওয়াকে আবশ্যক করেছে। আর রাতে এতটা জাগ্রত থাকাকে অপছন্দ করে, যা ফজরের নামাযকে সুন্নত ওয়াক্ত থেকে বিলম্বিত করে। হাদীস শরীফে এসেছে–

اللّٰهُمَّ بارِكْ لأمتى فى بكورها ـ[৩১২]

অর্থ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে আল্লাহ! আপনি আমার উম্মতের জন্য প্রাতকালীন কাজে বরকত দান করুন।

বেলা করে ঘুম থেকে উঠায় অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া গাফলত ও বঞ্চনার একটি প্রধান কারণ। কেননা, তার উপর সূর্য উদিত হয়ে গেল এমন অবস্থায় যে, সে গভীর ঘুমে অচেতন, অথচ অন্যরা জীবনোপকরণের খোঁজে ও পরকালীন কল্যাণ অর্জনে নিমগ্ন।

যেমন হাদীসে উল্লেখ আছে–

رُوى عن فاطمةَ بنت محمَّد عليه الصلاة والسلام قالت : مرَّبى رسولُ الله صلى الله عليه وسلَّم وأنا مضطجعةٌ متصبِّحةٌ ، فحرَّكنى برجله ، ثم قال : يا بُنَيَّة ، قُومى اشهَدِى رزقَ ربك ولا تكونى من الغافلين ، فإن الله يَقْسِم أرزاقَ الناسِ مابينَ طلوعِ الفجرِ إلى طلوعِ الشمسِ ـ[৩১৩]

অর্থ : নবী-দুহিতা ফাতেমাতুয যাহরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন– যখন আমি ছিলাম প্রভাত-নিদ্রায়। তখন তিনি পা মুবারক দিয়ে আমাকে নাড়িয়ে দিলেন। অতঃপর বললেন, হে প্রিয় কন্যা! ওঠো এবং তোমার প্রভুর রিযিক বন্টনে উপস্থিত হও। গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

৩১২. আবু দাউদ (সনদের বিবেচনায় হাদীসটি দুর্বল, কিন্তু অর্থের বিবেচনায় সহীহ)।
৩১৩. বায়হাকী (সনদ দুর্বল)

www.QuranerAlo.net

কেননা ফজর উদয় (সুবহে সাদেক) ও সূর্যোদয়ের মাঝখানের সময়ে আল্লাহ বান্দার রিযিক বণ্টন করেন।

অলস ও কর্মঠ এবং মেহনতী ও অকর্মণ্যের মাঝে পার্থক্যের সময় এটি। কর্মঠ থাকে তার কল্যাণ সাধনে ব্যস্ত। আর অকর্মণ্য তার ধ্বংস ডেকে আনতে লিপ্ত। তখন প্রত্যেকেই তার প্রস্তুতি ও যোগ্যতানুসারে দুনিয়া ও আখেরাতের রিযিক ও কল্যাণ প্রাপ্ত হয়।

নিঃসন্দেহে এই জীবন অতি সংক্ষিপ্ত। আর মানুষ যে বর্তমানের গণ্ডিতে জীবন যাপন করছে তা অতি সংকীর্ণ আর এদিকে ইঙ্গিত করেই বর্ণিত হয়েছে–

يا أيها الناسُ ، خذوا من الأعمالِ ما تُطيقون ، فإنَ اللهَ لا يملُّ حتى تملُّوا ، وإن أحبَّ الأعمالِ إلى الله مادام وإن قلَّ -[৩১৪]

অর্থ : হে লোকসকল! যতক্ষণ সামর্থ্য থাক আমল করে নাও। কেননা আল্লাহ তা'আলা (আমল কবুল করতে ও প্রতিদান দিতে) বিরক্তি বোধ করেন না যতক্ষণ না তুমি (আমল করতে করতে) বিরক্ত হও। আর আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম আমল হল যা ধারাবাহিক ও স্থায়ী; যদিও তা অল্প হয়।

আর নিঃসন্দেহে সময় এমন একটি নিদর্শন যার প্রকৃতত্ত্ব উপলব্ধিতে গুণী-জ্ঞানীরাও অক্ষম। আমরা তো এই সময়কে কাজে লাগিয়ে বস্তুজগতে রেখে যাওয়া কীর্তিগুলোই শুধু দেখতে ও বুঝতে পারি।

সম্ভবত ধ্বংস ও স্থায়িত্বের এবং চিরঞ্জীবতা ও বিনাশের গোপন রহস্য এর মাঝেই আবর্তিত– যা শুধু তিনিই জানেন যিনি এই 'সময় রহস্যের' বাহ্যিক ও গোপনীয় বিষয়গুলো সম্পর্কে সম্যক অবগত।

সময়ের সদ্ব্যবহারে জ্ঞানীগণ

التدريب والتقنية নামক পত্রিকার ১৬ তম সংখ্যায় ড. আসমা বিনতে মুহাম্মাদ বাহারমুয এর استثمار العاقلين (জ্ঞানীদের বিনিয়োগ) শিরোনামে একটি প্রবন্ধ পাই। যার বিষয়বস্তুর সৌন্দর্য ও উৎকৃষ্টতার কারণে এখানে তা উল্লেখ করা ভালো মনে করছি।

আসমা বলেন, মনে করো একটা ব্যাংকে তোমার একাউন্ট বা সঞ্চয়ে দৈনিক জমা রাখা হয় একদিনের সেকেন্ডের সমপরিমাণ অর্থ, তথা ৮৬,৪০০ রিয়াল। তবে ব্যাংকের নীতি হল, দিনশেষ হওয়ামাত্র অবশিষ্ট

৩১৪. বুখারী ও মুসলিম।

www.QuranerAlo.net

টাকা ব্যাংক নিয়ে নেবে। এরপর আর তা থেকে তুমি উপকৃত হতে পারবে না। আবার আগামী দিনের জন্যও তা স্থানান্তর করতে পারবে না। এবং আগামীকালের সঞ্চয় থেকেও আজ নিতে পারবে না। এহেন পরিস্থিতিতে তুমি কী করবে? নিশ্চয়ই প্রতিদিন সূর্যাস্তের পূর্বেই যে কোনো উপায়ে তুমি সঞ্চয়ের প্রতিটি কানা-কড়িও হস্তগত করে নেবে!

ও পাঠক! তুমি কি জানো, আমাদের প্রত্যেকের কাছেই রয়েছে এরূপ ব্যাংক। যা ভোর উদয়ের সাথে সাথেই তোমার জন্য ৮৬,৪০০ সেকেন্ড জমা করে। আর ঘোষণা করে, ঐ দিন ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই যেটুকু সময় তুমি কোনো ফলদায়ক ও গঠনমূলক কাজে ব্যয় করতে না পারবে তা তুমি খুইয়ে বসবে।

প্রিয় ভাই! একটু ভাব, একটু বুঝতে চেষ্টা করো।

যদি তুমি একটি বছরের মূল্য বুঝতে চাও, বছর ব্যাপী সাধনার পর পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়া ছাত্রকে জিজ্ঞেস করো!

যদি তুমি একটি মাসের মূল্য বুঝতে চাও তাহলে অষ্টম মাসেই সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া মাকে জিজ্ঞেস করো!

যদি তুমি একটি সপ্তাহের মূল্য উপলব্ধি করতে চাও তাহলে কোন সাপ্তাহিক ম্যাগাজিনের সম্পাদককে জিজ্ঞেস করো!

যদি তুমি একদিনের মূল্য বুঝতে চাও তাহলে দশ সন্তানের লালনকর্তা এক দিনমজুর পিতাকে জিজ্ঞেস করো!

যদি তুমি একটি ঘণ্টার মূল্য বুঝতে চাও তাহলে ফুলশয্যা রাতে বরের প্রতীক্ষারত নববধূকে জিজ্ঞেস করো!

যদি তুমি একটি মিনিটের মূল্য বুঝতে চাও, তাহলে এক মিনিটের জন্য ট্রেন হারানো যাত্রীকে জিজ্ঞেস করো!

যতি তুমি একটি সেকেন্ডের মূল্য বুঝতে চাও তাহলে এক মুহূর্তের জন্য গাড়ী দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে যাওয়া লোককে জিজ্ঞেস করো!

যদি তুমি এক সেকেন্ডের শত ভাগের এক ভাগেরও মূল্য বুঝতে চাও তাহলে অলিম্পিক খেলায় পদক বিজয়ীকে জিজ্ঞেস করো!

এটি দুই বছর পূর্বে আঞ্চলিক একটি কাগজে প্রকাশিত আমার একটি প্রবন্ধের অংশবিশেষ যা ইন্টারনেটের মাধ্যমে এক অজ্ঞাত ঠিকানার ইলেক্ট্রনিক বার্তা থেকে আমি সংগ্রহ করেছিলাম। এতে তোমাদেরকেও অংশগ্রহণ করানো বিস্তর উপকার হবে বলে মনে করছি। কেননা যখনই আমি তা পড়ি, তা থেকে শিক্ষা নিয়ে থাকি এবং উপকৃত হয়ে থাকি। এভাবে শিক্ষার্জনের মাধ্যমে আমরা যেন প্রকৃত মুসলিম হতে পারি– যারা

www.QuranerAlo.net

Contents

সময়ের সংরক্ষণ ও সদ্ব্যবহারের সর্বাধিক হকদার জাতি। কেননা আমাদের সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য সময়ের মাধ্যমে নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত। যে দায়িত্বের সূচনা নামাযের মাধ্যমে এবং সমাপ্তি হজ্বের মাধ্যমে।

তুমি কি কখনো ভেবে দেখেছ, দিন শেষে আমাদের ক'জনের নিজের সাথে নির্জনে ও একান্তে বসা হয় এবং হিসাব-নিকাশ করা হয়?

ভেবে কি দেখেছ, প্রতিদিন ভোরে তোমার 'একাউন্টে' জমা রাখা কত সেকেন্ড তুমি এমন কাজে নষ্ট ও 'ভস্ম' করেছো যাতে না থাকে স্রষ্টার সন্তুষ্টি আর না থাকে সৃষ্টিকুলের!

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, প্রযুক্তি নিয়ে তো আমরা বহু আলোচনা করি। কিন্তু কখনো কি ভেবে দেখেছ, বিভিন্ন জনের সাথে অযথা- অনর্থক কথাবার্তায় ইন্টারনেটের পর্দার সামনে আমাদের কত রাত্রি নির্ঘুম কেটেছে? অথচ পরিবার পরিজনের সাথে পর্যন্ত কথাবার্তা বন্ধ থেকেছে।

নিত্যদিন আল্লাহ প্রদত্ত নতুন নতুন কত বিশাল সম্পদ কিভাবে আমরা বেপরোয়াভাবে অপচয় করে চলছি- সৃষ্টিকর্তা যা আমাদেরকে দান করেছেন দুনিয়া ও আখেরাতে সুখ ও সৌভাগ্য লাভ করার জন্য।

সে ব্যাপারে আলোচনা এখানে আর দীর্ঘ করছি না। কিন্তু ভাই! মনে রেখো, অবশেষে এমন একদিন আসবে যেদিন প্রত্যেকে জিজ্ঞাসিত হবে, জীবন কোথায় কাটাল, যৌবন কোথায় অতিবাহিত করল, সম্পদ কোত্থেকে অর্জন করল এবং কোথায় খরচ করল, আর ইলম অনুযায়ী কতটুকু আমল করল সে সম্পর্কে।

আজ আমার আলোচনা হবে তাদের উদ্দেশ্যে যারা গ্রীষ্মের ছুটিতে রয়েছে এবং ইতিমধ্যে এক মাস অতিবাহিত করে ফেলেছে। অর্থাৎ ত্রিশটি দিন। যা সাতশ' বিশ ঘণ্টা অথবা ৪৩,২০০ মিনিট। আর সেকেন্ডে হিসাব করলে তো তা আড়াই মিলিয়ন ছাড়িয়ে যাবে, অর্থাৎ ২৫,৯০,০০০ সেকেন্ড।

কী আশ্চর্য! কীভাবে তোমরা কাটালে এত দীর্ঘ সময়? কীভাবে শেষ করলে এত বিশাল সম্পদ?

অথচ ছুটি শুরু হওয়ার পূর্বে তোমাদের অনেকেই হয়তো কল্পনা করেছে, হায়! যদি কোরআনের এবং ফিকহের জ্ঞানার্জনের জন্য পর্যাপ্ত সময় পেতাম! কিংবা পেতাম কম্পিউটার সংক্রান্ত কিছু জ্ঞানার্জনের জন্য! অথবা পারিবারিক পাঠাগারের সংগৃহীত কিছু মৌলিক বড় বড় গ্রন্থ অধ্যয়নের কিছুটা সময় পেতাম, যা আমার চিন্তা-চেতনাকে সমৃদ্ধ করবে এবং হৃদয় ও আত্মার খোরাক জোগাবে!

www.QuranerAlo.net

আমাদের অনেকে কত কামনা করে– যদি তার কাছে অতটা সময় থাকত, যাতে আত্মীয়-স্বজনের সাথে সাক্ষাৎ করবে এবং ছোট-বড়দের আদর ও সম্মান করবে।

ও পাঠক! তুমি কি আকাঙ্ক্ষা করনি যে, কিছুটা সময় পেলে পরিবারের সদস্যদের সাথে সময় কাটাবে? নিজে উপস্থিত থেকে পিতামাতার সেবা-যত্ন করবে এবং দৈনিক তাঁদের দর্শন লাভে ধন্য হবে?

আমার আশা যে, আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত কর্মগুলোর কিছুটা হলেও সম্পাদন করতে পেরেছি। যদি তুমি এখনও না করে থাক তাহলে এক্ষুনি শুরু করে দাও তোমার প্রাপ্ত সময়ভাণ্ডারের যথাযথ ব্যবহার। আর প্রতিটি মিনিট; না বরং প্রতিটি সেকেন্ড থেকে উপকৃত হতে সচেষ্ট হও এবং সচেষ্ট হও কোনো কল্যাণ কর্মসম্পাদনে কিংবা কোনো জ্ঞান বা যোগ্যতার্জনে– যা তুমি আশপাশের লোকদের মাঝে বিতরণ করতে পার। এসব ক্ষেত্রে কোনো অলসতা করো না ও চেষ্টার ঘাটতি রেখো না।

আর তুমি যাকে ভালবাস তার ক্ষেত্রে সময়ের কৃপণতা করো না। এরও আগে যে তোমাকে ভালবাসে তার ক্ষেত্রে সময়ের কৃপণতা করো না।

ইমাম ইবন কুদামা রহ. এর উপদেশ

হাম্বলী মাযহাবের ইমাম, المغني গ্রন্থের রচয়িতা, ফকীহ মুয়াফফাকুদ্দীন ইবন কুদামা রহ. (জন্ম-৫৪১ হিজরী, মৃত্যু ৬২০ হিজরী) এর একটি সারগর্ভ উপদেশ দিয়ে এই গ্রন্থের সমাপ্তি টানছি।

ইবন কুদামা তাঁর وصيّة নামক গ্রন্থের[৩১৫] প্রারম্ভে বলেন,

"তোমার মূল্যবান জীবনকে গনীমত মনে কর এবং প্রিয় সময়কে হেফাজত কর। কেননা জীবনের মেয়াদকাল সীমিত এবং শ্বাস-প্রশ্বাস সংখ্যা নির্ধারিত। আর প্রতিটি শ্বাসই তোমার জীবনের একটি করে অংশ হ্রাস করছে; বলা যায়, গ্রাস করে ফেলছে।

প্রকৃতপক্ষে মানব জীবন অতি সংক্ষিপ্ত। তোমার জীবনের প্রতিটি অংশ একেকটি মূল্যবান রত্ন। মূল্যমান বিবেচনায় যার কোনো তুলনা হয় না এবং কোনো বিনিময় হতে পারে না। কারণ এই সংক্ষিপ্ত জীবনের মাধ্যমেই তোমার অর্জন হবে। হয়ত চিরস্থায়ী শান্তি, নয়তো স্থায়ী মর্মন্তুদ শাস্তি।

তুমি যদি এই জীবনের সাথে চিরস্থায়ী জীবনের তুলনা কর তবে বুঝতে পারবে যে, তোমার প্রতিটি শ্বাস অনন্ত-অসীম নেয়ামতরাজির যিন্দেগী বা সীমাহীন যন্ত্রণাদায়ক আযাবের যিন্দেগীর হাজার বছরের সমান কিংবা

---

৩১৫. পৃষ্ঠা : ৭৬-৭৮।

www.QuranerAlo.net

তারও বেশী। আর যে জিনিসের অবস্থা এমন তা তো অমূল্য হবেই। দুনিয়ার কোনো বস্তুতে তো এর বিনিময় চলতে পারে না।
তাই বলি বন্ধু! জীবনের মহামূল্যবান ধন-ভাণ্ডারকে নিষ্কর্ম ও নিষ্ফল নষ্ট করো না। আর চেষ্টা করো, তোমার একটি শ্বাস-প্রশ্বাসও যেন আল্লাহর আনুগত্য ও নৈকট্য অর্জন থেকে মুক্ত না হয়।
ভেবে দেখ তো, তোমার সাথে যদি একটি হীরকখণ্ড থাকে এবং তা হারিয়ে যায় তাহলে তুমি কতটা কষ্ট পাবে? বরং তোমার থেকে যদি একটি দিনারও খোয়া যায় তবে তুমি কতটা ব্যথিত হবে? তাহলে তুমি কিভাবে তোমার এত মূল্যবান সময়ের ক্ষেত্রে অবহেলা করছ? নিষ্ফল কেটে যাওয়া সময় ও জীবনের ব্যাপারে ব্যথিত না হয়ে থাকছ?

প্রিয় পাঠক!
বার বার একই কথা বলে যাচ্ছি, একই পথে আহ্বান করে চলছি– তোমার জীবনের মূল্য উপলব্ধি কর, সময়কে মূল্যায়ন কর। তা তো ধারালো তরবারির মত। তুমি তাকে না কাটলে, নিশ্চিতভাবে সে তোমাকে কেটে ফেলবে। আর কালক্ষেপণ ও দীর্ঘসূত্রিতা পরিহার কর। এরচে' ক্ষতির আ কিছুই নেই। আর............., আর আল্লাহর কাছে মকবুল কাজের এ ফযিলতপূর্ণ সময়ের যথার্থ মূল্যায়নের তাওফীক কামনা কর।
প্রিয় পাঠক! আল্লাহ আমাদের সকলকে সময়ের হেফাযত এবং সময়কে ইলমে নাফে' ও আমলে ছালেহ্ দ্বারা পূর্ণ রাখার তাওফীক দান করুন। আর আমাদেরকে তাঁদের দলে শামিল করুন, যাঁরা সময়ের মূল্য বোঝে এবং জীবনের প্রকৃত মূল্য উপলব্ধি করে। ফলে তারা নিজেকেও প্রতারিত করে না এবং দেশ ও জাতিকেও ধোঁকা দেয় না। আর তারাই সুপথপ্রাপ্ত।[৩১৬]

صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا • الحمدلله رب العالمين ـ

---

৩১৬. পঞ্চম ও তৎপরবর্তী মুদ্রণগুলোর শেষে আব্বাজান (আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ.) লিখেছিলেন– দুর্বল বান্দা আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ বলছে, আমি এই কিতাবের পঞ্চম সংস্করণের সম্পাদনার কাজ সমাপ্ত করেছি ১৪০৯ হিজরীর রবিউল আওয়াল মাসে। আর এ কর্ম সম্পাদন করেছি– যারা এ থেকে উপকৃত হবে তাদের পক্ষ থেকে নেক দুআ প্রাপ্তির আশায়।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ

আর এখন ত্রয়োদশ মুদ্রণের শেষে আমি (সালমান ইবন আবু গুদ্দাহ) বলছি, আমি ত্রয়োদশ মুদ্রণের সম্পাদনাকর্ম সমাপ্ত করেছি ১৪২৯ হিজরী ১১ জুমাদাল উলা সেই একই দুআ প্রাপ্তির আশায়।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ

www.QuranerAlo.net